Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Swami Bhagavatananda Giri

LIBRARY
No. 0/ 1/194
Shri Shri ... mayee Ashram
BENARAS

॥ ৩৪ নমঃ ॥
। ৩৪ ...

PRESENTED

Sri Ma Anandamayi Ashram
Bhadaini. VARANASI

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব-দর্শন

1/194
0/

Truth Revealed, Soul Problem and Maya
and
Self-Realisation.

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রণেতা

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী
বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান :—
গ্রন্থকারের নিকট—শিবালয় ঘাট,
বেনারস সিটী।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৭

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত * মূল্য { কাগজে বাঁধাই ২৲ / কাপড়ে বাঁধাই ২।০ }

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি. এ,. বি, টি,.
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট

প্রিণ্টার :—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, লিমিটেড
বেনারস-ব্রাঞ্চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 0/1/194
Shri Sh... ...ee Ashram
...NARAS
PRESENTED

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব ... ... ১—১২৮

স্বচনা ১
স্বৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব ৭
স্বৃষ্টি ও উৎপত্তি ৮
স্বৃষ্টিতত্ত্ব ৯
স্বৃষ্টিবাদ ১১
নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ ১৪
মায়াবাদ ১৮
স্বৃষ্টিতত্ত্ব মানবের বুদ্ধির অতীত কেন ? ... ২১
বুদ্ধদেব ও স্বৃষ্টিবাদ ২৩
বশিষ্ঠদেবের মনঃকল্পিত জগৎ ২৭
স্বপ্নবাদ ২৯
যোগনিদ্রা ৩৩
বীজাঙ্কুরবাদ ৩৫
সাকারবাদ খণ্ডন ৩৬
১। মূর্ত্ত্যাদি দর্শন ৩৭
২। সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম ৪০
৩। গীতায় ঈশ্বরবাদ ৪৪
দৃশ্যপ্রপঞ্চ ও মায়িক জীব ৪৮
স্বৃষ্টিতত্ত্বে উপাদান কারণ ৫১
বিবর্ত্তবাদ ৫৩
বিবর্ত্তবাদ ও বীজাঙ্কুরবাদ ৫৫
বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ ৫৮
বুদ্ধদেব ও সংসারাস্তিত্ব ৬০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
চৈনিক দর্শন ও মহাশূন্যবাদ	...	...	৬২
মহাশূন্যের স্বরূপ নির্ণয়	...	...	৬২
ধর্ম্মের প্রকার-ভেদ	...	...	৬৫
১। মহম্মদ ও খৃষ্টের ধর্ম্মমত	...	...	৬৫
২। দার্শনিক ধর্ম্মমত	...	...	৬৮
ব্যক্তিবাচক ঈশ্বরাস্তিত্ব	...	...	৬৯
১। মহর্ষি বেদব্যাস	...	...	৭১
২। পুরাণোক্ত দেবদেবী	...	...	৭২
৩। বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ভাগবতগণের মত			৭৪
অবতারবাদ খণ্ডন ...	...	...	৭৮
১। দেহাত্মবাদীর স্বর্গ ও ঈশ্বর	...	...	৭৮
২। যুগলমূর্ত্তির পরিকল্পনা ও পূজা	...	...	৮০
মহাশূন্যবাদ ...	...	...	৮৬
১। সূক্ষ্ম ও স্থূল ...	...	...	৮৭
(ক) মহাশূন্য ও মহাআত্মা	...	...	৮৯
২। সৎ ও অসৎ ...	...	...	৯৪
৩। বস্তু-সত্তা ও অবস্তু-সত্তা	...	...	৯৫
বিশ্বস্রষ্টা ও জীব-শাসন	...	...	৯৬
মানবত্বের অভিমান ও ঈশ্বরাস্তিত্ব	...	...	১০১
সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত	...	...	১০৪
ষড়্ অনাদি ...	...	...	১০৫
"জন্মাদ্য স যতঃ" মন্ত্রার্থ ও বিবর্ত্ত পরিণামবাদ		...	১০৭
দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ...	...	...	১১০
জগদ্দর্শন ও জগদ্বন্ধন	...	...	১১২
প্রত্যভিজ্ঞা ...	...	...	১১৪
ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব ...	...	...	১১৫
ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ	...	...	১১৭
অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ	...	...	১১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবিম্ববাদ	১২১
জগদ্ব্যাপার ও ব্রহ্মের দায়িত্ব	১২২
ব্রহ্মোপাসনা	১২৫
জীবতত্ত্ব ও মানবাস্তিত্ব ...	**১২৯—৪৩২**
ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ	১২৯
জগৎ	১৩৫
জীব	১৩৬
বুদ্ধি	১৩৭
মন ও বুদ্ধি	১৪০
ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভেদ	১৪১
ব্রহ্মের অনভিভবতা	১৪৪
ব্রহ্ম ও মায়া	১৪৮
মোক্ষের সাধনা	১৫৩
জীবত্বের ভ্রমাপনোদন	১৫৫
মায়া ও মন	১৬০
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"	১৬৩
মনোভিমানী ও আত্মাভিমানী	১৬৪
জীবভ্রান্তি	১৬৬
জন্মমৃত্যু কাহার ?	১৬৭
মনস্তত্ত্ব	১৭১
ভ্রান্তি-বিলাস	১৭৩
মনোরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায় ...	১৭৯
জ্ঞান	১৮২
জগজ্জীবের পরম পুরুষার্থ	১৮৪
জীব ও প্রত্যভিজ্ঞা	১৮৫
আত্মা ও মনের স্বরূপ ভেদ নির্ণয়	১৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়				পৃষ্ঠা
মায়া	...	...	...	১৮৮
মায়া-শক্তি	...	...	...	১৯০
মায়াশক্তি অপনোদন ও ব্রাহ্মীস্থিতি		...	...	১৯৫
চিত্তবেতাল	...	...	...	১৯৮
মুক্তি	...	...	...	১৯৯
অধ্যাসের উৎপত্তি	...	...	...	২০২
ব্রহ্মের কল্পনাসৃষ্ট জীবের মুক্তি চেষ্টা বৃথা কি না ?			...	২০৩
(ক) উপাসনা	...	...	...	২১১
(খ) জ্ঞানীর প্রকার-ভেদ		...	...	২১৪
(গ) চরমজ্ঞানী ও জগদ্দৃশ্য		...	...	২২১
(ঘ) মনোনাশ	...	...	...	২২২
আত্মা	...	...	...	২২৭
জ্ঞানের অনুভব	...	...	...	২২৮
১। আত্মলক্ষ্যভেদ	...	...	...	২৩০
২। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ	...	...	...	২৩২
৩। মনোতীত অবস্থা লাভ		...	...	২৩২
৪। স্থিতপ্রাজ্ঞ ও ব্যবহারিক জগৎ		...	...	২৩৬
সয়তান ও তাহার রাজ্য	...	...	...	২৪০
ব্রহ্মানুসন্ধান	...	...	...	২৪৫
১। অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি			...	২৪৬
(ক) অনুভব কর্ত্তা কে ?		...	...	২৪৯
২। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়	...	...	...	২৫১
(ক) নির্গুণব্রহ্মের কল্পনা শক্তির আশ্রয়			...	২৫৭
(খ) ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তাস্বরূপ		...	...	২৫৮
(গ) ব্রহ্ম এক কি দুই ?		...	...	২৫৯
(ঘ) ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্প, কামসঙ্কল্প নহে			...	২৬৪
৩। ব্রহ্মাবস্থাই চিরবিশ্রান্তি		...	...	২৬৬
মায়াবাদে বিবর্ত্তবাদ	...	...	...	২৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনোনাশের ব্যবস্থা	২৭১
সাধনপ্রণালী—জ্ঞানসাধন	২৭৩
১। আত্ম-দর্শন	২৭৭
২। মোক্ষ	২৮০
(ক) মন ও পরমাণু	২৮১
(খ) মনোনাশ সাধ্যায়ত্ত কিনা ? ...	২৮৩
(গ) মনোনাশ কে করিবে ?	২৮৫
(ঘ) বিবেক	২৮৬
৩। ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও অপরোক্ষানুভূতি	২৮৯
৪। ব্রহ্মদর্শন	২৯৭
(ক) জগদ্দর্শন ও ব্রহ্মদর্শন	২৯৯
(খ) ব্রহ্মদর্শন কখন হয় ?	৩০১
(গ) ব্রহ্মদর্শন কে করে ?	৩০৩
(ঘ) ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায়	৩০৪
(ঙ) ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব	৩০৭
মানবাস্তিত্ব	৩১০
মনোনাশ	৩১১
মনস্তত্ত্ব	৩১৫
সংস্কার নাশ	৩১৭
মুক্তি	৩১৮
রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, তথা ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি ...	৩১৯
ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি	৩২৩
মায়ার উৎপত্তি	৩২৬
"ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ সত্য" বলি না কেন ? ...	৩২৯
জগদ্ভ্রান্তি অপগমের উপায়	৩৩৫
জীবভ্রান্তির অপনোদন	৩৩৫
জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি	৩৩৯
অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে আত্মজ্ঞান	৩৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়				পৃষ্ঠা
বাসনা-নির্ম্মুক্তি	...	...	...	৩৪৩
কর্ম্মতত্ত্ব	...	...	...	৩৪৬
১। কর্ম্মত্যাগ	...	...	...	৩৪৭
২। গীতার নির্লিপ্ত কর্ম্ম		...	...	৩৪৯
(ক) সংসার-কারাগার		...	...	৩৫০
(খ) গীতা ও গীতামাহাত্ম্য		...	...	৩৫৩
৩। কর্ম্মবিধান	...	...	...	৩৫৭
(ক) কর্ম্মবিপাক		...	...	৩৫৮
(খ) কর্ম্মের দায়িত্ব		...	...	৩৬০
(গ) অদৃষ্ট ও পুরুষকার		...	...	৩৬৩
(ঘ) জন্মান্তরবাদ		...	...	৩৬৫
কর্ম্মফল	...	...	...	৩৭৩
কর্ম্ম ও অহঙ্কার	..	...	...	৩৭৫
সমাধি	...	...	...	৩৭৭
১। যোগক্রিয়া	...	...	...	৩৮১
(ক) হঠযোগ ও লয়যোগ		...	...	৩৮৩
(খ) লয়যোগ	...	...	...	৩৮৫
২। সমাধি—(ক) সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প			...	৩৯০
(খ) জড় ও চৈতন্য সমাধি		...	...	৩৯১
ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুভূতি	...	...	...	৩৯৩
(ক) জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ		...	...	৩৯৫
(খ) বিবর্ত্তবাদ ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ			...	৩৯৭
(গ) ব্রহ্মের অখণ্ডরূপে বিদ্যমানতা			...	৪০১
(ঘ) আত্মানুভব	...	...	...	৪০২
শান্তিলাভের উপায়	...	...	...	৪০৪
অদ্বৈতজ্ঞানীর উপাসনা	...	...	...	৪১০
নির্ব্বাণ	...	...	...	৪২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

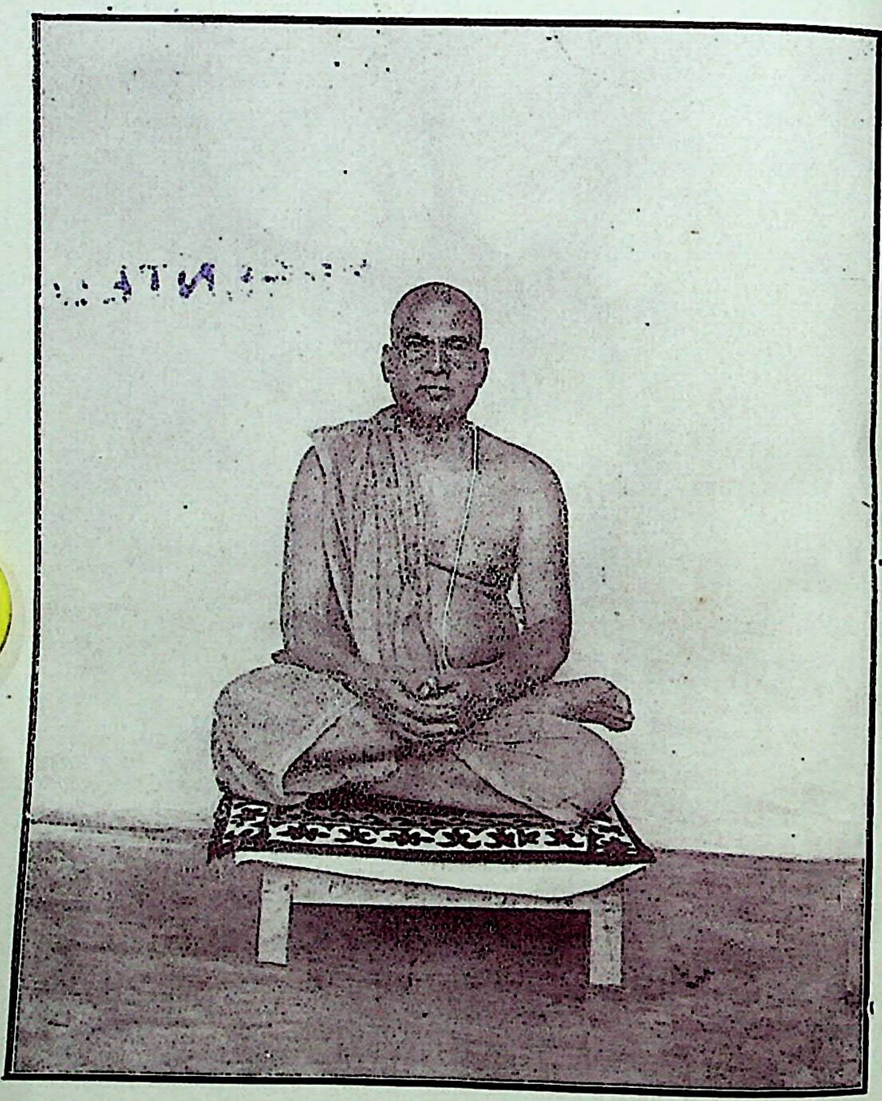

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী
শিবালয়, কাশীধাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No 1/194
Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

তত্ত্ব-দর্শন।

PRESENTED

সৃষ্টি-তত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব।

সূচনা।

মনীষাসম্পন্ন মানব-মস্তিষ্কে যে সব চিন্তা-তরঙ্গ প্রতিনিয়ত উদ্ভূত ও বিলীন হইতেছে, তন্মধ্যে দুইটি চিন্তা-তরঙ্গ মানব-মস্তিষ্ককে বিশেষ বিক্ষোভিত করিতেছে; উহারা কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না; উহারা সকল তরঙ্গ-মালা পরাহত করিয়া স্বীয় স্বীয় উচ্চশির উত্তোলন করতঃ ভীমবেগে মানব-মস্তিষ্ক বিক্ষোভিত করিতেছে। যাহারা যত জড়-মস্তিষ্ক, ঐ বিক্ষোভন তাহাদের তত অল্প দেখা যায়।

দুইটি চিন্তাতরঙ্গ মানব- মস্তিষ্ক বিক্ষোভিত করিতেছে।

বলশালী বনস্পতি যেমন ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়া থাকে, তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন মস্তিষ্ক তেমনই উল্লিখিত দুইটি প্রবলতম তরঙ্গের বিক্ষোভন সহ্য করিয়া থাকে। বিরাট্ বনস্পতিগণ যত দিন উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকে, তত দিনই যেমন তাহাদিগকে প্রবল ঝঞ্ঝা-বাতের আক্রমণ সহ্য করিতে হয়, তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যত দিন

তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উহাদের বিক্ষোভন সহ্য করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত থাকেন, ততদিনই তাঁহাদিগকেও তেমনই ঐ তুইটি চিন্তা-তরঙ্গের বিক্ষোভন সহ্য করিতে হয়। ঐ সব মহাবল মহাজনগণের উল্লিখিত চিন্তা-তরঙ্গদ্বয়-বিক্ষোভিত মস্তিষ্ক-প্রসূত মহাসত্য, প্রতিনিয়ত মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, অপেক্ষাকৃত জড়মস্তিষ্কগণের সংসার-বিভীষিকা ও ভীষণ সংসার-মায়া-প্রহেলিকা দূরীভূত করিতেছে।

তাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত মহাসত্য জড়মস্তিষ্কগণের সংসার-বিভীষিকা ও প্রহেলিকা দূরীভূত করিতেছে।

প্রবল বনস্পতিগণ যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত স্বীয় স্বীয় উচ্চশিরে প্রতিহত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং স্বীয় আশ্রিত নিম্নতর, ক্ষুদ্রতর ও তুর্ব্বলতর বৃক্ষগণকে ঝঞ্ঝাবাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, এই সংসারেও দেখা যায় যে, সর্ব্বদা মহাবল মহাপুরুষগণ তেমনই স্বীয় স্বীয় মস্তিষ্ক অপার্থিব চিন্তা-তরঙ্গদ্বারা আলোড়িত করিয়া তুর্ব্বল জড়-মস্তিষ্ক ও অল্প মেধাবীগণের মায়ামোহান্ধ চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকেন ও জগৎ-প্রহেলিকা বুঝিতে উৎসাহান্বিত করিয়া থাকেন। বলশালী উচ্চশির বিরাট্-বৃক্ষ যেমন তুর্ব্বলতর, নিম্নতর, ক্ষুদ্রতর বৃক্ষগণকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সময় সময় অক্ষম হয় ও ভগ্নশির হইয়া সমূল উৎপাটিত ও সবেগে ও সশব্দে ভূপতিত হয়, তেমনই কত কত মহাজন, মহাপুরুষ তুর্ব্বলমস্তিষ্ক ও অল্প মেধাবীগণকে "সংসার মোহময়, ঘোর প্রহেলিকাময়, ঘোর কুহকময়" ইহা বুঝাইতে গিয়া, এবং আপনারাও মায়ামোহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ও নিষ্কৃতি পাইতে প্রবল উদ্যম ও চেষ্টা করিয়া, কখন কখন মায়ার মহাঝঞ্ঝাবাত প্রতিহত করিতে অক্ষম হন ও পুনঃ মায়াকর্ত্তৃক রুদ্ধ ও প্রহৃত হইয়া পাঁজর ভাঙ্গিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন।

কিন্তু কেহ কেহ কখন কখন মায়ার মহাঝঞ্ঝাবাত প্রতিহত করিতে অক্ষম হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলশালী বনস্পতির বিরাট্ বপু ঝঞ্ঝাবাতে সবেগে, সশব্দে ভূপতিত হইলে যেমন অবোধ মানবগণ একটা বিরাট্ কৌতুকের ব্যাপার ঘটিল বলিয়া তাহা দেখিতে তীব্রবেগে ধাবিত হয় ও অপরের নিকট তাহার অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ে মহানন্দ অনুভব করে, তেমনই মহামায়ার স্থকঠিন মোহ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে গিয়া, এবং দুর্ব্বলতর অল্প মেধাবীগণকে ঐরূপ করিতে উৎসাহ প্রদান ও পন্থা প্রদর্শন করিতে গিয়া, কত কত মহাবল মহাপুরুষগণ যখন মায়ার নিষ্ঠুর প্রহারে প্রহৃত হইয়া থাকেন, তখন অবোধ মানবগণ, একটা বিরাট্ কৌতুকের বিষয় ঘটিল মনে করিয়া, তাহাতে মহানন্দ ভোগ করিয়া থাকে ও অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ সকল মহাপুরুষের নিন্দাবাদ ও দোষানুকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

মায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন অল্প মেধাবীগণ তাহাতে মহানন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

এই সব অবোধ মানব সগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিয়া থাকে, "আমরাই ঠিক পথে চলিয়াছি; আমরা মহামায়ার সানুরক্ত সন্তান বা প্রজা; আমরা মহামায়ার বিজয়-সঙ্গীতে জগৎ নিনাদিত করিব; আমরা তাঁহার বিজয় ঘোষণা ধ্বনিত করিয়া মহানন্দে ও মহানিশ্চিন্তে তাঁহার নির্ম্মিত মহাস্থখের সংসারে বসতি করিব।" উৎপীড়নশীল শাসন-প্রণালী দ্বারা উদ্বিগ্ন হইয়া কতিপয় মেধাবী ব্যক্তি যখন শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রবল উদ্যম ও চেষ্টা করে ও অন্য উৎপীড়িতগণকে উহা করিতে উৎসাহিত করিয়া পন্থা প্রদর্শন করে, তখন ঐ মেধাবীগণ কঠোর নিষ্ঠুর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই সময় নিষ্ঠুর শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী অনুরক্ত অনুচরগণ যেমন ঐ দণ্ড দেখিয়া আহ্লাদিত হয় ও আস্ফালন করিয়া থাকে এবং মহাগর্ব্বে বলিয়া থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমরাই ঠিক, দেখ তামাসা, এখন কেন? অগ্রে বুঝিয়াছিলে না যে, এরূপ দুর্গতি পাইতে হইবে, ইত্যাদি।"

বহু বৎসরের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন বহু বৎসর কারাগৃহ-বাসের পর ঐ কারাগৃহে অন্যান্য নবাগত কয়েদীগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের নিকট আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তেমনই যাহারা অল্প-বুদ্ধি, কিন্তু বৃথা মায়িক-বুদ্ধির আস্পর্দ্ধা করিয়া মায়ার দাসত্ব করিতে অনন্তকাল দৃঢ়সঙ্কল্প হয় ও তাহাতেই পরমানন্দ অনুভব করিয়া জগতে মায়ার বিজয়-ভেরী উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত করিয়া থাকে, তাহারাই মহাবল, মহাপুরুষগণের মায়ার সুকঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রবল উদ্যম দেখিয়া এবং তাহাতে কখন কখন কাহারও মায়া-কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর দণ্ডে কঠোর ভাবে দণ্ডিত হইতে দেখিয়া নিন্দা, উপহাস ও অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা দ্বারা উক্ত মহাপুরুষগণের নীচত্ব প্রতিপাদন করিতে মহানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। 'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে' নীতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

এখন উল্লিখিত দুইটি প্রধান চিন্তাতরঙ্গ সবিশেষ বিবৃত করা যাইতেছে। বিষয় দুইটি মানব-মস্তিষ্কের যেমনই বিক্ষোভ উৎপাদনকারী, তেমনই মহাসত্যের প্রখর আলোক-বিকিরণকর। এই চিন্তা-তরঙ্গ বিক্ষোভিত ও উদ্ভূত মহাসত্যের প্রখর আলোকের বিকীর্ণ শক্তিই মানবকে উচ্চতর সোপানে, শ্রেষ্ঠতর লোকে উঠাইয়া দিতেছে এবং এমন এক অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত ও অবর্ণনীয় জগতে উক্ত বিধ চিন্তাশীলগণকে টানিয়া তুলিতেছে ও এমন এক দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া উহারা ঐ অনির্দ্দেশ্য পথে ধাবিত হইতেছে যে, উহারা আর এই প্রহেলিকাময়, ঘোর ইন্দ্রজাল সদৃশ, মায়াময় পৃথিবীতে

এই চিন্তা-তরঙ্গোদ্ভূত মহাসত্য মানবকে এক শ্রেষ্ঠতর লোকে উঠাইয়া দিতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরাগমন করিতে চাহে না, সংসারকে মোহময় সাব্যস্ত করিয়া আর উহার পানে ফিরিয়া চাহে না; উহাদের মন, প্রাণ ও বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যেদিক হইতে সেই মহাসত্যের প্রখর আলোকের ক্ষীণাভাস আসিতেছে সেইদিকে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে; সেই মহাসত্যের দুর্লক্ষ্য সূত্র ধারণ করিয়া চলিতেছে ও বলিতেছে,—ঐ দেখ সত্যের আলো, ঐ দেখ সত্যের দুর্লক্ষ্য সূত্র; এখনও দেখ; এখনও ধর। মোহ-কুয়াসাতেই মহাসত্যের প্রখর আলোক ক্ষীণাভাসরূপে দৃষ্ট হইতেছে ও সূত্র দুর্লক্ষ্য বোধ হইতেছে। এখনও সময় থাকিতে অগ্রগামী মহাজনগণের শরণাগত হও, তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ কর, তাঁহাদের সংসার-মরুর বালুকা-পথে চিহ্নিত পবিত্র পদচিহ্নরাশি মোহচক্ষু উন্মীলন করিয়া দর্শন কর ও মায়ার গণ্ডী হইতে বহির্গত হইয়া সত্যলোকে প্রবিষ্ট হও; আর মায়ার বড়াই করিও না, মায়ার গর্ব্ব করিও না, মায়ার বিজয়ভেরী নিনাদিত করিও না; উঠ, জাগো ও জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণের সদুপদেশে প্রবুদ্ধ হও।

ও বলিতেছে,—উঠ, জাগো. তত্ত্বদর্শিগণের সদুপদেশে প্রবুদ্ধ হও,

তাঁহারা আরও বলিতেছেন, সংসার ঘোর ইন্দ্রজাল, ইহার অস্তিত্ব স্বাপ্নিক, বাস্তবিক নয়; স্বপ্ন-দৃশ্য যেমন স্বপ্নকালীন সত্য বলিয়া নিশ্চয় উপলব্ধি হয়, কিন্তু জাগরণে অসত্য প্রতিপন্ন হয়, মানব-চক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত এই দৃশ্যমান্ জগৎও তেমনই সুধু মোহবশে সত্য বলিয়া দৃষ্ট হয়; মোহাবসানে এই জগৎ এক মহা যাদুকরের বিরাট্ যাদুঘর মাত্র বলিয়া সাব্যস্ত হয়। যাদুঘরের মৃত পশুপক্ষী প্রভৃতি দেখিয়া, বালক যেমন তাহা জীবন্ত বলিয়া বুঝিয়া লয়, এই মায়ার যাদুঘর জগৎ

এই দৃশ্যমান্ জগৎ বিরাট্ যাদুঘর মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া তাহাতে বৃথা আস্ফালনকারী ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বীয় অজ্ঞানতা নিবন্ধন সত্যতা আরোপ করিয়া থাকে। খেলার মত্ততায় বালকগণ যেমন স্বীয় আবাসস্থান বিস্মৃত হইয়া যায়, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে ও স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, মায়া মোহের খেলায় মানব, তেমনই স্বীয় আবাসভূমি মায়ার গণ্ডীর অতীত সেই সত্যলোক বিস্মৃত হইয়া, তথায় যাইতে অবশচিত্ত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রীড়ামত্ত বালকের ন্যায় মায়ামুগ্ধ মানব আবাসভূমি সত্যলোক বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে।

মোহভ্রান্ত মানবের এতাদৃশ আত্ম-বিস্মৃতাবস্থা ও স্বীয় আবাস-ভূমি সত্যলোক গমনে বলবতী অনিচ্ছা, মায়ামোহের খেলায় এতদূর অযথা মত্ততা মানবগণকে এতাদৃশ বৃথা-গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছে যে, আর তাহাদের সত্যের আলোক দেখিতে শক্তি নাই ; সর্ব্বদাই মোহচক্ষু মোহনেশায় মুদিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইতে মহাজনগণের "সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় হউক—বলিয়া উচ্চধ্বনি অদ্যাপি অবধির মানবগণের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

তাহার সত্যের আলো দেখিবার শক্তি নাই।

আত্যন্তিক বধিরতা নিবন্ধন যাহারা ঐ সত্যের জয়ধ্বনি শুনিতে পায় না, তাহারা তীক্ষ্ণ ব্যাবহারিক বুদ্ধি, অগাধ জাগতিক বিদ্যা, অতুল পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও কিছুদিনের জন্য শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক কল্পে মহাহতভাগ্য জীব বলিয়া মহাজনগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

পারমার্থিক কল্পে সে মহাহতভাগ্য জীব বলিয়া মহাজনগণ কর্ত্তৃক উক্ত হয়।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি-তত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব।

এখন উক্ত দুইটি প্রশ্নের সমাধান করা যাইতেছে। প্রথম প্রশ্ন ও দ্বিতীয় প্রশ্ন পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া দুইটিরই একত্র সমাধান আবশ্যক।

প্রশ্ন—
(ক) অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে সৃষ্ট হইল;
(খ) এবং কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল?

প্রশ্ন দুইটি এই যে, এই দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এতাদৃশ অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে সৃষ্ট হইল এবং কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল! উহা কি কোন হস্তপদ-চক্ষুকর্ণ-বিশিষ্ট দেহধারী জনের সৃষ্ট, কি তাঁহার হাত-গড়া, বা বিশেষ কোন কৌশলে নির্ম্মিত? এ সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র, নানাদেশীয় দর্শনশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মের বেদ, উপনিষদাদি মহান্ জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম ও ছায়া অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা ও সমাধান করা যাইবেক। পাঠক-পাঠিকাগণ! এতাদৃশ গভীর গবেষণার বিষয়ে অন্যমনস্ক বা অনবহিত হইলে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবে না। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে চিন্তাশীলতা অবলম্বন করিতে হইবে, স্বাধীন বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়া-বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ যুক্তিবাদ ও হেতুবাদ স্বীকার করিতে হইবে, এবং জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুভব করিতে প্রাণের মধ্যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতে হইবে। অন্যথা, শুধু পড়িয়া গেলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

বিভিন্ন ধর্ম্মের ও জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ও ছায়ানুপাতে প্রবন্ধ সমাধান করা যাইবে।

জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করিতে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি ও উৎপত্তি।

এখন বিচার করিতে হইবে—এই জগৎ সৃষ্ট, কি উৎপন্ন? এই জগৎ সৃষ্ট বস্তু, কি উৎপন্ন বস্তু? 'সৃষ্টি' ও 'উৎপত্তি' এই তুইটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য অনেক রহিয়াছে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করা, আর উৎপত্তি শব্দের অর্থ—এক অস্তিত্ব হইতে অন্য অস্তিত্বে পরিণত করা। কোনরূপ মূল উপাদান ব্যতীত যে কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন করা, তাহাকে সৃষ্টি কহে; আর কোনরূপ উপাদান হইতে ভিন্নরূপে বা বর্দ্ধিতরূপে তাহার বিকাশ করাকে উৎপত্তি কহে।

সৃষ্টি—অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করা।

উৎপত্তি—কোন উপাদান হইতে উহারই বিকাশ করা;

যে বস্তুর অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা পূর্ব্বে ছিল না, বা মূল উপাদান-রূপে কিছুমাত্র ছিল না, সেই বস্তু অস্তিত্বে পরিণত করাকে সৃষ্টি বলে; আর যে বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল, অথবা মূল উপাদানরূপে ছিল, তাহাকে অস্তিত্বান্তরে বা বিকাশাবস্থায় আনয়ন করাকে উৎপত্তি বলে। যেমন, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি। পূর্ব্বেই বীজ-মধ্যে বৃক্ষের অস্তিত্ব অবিকশিতভাবে নিহিত ছিল, এখন সেই বীজ বৃক্ষরূপে বিকশিত হইল মাত্র, অর্থাৎ বীজরূপে অস্তিত্বশীল বৃক্ষ এখন বৃক্ষরূপে বিকশিত অস্তিত্বে পরিণত হইল মাত্র। বীজ, বৃক্ষের উৎপাদক মাত্র,—স্রষ্টা নয়; এইরূপে পিতা, পুত্রের উৎপাদক মাত্র,—স্রষ্টা নয়। পুত্র পিতার বীর্য্যে অবিকশিতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল,—এখন পুত্ররূপে বিকশিত অস্তিত্বে পরিণত হইল মাত্র; পুত্র পিতা হইতে উৎপন্ন হইল মাত্র, পিতা পুত্রের উৎপাদক,—স্রষ্টা নয়; পিতা পুত্রের উৎপাদন-কর্ত্তা,—সৃষ্টিকর্ত্তা নয়।

যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন সৃষ্টি শব্দের অবতারণা করা যাউক। সৃষ্টি শব্দের অর্থ উৎপত্তি শব্দ হইতে পৃথক্। পূর্ব্বে যে বস্তুর মূল উপাদানগত অস্তিত্ব বা কোনরূপ বিদ্যমানতা ছিল না, তাহা যে অস্তিত্বে পরিণত করা, তাহাই সৃষ্টিশব্দবাচক জানিবে। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাহার সাদৃশ্যযুক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষ অনুধাবনার ও গবেষণার বিষয়।

উপাদানগত অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে পরিণতি সৃষ্টিশব্দবাচক, তাই সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব গবেষণার বিষয়।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্র সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া গভীর আলোচনা করিয়াছেন ও এতদুদ্দেশ্যে তিনটি বাদের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রথম সৃষ্টিবাদ, দ্বিতীয় বিবর্ত্তবাদ ও তৃতীয় মায়াবাদ। যখন সৃষ্টিবাদে তাঁহাদের মনের প্রবোধ হইল না, তখন বিবর্ত্তবাদ আবিষ্কার করা হইল এবং যখন তাহাতেও মনের সম্যক্ প্রবোধ হইল না, তখন মায়াবাদ আবিষ্কৃত হইল ও তাহাতে মনের প্রবোধ হইল বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির হইল। এখন এই তিনটি বাদ ও তৎসংসৃষ্ট ঈশ্বরবাদ একত্র সমালোচনা দ্বারা, শাস্ত্র-বাক্য ও স্বাধীন যুক্তি অবলম্বন করতঃ, উহাদের সমীচীন মীমাংসা করা যাইতেছে। অল্পজ্ঞের সহজে বোধগম্য করিবার জন্য ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করা যাইতেছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণায় সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র-কর্ত্তা মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ এক, এবং সেই এক, সৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে সৃষ্টিমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টির বাহিরে তিনি থাকেন নাই, তিনি সৃষ্টির প্রতি পরমাণু মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন ও প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান আছেন। ওতপ্রোত অর্থ মাখামাখিরূপে আছেন, অর্থাৎ প্রতি পরমাণুর মধ্যে তিনি আছেন। প্রতি পরমাণু তাঁহাতে অবিমিশ্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি প্রতি পরমাণুরূপে ও প্রতি পরমাণুর অন্তরে বিদ্যমান আছেন। আবার প্রতি পরমাণু তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিয়া তন্ময় হইয়া তাঁহারই রূপ ঘোষণা করিতেছে; অরূপের রূপ পরমাণুপুঞ্জ প্রদর্শন করিতেছে।

অন্যদিকে জ্ঞানের অবতার, পরমযোগী, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য যাবতীয় জীবজগৎকে ঘোর ইন্দ্রজাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও মিথ্যাবস্তুর সৃষ্টি অসম্ভব বলিয়া সৃষ্টিবাদ উড়াইয়া দিয়াছেন।

আবার ভারতের প্রাচীন লুপ্তধর্ম্মের স্থাপয়িতা, যিনি এক সহস্র বৎসর ভারতের বক্ষে নিরীহ ছাগ, মেষ, মহিষ ও গো হত্যাদি পূজা ও যজ্ঞকালীন বন্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার জ্ঞান-মহাসাগরের অন্তস্তল হইতে গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন,—"এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই।" অল্পজ্ঞগণ এজন্য তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। ইহা যে ভ্রান্ত ধারণা ও সিদ্ধান্ত, তাহার পশ্চাৎ সমাধান করা যাইবে।

উল্লিখিত তিনটি বাদ, যথা—সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ ও তৎসম্বন্ধে বৈদিক তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের, জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যের ও মহামতি বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত সকলের মধ্যে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে। দেখিবে, এই তিনটি বাদ ও উল্লিখিত তিন প্রকারের মহাজ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষগণের মীমাংসা একই রকম উপসংহারে আসিয়াছে।

এই তিনটি 'বাদেই' সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিবাদ।

প্রথমতঃ, মহাজ্ঞানী পরম তত্ত্বদর্শী বৈদিক ঋষিগণের সৃষ্টিবাদ-সম্বন্ধে অভিমত ও চরম সিদ্ধান্ত আলোচনা করা যাউক। ইহাদের চরম সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ এক, এবং সেই এক, বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই 'এক' কোন ব্যক্তির মত ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, হাত-পা-বিশিষ্ট নয়, কারণ, তদ্রূপ হইলে প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকার সম্ভাবনা কোথায়? "অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্তে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সেই 'এক' অণু হইতেও অণু, মহান্ হইতেও মহান্, অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বড় হইতেও বড়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্মরূপে প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট ও বড় রূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ এক, বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।

সেই 'এক' অণু হইতে ও অণু, মহান্ হইতে ও মহান্।

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ" অর্থাৎ তাঁহার প্রতিমা বা কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই, এই বিশ্বই তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে—প্রভৃতি উপনিষদের সিদ্ধান্তও ঠিক একই উপসংহারে উপনীত হইয়াছে। এক কথায়, তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কিন্তু মহিমা আছে, অর্থাৎ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নাম-রূপ নাই; তাঁহার সার্ব্বভৌমিক

তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি বা নাম-রূপ নাই;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বিশ্বব্যাপী মহিমা রহিয়াছে। জ্ঞানিগণ এই মহিমাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন। তাঁহারা তাঁহার কোন নাম-রূপ নাই বলিয়া তাহা চিন্তা করেন না, বা কোনও নির্দ্দিষ্ট নাম-রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার ধ্যানও করেন না; যেহেতু কল্পনার ধ্যান করিয়া বস্তুতঃ লাভ নাই—উহাতে সত্যের উপলব্ধি হয় না। মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র।

কেবল বিশ্বব্যাপী মহিমা রহিয়াছে; যাহাতে জ্ঞানিগণ নিমগ্ন থাকেন।

তবে বালকের খেলা সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যাপার হইলেও যেমন তাহাতে তাহার আনন্দ ও মত্ততা অপরিসীম, সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নাম-রূপহীনের নাম-রূপ কল্পনা করিয়া তাহাতে ধ্যানপরায়ণ হওয়ার আনন্দ ও মত্ততা স্বাভাবিক। বালক তাহার মনঃকল্পিত মিথ্যা ব্যাপার রূপ খেলাতে যেমন নিজেই মত্ততা ও আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু খেলা অবসানে নিস্তেজ ও নিরানন্দ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ নাম-রূপহীনের মনঃকল্পিত নাম-রূপে ধ্যানস্থ অজ্ঞ ব্যক্তির মনও তত্তৎকালে আনন্দ ও মত্ততা অনুভব করিয়া থাকে এবং ধ্যান ভঙ্গে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ধ্যান সংস্কারের জন্য মনে সামান্য আনন্দ থাকিলেও, তৎপর আর থাকে না; যেই নিরানন্দ সেই নিরানন্দ আসিয়া খেলাপ্রিয় মনকে পুনরভিভূত করে; কারণ, অসত্য কল্পনা চিরানন্দ প্রদান করিতে পারে না। খেলা বালককে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর আনন্দিত রাখিতে পারে না, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে বা প্রশ্রয় দিলেও সে অষ্ট প্রহরই খেলিতে পারে না। খেলার প্রতিক্রিয়া আসিয়া তাহাকে নিস্তেজ ও নিরানন্দ করিবেই। কারণ, মিথ্যা ব্যাপার রূপ খেলা

নাম-রূপ হীনের কল্পিত নাম-রূপ ধ্যানে আনন্দ ও মত্ততা স্বাভাবিক হইলেও

উহা চিরানন্দ প্রদান করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি চির-মত্ততা ও চিরানন্দ প্রদান করিতে পারিত, তবে সত্য বলিয়া কোন বস্তুর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইত না। সেইরূপ নাম-রূপহীনের কল্পিত মূর্ত্তির ও নামের উপর যে মনের ধ্যান-পরায়ণতা, তাহা তত্তৎকালে কল্পনাময় মনের আনন্দদায়ক হইলেও ধ্যান-ভঙ্গে নিস্তেজ ও নিরানন্দ আনিয়া থাকে; অসৎ ও মিথ্যা মনের এই ভাবে সাময়িক আনন্দলাভ বালকের খেলার আনন্দলাভেরই মত, উহাতে সত্য উপপন্ন বা উপলব্ধ হয় না, মিথ্যা মনের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র।

প্রতিক্রিয়া অবশ্য নিরানন্দ আনয়ন করে।

এসব কথা সৃষ্টিবাদ আলোচনায় উল্লেখ করার প্রয়োজন এই যে, এই সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ বুঝিতে হইলে ব্রহ্মের নাম-রূপ-হীন সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ও অনুভব করিতে হইবে; নচেৎ ঐ সব তত্ত্বে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। এ যাবৎ যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে ধূলাখেলা করিয়া আসিয়াছে, খেলার আনন্দ ও মত্ততা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, বক্ষ্যমাণ তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে ঐ সব খেলার ধারণা ও মত্ততা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে; যেমন বালককে পড়ার ঘরে টানিয়া আনিতে হইলে তাহাকে খেলা ছাড়াইতে হইবে এবং খেলার নেশাও ত্যাগ করাইতে হইবে।

এসব তত্ত্ব-কথা বুঝিতে হইলে ব্রহ্মের নামরূপ-হীন সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রহ্মের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিত্ব উপলব্ধিই সত্যের উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধির বলেই বক্ষ্যমাণ সৃষ্টি-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্বাদির উপলব্ধি সম্ভবপর হইয়া থাকে। কল্পনা-রাজ্যে বিচরণশীল, ধূলাখেলায় মত্ত অজ্ঞ ও বালকের এসব তত্ত্ব অনুপলব্ধব্য জানিবে। যদি তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চাও, তবে কল্পনা-রাজ্য ত্যাগ করা চাই, ধূলা খেলা ছাড়িতে হইবে।

উহাই সত্যের উপলব্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ।

এখন উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ কথা দুইটির অর্থালোচনা করিতে হইবে। নিমিত্ত-কারণ—যিনি সৃষ্টির কর্তৃরূপে কারণ; উপাদান-কারণ—যে বস্তু বা সামগ্রীর সহযোগে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এখন দৃষ্টান্ত দ্বারা তত্ত্বটি পরিষ্কার রূপে বুঝান যাইতেছে। "কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে"—এখানে কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর যে মৃত্তিকা-সহযোগে ঘট প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ঘটের উপাদান-কারণ। দুইটি কারণ পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। কুম্ভকার না থাকিলে, অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ না থাকিলে, সুধু উপাদানে ঘট নির্ম্মিত হয় না। পক্ষান্তরে, কুম্ভকার রহিল কিন্তু মৃত্তিকা নাই, এরূপ অবস্থায়ও ঘট নির্ম্মাণ-কার্য্য অসম্ভব। এজন্য পরম তত্ত্বদর্শী বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টি-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটি 'কারণ' প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন, পরে একটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার নিগূঢ় কারণ রহিয়াছে। কথাগুলি অবহিত হইয়া বুঝিতে হইবে।

ঋষিগণ জগৎ সৃষ্টিপক্ষে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ এক বলিয়াছেন।

মহামতি ঋষিগণ জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ এক বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা দুইটি কারণের উল্লেখ করিয়া পরে সিদ্ধান্তকালে একটি রাখিয়াছেন। ইহার গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, তাঁহারা জগৎ স্রষ্টার অনন্ত শক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন; কেন? কারণ, ব্রহ্মাণ্ড এত প্রকাণ্ড ও সংখ্যায় এত বহু যে, অনন্ত কালে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান যুগে মহাশক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ণয় ও আবিষ্কার করিয়াছে যে, উহার দৃষ্টির অন্তর্ভূত স্থান মধ্যে চল্লিশ কোটীরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক গ্রহ-নক্ষত্রে রহিয়াছে ও ঐসব নক্ষত্র প্রত্যেকে আমাদের দৃশ্যমান্ সূর্য্য হইতেও বৃহত্তর। ব্রহ্মাণ্ড যে সংখ্যায় অনন্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতাদৃশ অনন্তসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার অনন্ত শক্তি প্রতিপাদন স্বাভাবিক ও স্বীকার্য্য। যেহেতু যাঁহার সৃষ্টি অনন্ত, তিনি নিজে অন্তযুক্ত, অর্থাৎ সসীম শক্তিযুক্ত, একথা স্বাভাবিক ও স্বীকার্য্য নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনন্ত শক্তিমান্, একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার্য্য।

কারণ জগৎ স্রষ্টার অনন্ত শক্তিমত্তা স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ পরস্পর মুখাপেক্ষী বা আপেক্ষিক। কারণ, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট গড়িতে পারে না, মৃত্তিকাও তেমন কুম্ভকার না থাকিলে স্বীয় ক্ষমতায় ঘটরূপে পরিণত হইতে পারে না। কাজেই, নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, দুইই ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে পরস্পরের মুখাপেক্ষী বা আপেক্ষিক, অর্থাৎ একে অন্যের অপেক্ষায় ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনন্ত শক্তিমান্ নিশ্চয় হইবেক। তাঁহাকে কুম্ভকারের মত আপেক্ষিক শক্তিমান্ সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট গড়িতে পারে না, বিশ্বস্রষ্টাও উপাদান মৃত্তিকা বা পরমাণুপুঞ্জ না থাকিলে বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারেন না, এমন সিদ্ধান্ত দোষাবহ। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার অনন্ত শক্তিমত্তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে হয়, এবং তাঁহাকে আপেক্ষিক শক্তিমান্ বলা হয় ও কুম্ভকারের পদবীভুক্ত করা হয়।

তিনি কুম্ভকারের মত আপেক্ষিক শক্তিমান্ নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার পক্ষান্তরে উপাদান ব্যতীত বিশ্ব-সৃষ্টি কুম্ভকারের মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণবৎ অসম্ভব ব্যাপার ও মানববুদ্ধির অতীত। কেন অতীত, তাহা বলা যাইতেছে। মানব কুম্ভকারের সমধর্ম্মী জীব। মানবের বুদ্ধিশক্তি কুম্ভকারের বুদ্ধিশক্তির মত সীমা-বিশিষ্ট। মানব কুম্ভকারের ঘট-নির্ম্মাণ-কৌশল ও তাহাতে মৃত্তিকারূপ উপাদানের আত্যন্তিক আবশ্যকতা দেখিয়া এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়াছে যে, উপাদান ব্যতীত যে সৃষ্টি, তাহা তাহার এরূপ চিরবদ্ধ ধারণার অতীত। উপাদান ব্যতীত সৃষ্টির ধারণার সমাবেশ তাহার ক্ষুদ্রমস্তিষ্কে অসম্ভব। তাহার বদ্ধমূল খণ্ড ও সসীম ধারণা তাহাকে অনন্ত শক্তিমানের উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি-কৌশল-ক্ষমতা বুঝিতে দেয় না।

সাধারণ মানব উপাদান ব্যতীত সৃষ্টির ধারণা করিতে পারে না—

ব্যাবহারিক বুদ্ধ্যভিমানী মানব দৃশ্যমান্ জগৎ দেখিতেছে, কিন্তু ইহার সৃষ্টি-কৌশল ধারণা করিতে পারিতেছে না। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, মানব নিজে সৃষ্ট বস্তু, সে, তাহার স্বীয় সৃষ্টি-কৌশল কিরূপে বুঝিবে? ঘট কিরূপে বুঝিবে যে, কি কৌশলে কুম্ভকার তাহাকে গড়িয়াছে?

কারণ সে নিজে সৃষ্ট ও কুম্ভকারের সমধর্ম্মী, কিন্তু

বলিবে, ঘট জড় পদার্থ, তাহার বুঝিবার শক্তি কই? জীবন্ত শিশুই বা বুঝিতে পারে কই যে, সে কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন সে যৌবনে পদার্পণ করিয়া পুনঃ পুত্র উৎপাদন করিবে, তখন সে বুঝিবে যে, কি কৌশলে মানব উৎপন্ন হয়, এবং সে নিজে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান-বলে মানব যখন সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাঁহার সর্ব্ববিশ্বময়ত্বও বিশ্বব্যাপিত্ব ধারণায় আনিতে পারে,

জ্ঞানবলে অসীম ব্রহ্মশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন অনন্ত শক্তিমানের অনন্ত সৃষ্টিকৌশল সে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে।

মনঃকল্পিত, হস্ত-পদাদি-রূপ-বিশিষ্ট মূর্ত্ত্যাদিতে যে ঈশ্বরভাব, তাহাই তাহার খণ্ড ও সসীম বুদ্ধির প্রযোজক। ঐ বুদ্ধি অভিমানাত্মিকা, উহাদ্বারা অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া যায় না। এই কল্পনা-গণ্ডী-বদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্ব-জ্ঞানের আবরক, উন্মোচক নহে; উহা মানবকে কল্পনারূপ মিথ্যা জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে, সত্য জ্ঞানের আলোক দেখিতে দিতেছে না। কল্পনা-কুয়াশায় উহা ঢাকিয়া রাখিতেছে। অনন্ত শক্তিমানের শক্তি ও সৃষ্টিকৌশল দেখিতে চাও ত তাঁহাকে মূর্ত্ত্যাদি খণ্ড বস্তুর সঙ্গে সনাক্ত করিও না; সীমাবদ্ধ পদার্থে আরোপ করিও না। খণ্ডজ্ঞানদ্বারা অসীম, অনন্ত ব্রহ্মবস্তু ও তাঁহার অসীম সৃষ্টি-কৌশল ধারণা করা যায় না।

মূর্ত্ত্যাদিতে কল্পিত সসীম ঈশ্বর-জ্ঞান তত্ত্ব-জ্ঞানের আবরক।

এখন প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক। সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকৌশলে সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে হইলে তাহাতে উপাদানের আপেক্ষিকতা রাখা চলে না, কারণ, আপেক্ষিকতা অনন্ত শক্তির পরিপন্থী ও বিপরীত; যেহেতু সৃষ্টিকৌশলে সৃষ্টিকর্ত্তার উপাদানের অপেক্ষা থাকিলে, তিনি কুম্ভকারের পদবীভুক্ত হন, এবং কুম্ভকারের মত আপেক্ষিক শক্তিমান্ হন। কুম্ভকারও মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট গড়িতে পারে না। তিনিও অনন্ত-কোটী বিশ্বের স্রষ্টা হইয়া পরমাণুপুঞ্জরূপ উপাদান ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টি করিতে পারেন না। এতাদৃশ সসীম শক্তিমান্‌রূপে অনন্তকোটী বিশ্বের স্রষ্টাকে সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বই আর কিছু নয়।

উপাদানের আপেক্ষিকতা স্রষ্টার অনন্ত-শক্তি-মত্তার পরিপন্থী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার দেখ, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোনরূপ মূল উপাদান সহকারে কোন-কিছুর অস্তিত্ব আনয়ন করাকে সৃষ্টি বলা যায় না, উহা উৎপত্তি। কুম্ভকার ঘটের উৎপত্তিকারক, কারণ, সে মৃত্তিকারূপ উপাদান সহকারে ঘট গড়িয়া থাকে, সে ঘটের সৃষ্টিকারক নহে; অতএব বিশ্বস্রষ্টা কুম্ভকারজাতীয় নন, তিনি তাহা হইতে বিশেষরূপ বিলক্ষণ। এই 'বিলক্ষণ' শব্দটির অর্থ 'বিপরীত লক্ষণযুক্ত' বা 'ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত'। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, কুম্ভকার হইতে জগৎস্রষ্টা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বা ভিন্ন লক্ষণযুক্ত। এখন প্রশ্ন হইতেছে, তবে বিশ্বস্রষ্টা কিসের সহিত 'সলক্ষণ' বা সমধর্ম্মী। কুম্ভকার বা তাহার ঘট-নির্ম্মাণ-প্রণালীর সঙ্গে ত তাঁহার বা তাঁহার বিশ্বসৃষ্টির কৌশল সলক্ষণ বা সমধর্ম্মী হইল না, বিলক্ষণ ও ভিন্নধর্ম্মী হইল। এই স্থলে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ লইয়া আবির্ভূত হইলেন, এবং এতাদৃশ সৃষ্টিতত্ত্বরূপ জটিল সমস্যার সংশয় নিরসন করিলেন। মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

অতএব বিশ্বস্রষ্টা কুম্ভকার হইতে 'বিলক্ষণ'।

মায়াবাদ।

এখন মায়াবাদ কি, দেখান যাইতেছে। জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য, মায়াবাদের অবতারণা করিয়া সৃষ্টিবাদ উড়াইয়া দিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন, জগৎ সৃষ্ট নয়, ঘোর মায়া মাত্র, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, যাদু। স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য যেমন স্বপ্নাবস্থায় সত্য দৃষ্ট হয় ও জাগরণে অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যমান্ বিশ্ব যে মানব দেখিতেছে, উহা শুধু দিবা-স্বপ্ন-দৃষ্ট দৃশ্য মাত্র, উহার মৌলিক অস্তিত্ব নাই, স্বাপ্নিক অস্তিত্ব আছে মাত্র।

জগতের অস্তিত্ব সৃষ্ট ও বাস্তব নয়, তাহা স্বাপ্নিক বা মায়িক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবের সমস্ত জীবনটাই এক বিরাট্ স্বপ্নময় ব্যাপার মাত্র, মৃত্যুই তাহার পক্ষে জাগরণ। এই জাগরণেই সে বুঝিতে পারে যে, "এতদিন যাহা করিয়াছি, দেখিয়াছি, সব স্বপ্ন ব্যাপার, এতদিনে আমার মায়ার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, আমি মরিয়া জাগ্রত হইলাম মাত্র" ইত্যাদি। গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটীস্, যিনি আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, এবং যাঁহার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, "হে সক্রেটীস্, বর্ত্তমানে আর তোমার মত জ্ঞানী ভূমণ্ডলে নাই," তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবনই স্বপ্নাবস্থা, মৃত্যুই জাগ্রদবস্থা।"

মানব-জীবন স্বপ্নময়, মৃত্যুই জাগরণ।

ইহার এক হাজার বৎসর পরে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যও এই স্বাপ্নিকবাদের অবতারণা, সিদ্ধান্ত ও উপসংহার করেন। সেইকালে বর্ত্তমান যুগের মত সংবাদ আদান-প্রদান-প্রণালী বিদ্যমান ছিল না। যদিও শঙ্কর সক্রেটীসের স্বাপ্নিক-বাদের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, এবং মায়াবাদ ও স্বপ্নবাদ দুই একই, তবু্ শঙ্কর সক্রেটীস্‌কে জানিতেন না, জানিবার উপায়ও ছিল না; অন্ততঃ সক্রেটীসের নাম উল্লেখ, বা তাঁহার স্বপ্নবাদের সমর্থন-সূচক কোন কথা, শঙ্করের যাবতীয় গ্রন্থরাশিতে কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মায়াবাদে কিরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব সুমীমাংসিত হইয়াছে ও সক্রেটীসের স্বপ্নবাদ তাহার কেমন সহায়ক, তাহা সুন্দর যুক্তিতে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্বযুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বিশ্বস্রষ্টা কুম্ভকার হইতে 'বিলক্ষণ' ও তিনি বিনা উপাদানে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। 'বিনা উপাদানে বিশ্বসৃষ্টি' এইটি কিরূপ কথা? একটুকু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, উহা একটা বিরাট্

মায়াবাদেই সৃষ্টিতত্ত্ব সুমীমাংসিত হয়—সক্রেটীসের স্বপ্নবাদ উহার সহায়ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাদুকরী মাত্র; কারণ, একজন কুম্ভকার যখন মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, তখন তাহাকে একজন সাধারণ মানব মধ্যে গণ্য করা হয় মাত্র, কিন্তু সে যদি বিনা মৃত্তিকায়, শুধু হাত নাড়িয়া বা হাতের তুড়িতে, অসংখ্য ঘট গড়িতে পারে, তবে তাহাকে ত আর সাধারণ মানব বলা যায় না। অজ্ঞের চক্ষে সে এক কল্পিত দেবতা ও জ্ঞানীর চক্ষে সে একজন প্রকাণ্ড যাদুকর বলিয়া নিশ্চয়ই সাব্যস্ত হইয়া থাকে। কাজেই দৃশ্যমান্ বিশ্ব বিনা উপাদানে সৃষ্ট বলিয়া, উহাকে যাদু না বলিয়া থাকা যায় না। যাদুকর যেমন বিনা উপাদানে কত কি দেখায়, কিন্তু তাহা সব অসত্য, তদ্রূপ এই বিশ্ব যাদুবিদ্যা-প্রসূত ইন্দ্রজাল মাত্র, ইহাতে সত্যতা নাই।

উপাদান ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টি এক বিরাট্ যাদুকরী মাত্র।

পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, মায়াবাদ বা স্বপ্নবাদ সম্বন্ধে যে সব যুক্তি এযাবৎ দেওয়া হইল, বা অতঃপর দেওয়া হইবে, তাহার কিছুই শঙ্কর বা সক্রেটীসের দর্শন-শাস্ত্রে নাই। শঙ্কর স্বধু—

"মায়াময়মিদং অখিলম্ হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাসু বিদিত্বা।"

"যস্য কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচর ভাতি মনোবিলাসম্।"

অর্থাৎ "মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদে কিরূপে প্রবেশ করিতে হয় তাহা জান"; এবং "এই চরাচর বিশ্ব যাহার মনের বিলাস বা প্রকাশ স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে" ইত্যাদি কথা বলিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর আত্মজ্ঞান বলে জগৎটাকে ইন্দ্রজাল সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, যুক্তিদ্বারা কিছু প্রমাণ করেন নাই। সক্রেটীসও স্বপ্নবাদ বলিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, বা তাঁহার পরবর্ত্তিগণও করেন নাই। তিনি তাঁহার পন্থানুবর্ত্তিগণকে উপদেশচ্ছলে জীবনটা স্বপ্ন ও

শঙ্কর যুক্তিদ্বারা মায়াবাদ প্রমাণ করেন নাই—তথা সক্রেটীস্ স্বপ্নবাদ বলিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুটা জাগরণ ব্যাপার মাত্র বলিয়াছেন, এতদতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই বা লিখেন নাই। শঙ্করাচার্য্য আত্মজ্ঞানলাভের উপায় ও যুক্তি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেহেতু আত্মজ্ঞান হইলেই বিশ্ব ইন্দ্রজাল বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। সক্রেটীস আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিতেই বহু কথা ও যুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব মানবের বুদ্ধির অতীত কেন ?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সৃষ্টিতত্ত্ব মানব-বুদ্ধির অতীত কেন, এবং কি জন্য মানবের অবোধ্য। আমরা সহজেই দেখিতে পাই যে, যাদুকরের সাধারণ যাদুকরী আমাদেরই বুদ্ধির অগম্য। আমি বহুদিন একজন যাদুকরকে দেখিয়াছি যে, সে যেস্থানে হাতের চপেটাঘাত করে, তথা হইতেই একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ উৎপন্ন করে ও নানা জাতীয় সর্প বাহির করে। এইরূপে ক্রমাগত ২৫।৩০টা প্রকাণ্ড সর্প একটা ক্ষুদ্র বেতস পেটিকার মধ্যে পূরিয়া ফেলে। তাহার যাদুখেলা শেষ হইলে, সে যখন অন্যত্র যায়, তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিয়াছি, ঐ পেটিকায় একটি সাপও নাই। এক্ষণ এই ব্যাপারটির উপর সুবিচার করিতে হইলে দেখা যায় যে, যদি সর্পের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া ধরা হয়, তবে যে উহারা বিনা উপাদানে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যদি সর্পাদির অস্তিত্ব অসত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে এইরূপ জাজ্বল্যমান জীবন্ত সর্পগুলি যে দেখিলাম, ইহার কারণ কি ? উপসংহারে বলিতে হইবে যে, যাদুকর আমার, বা তথায় যত দর্শক উপস্থিত ছিল, সকলের চক্ষুর দৃষ্টি মোহগ্রস্ত করিয়া দিয়াছিল। আমার মতে শেষোক্ত যুক্তি অধিকতর সমীচীন।

উপাদান ব্যতীত যাদুদ্রব্য উৎপন্ন করা যাদুমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার পক্ষান্তরে দুই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। কারণ, বিনা উপাদানে বহু সর্পের সৃষ্টিও যেমন একটা প্রকাণ্ড যাদুকরী, স্বাধীন বুদ্ধিশালী ও স্বাধীন দৃষ্টিশালী এতগুলি প্রকৃতিস্থ মানবের চক্ষু ও বুদ্ধিতে এতাদৃশ ভ্রান্তি উৎপন্ন করা, এবং যাহার মৌলিক অস্তিত্ব নাই তাহার সাক্ষাৎ অস্তিত্ব প্রদর্শন করাও তেমন একটা প্রকাণ্ড যাদুকরী, সন্দেহ নাই। এখন দেখিতে হইবে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা যাদু। উহার সত্য কোনটাই নহে, দুইই মহা ভেল্কীবাজী মাত্র। বিনা উপাদানে বা মৃত্তিকায় কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণও যেমন যাদু, অসত্য বা অস্তিত্বহীন সর্পগুলিকেও জাজ্বল্যমান জীবন্ত সর্পরূপে, এতগুলি স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন চক্ষু ও সুপ্রকৃতিস্থ মানবের সম্মুখে, সূর্য্যালোক-শোভিত দিবাভাগে প্রদর্শনও তেমন যাদুমাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপাদান ব্যতীত সর্প উৎপাদন করা ও প্রকৃতিস্থ মানবের দৃষ্টিতে ভ্রান্তি উৎপন্ন করা উভয়ই প্রকাণ্ড যাদু, মহা ভেল্কী।

এই স্থানেই পরম তত্ত্বদর্শী বৈদিক ঋষিগণও অপেক্ষাকৃত আধুনিক জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য একই সিদ্ধান্ত ও উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। ঋষিগণের বিনা উপাদানে জগৎ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত, আর শঙ্করের মায়াবাদের সমর্থন, উল্লিখিত কুম্ভকার ও সাপুড়িয়ার যাদুবিদ্যার তুলনা দ্বারাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। মৎকথিত স্বপ্নবাদও এই মায়াবাদের সম্যক্‌রূপে সমর্থন করিতেছে। এই স্বপ্নবাদের কথাদ্বারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ঋষি বশিষ্ঠদেবের দুই একটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টীকৃত হইতেছে। পাঠক-পাঠিকাগণ, এখন মৎকথিত স্বপ্নবাদ শ্রবণ কর, সৃষ্টিতত্ত্বের জটিলতা

অতএব বৈদিক ঋষিগণের 'সৃষ্টিবাদ' ও শঙ্করাচার্য্যের 'মায়াবাদ' একই উপসংহারে উপনীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধান্তও স্পষ্টীকৃত হইয়া যাইবে।

মহাজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, "মনঃকল্পিত জগৎ" —'জগৎ মনের কল্পনাপ্রসূত'; শঙ্কর বলিলেন, 'জগৎ মনেরই বিলাস অর্থাৎ প্রসারণ মাত্র, শুধু অস্তিত্বহীন ইন্দ্রজাল মাত্র।' বৈদিক ঋষি বলিলেন, 'নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে এক, অর্থাৎ উপাদান ব্যতীত সেই 'এক' জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।' সুতরাং তাহাও ইন্দ্রজালই সিদ্ধান্ত হইল। সক্রেটীস্ জীবন স্বপ্ন-ব্যাপার ও মৃত্যু জাগরণ-ব্যাপার বলিয়াছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বশিষ্ঠ, শঙ্কর, বৈদিক ঋষিগণ, ও সক্রেটীসের মতবাদ।

বুদ্ধদেব ও সৃষ্টিবাদ।

সর্ব্বশেষে মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব দৃঢ় ও তার স্বরে বলিয়াছেন, "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই।" শেষোক্ত সিদ্ধান্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত চতুষ্টয়ের সমর্থক কি বিরোধক, তাহার বিচার ও আলোচনা করা যাইতেছে। কিঞ্চিৎ গবেষণা দ্বারা সহজেই সুসিদ্ধান্ত হয় যে, মহামতি বুদ্ধদেবের এতাদৃশ দৃঢ় বাণী সম্যক্‌রূপে উপরোক্ত মহাজন চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে। এই দৃঢ় বাণী যেমন অজ্ঞ ও অবিচারিগণের কাছে নাস্তিকতা প্রতিপাদন করিতেছে, বিচারশীল তত্ত্বদর্শিগণের নিকটে তেমনই আস্তিকতার দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিতেছে। সামান্য জ্ঞান ও বিচারের অভাবে, অজ্ঞলোক এতাদৃশ মহাজ্ঞানীকে নাস্তিক আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

মহামতি বুদ্ধদেব জাগতিক মহাচৈতন্য স্বীকার করিয়াছেন, জীবাত্মার মুক্তি বা নির্ব্বাণ স্বীকার করিয়াছেন, কর্ম্মবিধান স্বীকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন, এ জন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে পরজন্মে সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেক, এরূপভাবে জীবের পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বীয় বিগত সাত শত জন্মের কথা বুদ্ধত্বলাভের পর স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তবে কেন তাঁহাকে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে? ইহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্মে নাস্তিকের সংজ্ঞা এরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বর নাই বলে, সে নাস্তিক নয়, কিন্তু যে বেদ মানে না, এবং পুনর্জ্জন্ম আছে বলিয়া বিশ্বাস করে না, সেই প্রকৃত নাস্তিক।" বুদ্ধদেব "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই," বলিয়া হিন্দুর চক্ষে নাস্তিক হন নাই, কারণ হিন্দুর চরম জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদ্, যাহা বেদেরই জ্ঞানকাণ্ডভাগ মাত্র, তাহাতে চরম সিদ্ধান্ত এই হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে অণুপ্রবিষ্ট আছেন, এবং বিশ্বময় ও বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই ঈশ্বররূপে ব্যক্তিত্ববাচক কোনরূপ অস্তিত্ব উপনিষদ্ স্বীকার করেন নাই। মহামতি বুদ্ধ উপনিষদের এই চরম সিদ্ধান্ত প্রতি অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার জাগতিক মহাচৈতন্য আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বুদ্ধদেব জাগতিক মহাচৈতন্য স্বীকার করিয়াছেন।

তবে তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড ভাগের বিরোধী ছিলেন। ঐ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ঘোর সকাম-কর্ম্ম ও যজ্ঞাদিতে নিষ্ঠুর ভাবে গো-হত্যাদির বিরোধী ছিলেন। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা"—"যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃষ্টি হইয়াছে" এবং "যজ্ঞার্থে পশু ঘাতনঃ"—"যজ্ঞের জন্য পশু হত্যা করা যায়" ইত্যাদি বাক্যের তিনি বিরোধী ছিলেন। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণও নাস্তিক, কারণ ভগবদ্গীতায়

তিনি বেদোক্ত সকাম কর্ম্মের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। সে হিসাবে শ্রীকৃষ্ণও নাস্তিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিও "বেদবাদরতা পার্থঃ," বলিয়া বেদের ঐ সব সকাম কর্ম্মের প্রতি স্বীয় বিরুদ্ধমত স্থাপন করিয়াছেন।

এক্ষণ দেখা যাউক, "জগতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই" একথা মহামতি বুদ্ধদেব কেন বলিয়াছেন। তিনি হাত-পাবিশিষ্ট, রক্ত-মাংসযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু জাগতিক মহাচৈতন্য বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং জীবাত্মার বাসনা-বিবর্জ্জিত অবস্থাকে, সেই পরমাত্মার সহিত অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই, হাত-পাবিশিষ্ট, রক্ত-মাংসযুক্ত মানুষের মত ঈশ্বর বা প্রভু না মানায় কি দোষ হইল? বিচারের দ্বারা দেখা যায় যে উপনিষদ্ যাহাকে বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়াছেন, তাঁহার হাত-পা-রক্ত-মাংসযুক্ত শরীর থাকা সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেব মূর্ত্ত্য-ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। উপনিষদের প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা ও মূর্ত্ত্য হইতে পারে না।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি পাঠক-পাঠিকাগণের অনুধাবনের জন্য প্রদত্ত হইল। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বা প্রভুকে যদি দেহধারী, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ও মহাশক্তিশালী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে প্রথম প্রশ্ন এই যে, মানুষ ও অন্যান্য পশুগণ যখন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে অন্য কর্ত্তৃক নিহত হয়, তখন তিনি কোথায় দাঁড়াইয়া তামাসা দেখেন? যখন দুর্ব্বলের উপর সবলের ঘোর পাশবিক উৎপীড়ন ও অত্যাচার হয়, তখন দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দন তিনি তাঁহার বধির কর্ণে কি শুনিতে পান না? যখন বলদর্পী জার্ম্মানগণ দুর্ব্বল বেলজিয়মবাসিগণের শিরশ্ছেদ করিতেছিল, তখন সেই দুর্ব্বল জাতি সমবেত স্বরে যখন গগন বিদীর্ণ করতঃ, "হে ভগবন্! আমাদিগকে রক্ষা কর," বলিয়া

দেহধারী ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে তিনি হয় নৃশংস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিয়াছিল ও কতই কাতর ক্রন্দন করিতেছিল, তখন সেই চক্ষুকর্ণশীল ভগবান কোথায় কর্ণে তুলা প্রবেশ করাইয়া, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া, সে নৃশংস ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ? এই যে প্রতিনিয়ত ঘরে ঘরে বৃদ্ধ পিতামাতার সমক্ষে কর্ম্মঠ যুবক-পুত্র দেহত্যাগ করিতেছে, তখন পিতামাতার কাতর ক্রন্দন কি তিনি শুনিতে পান না ?

না হয় শক্তিহীন।

এইক্ষণ বিচার্য্য এই যে, হয় তাঁহার চক্ষুকর্ণ নাই যে, তিনি ঐ সকলের কাতর ক্রন্দন শুনিতে পান, না হয় তাঁহার শক্তিই নাই যে, তিনি বলদর্পিগণকে দুর্ব্বলের উপর পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন।

অথবা কর্ম্মফল মানিলে ঐ ঈশ্বরকে মানিবার প্রয়োজনাভাব।

আর যদি স্বীকার করা যায় যে, তাঁহার চক্ষুকর্ণ আছে ও শক্তি আছে, কিন্তু তিনি কর্ম্মবিধান অনুসারে চলেন, অর্থাৎ যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমন সাজা দেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, রাজার আইন অনুসারে দেখা যায় যে, যখন প্রজাগণ কোথাও সমবেত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে উপক্রম করে, তখন রাজা যদি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন, তবে পুলিশ পাঠাইয়া ঐ দাঙ্গা বন্ধ করিয়া দেন ; কিন্তু ঈশ্বর তাহা করেন না। যখন কোন মানব বা মানবমণ্ডলী কোন মহা পাপকার্য্য করিতে থাকে, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও তাহাতে বাধা প্রদান করেন

ত্রিকালজ্ঞ হইয়া শাস্তি প্রদান ও তাঁহার পক্ষে বিরুদ্ধ কর্ম্ম ;

না, পরে যখন ঐ মহাপাপকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি ? আবার তিনি ত্রিকালজ্ঞ,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জ্ঞাত আছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি ত পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিয়াই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহারা পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হইবে, তবে তাহাদিগকে নিজ হস্তে শাস্তি প্রদান করেন কেন? আবার দেখ গায়ত্রী মন্ত্রে আছে, "তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রযোজক।" তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনিই স্বীয় সৃষ্ট প্রজা বা সন্তানগণকে পাপবুদ্ধি দিতেছেন, এবং পশ্চাৎ ঐ পাপবুদ্ধি দ্বারা পাপ-কার্য্য করাইয়া, আবার তাহাদিগকে পাপকর্ম্মের জন্য দায়ী করিতেছেন ও শাস্তি প্রদান করিতেছেন। এরূপ পাপবুদ্ধিদাতা ও তজ্জন্য শাস্তিপ্রদাতা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি?

এ সব চিন্তা-লহরী যে উপনিষৎকার ঋষিগণের মস্তিষ্ক আঁলোড়ন করে নাই, তাহা কদাপি সম্ভব নয়। এজন্য সাকার, মূর্ত্ত্য, হাত-পা-চক্ষু-কর্ণবিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ঐ সকল তত্ত্বদর্শী, মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিগণের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে হাত-পা-চক্ষু-কর্ণ-হীন, অমূর্ত্ত্য চৈতন্যসত্তামাত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও সৃষ্ট বিশ্বের প্রতিপরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে অণুপ্রবিষ্ট দেখিয়াছেন ও অজ্ঞলোকের মনঃকল্পিত ও মনোনির্ম্মিত ঈশ্বরাস্তিত্ব অনুমোদন করেন নাই। এতাদৃশ ঈশ্বর ঠিক অজ্ঞলোকের স্বীয় স্বীয় মনোবৃত্তি অনুসারে গঠিত ও পূজিত হয়।

অতএব এতাদৃশ ঈশ্বর কল্পিত।

বশিষ্ঠদেবের মনঃকল্পিত জগৎ।

এখন বশিষ্ঠ ঋষি কথিত "মনঃকল্পিত জগৎ" এই বাদের সম্ভবপরতা আলোচনা করা যাউক। ভারতের দার্শনিক চূড়ামণি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার-সাগরের ঐরাবত ঐরূপ কথা কেন বলিলেন? বশিষ্ঠের "মনঃ কল্পিত জগৎ," অর্থাৎ 'এই জগত মনেরই কল্পনামাত্র, কোন মূর্ত্ত্য অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়' এই বাদ শঙ্করের "মায়ারচিত জগৎ" এই মায়াবাদেরই সমর্থক। তাহা হইলে দেখা গেল, শঙ্করকথিত মায়াবাদ, বশিষ্ঠকথিত "মনঃ-কল্পিত জগৎ" এই বাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, কারণ মন আর মায়া একই, কোন ভেদ নাই। এই মন বা মায়াই জগৎ কল্পনা বা রচনা করিয়াছেন। প্রতি জীবদেহে যে মায়া বিদ্যমান আছে, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়; আবার সর্ব্বজীবে যে মন আছে, তাহার সমষ্টিভাবই মায়া নামে অভিহিতা হয়,—যেমন একই চৈতন্যসত্তা প্রতিঘটে জীবাত্মা নামে অভিহিত হন ও সমষ্টিরূপে জীবজগৎ ব্যাপ্ত থাকিয়া পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়।

বশিষ্ঠদেবের "মনঃ-কল্পিত জগৎ" ও শঙ্করের "মায়া-রচিত জগৎ" একই,

কারণ জৈবিক মন-সমষ্টিই মায়া—মন ও মায়া এক।

স্বপ্নবাদ।

এখন মৎকথিত স্বপ্নবাদ বিষয়ে অগ্রে বলিব। তাহা হইলে মায়াবাদ বা "মনঃকল্পিত জগৎ" বাদ পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। স্বপ্নবাদ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে কিরূপ সক্ষমতা প্রদর্শন করে, তাহা দেখান যাইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মন মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষ লক্ষ স্বাপ্নিক মূর্ত্তি উৎপন্ন করে, এবং সেই মনই, স্বীয় কল্পিত, স্বাপ্নিক মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া, কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত, কখন ভীত, কখন স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কখন দেখে ভয়ঙ্কর

জৈবিক মন স্বপ্নাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাপ্নিক মূর্ত্তি উৎপন্ন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শার্দ্দূল, বিকট বদন ব্যাদান করিয়া, তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাহা দেখিয়া সেই স্বাপ্নিক শার্দ্দূলের কল্পনাকারী ও উৎপাদনকারী মনই, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং দেহরূপ মনের বহিরাবরণ তাহাতেই কাঁপিতে থাকে। আবার কখনও সে দেখে যে, পরমরূপসী যুবতী স্ত্রী, বা যুবক রূপবান পুরুষ, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। তাহা দেখিয়া সেই মনই, স্বীয় কল্পিত, স্বাপ্নিক মূর্ত্তির সহিত, মৈথুন পরায়ণ হইয়া উঠে, এবং সানন্দে, মহোৎসাহে অগ্রসর হইতে গিয়া, বহিরাবরণ শরীরকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। সে আবার দেখে যে, সুপ্রশস্ত নদীর উপরে সুবৃহৎ রক্ত-প্রস্তরের নানা কারুকার্য্য-শোভিত সেতু দুই তীর সংযোগ করিয়া শূন্যে দোলায়মান রহিয়াছে: এতাদৃশ স্বীয় কল্পিত ও উৎপন্ন স্বাপ্নিক সেতু দেখিয়া, সেই মনই স্তম্ভিত হইয়া, একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে ও ভাবিতেছে—"কি আশ্চর্য্য, এই প্রকাণ্ড সেতু কে নির্ম্মাণ করিল!" এবং আরো কত কি ভাবিতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ, এই সময় অবহিত হইয়া বুঝিবে যে, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষির "মনঃকল্পিত জগৎ" বাদ ঠিক কিনা, এবং এই স্বপ্নবাদ বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ পরিষ্কার ধারণা দিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতি জীবদেহে যে মায়া বিদ্যমান আছে, তাহাই মন, এবং সেই মনই সর্ব্বজীবে সমষ্টিভাবে মায়ারূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এইক্ষণ দেখ, যখন এক জীবদেহস্থ মায়া এক মুহূর্ত্তে স্বপ্নাবস্থায় লক্ষ লক্ষ অদ্ভুত ও অপূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তিসমূহ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং ভয়, মৈথুন, স্তম্ভন ও আনন্দাদির উদ্রেক করিতে পারে, তখন জাগতিক মন, অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমষ্টি মায়া, অনন্তকোটী জগৎ নিত্য নূতন সৃষ্টি করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সেইরূপ জাগতিক মন বা মায়া অনন্তকোটী জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ব্যক্তির মন যদি প্রতিদিন নূতন নূতন স্বাপ্নিক মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারিল, এবং তাহাতে সেই মনের স্বপ্নমধ্যে নানা ভাবে বিকার উৎপন্ন করিতে পারিল, তবে সর্ব্বজীবাধিষ্ঠাতা মহামায়া অনন্তকোটী জীবজগৎ প্রতিনিয়ত নূতন করিয়া কেন সৃষ্টি করিতে পারিবে না? তাই "মায়া-রচিত জগৎ" বা "মনঃকল্পিত জগৎ" বাদাদির আবিষ্কর্ত্তা ঋষিগণ দৃশ্যমান, নামরূপাত্মক জীবজগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট নয়, মায়ারচিত বা মনঃকল্পিত, একথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অজ্ঞজন সমীপে ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণের নিকট উহা সমীচীন সন্দেহ নাই।

জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন-মূর্ত্তি বা কল্পনামূর্ত্তির সৃষ্টি সম্ভব নয়।

স্বপ্নে যেমন মন ঐ সব স্বাপ্নিক মূর্ত্তি বা দৃশ্য কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অভিভূত, আমোদিত ও চমৎকৃত হয়, এই দৃশ্যমান, নামরূপাত্মক জীবজগৎ ও তেমন মহামায়ার, অর্থাৎ জাগতিক মনেরই, কল্পনাবলে সৃষ্ট বলিয়া জানিবে। এক ব্যক্তির মন জাগ্রতাবস্থায় যেমন একটি মূর্ত্তি বা দৃশ্য ও সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু নিদ্রিত হওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি বা দৃশ্য কল্পনা বলে, স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তেমন জাগতিক মন, অর্থাৎ সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত সমষ্টি মন বা মায়া, জাগ্রত থাকিলে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, নিদ্রিত হইলেই জগৎ প্রসব করিতে থাকে; এই গূঢ় কারণ নিবন্ধন পৌরাণিক ঋষিগণ কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণরূপ কল্পিত ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

ইহার গূঢ় রহস্য বলা যাইতেছে। তাঁহারা জ্ঞানবলে দেখিলেন, মন বা মায়া জাগরণাবস্থায় কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় অঘটন ঘটাইতে পারে, অসংখ্য জীবজগৎ সৃষ্টি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। এই জন্য সেই সর্ব্বজীবের সমষ্টি মনকে মায়া নামে অভিহিত করিয়া, তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতে, নানা স্তব-স্তোত্রাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 'যোগনিদ্রা', 'মহানিদ্রা', 'মহামায়া' প্রভৃতি আখ্যায় সেই জাগতিক সর্ব্বজীবাধিষ্ঠিত মনেরই জয়-সঙ্গীতে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। এরূপ ভাবে সেই জাগতিক মনকে প্রশংসা করিয়া, ব্যক্তিগত জীবদেহাধিষ্ঠিত মনগুলি আনন্দলাভ করিত; যেমন এক জন ইংরেজ, সমুদয় ইংরেজ জাতির জয় ঘোষণা করিয়া, তাহাদের শক্তিসামর্থ্য জগতে প্রচার করতঃ, আনন্দানুভব করিয়া থাকে।

কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের ইহাই গূঢ় রহস্য।

সমবেত সহস্র ব্যক্তির সমবেত শক্তিতে নির্ম্মিত বৃহৎ রাজপ্রাসাদ বা সেতু যেমন ঐ সহস্র ব্যক্তির প্রত্যেককে পৃথকভাবে চমৎকৃত করে, এবং তাহারা প্রত্যেকে তাহার প্রশংসা গীতিতে দিগ্‌মণ্ডল ধ্বনিত করে, তেমন আমারই ব্যক্তিগত মন, উহার জাগতিক সমষ্টি মনঃকল্পিত দৃশ্যমান জীব-জগদাদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছে ও ভ্রান্তিবশে নিজকে বাদ দিয়া, তাহাদের অন্যতম স্রষ্টা আছে মনে করিয়া, কতই তাঁহার জয়গান ও প্রশংসা করিতেছে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রাবশে বা মোহবশে মন স্বাপ্নিক মূর্ত্তি ও দৃশ্যগুলি স্বীয় কল্পিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশে মানবও বুঝিতে পারে না যে, ইহারা কিরূপে সৃষ্ট হইল, অধিকন্তু তাহাদের কত প্রশংসা ও মনে মনে কত জয়গান করে ও তাহাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত, ভীত বা কামার্ত্ত হয়, কিন্তু জাগরণে বুঝিতে পারে যে, উহারা তাহারই

জৈবিক মন স্বপ্ন বা ভ্রান্তিবশে জাগতিক মন বা মায়াকে বিশ্বের স্রষ্টা কল্পনা করিয়া তাহার স্তবস্তুতি করে মাত্র।

স্বপ্নাবিষ্ট মন স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নমূর্ত্তি স্বীয় কল্পিত বলিয়া বুঝিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পিত ও সৃষ্ট। সেইরূপ দৃশ্যমান জীবজগৎ দেখিয়াও মানব বুঝিতে সক্ষম হয় না যে, উহারা তাহারই ব্যষ্টিমনের সমবেত সমষ্টিপুঞ্জদ্বারা কল্পিত বা সৃষ্ট হইয়াছে। সে মোহবশে নিজকে ভুলিয়া গিয়া ও নিজকে বাদ দিয়া,তাহারই সৃষ্ট বা প্রস্তুত জীবজগৎ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে ও জয়গান করিতেছে। কিন্তু সে যখন জাগ্রত হইবে, তাহার যখন মোহ নেশা ছুটিবে, সে যখন নিজকে নিজে জানিবে, তখন তাহার সেই ভ্রান্তি নিরসন হইবে; সে বুঝিবে বক্ষ্যমাণ, নামরূপাত্মক জগৎ তাহারই সৃষ্ট, তাহারই প্রস্তুত। নিদ্রাবস্থায় যেমন মানব নিজকে নিজে জানিতে পারে না, নিজে যে বিদ্যমান আছে, বা জাগরণে ছিল, বা পুনঃ জাগরণে থাকিবে, তাহা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ মানব যে দিবসেও 'জাগিয়া ঘুমাইতেছে' তাহা সে জানে না, এবং দিবা-স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাও সে বুঝিতেছে না; তজ্জন্যই সে নিজকে নিজে জানে না; নিজের মায়িক অবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায়, স্বপ্নদ্রষ্টা মানব যদি বুঝিতে পারে যে, আমি যাহা দেখিতেছি সব মিথ্যা ও স্বাপ্নিক, তখন যেমন তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় ও স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি ও দৃশ্যরাজি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ মানব যখন জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, আত্মজ্ঞান লাভ করে, নিজকে নিজে জানে, তখন পরিদৃশ্যমান্, নামরূপাত্মক জীবজগৎ তাহার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই জন্য বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, "জ্ঞানীর কাছে জগৎ কোথায়?"

যেমন মোহাবিষ্ট জৈবিক মন মোহাবস্থায় সৃষ্ট জগৎ স্বীয় কল্পিত বলিয়া বুঝিতে পারে না।

স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবার মত, মোহভঙ্গে দৃশ্যমান্ জগৎ অন্তর্হিত হয়। অতএব জ্ঞানে জাগ্রতের নিকট 'জগৎ কোথায়'?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্নাবস্থায় যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, স্বাপ্নিক মূর্ত্তিগুলি ও দৃশ্যরাশি তাহারই কল্পনাপ্রসূত, অন্যের সৃষ্ট নয়, এবং উহারা কাল্পনিক অস্তিত্বশীল, বাস্তবিক অস্তিত্ববিহীন, তখনই যেমন তাহার ভ্রান্তিবিষয়ে, স্বপ্নবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান দূরীভূত হয় ও নিজের কল্পনাপ্রভাব নিজে বুঝিয়া অন্য স্রষ্টার স্তবস্তুতি করে না, বা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তদ্রূপ এই নামরূপাত্মক, পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া, জ্ঞানী যখন বুঝিতে পারেন যে, উহা তাহারই মত একটা ব্যষ্টিমনের বহু সমবেত-সমষ্টিপুঞ্জের কল্পনাপ্রভাব বই আর কিছু নয়, তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আর বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া তাহা হইতে অন্যতম কাহাকেও স্বীকার করেন না, এবং তাহার স্তবস্তুতিও করেন না। যত স্তবস্তুতি নিজেকে নিজে না জানিয়া; আত্মজ্ঞান হইলে অন্যের স্তবস্তুতি অসম্ভব।

তাহা হইতে পৃথক্ বিশ্বনিয়ন্তাও থাকে না, যাহার স্তবস্তুতি দরকার।

যোগনিদ্রা।

যোগনিদ্রা হইতে মহামায়াকে জাগাইবার চেষ্টা পৌরাণিক ঋষিগণ কেন করিয়াছিলেন? ঐজন্য এত স্তবস্তুতি কেন করিয়াছিলেন? কুলকুণ্ডলিনী জাগরণরূপ কাল্পনিক ব্যাপার লইয়া এতদূর তীব্র চেষ্টা কেন করিয়াছিলেন? এই স্বপ্নবাদ হইতেই ইহার সুমীমাংসা হইবেক। উক্ত ঋষিগণ জ্ঞানবলে বুঝিলেন যে, মানুষ জাগরণে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু নিদ্রিত হওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ দৃশ্য ও মূর্ত্তি কল্পনা প্রভাবে সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে, মহামায়া নিদ্রাবস্থায়—যোগনিদ্রাবশে—জগৎ সৃষ্টি

মহামায়া 'যোগনিদ্রা' বলে জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার যোগনিদ্রা হইতে জাগরণই 'কুলকুণ্ডলিনী'র জাগরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, জাগরণে কিছু করিতে পারেন না। এদিকে মায়ার সৃষ্টিজাত জীবগণ ঘোর দুঃখ পাইতেছে। তাহা দেখিয়া ঋষিগণ মায়াকে যোগনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতে স্তবস্তুতি করিতেন, যেন তিনি জাগিলেই জীব-সৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবেক ও আর মায়ার রাজ্যে আসিয়া অপর নূতন জীবগণ যেন দুঃখভোগ না করে। "জাগ গো কুলকুণ্ডলিনী" প্রভৃতি সঙ্গীতও ঐ উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। ঐ মায়াকে নিদ্রিতাবস্থায় কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি নামে আহ্বান করা হইয়াছে, যেহেতু নিদ্রিতাবস্থায় মানুষ বা অন্যান্য জীব সটান হইয়া শুইতে পারে না, অনেকটা কুণ্ডলিত বা সঙ্কুচিত হইয়া শুইয়া থাকে—যেমন সর্প কুণ্ডলিত হইয়া নিদ্রিত থাকে, নিদ্রাবস্থায় সর্প সটান থাকিতে পারে না। সব সাধনাই নিদ্রা হইতে জাগরণ জন্য, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, এক কথায় নিজকে নিজে জানিবার জন্য, আর কিছুই উদ্দেশ্য নয়।

এখন পাঠক-পাঠিকা বুঝিলে কি, কি জন্য মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই" এরূপ বিসম্বাদ এত দৃঢ়স্বরে বলিলেন? তিনি উপনিষদ্‌কার ঋষিগণের সুরেই সুর মিলাইয়াছেন। উপনিষদ্‌কার

উপনিষদ্ বলেন—বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান বিশ্বস্রষ্টা দেশ-কাল-অবস্থার অধীন ব্যক্তিত্ব-বাচক প্রভু নহেন।

ঋষিগণ বলিলেন, 'সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বের বাহিরে কোন ব্যক্তি-বিশেষের মত পৃথকভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন নাই। তিনি বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে, অর্থাৎ মাখামাখি ভাবে মিশিয়া আছেন।' বুদ্ধদেবও তাহাই বলিয়াছেন,—"জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই।" এখানে প্রভু শব্দটি ব্যক্তিবাচক। বুদ্ধদেব এই ব্যক্তি-বাচকত্বের বিরোধী ছিলেন মাত্র। যে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জগদ্রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবর্ত্তিত হইয়া, জগতের সঙ্গে অভিন্নরূপে মিশিয়া রহিয়াছেন, তিনি ব্যক্তিবিশেষের মত একজন প্রভু হইতে পারেন না, কারণ প্রভু শব্দটি ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, ব্যক্তিত্ব সীমাবদ্ধতা-সূচক ও দেশ-কাল-অবস্থার অধীনতা-জ্ঞাপক। অনন্ত কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া, যিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সর্ব্ব বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের মত সীমাবদ্ধ ও দেশ-কাল-অবস্থাধীন মনে করা ঘোর অজ্ঞানতা বই আর কিছু নয়। তাই জ্ঞানাবতার বুদ্ধদেব, তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিচার-সাগর হইতে উত্থিত হইয়া বলিয়াছেন, "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই," অর্থাৎ ব্যক্তির মত প্রভু নাই; ব্যক্তিত্বের স্রষ্টারূপে গুণবাচক বা শক্তিবাচক মহাজ্ঞান-সত্তা বা আত্মসত্তা অবশ্যই আছে। ঐ সত্তার নিত্যত্ব, অমরত্ব, অজরত্ব, দেশ-কাল-অবস্থার অনধীনত্ব, ব্যক্তিত্বহীনত্ব, সীমাবদ্ধত্ব-শূন্যত্ব, একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, প্রভুত্বরাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বা লক্ষণগুলি কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলেই প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা রূপ আত্মসত্তা মাত্র!

বীজাঙ্কুর-বাদ।

এখানে একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই সমস্যার সুমীমাংসা করা যাইতেছে। বীজাঙ্কুর-বাদের অবতারণা করা যাইতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া, ঐ অঙ্কুর যখন বৃক্ষরূপে পূর্ণতায় পরিণত হয়, তখন তাহার বীজ কি বৃক্ষের কর্ত্তা বা স্রষ্টারূপে বৃক্ষের বাহিরে বিদ্যমান থাকে, কি বৃক্ষময় হইয়া যায় ও বৃক্ষের সর্ব্বশরীরে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে? সাধারণ সহজ বুদ্ধিতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৃক্ষের মূল

বীজ বৃক্ষের স্রষ্টারূপে পৃথক বিদ্যমানতা রাখে না,—বৃক্ষময় হইয়া বৃক্ষের প্রতি পরমাণুতে কর্ত্তৃরূপতা লুপ্ত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব ও পক্ক-অপক্ক ফল সর্ব্বত্র বীজময় হইয়া যায়, উহাদের সর্ব্ব পরমাণুপুঞ্জে এবং প্রতি পরমাণুতে ঐ বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা বীজ একেবারে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। বীজ স্বীয় অস্তিত্বের কিছুমাত্র পৃথক বিদ্যমানতা বৃক্ষের বাহিরে রাখে না, বৃক্ষমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বৃক্ষের প্রতি পরমাণুতে স্বীয় কর্ত্তৃরূপতা লুপ্ত করিয়া ফেলে।

অজ্ঞলোক যখন বৃক্ষ দেখে, তখন সে বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-ফলমাত্র দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে নিহিত বীজসত্তা দেখিতে পায় না, কারণ জড় চক্ষু অজড় গুণ, শক্তি বা সত্তা কেমনে দেখিবে? কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞান বা বিচারচক্ষে, বৃক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তন্মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত বীজসত্তা দেখিতে পায়।

জ্ঞানী ব্যক্তি বৃক্ষে বীজসত্তা দেখিতে পান।

সাকারবাদ খণ্ডন।

পাঠক-পাঠিকাগণ! যদি জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বুঝিতে চাও ও দেখিতে চাও, তবে জগতের বাহিরে ব্যক্তি-বিশেষের মত দণ্ডায়মান সৃষ্টিকর্ত্তা দেখিতে অযথা প্রয়াস পাইও না, ভ্রান্তিবশে দিগ্‌ভ্রান্ত হইও না। অনন্তকাল অনুসন্ধানেও তাঁহার ব্যক্তিরূপে দর্শন পাইবে না। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া বীজ যেমন বৃক্ষ মধ্যে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ জগন্মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সত্তা উপলব্ধির যোগ্য, ধ্যানের যোগ্য নয়। জড়বস্তু বা জ্যোতি মাত্র ধ্যানের যোগ্য হয়। ধ্যান মনের ধর্ম্ম। মন কল্পিত বস্তুর ধ্যান করে, কল্পনাতীত মূল সত্তা ধ্যান করিতে পারে না।

তদ্রূপ বিশ্বে বিশ্ব-স্রষ্টার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে; তাহাকে ব্যক্তিরূপে ধ্যান করিলে দর্শন হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। মূর্ত্ত্যাদি দর্শন।

লোকে যে গল্প বলে বা শোনে যে, সে কালী বা কৃষ্ণ দেখিয়াছে, উহা দ্রষ্টারই মনোৎপন্ন মানস-মূর্ত্তি; উহা প্রতিনিয়ত কল্পনা করিতে করিতে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের মত আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। অজ্ঞজনের অজ্ঞানতা বৃদ্ধির জন্য, এতাদৃশ অজ্ঞানতা এতদ্দেশে প্রচারিত হইতেছে। এই অজ্ঞানতা প্রচার অজ্ঞজনের শ্রুতিমধুর বলিয়া, উহা দৃঢ় বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, এবং বিরাট অজ্ঞান-বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া, তাহার অজ্ঞান-ফলের মায়িক ও ভ্রান্ত আস্বাদনে মন-রূপ রসনা তৃপ্ত করিতেছে।

কালী বা কৃষ্ণ দর্শন স্বীয় কল্পনা-প্রসূত মানস-মূর্ত্তি দর্শন মাত্র।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ দৃঢ়স্বরে ও তার স্বরে "সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম" এই মহাজ্ঞানের ধ্বনিতে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন, যাহাদের সেই প্রতিধ্বনি এখন সাগরপারে—ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছে, এবং ঐ সকল মনস্বীগণ অবিসম্বাদিতরূপে এই মহাসত্য অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন ও বলিতেছেন, "উপনিষদ্ পাঠ করিলে আর কিছুরই পাঠের দরকার নাই।" আজ সেই মহর্ষিগণের বংশধর ভারতবাসিগণ মহাসত্য ত্যাগ করিয়া, মনঃকল্পিত মূর্ত্তিপূজা করিয়া ও তাহাতে ধ্যানস্থ হইয়া, স্বীয় কল্পনা-প্রসূত মানসমূর্ত্তি দর্শনে মহাসত্য দর্শন হইল বলিয়া মহাহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। ইহার ন্যায় আর অজ্ঞানতা কি আছে? এতাদৃশ পরিতাপের বিষয় মনে হইলেও অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

এতদুপলক্ষে আর কয়েকটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান অবতারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিসমাপ্ত করিব। বেনারসে একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপানী শ্রমণ বহুদিন ছিলেন, তিনি বুদ্ধদেব দেখিয়াছিলেন। একজন খৃষ্টধর্ম্মবাদী একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একদিন তিনি মাতা মেরী ও বালক যিশু দর্শন করিয়াছিলেন। একজন বৈষ্ণব হয়ত যশোদা ও কৃষ্ণ ঐরূপ দেখিয়া থাকিবেক। আমি নিজে কালী দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এসব কি? এই সবই স্বীয় স্বীয় মানস-মূর্ত্তি দর্শন হইয়াছে বই আর কিছু নয়। প্রতিনিয়ত বস্তু বা দৃশ্যবিশেষের যে প্রগাঢ় অনুধ্যান, এসব দর্শন তাহারই প্রসূত ফল। যে জন্মতঃ যেরূপ সংস্কারে চিত্তবৃত্তি গঠিত করে, ও পরে ঐ সংস্কারের বিকাশের জন্য অজ্ঞ-গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তি-কল্পিত মূর্ত্তিই সে দর্শন করিবে, উহা স্বাভাবিক। মনই স্বীয় মনঃকল্পিত সুদৃশ্য দর্শন করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় মনঃকল্পিত সুন্দর মূর্ত্তি বা সুদৃশ্য দর্শনে, মনই আহ্লাদিত, স্তম্ভিত ও কৃতার্থ বোধ করে ও জাগরণে মনে করে এতাদৃশ সুস্বপ্নের একটা উত্তম ফল অবশ্যই প্রাপ্তি হইবেক।

উহার কারণ জন্মতঃ সংস্কার ও অজ্ঞ গুরুর উপদেশ।

একজন বঙ্গদেশীয় অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমার আশ্রমে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সে ভাবাবিষ্ট হইয়া আমার কাছে তাহার ৺বিশ্বনাথ দর্শন প্রাপ্তির আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বলিল, "একদিন ৺কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে একজন সাধুর দর্শন পাইলাম। তিনি আমায় বলিলেন, 'তোমার আজই ৺বিশ্বনাথ দর্শন হইবে।' আমি তাহার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ ৺বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে ছুটিলাম। যাইয়া দেখি যে, তথায় ভয়ানক জনতা। ঐ ভীষণ জনতা অতিক্রম করিয়া ৺বিশ্বনাথ দর্শন কিরূপে

উহা অজ্ঞের ৺বিশ্বনাথ দর্শনের স্থায় অলীক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে দাঁড়াইয়া তাহা ভাবিতে লাগিলাম। পরক্ষণে একজন বলশালী পুরুষের পিছন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলাম ও ৺বিশ্বনাথের মহান্ কৃপায়, তাঁহার দর্শন পাইলাম ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উল্লিখিত সাধুর পবিত্র পদপ্রান্তে পতিত ও লুণ্ঠিত হইলাম।"

এরূপ দর্শন, ব্যক্তিত্বসূচক ঈশ্বর-বাদীরই হয়,

এতাদৃশ ৺বিশ্বনাথ দর্শনে বা বুদ্ধ, খৃষ্ট, কালী, কৃষ্ণ দর্শনে কৃতকৃতার্থতা অজ্ঞজনোচিত সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! শাক্তের কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন হয় না, বৈষ্ণবের কালী দর্শন হয় না, হিন্দুর মাতা মেরী ও বালক যিশু দর্শন হয় না, খৃষ্টানের কৃষ্ণ ও যশোদা দর্শন হয় না, মুসলমানের বুদ্ধ দর্শন হয় না বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর মহম্মদ দর্শন হয় না। স্বীয় স্বীয় কল্পনা-প্রসূত দর্শন বলিয়াই এরূপ হয় না।

মুসলমানধর্ম্ম একেশ্বরবাদী। নিরাকার ঈশ্বরবাদী বলিয়া কোন মুসলমান মৌলবী বা ফকিরের মুখে এরূপ কালী-কৃষ্ণ দর্শনের মত খোদা দর্শনের আখ্যায়িকা কখনও শুনিতে পাই নাই।

নিরাকার ঈশ্বরবাদীর —যেমন মুসলমানের —হয় না।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে একখানা সামুদ্রিক পোত সিংহলের কলম্বো বন্দর হইয়া লণ্ডন যাইতেছিল। ঐ পোতে আমি কলম্বো হইতে কুমারিকা আসি, সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। ঐ পোতে দ্বাদশজন আরবদেশীয় মৌলবী ছিলেন। তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা ইংরেজী ভাষাবিৎ, আমার সঙ্গে একদিনেই বড় প্রীতি সংস্থাপিত হইল। খোদা দর্শনের কথা উত্থাপিত করায় আমাকে মহা অজ্ঞ সাব্যস্ত করিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের উপহাসের মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই চুপ হইয়া রহিয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি আমি সম্পূর্ণ উপহাসের পাত্র ছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহা অজ্ঞ ছিলাম, আমাকে উপহাস করিয়া জ্ঞানী মৌলবীগণ উচিত কার্য্যই করিয়াছিলেন।

২। সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।

"সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম"—"সর্ব্বম্ খলু ইদম্ ব্রহ্ম"—"চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া এই ব্রহ্ম বিদ্যমান," উপনিষদের এই মহাসত্য উপলব্ধি কেন হয় না ? সসীম, ভঙ্গপ্রবণ মূর্ত্ত্যাদিতে ঈশ্বরজ্ঞান স্থাপন, তাহাতে অনুরক্তি, এবং তাঁহার দর্শন জাগরণে বা স্বপ্নে ঈশ্বর দর্শন বা সত্য দর্শন বলিয়া গ্রহণ, এই সকল অসত্য ব্যাপার ঔপনিষদিক পরমতত্ত্বদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ মহর্ষিগণের পরবর্ত্তী অজ্ঞ বংশধরগণের দুর্ভাগ্যবশতঃই ঘটিয়াছে। সত্যের উপলব্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, মিথ্যা মনঃকল্পিত বিশেষ বিশেষ ও বহু প্রস্তরমূর্ত্তির উপর "সত্যমনন্ত ব্রহ্ম" বাদের স্থাপন ও তাহাতে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব আরোপণ, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অজ্ঞ, কুসংস্কারাপন্ন যাজকগণের হস্তে ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশের ভার ন্যস্ত হওয়ায় এই মহান্ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যাজক কুলে যে বৈরাগ্যবান্ সাধু-সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন না, উহাদের সত্যোপলব্ধির আত্যন্তিক অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ।

বিশেষ বিশেষ ও বহু প্রস্তরমূর্ত্তির উপর 'সত্যমনন্তব্রহ্ম''-বাদ স্থাপন ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দুই প্রকারের রত্ন অজ্ঞজনকে দেখাইলে, সে যেমন কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারে না, সুধু হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট থাকে—কোনটা কৃত্রিম, কোনটা অকৃত্রিম রত্ন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তেমন ভারতের হতবুদ্ধি অধিবাসিগণও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসত্য, মনঃকল্পিত মূর্ত্ত্যাদিতে মহাসত্যের অধিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্ব্বম্ খল্বিদম ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য, মহাসিদ্ধান্ত, যাহার সত্যের জয়ধ্বনি অদ্যাপি ভারত-গগনে ক্ষীণস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কর্ণে শ্রবণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতেছে। ইহার চেয়ে আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? আরও একটি কথা এই বলা যাইতেছে যে, অজ্ঞব্যক্তি বৃক্ষদর্শন করিয়া যদি বৃক্ষের উৎপাদক বীজ, যাহা বৃক্ষময় হইয়া রহিয়াছে, দেখিতে না পায় ও যুক্তিতেও সে বীজাস্তিত্ব স্বীকার না করে, তবে তাহাকে নিকটস্থ প্রস্তরখণ্ডকে এই বীজ বলিয়া প্রদর্শন করাও অজ্ঞতা, এবং অধিকতর অজ্ঞানতার বৃদ্ধি করণ মাত্র সন্দেহ নাই। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনন্তকোটী বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে এক বিতস্তি পরিমাণ প্রস্তরমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত করিয়া দর্শনের লালসার তৃপ্তির চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। অজ্ঞানীগণের অজ্ঞানতা পূর্ণ করার জন্য যেমন ভারতে পুরাণশাস্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এই প্রস্তর খণ্ডে বিশ্বব্যাপ্ত মহাসত্তার দর্শন চেষ্টাও তেমন ভারতের সত্য নাশের জন্যই হইয়াছিল।

ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত ব্রহ্মবীজ বিতস্তি পরিমাণ প্রস্তর মূর্ত্তিতে দর্শন-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

ইংরেজী পুস্তকে "অন্ধদেশের" গল্প পড়িয়াছিলাম। ঐ অন্ধদেশের সব অধিবাসীই অন্ধ; পুলিশ, বিচারক, ডাক্তার, বণিক্ সব অন্ধ। দৈবাৎ একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধদেশ দর্শন লালসায় তথায় উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠধ্বনিতে পরিচিত হইয়া বিস্তর অন্ধদেশবাসী তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল, এবং সমস্ত শরীরে হস্ত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল যে, নবাগত ব্যক্তি তাহাদের মত একজন মানুষ, কি কিছু পার্থক্য আছে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিল যে, নবাগত ব্যক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর মারাত্মক নেত্ররোগ আছে, যেহেতু তাহার চক্ষুর্দ্বয় উচ্ছলিত, হাতে ঠেকে। অন্ধদেশবাসিগণের অন্ধচক্ষু ত উচ্ছলিত নয়, সব কোটর-প্রবিষ্ট। এই বলিয়া তাহারা তাহাদের অন্ধ ডাক্তারকে ডাকিল, এবং সকলে নবাগত ব্যক্তির হস্তপদ বন্ধন করিয়া, তাহার চক্ষুর্দ্বয় তীক্ষ্ন ছুরিকা দ্বারা উৎপাটন করিয়া ফেলিল। বর্ত্তমান 'অন্ধদেশ' ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের ঔপনিষদিক মহাসত্য প্রচার করিতে গেলে যে অন্ধদেশস্থ নবাগতের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবেক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। চক্ষুরুৎপাটন-ভয়ে সত্যের উচ্চবাচ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্ধদেশে অসত্যের প্রচার শ্রুতিসুখকর ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে, সত্যের বাণী পরাহত হইতেছে, সত্যের আলোক অন্ধচক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে।

হে বঙ্গবাসিনীগণ! এই যে স্বর্ণ, মুক্তা ও হীরকালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রহিয়াছ, একবার কোলার (মহীশূরে) স্বর্ণ-খনিতে প্রবেশ করিয়া দেখ, কত দুঃখে, কত উদ্যমে, কত বুদ্ধি-বিচার, কত ইঞ্জিনিয়ারী, কত বৈজ্ঞানিক কৌশলে তিন হাজার ফিট ভূগর্ভ মধ্য হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে। ঐ খনির ভীষণ গর্ত্তে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতঃ, কত মানব অবতরণ করিতেছে ও বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারাইতেছে। প্রতি আটাইশ মণ পাথর কাটিয়া উপরে আনিতেছে ও উহা দ্রব করিয়া মাত্র এক তোলা স্বর্ণ লাভ করিতেছে।

কোলার স্বর্ণ-খনি হইতে স্বর্ণ,

একবার সিংহলে যাইয়া দেখ, তথাকার সমুদ্র উপকূলে কিরূপে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া, প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ, ডুবারুগণ নক্র, হাঙ্গর প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তু-সঙ্কুল সমুদ্রগর্ভে ডুব দিতেছে, এবং মুক্তাগর্ভ শুক্তিরাশির চাঁই কাটিতে প্রায় এক ঘণ্টা শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধরূপ যোগস্থ হইয়া রহিতেছে,

সিংহল সমুদ্রোপকূল হইতে শুক্তি মুক্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং কখন কখন শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সহস্র শুক্তির বক্ষ বিদারণ করিয়া তবে কদাচিৎ একটি মুক্তা লাভ হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের হীরার খনি দেখ, তিন হাজার ফিট ভূগর্ভ খনন করিয়া কিরূপ প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই উপরে উঠাইতেছে ও পরে সহস্র সহস্র লোকে তাহার সহস্র খণ্ড প্রস্তর ভাঙ্গিতেছে! সহস্র সহস্র ঐরূপ প্রস্তর ভঙ্গ করিলে কদাচিৎ একটি হীরা কোন এক খণ্ড প্রস্তর মধ্য হইতে বহির্গত হয়।

ব্রহ্মদেশের হীরক-খনি হইতে হীরক, কত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগৃহীত হয়।

এই সকল ডুবারুগণের ও খনকগণের অধ্যবসায় একবার মানস-নেত্রে দেখিয়া রাখ, তবে বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান-সমুদ্রের অতল তলে যে সকল মহানিধি বিন্যস্ত ছিল, ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ কতদূর অধ্যবসায়ের সহিত ডুবারুর শ্বাস নিরোধের মত সমাধি সহকারে তাহার উত্তোলন করিয়া গিয়াছেন। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির যোগে, বিচার-শক্তি বলে, তাঁহারা যে সব জ্ঞান-রত্ন জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বেলাভূমিতে সামান্য উপলখণ্ড রাশির মত অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহাদিগকে না চিনিয়া দূরে নিক্ষেপ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য হইতেছে সন্দেহ নাই। ঐ জ্ঞানসিন্ধুর বেলা-ভূমিতে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক উত্তোলিত ও বিন্যস্ত জ্ঞান-রত্নরাশি না চিনিয়া, তথায় উপলখণ্ডরাশিকেই জ্ঞান-রত্ন বোধ করা কতদূর অজ্ঞতা, তাহা বিচার সাপেক্ষ।

সেইরূপ ঔপনিষদিক ঋষিগণ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির যোগে, জ্ঞান-সমুদ্র হইতে জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা না চিনিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করা মহা অজ্ঞতার পরিচায়ক ও মহা পরিতাপের বিষয়।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" মহামূল্য মণি যেমন বহুনিম্নে ভূগর্ভে প্রোথিত থাকে, ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্ব তেমন জ্ঞানিগণের হৃদয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুহাতে নিহিত থাকে। কত তীব্র অধ্যবসায়ে যেমন ভূগর্ভ মধ্য হইতে মহামণি উত্তোলন করা হয়; কত বিচার, কত সাধনা, কত জ্ঞানানুশীলনে সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সাধকের নিকট প্রকট হয়। সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কুম্ভকার সাহায্যে এক বিতস্তি পরিমাণ মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে ঈশ্বর দর্শন লালসা তৃপ্ত করা, ঘোলের দ্বারা ঘৃতের স্বাদ মিটানোর চেষ্টা মাত্র, আর কিছুই নয়।

৩। গীতায় ঈশ্বরবাদ।

ভগবদ্‌গীতা বঙ্গবাসিগণের কণ্ঠস্থ। তাহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা বৃথা। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। "ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন একথা বলিলেন। সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ মৃন্ময় বা প্রস্তর মূর্ত্তিশালী ঈশ্বর কিরূপে থাকিতে পারে? কিঞ্চিৎ সাধারণ বুদ্ধি যাহাদের আছে, তাহারাই ইহা বুঝিতে পারে।

গীতায় বর্ণিত সর্ব্বভূত-হৃদয়স্থিত ঈশ্বর মৃন্ময় মূর্ত্তি-শালী নয়।

আবার দেখ, এই ভগবদ্গীতায় "সাংখ্যজ্ঞানো বিশিষ্যতে" বলিয়া সাংখ্যজ্ঞানকেই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এবং "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বলিয়া বিভূতিযোগে "আমি সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল" বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার সঙ্গে কপিলদেবের সনক্ত করিয়াছেন। এক্ষণ সেই মহাজ্ঞানী, মহামুনি, ভগবান্ কপিলদেব তদীয় সাংখ্য সূত্রে ঈশ্বর দর্শন বিষয়ে কি বলিয়াছেন পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা শুন। সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশিত যাবতীয় সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠতম মহামুনি কপিল দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ",—'ঈশ্বরের

'মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল' বলেন "প্রমাণাভাবে ব্যক্তিত্ব বাচক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ, অর্থাৎ এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না যে, ব্যক্তিত্ব-বাচক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।' যেহেতু ঈশ্বর বলিলে ব্যক্তিত্বশালী কাহাকেও বুঝায়। এতাদৃশ ব্যক্তিবাচক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাংখ্যকার মহাজ্ঞানী কপিল স্বীকার করেন নাই, তাই বলিয়া কি তিনি নাস্তিক ছিলেন? তিনি নাস্তিক হইলে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠতম ও তাঁহার সাংখ্যজ্ঞানকে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠজ্ঞান বলিবেন কেন? ভগবান্ কপিল স্বীয় মাতা দেবহূতিকে উপদেশচ্ছলে শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে যে সকল পরম জ্ঞানের রত্নরাজি সাজাইয়াছেন, তাহাতে কাহার সাধ্য তাঁহাকে নাস্তিক বলে? ব্যক্তিবাচক ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে কেন নাস্তিক বলা যাইবেক? ভগবান্ কপিলদেব-কথিত সাংখ্য দর্শনোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আদিতত্ত্ব 'পুরুষ', আর বেদান্ত দর্শনের 'শুদ্ধ চৈতন্য' ও উপনিষদের 'অব্যক্তসত্তা' বা বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে নিহিত বিশ্বস্রষ্টা, এই তিন একই অভিন্ন সত্তা সন্দেহ নাই।

সাংখ্য দর্শনোক্ত আদিতত্ত্ব 'পুরুষ', বেদান্ত দর্শনোক্ত 'শুদ্ধ চৈতন্য', ও উপনিষদুক্ত 'অব্যক্ত সত্তা' এক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" প্রভৃতি বাক্যে ব্যক্তি-বাচক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, যেহেতু সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে যে আত্মা আছে, তাহা কখনও ব্যক্তির মত হইতে পারে না, তাহা মহা চৈতন্য-শক্তি মাত্র হইবেক। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় শিষ্য অর্জ্জুনকে "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" পদটি হৃদয়ঙ্গম করাইতে অক্ষম হইলেন, আত্মার সর্ব্বপ্রাণীতে সংস্থিতি, সর্ব্বপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্টতা উপলব্ধি করাইতে

গীতা কথিত 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' মহাচৈতন্যশক্তি মাত্র ও বিভূতি-যোগে বিশ্বরূপ দর্শন ব্যক্তিত্ব বাচক ঈশ্বর-বাদ বিরোধী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলেন না, তখন তিনি বিভূতি যোগে, বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া বুঝাইয়াছিলেন—'এই দেখ কিরূপে আমি বিশ্বজগৎ জুড়িয়া আছি, কিরূপে "অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" হইয়া, অর্থাৎ অণু হইতেও অণু হইয়া বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট আছি, আবার মহা বৃহৎ হইয়া আমার সৃষ্ট বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছি।' যদি ব্যক্তিবাচক ঈশ্বর দেখান তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তবে বিশ্বরূপ ধারণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

চক্ষুর দর্শন-শক্তি ও মনের কল্পনা-শক্তি যে ব্যক্তিবাচক ঈশ্বর দর্শন করে, তাহা ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। যে মহাসত্য এই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ও যাঁহার অধিষ্ঠান নিবন্ধন উহারা স্থিত ও গতিশীল হইতেছে, এবং অনন্ত আকাশে অনন্তকাল ধাবিত হইতেছে, যাঁহার সত্যের বলে এই সব অনন্ত কোটী মায়িক বিশ্ব বলীয়ান্ ও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই বিশ্বাধার, বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত, বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট ও বিশ্বমধ্যে স্বীয় সত্তা অনুলিপ্ত মহাসত্য ভ্রান্ত চক্ষুর ও কল্পনাময় মনের গোচর হয় না, কারণ ভ্রান্তি ভ্রান্তিই সুস্পষ্ট দেখে ও তাহা দেখিয়া আনন্দিত হয়, কদাচ সত্য দর্শনে অধিকারী হয় না। ভ্রান্ত চক্ষু ও ভ্রান্ত মন যাহা দেখিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করে, উহা ভ্রান্তি বা অসত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। তোমার ভ্রান্ত চক্ষু ও কল্পনাপ্রিয় ও কল্পনাসমষ্টি মন যাহা দেখিয়া নিশ্চয় স্থির করে, আনন্দিত ও কৃতার্থ হয়, তাহা স্বাপ্নিক আনন্দমাত্র, জাগরণে তাহার অসত্যতা তুমিই বুঝিতে পারিবে। তোমার অজ্ঞতা নিবন্ধন ব্যক্তিবাচক, সীমাবদ্ধ কোন মূর্ত্ত্যাদিতে যে তোমার ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর দর্শনলাভে কৃত-

কল্পনাপ্রিয় মনের কল্পিত ও ভ্রান্ত-চক্ষুর দৃষ্ট ভ্রান্তময়-দৃশ্য অসত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতার্থতা তাহা তোমার ভ্রান্তিজ্ঞান জন্যই হইতেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইলে দেখিবে, তোমার দেহেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি সব অসৎ। ঐ অসতের গোচরগম্য যাহা কিছু দৃষ্ট বা নির্দ্দেশিত হয়, সব অসৎ বলিয়া জানিবে। তোমার ঐ সব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে অজ্ঞান বশে সত্য বলিয়া আস্থা স্থাপনই তোমাকে সত্য বস্তু দেখিতে বাধা দিতেছে। অসত্যে সত্য আস্থা স্থাপনই ভ্রান্তি জানিবে। যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে অসত্য ও মায়িক সাব্যস্ত করিবে তখনই তোমার বিশুদ্ধজ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবেক। ঐ বিশুদ্ধজ্ঞানে তখন তুমি সেই জগদাধার, জগদ্রূপী, জগদনুপ্রবিষ্ট মহাসত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তাহা সত্য বলিয়া ধারণাই কল্পনাপ্রিয় মনে আনন্দ জন্মায়। ভ্রান্তি-বিলসিত মন ছায়ামূর্ত্তি, মায়ামূর্ত্তি ও কল্পিত মূর্ত্তিতে তদ্রূপই ঈশ্বর দর্শন করে, যেমন থিয়েটারের দৃশ্যে মুগ্ধ মন উহাকে সত্য মনে করে।

তোমার ভ্রান্ত মন ও চক্ষু থিয়েটার ও বায়োস্কোপ দেখিয়া, কতই আনন্দ উপভোগ করে ও তত্তৎকালে উহাদিগকে সৎ বলিয়া সাব্যস্ত করে; কারণ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে যদি 'ইহা মিথ্যা, ইহা মিথ্যা' বলিয়া ধারণা জন্মে, তবে তাহাতে আনন্দানুভব করা যায় না। জাগতিক মায়িক বস্তু, মায়িক দৃশ্য ও মায়িক ব্যাপারে যে সত্য বলিয়া ধারণা, তাহাই ভ্রান্ত চক্ষু ও কল্পনাপ্রিয় ও কল্পনাসমষ্টি মনে আনন্দ জন্মাইয়া থাকে। শুনা গিয়াছে বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় জনৈক মহাপণ্ডিত, নীলদর্পণ নাটক অভিনয় দেখিতে গিয়া, থিয়েটারমঞ্চে অভিনেতার প্রতি স্বীয় চর্ম্মপাদুকা সজোরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলদর্পী ইংরেজ নীলকরের, অসহায়া কৃষক-পত্নীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিনয় দেখিয়া, মহাপণ্ডিত আত্মবিস্মৃতিবশে এতদূর উত্তেজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠিলেন যে, থিয়েটারের অভিনেতাকে সত্য সত্যই নীলকর ইংরেজ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া, স্বীয় চর্ম্মপাতুকা সজোরে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সামান্য থিয়েটার যদি এতাদৃশ মহাপণ্ডিতের ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে, তবে ছায়ামূর্ত্তি, মায়ামূর্ত্তি, কল্পিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ পূর্ণ কেন হইবে না? ভ্রান্ত চক্ষুর ও কল্পনাসমষ্টি মনের তাহাতে আস্থা স্থাপন এবং কৃত-কৃতার্থতা কেন জন্মিবে না? বিশেষ, এই জগৎ ত মায়ারচিত, মনঃকল্পিত, ভ্রান্তিবিলাস মাত্র, এখানকার যাবতীয় দৃশ্যই ত মায়িক, এবং যাবতীয় ব্যাপারই ত যাতুকরী মাত্র। এখানে সুবিচার-শাণিত অসি ব্যতীত এতাদৃশ ভ্রান্তি-তুষার কর্ত্তনের জন্য অন্য উপায় কি আছে?

দৃশ্য-প্রপঞ্চ ও মায়িক জীব।

এই জাগতিক দৃশ্য-প্রপঞ্চ মায়িক। এই কারণে, ইহারা ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থ। ভেল্কী যেমন দর্শকের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়, মন বিমূঢ় করে, বুদ্ধির বিচারশক্তি বিনাশ করে, এই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জাগতিক দৃশ্যরাজি তেমনই মানব-চক্ষু অভিভূত করে, মানব-মন অবশ করে ও মানব-বুদ্ধি প্রতিহত করে। দর্শকগণ ভেল্কী দর্শন সময়ে যেমন আত্ম-বিস্মৃত হয়, উহাদের স্বীয় স্বাধীন চক্ষু, মন ও বুদ্ধি প্রতিহত হয়, উহাদের স্বাধীন শক্তি ভেল্কীর শক্তিতে পরাহত হয়, তদ্রূপ বৃথা বুদ্ধ্যভিমানী মানব, জাগতিক মায়িক দৃশ্য-প্রপঞ্চ দর্শনে আনন্দিত ও বিমোহিত হয়; যেহেতু আনন্দ ও বিমোহন উৎপাদিকাশক্তি মায়াতে রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়িক জীবের মায়ার দৃশ্যে যাদৃশ আনন্দ ও বিমোহন উপস্থিত হয় এবং তাহাতে সে যেরূপ কৃত-কৃতার্থতা বোধ করে, এরূপ মহাসত্যের উপলব্ধিতে করে না। বরং তাহার জন্য তীব্র চেষ্টা বা সাধনা বিভীষিকাময় বোধ করে। অসত্যের জীব অসত্যের দৃশ্য দেখিতে আনন্দ ও বিমোহন প্রাপ্ত হয়; সত্য বস্তুর উপলব্ধি করিতে ভীত হয় এই কারণেই মায়িক দৃশ্য-বিশেষে, অর্থাৎ কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে, জ্যোতিঃতে বা কল্পনাপ্রসূত জীবন্ত মূর্ত্তিতে কালীকৃষ্ণ দর্শনলাভে আনন্দিত, বিমোহিত ও কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকে।

মায়িক জীব মায়িক দৃশ্য-বিশেষে কল্পিত কালী-কৃষ্ণ-দর্শনে কৃত-কৃতার্থতা মনে করে, আর সত্যানুভূতি বিভীষিকাময় বোধ করে।

ভ্রান্ত চক্ষু, কল্পনা-প্রিয় ও কল্পনা-সমষ্টি মন আর ইহার বেশী কি করিবে? তাহার স্বীয় মন-বুদ্ধি-চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি সবই যে অসৎ, একথা তাহাকে কে বলিবে? যে বলিতে ও বুঝিতে পারে, তাহার কথা সে শুনিবে কেন? যে ব্যক্তি তাহাকে রোচক ভ্রান্ত বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহার কথায় তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়া গিয়াছে। যাহাতে তাহার ভ্রান্ত চক্ষু, ভ্রান্ত মন ও বুদ্ধি সুস্থ থাকে, তাহাই তাহার শিরোধার্য্য, অন্যের সত্য কথায় কি হইবে? ভ্রান্ত মানব, ভ্রান্তির বর্ণনায় যেরূপ আনন্দ ও আস্থা স্থাপন করে, সত্যের মহিমা শ্রবণে সেরূপ আনন্দ বা আস্থা স্থাপন করে না। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি জাগরণে সমর্থ হয়, কিন্তু পাঠ্য পুস্তক সম্মুখে ধরিলেই তাহার তখন প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে। সেইরূপ মায়ার সৃষ্ট মায়িক জীব, বৃথা মায়িক বিদ্যাভিমানী ও বুদ্ধ্যভিমানী মানব, কল্পনাপ্রিয় মনের সন্তোষ বিধানার্থ, কল্পিত মূর্ত্তি,

এবং স্বীয় মনের রোচক ভ্রান্ত ঈশ্বর-জ্ঞানে গর্ব্বিত হইয়া মহাসত্তার অনুভবাত্মক জ্ঞানকে তুচ্ছ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পিত জ্যোতিঃ, কল্পিত মানস মূর্ত্ত্যাদিতে ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া কৃত-কৃতার্থতা লাভ করে। কিন্তু যখন জগৎস্রষ্টা, জগদাধার, জগদ্রূপী, জগদনুপ্রবিষ্ট, জগন্ময় ও জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত সেই মহাসত্য, মহাসত্তার অনুভবাত্মক জ্ঞানমাহাত্ম্যের প্রবচন (ব্যাখ্যা) প্রারম্ভ হয়, তখন পাঠ্য পুস্তক সম্মুখে উপবিষ্ট বালকের মত, "এসব কথা আমাদের জন্য নয়", "ঐ সব কথা ধারণার যোগ্য নয়" মনে করিয়া তন্দ্রাবিষ্ট হয় এবং "আমাদের কল্পনাপ্রসূতই হউক বা মানসমূর্ত্তিই হউক "উহাই ঠিক, উহাই ঠিক," এরূপ মনে ভাবিতে থাকে এবং মায়িক বুদ্ধিতে গর্ব্বিত হইয়া, সত্য বস্তুর ধারণাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এসব মায়ার জীব মানবের মনটা যেন ইহাদের কাছে 'আদুরে ছেলে।' যখন আদুরে ছেলে কোন কিছুর জন্য আবদার করে, তখন বিচার-বিমুখ পিতা বিচার-বিবর্জ্জিত হইয়া তাহাকে তাহাই দিয়া থাকে। মোহবশে দেওয়া উচিত কিনা, তাহার সেই বিচারশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মায়াপরাহত বুদ্ধি ত বিচার চায় না, ভ্রান্তি চায়; সত্য চায় না, মিথ্যা চায়। কিছু দিন হইল জনৈক বঙ্গবিখ্যাত সুবিজ্ঞ ও ধনীব্যক্তি আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত, লেখাপড়া অসংশ্রিত, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রকে একশত মুদ্রা মূল্যের 'খেলানা' ক্রয় করিয়া দিয়াছেন ও ৺কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ঐ বিদ্যাবিমুখ আদুরে ছেলেকে একটি উত্তম অশ্বও ক্রয় করিয়া দিবেন। যখন আদুরে ছেলের আবদার রক্ষা করিতে এতাদৃশ সুবিজ্ঞ ব্যক্তির বিচারশক্তি পরাহত হইতে পারে, তখন মনরূপ আদুরে ছেলের

ইহাদের মন যেন 'আদুরে ছেলে'; তাহার সন্তোষ-বিধানার্থ সমস্ত আবদারই বিনা বিচারে পালনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবদারে কেন বিচার-শূন্যতা আসিবে না ? সত্য বস্তু নির্দ্ধারণে পরাঙ্মুখতা কেন জন্মিবে না ? মহাসত্যের জ্ঞানোপলব্ধিতে অরুচি কেন উৎপন্ন হইবে না ? কল্পনাপ্রিয়, কল্পনা-কৌতুক মনের চরিতার্থতা জন্য কল্পিতমূর্ত্তি ও মানসমূর্ত্ত্যাদিতে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর দর্শনলাভের জন্য কৃত-কৃতার্থতা কেন বোধ করিবে না ? অগ্রে আতুরে মনের সন্তোষ বিধান, তৎপর সত্যের উপলব্ধি বলিয়া যদি কোন ব্যাপার থাকে দেখা যাইবেক, এইরূপই তাহারা সাব্যস্ত করে।

সৃষ্টিতত্ত্বে উপাদান-কারণ।

এখন সৃষ্টিতত্ত্বের পুনরালোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বিনা মৃত্তিকায় কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণের সঙ্গে জগৎস্রষ্টার উপাদান ব্যতীত জগৎসৃষ্টিকে যাদুকরী ও ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উপাদান সহকারে, অর্থাৎ পরমাণু যোগে, বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব সৃষ্টিতে আপত্তি-জনক হেতুবাদ কি থাকিতে পারে ? ঐ হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন চক্ষু, স্বাধীন বুদ্ধি যেই জগৎকে সত্য বলিয়া দেখিতেছে ও সত্য বলিয়া বুঝিতেছে, তাহাকে অসত্য, ভেল্কী, ইন্দ্রজাল, যাদু, মায়া ইত্যাদি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া লাভ কি ?

সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বস্রষ্টাকে কুম্ভকারের সমপর্য্যায়-ভুক্ত মানিলে চরমে 'অনবস্থা দোষ' ঘটে।

কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণ কৌশল এবং সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্বসৃষ্টি কৌশল যদি সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়, তবে উপস্থিত মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু চরমে 'অনবস্থা দোষ' ঘটে, অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত উপসংহৃত হয় না। কেন, তাহা দেখান যাইতেছে। কুম্ভকার ত পৃথ্বী খনন করিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্ম্মাণ করে, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে কোথা হইতে বিশ্ব-সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন? তিনি কোথাও যদি তাহা স্তূপীকৃত পাইয়া থাকিবেন, তবে কে তাহা সেই স্থানে স্তূপীকৃত করিয়াছিল? যদি অন্য কেহ করিয়া থাকিবেক, তবে সেই স্তূপকারককেই সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃষ্টির হেতু বলা উচিত। এইরূপ, যতই উপাদানের স্তূপকারক অনুসন্ধান করিতে যাইবে, ততই "তারপর কে, তারপর কে," এইরূপ প্রশ্ন শুধু অসমাহিত অর্থাৎ সমাধান রহিত থাকিয়া যাইবেক। এই চরমে অমীমাংসিত অবস্থাকে শাস্ত্রে 'অনবস্থা দোষ' কহে। কাজেই, এই অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য, বা সৃষ্টি-উপাদান স্তূপীকরণের কর্ত্তা খুজিতে অগ্রসর হওয়ার অসামর্থ্য নিবন্ধন, বিশ্বকর্ত্তার বিনা উপাদানে বিশ্ব-সৃষ্টি-বাদ শাস্ত্রকার ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন এবং এক বিশ্ব-স্রষ্টাকেই উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ দুইই সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অতএব বিশ্ব-স্রষ্টাকে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয়ই সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপাদান ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টিই শঙ্কর কথিত মায়াবাদের সমর্থক, অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্ট নয়, মায়া মাত্র, ইন্দ্রজাল, ভ্রান্তি-বিলাস ইত্যাদি প্রবচনের সমর্থক। ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, যখন বিনা উপাদানে জগৎ সৃষ্ট হইল এবং জগতের উপাদানরাশি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন বিশ্বস্রষ্টা "হউক" বলিতে বা কল্পনা করিতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাই স্বীকার্য্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত ত অন্য বাদ গৃহীত হইতে পারে না। "হউক" বলিতে অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান সংগৃহীত ও গঠিত হওয়াও যা, মৎকথিত পূর্ব্বোক্ত যাদুকরের যথা তথা চপেটাঘাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবন্ত গোখুরা সর্প উৎপাদনও তা; দুইই সমান যাদু বলিতে হইবে। তবে বিশ্বস্রষ্টা বড় যাদুকর, আর উক্ত যাদুকর

ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের সমর্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্র যাদুকর, এইমাত্র প্রভেদ। এজন্য জগৎ স্পৃষ্ট নয়, মায়ারচিত ও ভ্রান্তি-বিলসিত বলিয়া জ্ঞানাবতার শঙ্কর সুসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব "মনঃকল্পিত জগৎ" বলিয়া গিয়াছেন; কারণ কল্পনাশ্রয়েই এত অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হওয়ার সম্ভব, অন্য উপায়ে, অর্থাৎ কুম্ভকারের মত হস্তদ্বারা ঘট নির্ম্মাণরূপ উপায়ে, সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায়, স্বপ্নযোগে, কল্পনাপ্রভাবে যখন লক্ষ লক্ষ দৃশ্য ও মূর্ত্তি উৎপন্ন করিতে পারে, তখন বিশ্ব-স্রষ্টা কল্পনাবলে এই জগদ্রূপ ভ্রান্তি-বিলাস প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা বেশী কি আছে? এই কল্পনাই মায়া, আর কিছু নয়। বিশ্ব-স্রষ্টার কল্পনা-প্রসূত ভ্রান্তি-বিলাসই 'মায়ারচিত জগৎ।' আমার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে যেমন অদ্ভুত দৃশ্যরাশি ও মূর্ত্তিসমূহ উৎপন্ন করার সামর্থ্য জন্মে, এমন কি নিজের কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যরাজী ও মূর্ত্তিসমূহে আমার নিজের বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহারা আমার নিজের উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, তেমন বিশ্বস্রষ্টার কল্পনাযোগে এই জগদ্রূপ ভ্রান্তি-বিলাস উৎপন্ন হইতেছে। এই ভ্রান্তিবিলাস ও পরিদৃশ্যমান্ নামরূপাত্মক জগৎ ভ্রান্ত জীবের পক্ষে সত্য ও অস্তিত্বশীল, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে ইন্দ্রজাল ও অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাই জ্ঞানি-প্রবর বশিষ্ঠদেব "জ্ঞানীর কাছে জগৎ কোথায়" বলিয়া দৃঢ়স্বরে জগৎকে ভ্রান্তি-বিলাস, অনস্তিত্বশীল ও ইন্দ্রজালরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বশিষ্ঠদেবের 'মনঃ-কল্পিত জগৎ' এর মনঃকল্পনা ও মায়া মাত্র।

বিবর্ত্তবাদ।

এখন বিনা উপাদানে জগৎসৃষ্টিরূপ সৃষ্টিবাদ এবং কল্পনাপ্রসূত ইন্দ্রজালরূপে জগতের মিথ্যা প্রকাশরূপ মায়াবাদ সম্বন্ধে অনেক আভাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হইল, কিন্তু বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে যতদূর আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই বলিয়া পুনরালোচনা প্রয়োজন। 'বিবর্ত্ত' শব্দের অর্থ 'পরিণাম', কিন্তু ঠিক পরিণাম শব্দটি উহার সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে, দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হওয়াকে দুগ্ধের পরিণাম কহে, কিন্তু জল শৈত্যযোগে বরফে পরিণত হওয়াকে বা বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়াকে জলের বা বীজের 'বিবর্ত্ত' কহে। দুগ্ধ যেমন অম্লবস্তু যোগে দধিতে পরিণত হয়, জল যেমন শৈত্যযোগে বরফে পরিণত হয়, বীজ যেমন মৃত্তিকার রস প্রাপ্তে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম বা জগৎস্রষ্টা তেমন মায়াযোগে জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞ পাঠকের ধারণার জন্য 'পরিণত' শব্দটি এ স্থানে প্রয়োগ করা হইতেছে, নতুবা 'পরিণত' ও 'বিবর্ত্তিত' এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'পরিণত' শব্দে বস্তুটি নষ্ট হইয়া ভিন্নরূপ গুণ প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়, আর 'বিবর্ত্ত' শব্দে বস্তুটি ভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াও উহার স্বীয় সত্তা অব্যাহত থাকে এরূপ বুঝায়। দুগ্ধ অম্লযোগে দধিতে পরিণত হইয়া স্বীয় দুগ্ধত্ব নষ্ট করে, কিন্তু জল শৈত্যযোগে বরফে পরিণত হইয়া জলত্ব নষ্ট করে না, বা বীজ মৃত্তিকার রসযোগে বৃক্ষে পরিণত হইয়া স্বীয় বীজত্ব নষ্ট করে না; ইহাকেই বিবর্ত্ত কহে। এইরূপে ব্রহ্ম বা জগৎস্রষ্টা মায়াবশে জগদ্রূপে পরিণত হইয়া, অর্থাৎ বিবর্ত্তিত হইয়া, স্বীয় সৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন।

বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়ার মত ব্রহ্ম-জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছেন।

এখানে বীজাঙ্কুরবাদ ও বিবর্ত্তবাদ সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্ত বিবর্ত্তবাদের মর্ম্মগ্রহণে সুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই। মহাতপা, মহাজ্ঞানী ঔপনিষদিক ঋষিগণ এই বিবর্ত্তবাদের আবিষ্কার করিয়া, জগৎস্রষ্টাকে জগতের প্রতি

বিবর্ত্তবাদ ও বীজাঙ্কুর-বাদ সমপর্য্যায়ভুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়া গিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের জন্ম, ধন্য তাঁহাদের তপস্যা, তাঁহাদের মায়িক জগতে আসা শুধু মায়ার সহিত সংগ্রাম করা। তাঁহারা সেই মায়ার সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া, চিরতরে মায়ার জগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং মায়াতীত ব্রহ্মসত্তায় অনন্তকালের জন্য বিলীন হইয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহারা দৃশ্যমান্ মায়ার গণ্ডীতে আসিবেন না; যেহেতু তাঁহারা মায়ার ভেল্কীবাজী চিনিয়া গিয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ ও বীজাঙ্কুরবাদ।

জগৎস্রষ্টা জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জগদনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

এখন বীজাঙ্কুরবাদ ও বিবর্ত্তবাদের আলোচনা করা যাউক। বৃক্ষের বীজ যেমন বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব বৃক্ষমধ্যে লীন করিয়া ফেলে এবং বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে ও তাহাদের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়, স্বীয় বীজরূপে পৃথক্ অস্তিত্ব রাখে না; তদ্রূপ জগৎ-স্রষ্টা জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, স্বীয় সৃষ্টি-সত্তা জগতের প্রতি পরমাণুতে বিস্তৃত করিয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা বা কল্পনাসমষ্টি মনের দ্বারা মানসমূর্ত্তিরূপে দর্শনের প্রয়াস বৃথা মাত্র। হস্তগঠিত বা মনঃকল্পিত মূর্ত্ত্যাদি দেখিয়া তদ্গত হইয়া নৃত্য করিতে পার এবং অজ্ঞানতাবশে নিজকে ধন্য মনে করিতে পার, কিন্তু জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত ও জগতের প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট এতাদৃশ জগৎস্রষ্টা দর্শন করিতে পারিবে না। তিনি দর্শনযোগ্য বা মনের ধ্যানযোগ্য নন, বিশুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধব্য। মন জড় বস্তু, জড়াতীত চিন্তা উহার আসিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না; উহা সর্ব্বদা জড় চিন্তা করিয়া বেড়ায়। যে বালকগণ সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়ায়, পাঠ্যপুস্তকগুলির মর্ম্ম তাহাদের কিরূপে উপলব্ধি হইবেক?

এখন বিবর্ত্তবাদী মহাজ্ঞানী পরম তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের জগদনুপ্রবিষ্ট, জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত, জগতের প্রতি পরমাণুতে বিলীন জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধির কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া যাইতেছে। বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একটি আম্রবীজ—'আমের আঁটি' দেখ। উহা কর্ত্তন করিয়া দুই-চার খণ্ড কর, উহার মধ্যে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি কোথায় নিহিত আছে তাহা কিছুতেই চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারিবে না; বা বিষয়বুদ্ধির প্রখরতাদ্বারাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না যে, ঐ শক্তি কোথায়, কোন্ স্থানে আঁটির মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু অনুভবাত্মক জ্ঞানের দ্বারা ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া লও যে, আম্রবীজে আম্রবৃক্ষের উৎপাদিকা-শক্তি উহার প্রতি পরমাণুতে প্রোথিত আছে। এই যে চক্ষুর দর্শনশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত, মনের কল্পনাশক্তির আশ্রয় ব্যতীত বা বিষয়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অবলম্বন না করিয়া, এতাদৃশ স্বতঃসিদ্ধ অনুভবাত্মক জ্ঞান সাহায্যে আম্রবীজে আম্রবৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, ইহাই হইল বিবর্ত্তবাদিগণের ব্রহ্মদর্শন, জগৎস্রষ্টার জগদ্রূপে বিবর্ত্তন ও তদনুপ্রবেশ। আম্রবীজে আম্রবৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তি ও আম্রবৃক্ষে ঐ বীজের অনুপ্রবেশ ও বৃক্ষময়ত্ব, এই দুইয়ের জ্ঞান উপলব্ধিই ব্রহ্মদর্শনের আভাস জানিবে। *

ইহা অনুভবাত্মক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানগম্য, মন বা ইন্দ্রিয় গম্য নহে।

এই জ্ঞান উপলব্ধিই ব্রহ্মদর্শন।

* এই সব দৃষ্টান্ত ঐকদেশিক, সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কিছু দূর এই জ্ঞানপথে অগ্রসর হও, ইহা বুঝিতে পারিবে। তুমি বলিবে "আম্রবীজ চক্ষুর্গোচর করিয়া, তবে তাহাতে আম্র-বৃক্ষোৎপত্তির শক্তি সিদ্ধান্ত করি, কিন্তু জগদাশ্রয়, জগদ্বীজ কোথায় যে, তাহার মধ্যে জগৎ সৃষ্টির শক্তি নিহিত দেখিব?" আমের আঁটিটি আম্রবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তির আধার মাত্র; ঐ আঁটিটিই উৎপাদিকাশক্তি নয়, শক্তির আধার মাত্র—যেমন মানবের দেহময় হইয়া, অর্থাৎ দেহের সর্ব্বত্র শুক্র বিদ্যমান থাকে, শুক্রাধারটি শুক্র নয়, শুক্রের আধার মাত্র। না দেখিলেও তাহার বৃক্ষ দেখিয়াই বীজাস্তিত্ব নির্ণয় করিয়া থাক। বংশবৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, দেখিবে, কেমনভাবে তাহার বীজাধার ব্যতীত বংশবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। বংশবৃক্ষে সর্ব্বদেহময় বীজশক্তি নিহিত থাকায় তাহা হইতে পুনঃ বংশবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য। বীজ ব্যতীত বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, এতাদৃশ সিদ্ধান্ত বাতুলতা মাত্র। এখন বংশবৃক্ষকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া, তন্মধ্যে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোথাও তাহার মধ্যে তাহার বীজাস্তিত্ব দর্শন করিতে বা কল্পনা করিতে বা ব্যাবহারিক বুদ্ধিদ্বারা সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অনুভবাত্মক জ্ঞানদ্বারা 'বংশবৃক্ষে তদ্বীজ নিশ্চয় নিহিত আছে,' এই সিদ্ধান্ত তোমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য হইবে সন্দেহ নাই।

বীজ না দর্শন করিয়াও বৃক্ষদর্শন হইতে বীজাস্তিত্ব নির্ণীত হয়—বীজাধার না থাকিলেও বীজাস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দুই রকম ভেদ দর্শন আছে, যেমন বংশবৃক্ষের দর্শন দুই জনেই করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি বংশবৃক্ষ মাত্র দেখিয়া রাখিল, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি বংশবৃক্ষ ত দেখিলেনই, পরন্তু তন্মধ্যে বংশবৃক্ষোৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদিকা শক্তিও তাঁহার সর্ব্বদেহময় ও সর্ব্বত্রানুপ্রবিষ্ট দেখিয়া থাকেন; এই দর্শনই ব্রহ্মদর্শনের আদর্শ জানিবে। তাই ব্রহ্মদর্শী, মহাতপা, মহাজ্ঞানী ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ তারস্বরে বলিয়াছেন—

"কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নি, পুষ্পে গন্ধং, পয়ে ঘৃতং
দেহমধ্যে তথা দেব পাপপুণ্যবিবর্জ্জিতঃ।"

কাষ্ঠমধ্যে বহ্নি আছে, কিন্তু তাহা যেমন চক্ষুর্গোচর হয় না, কল্পনায়ও আসে না, পুষ্পে যেমন গন্ধ আছে, কিন্তু চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয় না, দুগ্ধে যেমন ঘৃত আছে, কিন্তু অক্ষিগোচর হয় না, তেমন এই দেহমধ্যেই পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত আত্মদেব আছেন, তাহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভবাত্মক জ্ঞানগোচর। উপরি উক্ত বংশ বৃক্ষের বৃক্ষময় ও বৃক্ষানুপ্রবিষ্ট তদ্‌বীজের মত ব্রহ্মবীজ বা ব্রহ্মসত্তা তদ্বিবর্ত্ত জগন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, জগন্ময় হইয়া, জ্ঞানীর চক্ষে প্রত্যক্ষ ও অজ্ঞের চক্ষে অপ্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন। এখানে প্রত্যক্ষ অর্থ 'অনুভবাত্মক জ্ঞানগোচর।'

ব্রহ্মবীজ বা ব্রহ্মসত্তা তদ্বিবর্ত্ত জগন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও জ্ঞানীর বিশুদ্ধ অনুভবাত্মক জ্ঞান-গোচর হন।

বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ।

এখন বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছাবশে বা মায়াবশে জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, জগন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। এখন মায়াবাদ বুঝ। বারিলেশশূন্য বালুকাময় মরুভূমিতে যে মরীচিকা নাম্নী বারি-ভ্রান্তি ইহাই মায়াবাদের আভাস জানিবে। এই মরীচিকা দর্শন স্বচক্ষে না হইলে, ইহার মায়া-শক্তি বা ভ্রান্তি-শক্তি অনুভব করা যায় না। রাজপুতানার মরুভূমিতে

মরুভূমিতে মরীচিকা ভ্রান্তিরূপ ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রান্তি হয় মাত্র, জগতের প্রতি পরমাণুতে ব্রহ্ম বিদ্যমান, জগৎ ভ্রান্তি-দৃষ্টি মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরীচিকার ভ্রান্তি উৎপাদিকাশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি একদা দুই তিন ঘণ্টা বিস্ময়াপন্ন হইয়া উপবিষ্ট ছিলাম। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, 'কেমন করিয়া এই দেশটা এরূপ্ জলে প্লাবিত হইল, ইত্যাদি।' যাহারা রাজপুতানার বিকানীর, জসল্মীর প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছে, তাহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বৈপরীত্য দর্শনই ভ্রান্তি, অর্থাৎ বালুকাময় বারিলেশশূন্য স্থানে, প্রখর সূর্য্যকিরণে আলোকিত ও উত্তপ্ত স্থানে যে তদ্বিপরীত জলপ্লাবন দর্শন ইহাই ভ্রান্তি, মরীচিকা বা মায়া নামে অভিহিত হয়। মরুভূমিতে যেমন জলভ্রান্তি হয়, অর্থাৎ জললেশশূন্য স্থানে জলপ্লাবন দৃষ্ট হয়, তেমন ব্রহ্মেতে জগদ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে মাত্র। পরিদৃশ্যমান্, নামরূপাত্মক জগৎ সুধু মরীচিকাবৎ ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অস্তিত্বশীল বলিয়া মনে হয়, ভ্রান্তির অপগমে ইহা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এখন্ বিবর্ত্তবাদে মায়াবাদ দেখ, মায়ার প্রভাব দেখ। সামান্য শৈত্য তরল বারিকে সুকঠিন প্রস্তরবৎ তুষারে পরিণত করিতেছে, এবং জলের তরলতা ও স্নিগ্ধতাকে ঘোর কাঠিন্যে ও শুষ্কতায় পরিণত করিতেছে। মায়া সরিষাপ্রমাণ তরল শুক্রবিন্দুকে প্রকাণ্ড হস্তীতে পরিণত করিতেছে, ক্ষুদ্র বটবীজকে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত করিতেছে, এসব মায়ারই কার্য্য। যেমন শীতপ্রধান দেশে মহাসমুদ্রে ভীষণ শৈত্যপ্রভাবে জল জমিয়া বরফ হয়, ইতস্ততঃ অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বরফের চাঁইগুলি বাত্যাহত হইয়া পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে, ক্ষুদ্র চাঁইগুলি বৃহৎ চাঁইগুলি দ্বারা প্রতিহত ও পরাহত হয়, এবং যে সমুদ্রের জলে তাহাদের অবয়ব নির্ম্মিত হয়, সেই সমুদ্রের উপরই ভাসমান থাকে ও গ্রীষ্মাগমে পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া সেই

ভ্রান্তি বা মায়া অপগমে ইহা অস্তিত্বহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান্ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রজলেই লীন হয় ও পৃথক বরফের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ এই ব্রহ্ম-সমুদ্রে অনন্তকোটী জীব-জগৎ মায়াপ্রভাবে ব্রহ্ম হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়া ভাসমান রহিয়াছে, আবার কালে তাহাতেই লীন হইতেছে। জীবগণের যে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষণ, তাহাও এইরূপ মায়ার খেলা বা প্রভাবই বলিতে হইবে।

বুদ্ধদেব ও সংসারাস্তিত্ব।

এখন মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ সংসারটাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। দেখিবে যে, পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষগণ যেন একই স্বরে স্বর মিলাইয়া, সেই একই মহাসত্যের জয়গান করিয়াছেন এবং অজ্ঞ লোকের এই সুখের সংসারটাকে, ঔপনিষদিক ঋষিগণ 'কারাগৃহ', শঙ্কর 'ইন্দ্রজাল', বশিষ্ঠ 'ভ্রান্তি-বিলাস', চৈনিক দর্শনকারগণ 'মহাশূন্যোত্থিত ভ্রান্তি-তরঙ্গ' ও বুদ্ধদেব 'দাবদাহ'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখবাদী মহাত্মা বুদ্ধ, রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুরূপ দুঃখের বিভীষিকাময় দৃশ্য দর্শনে এতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, দুঃখবাদের উপরই তাঁহার নির্ব্বাণ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি সংসার দুঃখময় ও রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুতে অভিভূত দেখিয়া, সংসারবাসী মানবমণ্ডলীকে নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখিলাম, তিনি সংসারটা কি এবং কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার অনুসন্ধান-তৎপর ছিলেন না। সংসারের দুঃখের দৃশ্য তাহাকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে,

বুদ্ধদেব এই সংসারকে দাবদাহরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং

শিষ্যমণ্ডলীকে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সংসারবাসিগণকে, বিশেষ তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে সংসার-'দাবদাহ' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সর্ব্বদা দৃঢ়স্বরে ও তারস্বরে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর ওজস্বিনী ছিল যে, যতদূর কর্ণগোচর হইত, শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিত ও দণ্ডায়মান থাকিত।

বুদ্ধদেবের মত ধর্ম্মবক্তা ও সংসার-বৈরাগ্যবান্ পুরুষ জগতে দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উপদেশাবলী যেমন সংসার-বৈরাগ্যপূর্ণ, তেমন গভীর জ্ঞানগর্ভ। গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে যেমন গৃহবাসিগণের "কে অগ্নিসংযোগ করিল," "কি কারণে অগ্নি সংযোজিত হইল" তাহার তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, অগ্রে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া উচিত, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের বক্তৃতার মর্ম্মও সেইরূপ। তিনি সংসার-বনাগ্নি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 'কে বনাগ্নি জ্বালিয়াছে, কোথা হইতে জ্বালিয়াছে, কোথায় যাইয়া নির্ব্বাপিত হইবে,' এ সব অনুসন্ধান করিতে বেশী উপদেশ দেন নাই। সংসার-বনাগ্নি হইতে, সংসার বনবাসিগণকে ত্বরায় নিষ্ক্রান্ত হইতে উচ্চস্বরে ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু সংসার বনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, বনাগ্নির কারণ অনুসন্ধান বা তাহা নির্ব্বাপণ করার চেষ্টা করিতে, বা বনাগ্নির উন্নতিসাধন করিতে কহেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী সংসারীগণ যেমন সংসার-বনাগ্নির উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অজুহাতে বিষয়ভোগ-পরতন্ত্র হইয়া, সংসার-বনাগ্নিকে সুখের সংসারে পরিণত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন, মহামতি বুদ্ধদেব তাহা করেন নাই। তিনি দেখিলেন, সংসার-বনাগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হওয়ার নয়; বনবাসিগণের তাহা নির্ব্বাপণ করার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তাহারা তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে

উহার কারণ অনুসন্ধান বা উহার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে; তাই তিনি নির্ব্বাণের পন্থা দেখাইলেন। তিনি সংসারটাকে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুদ্বারা অভিভূত দেখিতেন। তদুপরি বাসনার আগুনে জীবজগৎ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা দেখিতেন। এই বাসনার আগুনের যে চিরতরে নির্ব্বাণ, তাহাই মহামতি বুদ্ধের নির্ব্বাণপথ জানিবে।

চৈনিক দর্শন ও মহাশূন্যবাদ।

এখন সুদূরস্থ মহাপ্রাজ্ঞ চৈনিক দার্শনিকগণ এ বিষয়ে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শুন। উক্ত চীনদেশীয় প্রাচীন দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহাত্মা লেওজি ও কোয়াঙ্গজি প্রভৃতি তীক্ষ্মমনীষা-সম্পন্ন মস্তিষ্কশালী ব্যক্তিগণ বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছিলেন যে, এই নাম-রূপাত্মক জগৎ সদা-পরিবর্ত্তনশীল, অসৎ। ইহা প্রাজ্ঞের চক্ষে নাই কিন্তু অজ্ঞের চক্ষে আছে। ইহা মহাশূন্য হইতে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সব মায়িক। ইহার অন্তর্গত যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা। মহাশূন্যই সংস্বরূপ, যেহেতু তাহাতে বস্তু বলিয়া মায়াবশে প্রতিভাত অসৎ অস্তিত্ব নাই, ইত্যাদি। এই সব মহাত্মা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন চীন দার্শনিকগণ মহাশূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মহাশূন্যের স্বরূপ নির্ণয়।

এখন মহাশূন্য হইতে জগদুৎপত্তির বিষয়টি কিরূপ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই মহাশূন্যকে চৈনিক দর্শন সৎ বলিয়াছেন, অসত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন নাই, অস্তিত্বশীল বলিয়াছেন, অনস্তিত্বশীল বলেন নাই; ইহা যোগবাশিষ্ঠের চিদ্‌শূন্য বা চিদাকাশ ও অন্যান্য হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের "দেশকাল-বিবর্জ্জিত, নিরালম্ব গগনসদৃশ" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে মহাশূন্য হইতে জগদুৎপত্তি, চিদ্‌শূন্য, চিদাকাশ প্রভৃতি সব পর্য্যায়-শব্দগুলিই অশ্রুতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তাহাদের কল্পনা-কৌতুকতা চরিতার্থ করিবার জন্য ত আর সত্যের অপলাপ করা যাইতে পারে না; আদুরে ছেলের আবদার রক্ষার জন্য খেলানা ক্রয় করিবার বুদ্ধি, সত্যের উপলব্ধির জন্য অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবেক। অজ্ঞ পাঠকের হস্তে বর্ত্তমান গ্রন্থ যে উত্তানপাদের ক্রোড় হইতে মহামতি ধ্রুবের দূরে নিক্ষেপণের অভিনয় দেখিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বক্ষ্যমাণ মহাশূন্যবাদ অজ্ঞব্যক্তি শ্রবণ করা মাত্র শিহরিয়া উঠিবে। এই মহাশূন্যই আত্যন্তিক অবস্তু-সত্তা, ইহা অস্তিত্ব-শীল, কিন্তু বস্তুর মত দেশকালবদ্ধ নয়, ইহা দেশকাল-অবস্থাধীন নয়। আমাদের জৈবিক জ্ঞানে বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত অবস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। এখানে বস্তু * বলিলে জড় বস্তুই বুঝা যাইতেছে। জড়, বস্তু বটে কিন্তু অসৎ, অর্থাৎ দেশ-কাল-অবস্থার অধীনতা প্রযুক্ত সদা পরিবর্ত্তনশীল। এতাদৃশ সদা পরিবর্ত্তনশীল, দেশ-কাল-অবস্থাদ্বারা সদা বিপর্য্যিত বা ঘাতপ্রতিঘাত-প্রাপ্ত জড়বস্তুনিচয়ের যে সত্তা দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রান্তিকল্পনা ব্যতীত কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। দৃশ্যবস্তু মাত্রেই অসৎ ও অনস্তিত্বশীল, সুধু মায়িকবুদ্ধিতে 'সৎ বলিয়া' ও 'আছে

মহাশূন্য অস্তিত্বশীল আত্যন্তিক অবস্তুসত্তা, যোগবাশিষ্ঠের 'চিদ্‌শূন্য' বা 'চিদাকাশের' মত, হিন্দুদর্শনের 'দেশকাল বিবর্জ্জিত নিরালম্ব গগনসদৃশ' আত্মার মত।

* যতবার বস্তু বলা হইবে ততবারই তাহাকে জড়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, যেহেতু অনেক দর্শনশাস্ত্র সৎকে বস্তু ও জড়বস্তুকে অসৎ বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া' বোধ হয়। যদি বস্তুনিচয় বা দৃশ্যনিচয় অসৎ, অনস্তিত্বশীল ও ইন্দ্রজাল বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তবে যথায় এতাদৃশ অসৎ অস্তিত্বের লেশমাত্র নাই, সেই অবস্তুসত্তা, মহাশূন্যরূপী জ্ঞানসত্তা সৎস্বরূপ কেন হইবে না ?

মহাশূন্য শব্দটি শ্রবণ করামাত্র চমকিয়া যাইও না, দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায় যখন তোমার কোনরূপ বস্তুজ্ঞান বা দৃশ্যজ্ঞান থাকে না, বা তাহাদের কোন সাহায্য গ্রহণ কর না, তখন তোমার মুহূর্ত্তে এতাদৃশ লক্ষ লক্ষ দৃশ্যরাজি বা বস্তুনিচয় উৎপন্ন করার সামর্থ্য কোথা হইতে আসে ? বস্তুবিশেষ হইতে আসে কি অবস্তুসত্তা, মহাশূন্যরূপী মহাসত্তা হইতে আসে ? বস্তু সম্পূর্ণ অধীন, দেশ-কাল অবস্থার দাস ; অবস্তু সম্যক স্বাধীন, দেশ-কাল-বিবর্জ্জিত, তাহার শক্তি ও প্রভাব অবিসম্বাদী ও অব্যর্থ। নিদ্রাবস্থায় যখন তুমি জাগতিক বস্তুনিচয়ের বা দৃশ্যনিচয়ের সম্বন্ধ রাখ না, বা তোমার তাহাদের জ্ঞান থাকে না, তখন তুমি মহাশূন্যেই ত স্থিত থাক, এবং তাঁহারই অধিষ্ঠানসত্তা সেই সময়ে লাভ করিয়া তুমি কল্পনাবশে লক্ষ লক্ষ দৃশ্য বা মূর্ত্তি উৎপন্ন করার শক্তি প্রাপ্ত হও এবং উহাদিগকে দেখিয়া নিজে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হও। কারণ, তোমার জাগরণে মহাশূন্যের প্রভাব বোধগত ছিল না, বস্তু বা দৃশ্যময়, কল্পনাকারী মন ও বুদ্ধি লইয়া তোমার যত বড়াই ছিল।

স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নমূর্ত্তিরাজি মহাশূন্যাবলম্বনেই সৃষ্ট হয়। এই সংসার ও মহাশূন্যোত্থিত ভ্রান্তিতরঙ্গ স্বরূপ।

মহাশূন্যের প্রভাব ক্ষণকাল দেখ, তুমি অল্প সময় নিদ্রাবস্থায় তৎপ্রভাবে যেরূপ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাও, মদুল্লিখিত মনীষাসম্পন্ন মহাত্মগণ জাগরণেই সর্ব্বদা সেই মহাশূন্যরূপী মহাসত্তার অপরিসীম প্রভাব অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিয়া গোলকধান্ধা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তিবিলাসরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ নামরূপাত্মক জগৎকে একটা ভ্রম-কৌতুক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবোধ্য, অভাবনীয় বিষয়রাশি বা ব্যাপার-সমূহই ত বিস্ময়ের উৎপাদক। যে জাগরণেই নিদ্রিত, অর্থাৎ জাগিয়া ঘুমায়; অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় মায়ার কুহক দেখিয়া তাহা সত্য মনে করে, তাহার স্বপ্নদৃষ্ট অদ্ভুত দৃশ্যরাশি দর্শনে কেন বিস্ময় উৎপন্ন হইবে না?

তাই পূর্ব্বোল্লিখিত মহাপুরুষগণ জাগ্রদ-বস্থায়ই বিশ্বকে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যরাজীবৎ মনে করিতেন।

ধর্ম্মের প্রকার ভেদ।

জগতে সাধারণতঃ দুই প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। এক, দার্শনিক ধর্ম্ম, যাহা বহু গবেষণার ফলে প্রসূত ও প্রচারিত হইয়াছে,—যেমন হিন্দুর বৈদিক ধর্ম্ম, বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম্ম, চীনের 'তাও' ধর্ম্ম, প্রাচীন পারস্যের 'সুফি' ধর্ম্ম, ইত্যাদি। ইহাদের বহু দার্শনিক গবেষণার ফলে তত্তৎ ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত হইয়াছে। অপর, মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম—যাহা একটি ব্যক্তির অনুজ্ঞা, অনুশাসন ও উপদেশ বা বাণীতে প্রতিষ্ঠিত।

দার্শনিক ধর্ম্মসমূহ বহু গবেষণার ফলে প্রচারিত হইয়াছে।

১। মহম্মদ ও খৃষ্টের ধর্ম্মমত।

কোরাণ পাঠে দেখা যায়, ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে হজরৎ মহম্মদ পয়গম্বরের প্রত্যক্ষ ও সমীচীন জ্ঞান ছিল। তৎপ্রদত্ত ঈশ্বর বা খোদা সম্বন্ধে উপদেশরাশিতে একেশ্বরবাদিত্ব, নিরাকার ঈশ্বরবাদিত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞলোক তাহার সমস্ত উপদেশ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহারা

কেবল খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম ব্যক্তি-বিশেষের অনুশাসনে প্রতিষ্ঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করে, খোদা স্ুধু স্বর্গেই সম্রাটের মত উপবিষ্ট থাকিয়া জীবজগৎ শাসন করিতেছেন। হজরত মহম্মদ মক্কার কাবা মন্দিরের যাবতীয় বিভিন্ন প্রকারের দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; অজুহাত যে, ঐ সব দেব-দেবীর প্রতি বৃথা ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকিতে লোকের একেশ্বরবাদ এবং নিরাকার ঈশ্বরবাদ ধারণায় আসিবেক না। তিনি খোদার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন, দুঃখের বিষয় বহু অজ্ঞ মুসলমানের ঐ ধারণা জন্মে নাই। উহারা ধর্ম্মে মুসলমান অর্থাৎ মুনি, কিন্তু জ্ঞানে তাহা নয়, ব্যক্তিগত ঈশ্বরাস্তিত্বের ধারণা নিঃসংশয়রূপে তাহাদের বুদ্ধি হইতে তিরোহিত হয় নাই। *

হজরত মহম্মদের ঈশ্বরের সর্ব্বত্র অস্তিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, তাহার একটু পরিচয় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এখানে উদ্ধৃত করা সঙ্গত বোধ করিলাম। একদা হজরত মহম্মদ তদীয় প্রতিপক্ষ অবিশ্বাসীগণের দ্বারা খণ্ডযুদ্ধে পরাভূত হইয়া, এক পর্ব্বত-গহ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে মাত্র ছিলেন স্বীয় শ্বশুর আবুবেকর। এই মহাত্মা আবুবেকরই মহম্মদকে পয়গম্বর (ঈশ্বর-প্রেরিত) বলিয়া প্রথম বিশ্বাস ও গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ শ্বশুরসঙ্গে পর্ব্বত-গহ্বরে যেমন প্রবেশ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে শত্রুসৈন্যও তন্মধ্যে দলে দলে তাহাদিগকে বিনাশার্থ প্রবেশ করিল। আবুবেকর অনেকবার পয়গম্বরকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাহাকে নিরাকার খোদা দেখাইতে হইবেক। যখন শত্রুসৈন্য দলে দলে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

হজরত মহম্মদের জ্ঞান একেশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্ব-ব্যাপিত্বতায় প্রতিষ্ঠিত।

---

* কতিপয় উচ্চপদস্থ মুসলমান মৎপ্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তক কয়খানা পড়িয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাই এই সব কথা লিখিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবুবেকর ভীত হইয়া পয়গম্বর মহম্মদকে কাতর স্বরে বলিলেন, "পয়গম্বর, আমরা মাত্র তুই জন, শত্রুসৈন্য বহু, আমরা আজ হত হইলাম!" মহম্মদ তদুত্তরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমরা তুই জন নয়, তিন জন।" আবুবেকর বলিলেন, "তিন জন কোথায়? তুই জন মাত্র ত আছি।" মহম্মদ বলিলেন, "তিন জন—তুমি, আমি ও খোদা।" শত্রুসৈন্য শাণিত বল্লম-হস্তে মহম্মদ ও আবুবেকরের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া গহ্বরান্ধকারে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন আবুবেকর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ মহম্মদকে বলিলেন, "আজ আমার নিরাকার খোদা দর্শন হইল।" এতাদৃশ প্রাণান্ত সময়ে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের উপর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞানের, পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানুষকে মুক্তিপথে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

মহামতি যিশুখৃষ্টেরও এতাদৃশ বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে তাহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। নিতান্ত অজ্ঞ খৃষ্টান ব্যতীত বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ খৃষ্টানই জগৎ-স্রষ্টার সর্ব্বব্যাপিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অজ্ঞ খৃষ্টানগণ মনে করেন, তাহাদের 'গড্' বা ঈশ্বর স্বর্গে সম্রাটের মত উপবিষ্ট আছেন।

মহামতি যিশুখৃষ্টের জ্ঞানও বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরাস্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত

বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার শত শত মনীষাসম্পন্ন মস্তিষ্কশীল ব্যক্তি দার্শনিক চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। তাহারা সকলেই জাতিতে বা ধর্ম্মে খৃষ্টান, কিন্তু জ্ঞানে ঔপনিষদিক ঋষিগণের বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব জ্ঞানের অনুবর্ত্তী। ইহাদের মুখে ঔপনিষদিক ঋষিগণের জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা আর ধরে না। কেণ্ট, কোম্‌টে, স্পেন্‌সার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন ষ্টুয়ার্ট মিল, সপেনহাওয়ার, বার্গসন, ডয়সন প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের প্রখর মনীষাসম্পন্ন ইউরোপীয় দার্শনিকগণ বিশ্ববীজের বিশ্ব-বৃক্ষময় স্থিতিরই আভাস দিতেছেন। কেহই সম্রাটের তুল্য স্বর্গে উপবিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

২। দার্শনিক ধর্ম্মমত।

সম্প্রতি জার্ম্মেন দার্শনিক বার্গসন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "সেই মহাসত্য বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অনুভবাত্মক জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়।" সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঔপনিষদিক মহাজ্ঞানী ঋষিগণ এই কথা দৃঢ়স্বরে ও তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে, সেই ব্রহ্মসত্তা বা মহাসত্য ইন্দ্রিয়াতীত, মনোতীত, ধ্যানাতীত, বুদ্ধ্যতীত ও জ্ঞানাতীত (বিষয় জ্ঞানাতীত) কিন্তু একমাত্র অনুভবাত্মক জ্ঞানগম্য। সেইদিন ইংলণ্ডের বৃদ্ধ দার্শনিক হার্‌বার্ট স্পেন্‌সার অশীতি বৎসরের জ্ঞান-গবেষণার পরে স্থির অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, সেই মহাসত্য "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য"—জানা যায় নাই ও জানিবার সাধ্য নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঔপনিষদিক ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, "যত বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি," অর্থাৎ যাহার তথ্য না পাইয়া মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যেই বিদ্বান ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর কোন কিছু হইতে ভয় থাকে না। কাজেই দেখা যায়, সত্যোপলব্ধির দিকে চিরদিনই জ্ঞানী দার্শনিকগণ স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন, এবং ভূমণ্ডলের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকার,

মনস্বী খৃষ্টানগণ ঔপনিষদিক ঋষি-গণেরই মত বুদ্ধ্যাতীত কিন্তু অনুভবাত্মক জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধব্য সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মবক্তা ও দার্শনিকগণ একই সার্ব্বভৌমিক অভিমত সেই মহাসত্যের তথ্য-নির্ণয়ে জগতে প্রচার করিয়াছেন।

ব্যক্তিবাচক ঈশ্বরাস্তিত্ব।

এতাবৎ যাহা বলা হইল, তাহাতে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টির পরে বিশ্বের বাহিরে ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা-বিশেষের মত বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্ব-শাসন বা সৃষ্ট জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারের অবকাশ নাই, বুঝা গেল। কারণ, তিনি নিজেই বিশ্বময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব ব্যক্তি-বিশেষের মত অসম্ভব ও তজ্জন্য তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণটা প্রহসন মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। কেন হয়, বলা যাইতেছে। কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধির কার্য্য; সুবুদ্ধিতে সুকর্ম্ম ও কুবুদ্ধিতে অকর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। এখানে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মত, বিশ্বস্রষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। কাজেই, যিনি নিজে ব্যক্তির মত হইয়া, তদীয় সৃষ্ট ব্যক্তিগণের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করিবেন, তাঁহার বিচার প্রহসনে পরিণত হইয়া থাকে। তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান ও ত্রিকালজ্ঞ, তখন ত তিনি তাঁহার পছন্দ-মত বা স্বীয় অনুমোদিত বুদ্ধি দিয়াই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন এবং ত্রিকালজ্ঞতার শক্তিতে তদীয় সৃষ্ট জীবগণ যে তাঁহারই প্রদত্ত বুদ্ধি অনুসারে অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম করিবে, তাহা ত জানিয়াই তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তখন কুকর্ম্মের কুবুদ্ধি স্বয়ং তাহাদিগকে দিয়া, পুনঃ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রহসন

অতএব বিশ্বের বাহিরে ব্যক্তি-বিশেষের মত বিদ্যমান বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব পরিকল্পনাও প্রহসন মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত কিছুই নয়, এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যাইতে পারে। কাজেই, ভূমণ্ডলের যাবতীয় দার্শনিক ধর্ম্ম এতাদৃশ ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ ব্যক্তি বা সম্রাটবিশেষের মত বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কি হিন্দুর বৈদিক ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধধর্ম্ম, কি প্রাচীন চীনদেশীয় প্রাচীন 'তাও' ধর্ম্ম, 'কনফিউসিয়ান' ধর্ম্ম, কি প্রাচীন পারস্তের 'জরোষ্টার' ধর্ম্ম, কি মুসলমান ধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচলিত 'সুফি' ধর্ম্ম, কি প্রাচীন গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, কেহই স্বীয় স্বীয় গভীর গবেষণাযুক্ত দর্শন শাস্ত্রে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিবিশেষের মত ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, সকলেই সেই একমাত্র অব্যক্ত সত্তাকে জগন্ময় ও জগদনুপ্রবিষ্ট দেখিয়াছেন। এই সব মহাজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের গভীর গবেষণা-প্রসূত মহাজ্ঞান-রত্নরাজি তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মস্তিষ্ক প্রথমে আলোড়িত করিয়া পশ্চাৎ স্নিগ্ধ ও শান্ত করিয়া দিতেছে, আর অজ্ঞগণের কুসংস্কারপূর্ণ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঐ মহারত্নরাজির আলোকচ্ছটা ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় গেলে হস্তপদবিশিষ্ট রাজার বা রাণীর মত ঈশ্বর বা ঈশ্বরী দর্শন করিতে পারিবেক, এই চিন্তায় সর্ব্বদা মস্তিষ্ক উদ্বেজিত করিতেছে।

অজ্ঞেরাই কেবল মনঃকল্পিত, অজ্ঞ বুদ্ধির ধারণাযোগ্য ব্যক্তিত্ববাচক ঈশ্বর-ধ্যানে আনন্দ লাভের চেষ্টা করে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবীজের বা বিশ্ববীজের বিশ্ববৃক্ষময়ত্ব ও তাহাতে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্টতা অনুভবে অসমর্থ হইয়া তাহাদের "আদুরে ছেলে" মনের মত, হস্ত-গঠিত, মনঃকল্পিত অজ্ঞবুদ্ধির ধারণাযোগ্য, হস্তপদবিশিষ্ট প্রস্তরময়, মৃন্ময় বাজীবন্ময় ঈশ্বর ধ্যান করিয়া থাকে, আর নিজের মনকে ধন্য মনে করে। আদুরে ছেলের পিতা, আদুরে ছেলে যাহার জন্য আবদার করিবে, তাহা হিত হউক বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহিত হউক, পূর্ণ করিতে পারিলেই যেমন তাহাতে কৃতকৃতার্থতা মনে করে, তেমন আতুরে মন যেমন মূর্ত্তিটি চিন্তা করিতে ভালবাসিবে তেমন মূর্ত্তিটিই চিন্তা করিতে তাহাকে দেওয়া হইবেক, তাহাতে ঈশ্বরত্ব থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কি আসে-যায়, মনের আব্দার ত পূর্ণ করা হইল। বিচারের প্রয়োজন বা অবসর নাই যে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, অধিষ্ঠাতা, ধাতা, পাতা, ব্যাপক, প্রতি পরমাণু প্রবিষ্ট মহাসত্তাকে ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, মৃন্ময়, পাষাণময় বা জীবনময় মূর্ত্তিবিশেষ মধ্যে সংবদ্ধ করিয়া, তাঁহার ধ্যানে আনন্দলাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। বিচারের কথায় কি প্রয়োজন ? যখন আতুরে মন ঐ সব করিতে ভালবাসে, তখন ত তাহাকে তাহা করিতেই দিতে হইবেক। "ভূমণ্ডলের যাবতীয় মনীষাসম্পন্ন মহর্ষিগণ দার্শনিকগণ, ধর্ম্মবক্তাগণ যাহাই বলুন না কেন, অগ্রে আতুরে ছেলে মনের আবদার পূর্ণ করিয়া তবে তাঁহাদের কথা কাণে ঠাঁই দিতে পারি।" আমার একজন হিতৈষী ধনী ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করিতে হইবেক ও প্রাণি-হত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবেক বলিয়া কোনও সাধুর উপদেশ-মতে আজ ষোড়শ বৎসর মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ পুত্রগণের আবদার মতে তিনি তাহাদিগকে একটি বন্দুক ক্রয় করিয়া দিয়াছেন ও তাহারা তদ্দ্বারা প্রতিনিয়ত নিরীহ পশুপক্ষিগণকে হনন করিতেছে। তাহাতে তিনি হত্যাজনিত পাপের ভয় রাখেন না, যেহেতু অগ্রে আতুরে ছেলেদের আবদার রক্ষা করা চাই, তৎপর পাপপুণ্যের বিচার বা ইহপরকাল চিন্তা।

১। মহর্ষি বেদব্যাস।

এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহর্ষি, বেদ-বিভাগকর্ত্তা, দর্শনশাস্ত্র ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণশাস্ত্র-প্রণেতা সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মূর্ত্ত্যাদিতে ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে কি চরম অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। তিনি নিম্নোদ্ধৃত স্তবটিতে পরমাত্মদেব-সমীপে যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্ববীজের বিশ্বময়ত্ব, বিশ্বব্যাপিত্ব, বিশ্বানুপ্রবিষ্টত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা—

মহর্ষি বেদব্যাস বিশ্ববীজের বিশ্বময়ত্বই স্বীকার করিয়াছেন এবং রূপ কল্পনা ধ্যান ও স্তোত্র রচনা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

"রূপং রূপং বিবর্জ্জিতস্য ধ্যানেন্ন যৎকল্পিতং
স্তোত্র অনির্ব্বচনীয় অখিলং গুরো! দূরীকৃতং জন্ময়া,
ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবত যৎতীর্থযাত্রাদিনাং
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তৎবিকল্পতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।"

অর্থাৎ "হে জগদীশ! তোমার কোন রূপ নাই, তুমি রূপবিবর্জ্জিত, তোমায় কেহ কল্পনা দ্বারা ধ্যান করিতে পারে না; তবু যে আমি তোমার ধ্যান রচনা করিয়াছি এবং তুমি অনির্ব্বচনীয়, তোমার যে আমি স্তোত্র রচনা করিয়াছি ও তুমি সর্ব্বব্যাপী, তবু যে আমি তীর্থযাত্রাদির উপদেশ দিয়া সেই সর্ব্বব্যাপিত্বের নিরাকরণ বা খণ্ডন করিয়াছি, এই তিনটি অপরাধ আমার গ্রহণ করিও না, আমাকে ক্ষমা কর, হে গুরো! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" ব্যাস-কৃত পুরাণাদি শাস্ত্র অজ্ঞ মানবগণের যেমন মুখরোচক, তৎকৃত জ্ঞানগর্ভ দর্শন-শাস্ত্রাদি কেন তেমন আদৃত ও পূজিত হয় না?

২। পুরাণোক্ত দেবদেবী।

পুরাণ শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর সুন্দর যুগলমূর্ত্তিগুলি যেমন কল্পনানেত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনে আনন্দ জন্মে, দর্শন শাস্ত্রের গভীর গবেষণাগুলি ধারণা করিতে তেমনই মস্তিষ্ক উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই সকল পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারূপে পূজিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দেখিয়াও অজ্ঞ মানবগণের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না এবং অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে তৎ-পদাভিষিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সুরাপানে বিভোর ব্যক্তিগণের মত পুরাণ-শাস্ত্রের রচনা-কৌশলে, বর্ণনালঙ্কারে ও কবিত্বের মাধুর্য্যে বিবশ হইয়া, অজ্ঞ মানবগণ আত্মবিস্মৃতাবস্থায় মহাসত্য উপলব্ধি করিতে সম্যক্ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস ও তুরস্ক উপন্যাস স্ত্রীপুরুষের প্রেম-কাহিনী বর্ণনায় ভারতের পুরাণশাস্ত্রকে পরাহত করিয়াছে। রচনা-কৌশলে বর্ণনালঙ্কারে ও কবিত্বের মাধুর্য্যে উহারা ভারতের পুরাণশাস্ত্রগুলির সহিত সমকক্ষতা নির্দ্দেশ করিয়াছে। গ্রীক ইতিহাস, ইউলিসিসের ট্রয় যুদ্ধযাত্রা ও তাহার অনুসন্ধানে পুত্র টেলিমেকসের স্বদেশ হইতে বহির্গমন, হেলেনা-হরণাদি আখ্যায়িকা পূর্ণ গ্রীক মহাকবি হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্য যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা এরূপ উপসংহারে নিশ্চয় উপনীত হইবেন যে, ভারতের পুরাণশাস্ত্রের মত মহা মহা কাব্য-গ্রন্থ ও ব্যাস-বাল্মীকির মত মহা মহা কবিগণ ভারতের বহির্দ্দেশেও বিদ্যমান ছিলেন। ভারতের পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মূর্ত্ত্যাদি যেমন অদ্যাপি ভারতে পূজিত হইতেছে, মুসলমান-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরব, পারস্য, ও তুরস্কদেশে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস ও তুরস্ক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণ পূজিত হইত এবং গ্রীস, রোমান প্রভৃতি দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

পুরাণোক্ত মূর্ত্তি-কল্পনা সহজ-সাধ্য দর্শনোক্ত গবেষণা-সিদ্ধ বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বময়ত্ব অনুভব সহজসাধ্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রীক ইতিহাস, রোমান ইতিহাস, মহাকবি হোমারের কল্পনা-প্রসূত মহাকাব্য ইলিয়ড্ প্রভৃতি পুরাণ ও কাব্য-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইত ও তৎসমক্ষে সহস্র সহস্র গো, মেষ, ছাগ হত হইত।

ভারতব্যাপী এক সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, ঔপনিষদিক মহর্ষিগণের জ্ঞান-গরিমা উপলব্ধি করিতে পারিলে, ভারতের আধ্যাত্মিক তামসী-রজনীর অবসান হইলে, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মত শক্তিশালী কেহ ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, গ্রীস, রোমান ও ইউরোপের মত কবিকপোল-কল্পিত দেবদেবীগণের মূর্ত্তিপূজা ভারত হইতে উঠিয়া যাইত ও বৎসরে কোটী কোটী ছাগ মেষ, মহিষ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণিগণের হত্যা-ব্যাপার বন্ধ হইত এবং ঐ সকল দুর্ব্বল নিরীহ বোবা পশুগণের রক্তে ভারতভূমি সিক্ত হইত না। এতাদৃশ অজ্ঞান-অন্ধকার-রজনী প্রভাত হইয়া কতকালে ভারতবাসিগণের আধ্যাত্মিক দুর্ভাগ্য দূরীভূত হইবেক এবং জ্ঞান-রবির আলোকচ্ছটায় ভারতভূমি পুনরালোকিত ও উদ্ভাসিত হইবেক, তাহা বিশ্বস্রষ্টাই জানেন। বর্ত্তমান যুগে অনেক ধর্ম্মপ্রচারক বা প্রবর্ত্তক বর্ত্তমান লোকমত ও লোকরুচি অনুসারে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার বা প্রবর্ত্তন করেন; উদ্দেশ্য সহজে নাম প্রচার ও লোক সংগ্রহ। সত্যের উপলব্ধি হইলে এরূপ হয় না। সক্রেটিস জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তবু সত্যপ্রচারে বিরত হইলেন না।

প্রবল শক্তিশালী কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে অন্যান্য দেশের মত ভারত হইতেও পশুহত্যা ও দেব-দেবীর পূজা দূরীভূত হইয়া ঔপনিষদিক সত্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত।

৩। বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ভাগবতগণের মত।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক নামের গূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্যটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম বৈষ্ণব। কিন্তু বিষ্ণু শব্দ হইতে বৈষ্ণব হইয়াছে ও বিষ্ণু 'ব্যাপকাৎ' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্বে তিনি বিষ্ণুশব্দে অভিহিত হন, একথা তাঁহারা সম্যক্ ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলেন কিন্তু বিষ্ণুর উপাসক বলেন না, বা বিষ্ণুনাম একবার জপ করেন না, বা মুখেও আনেন না; সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ ও ধ্যান করেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে বৈষ্ণব না বলিয়া "কার্ষ্ণ" বলা উচিত, অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক এই অর্থে যেমন বৈষ্ণব শব্দটি হইয়াছে, তেমন কৃষ্ণের উপাসক এই অর্থে "কার্ষ্ণ" হওয়া উচিত। যে বিষ্ণুর অবতার হইলেন কৃষ্ণ, সেই বিষ্ণুর নাম মুখে না আনিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব নামে প্রচারিত করা সত্যের অপলাপ করা মাত্র। আপনাদিগকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়া বিষ্ণুর নামটি মুখে আনিবে না, বা বিষ্ণু শব্দের প্রকৃত ধাতুগত অর্থ "ব্যাপকাৎ" বা সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী এই অর্থে বিষ্ণু, ইহা ধারণা করিবে না, ইহা কি সত্যের অপলাপ হইল না? যিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, সেই মহাবিষ্ণুর নাম মুখে না আনিয়া, তাঁহারই নামে অভিহিত হইয়া তাঁহারই ক্ষণকাল স্থায়ী অবতার জন্মমৃত্যুশীল কৃষ্ণে এতাদৃশ অনুরাগ অজ্ঞান-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। অনন্তকালের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের ১২৫ বৎসর ধরাধামে নিবাস, ক্ষণকাল বই কি? সেই সর্ব্বস্রষ্টার সর্ব্বব্যাপিত্বের বিনিময়ে "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" অর্থাৎ "বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক পাদও কোথাও যান না" ইত্যাদি শ্লোক রচনায়

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিষ্ণু 'ব্যাপকাৎ' অর্থে বিষ্ণুর সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব ধারণা না করিয়া জন্মমৃত্যু-শীল কৃষ্ণে অনুরাগ অজ্ঞানবিলাস মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে একই স্থানে নিবদ্ধ করিয়া রাখার চেষ্টা, সত্যের অপলাপ বই কি?

পরম ভাগবত মহাপ্রভুর মহাভাবটি যে যথা-তথা হইত, তাহা কি মূর্ত্তিবিশেষে নিবদ্ধ ছিল, কি তিনি সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব দেখিতেন ও তাহার সর্ব্বব্যাপিত্বে নিমগ্ন হইতেন? যদি সঙ্কীর্ত্তন, রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন, পূজা ও প্রসাদাদি গ্রহণই বৈষ্ণব হওয়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবেক, তবে এত বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনার কি প্রয়োজন ছিল? কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাভাগবতগণের এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, এত বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনার কি অভিপ্রায় ছিল? মহাভাব বা চরমে সেই বিশ্বস্রষ্টার সর্ব্বব্যাপিত্বে তন্ময় হইয়া যাওয়াই ত এত শাস্ত্র ব্যাখ্যার ও বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনার অভিপ্রায়। মহামতি প্রহ্লাদের পর্ব্বত ঋষির নিকট গমন করিয়া জ্ঞানযোগ শুনিবার কি প্রয়োজন ছিল? হরিময় বিশ্ব, এই তথ্য বুঝিবার জন্য জ্ঞানাবতার পর্ব্বত ঋষির কাছে যাওয়া কেন? যখন পিতা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, "তোমার হরি কোথায় থাকে" তখন হরি বৃন্দাবনে বা নবদ্বীপে থাকেন, একথা কেন ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিলেন না? তিনি বলিলেন, "বিশ্বের সর্ব্বত্রই আছেন।" পিতা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে পুরোবর্ত্তী স্ফটিকস্তম্ভে আছে কি না?" মহামতি ভক্তচূড়ামণি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয় আছে।" এইরূপে পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যেও বহুস্থানে বিষ্ণুরূপী সর্ব্ববিশ্ব-স্রষ্টার বিশ্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন ও প্রমাণিত আছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থাদির গবেষণা ও বহু পৌরাণিক আখ্যা-য়িকা বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বময়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছে।

ভক্তাবতার গোসাঞি তুলসীদাস বর্ত্তমান ৺কাশীনগরীর উপকণ্ঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস করিতেন এবং তাঁহার ভক্তিসাধনস্থানের নাম সঙ্কটমোচনের উপবন হইয়াছে। তাঁহার কৃত রামায়ণ ও অন্যান্য মধুর কবিত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃত গ্রন্থপাঠে ভক্তি ও জ্ঞানের একত্র সমাহার সর্ব্বত্র দেখা যায়। তিনি জ্ঞান শব্দটি শুনিয়াই রক্তলোচন হইতেন না। তিনি বলিয়াছেন—

জ্ঞান ভক্তির শোভাবর্দ্ধক—পরিপন্থী নহে।

রাত কো শোভা চন্দ্রমা, দিন কো শোভা ভান,
দাস কো শোভা ভক্তি, ভক্ত কো শোভা জ্ঞান।
জ্ঞান কো শোভা ধ্যান হৈ, ধ্যান কো শোভা ত্যাগ,
তব তুলসী অমল অদাগ॥

অর্থাৎ রাত্রির শোভা হয় যদি চন্দ্র উদিত হয় ও দিনের শোভা হয় যদি ভানুর উদয় হয়, সেইরূপ দাসের শোভা হয় যদি ভক্তি থাকে ও ভক্তের শোভা হয় যদি জ্ঞান থাকে, জ্ঞানের শোভা হয় যদি ধ্যান থাকে ও ধ্যানের শোভা হয় যদি ত্যাগ থাকে ; তবেই হে তুলসী ! তুমি অমল ও অদাগ হইতে পার।" এই সব ভক্তচূড়ামণিগণের অন্তরে ভক্তি ও জ্ঞান দুইয়েরই সংমিশ্রণ ছিল। জ্ঞান-বিরোধী ভক্তি ও ভক্তি-বিরোধী জ্ঞান দুই-ই তুল্য অহিতকারী। প্রস্তর ও মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে যে ভক্তি, উহা জ্ঞান-বিরোধী ভক্তি, সর্ব্বস্রষ্টার সর্ব্বব্যাপিত্বে নিমগন ও তন্ময় জ্ঞানের অবিরোধী ভক্তি। জ্ঞানবলে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যে হৃদয়ের তীব্র আবেগ বা প্রাণের উৎকট আকাঙ্ক্ষা, উহাই জ্ঞানের অবিরোধী ভক্তি জানিবে। ভক্তিরও চরম উদ্দেশ্য তন্ময়ত্ব, অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বব্যাপিত্বে নিমগন ও একত্বলাভ, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব তাহাতে লয় করা ; জ্ঞানেরও চরম উদ্দেশ্য স্বীয় জীবত্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারলাভে তাহার বিশ্বব্যাপিত্বে লীন হওয়া, স্বীয় পৃথক্ মায়িক অস্তিত্ব পরিত্যাগ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারবাদ খণ্ডন।

এখন মানবের ভ্রান্তি-বিলাস বর্ণনা করা যাইতেছে এবং কিজন্য উহারা বিশেষ শক্তিমান মানবকে বিশ্বস্রষ্টার অবতার বলিয়া গ্রহণ ও পূজা করিতেছে, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। জীব যখন যেরূপ পরিচ্ছদ বা দেহ স্বীয় কর্ম্মবশে প্রাপ্ত হয়, তখন অজ্ঞানতাবশে তাহাতেই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে, অর্থাৎ "সেই পরিচ্ছদটি বা দেহটিই সে," এরূপ বুদ্ধিতে সে অধিগত হইয়া থাকে।

জীব স্বীয় দেহেই অজ্ঞানতাবশে 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে।

"তাদাত্ম্য" শব্দের অর্থ 'তাহাকেই অর্থাৎ সেই দেহকেই আত্মা বলিয়া বুদ্ধ্যধিগত হওয়া।' এই তাদাত্ম্যবুদ্ধি অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ও ভ্রান্তি-বিলসিত। এই বুদ্ধিই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রতিনিয়ত অনাদি-কাল হইতে ঘূর্ণিত করিতেছে। জীব যখন যে দেহে স্বীয় কর্ম্মবশে প্রবেশ করে, তখন সেই দেহের প্রতি এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে ও তাহাতে এতাদৃশ অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া পড়ে যে, সেই দেহরূপ পরিচ্ছদ কিছুতেই কোন কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করিতে চায় না, বা সেরূপ বুদ্ধি তাহার কিছুতেই আসে না; সে চায়, তাহার যেখানে যাত্রা, তথায় যেন সেই দেহরূপ পরিচ্ছদটি অক্ষুণ্ণ থাকে ও অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী হয়। তাহাকে যদি ধর্ম্ম স্বয়ং বলেন যে, মর্ত্ত-দেহ ত্যাগ কর ও স্বর্গে আইস সে তাহা কিছুতেই করিবে না। বলিবে, "অন্ততঃ সশরীরে যাইতে পারি," তাহাও সেই দেহ-সংসৃষ্ট স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যহারে।

১। দেহাত্মবাদীর স্বর্গ ও ঈশ্বর।

এরূপ দেহাত্মবাদী জীবের স্বর্গ ও ঈশ্বর ঠিক তাহার মনের রুচি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে কল্পিত ও পূজিত হয় এবং ঐ কল্পনা ও পূজা তাহার মনের অনুরূপ হওয়ায় তাহাকে মানসিক আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি-কল্পনাটি যেমন মনের সন্তোষ প্রদান করে, আত্মতত্ত্ব-চিন্তা তদ্রূপ বেদনা দায়ক হইয়া উঠে। বালকের ক্রীড়া যেমন তাহার মনের সুখদায়ক, তাহার পাঠ্য-পুস্তকগুলি তেমনই তাহার পক্ষে দুঃখদায়ক ও ভীতিপ্রদ।

মানুষ সর্ব্বদা যেমন বাজে চিন্তা করিয়া আরাম প্রাপ্ত হয়, কাজের চিন্তায়, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-চিন্তায় তেমনই তাহার মস্তিষ্ক অভিভূত হইয়া আসে। এজন্য ভ্রান্ত জীব সর্ব্বদা বাজে-চিন্তায় স্বীয় মনটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে ভালবাসে, কিন্তু আত্মচিন্তার সময়ে উহাদের মন একেবারে বিবশ হইয়া আসে। উহাদের দেহাত্মবুদ্ধি উহাদিগকে এতদূর বিবশ করিয়া ফেলিয়াছে যে, উহাদের স্বর্গ ও ঈশ্বর জ্ঞান দুইই ঐ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা অধিগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে জীব যেমন দেহরূপ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার দেহের মত তাহার বুদ্ধি গঠিত হইয়া থাকে এবং সে সেই দেহের স্বভাবানুযায়ী তাহার সুখদুঃখ কল্পনা করে, স্বর্গ ও ঈশ্বর কল্পনাবলে বাছনি করিয়া লয়। শুধু তাই নয়, সে তাহার স্বীয় বর্ত্তমান দেহ-পরিচ্ছদটি ও ঐ কল্পনাবলেই বাছনি করিয়া লইয়াছিল এবং ঐ দেহের স্বভাবানুযায়ী দেহের সম্বন্ধাধীন সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী ইত্যাদি এখন বাছনি করিতেছে। যাহা ঐ দেহ-স্বভাবের অনুকূল তাহা সে গ্রহণ করিবে ও আর যাহা প্রতিকূল তাহা অগ্রাহ্য করিবে। এই অনুকূল, প্রতিকূল, গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য যেমন তাহার

দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানব কল্পনাবলেই দেহ-পরিচ্ছদটি বাছনি করিয়া লয় এবং তাহারই স্বভাবানু-যায়ী আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধ স্থির করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় দেহের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে প্রযুজ্য, তেমন তাহার স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর ও তাহার উপাসনার প্রণালীর ধারণা বিষয়ে ও সমপ্রযুজ্য। একটি গর্দ্দভ ও একজন মানুষের উল্লিখিত ধারণা বিষয়ে তুলনা করা যাউক —গর্দ্দভ তাহার গর্দ্দভদেহের স্বভাবানুসারে বুদ্ধ্যধিগত হইয়া তাহার স্বীয় দেহের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হয় যে, সে যেন তাহার গর্দ্দভীসহ চিরদিন সুখে থাকে ও সর্ব্বদা কঁচি ঘাস খাইতে পায়; তাহার দুঃখের ধারণাও আছে যে, তাহার রজক-প্রভু তাহাকে বড় নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে, সে যেন তাহা কখনও না করে; এবং তাহাকে যে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হয়, তাহা যেন না করিতে হয়। গর্দ্দভের স্বর্গ ও ঈশ্বর বিষয়ে ধারণা, তাহার দৈহিক স্বভাবানুযায়ী হইবে, সন্দেহ নাই। সে স্বর্গ বিষয়েও ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, তথায় স্বর্ণময় গর্দ্দভ-দেহ প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্ণ-তৃণরাজি, স্বর্ণপ্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে ভক্ষণ করিতে পাইবে। তাহার ঈশ্বর ও তদুপাসনা বিষয়ে ধারণাও তদ্রূপ। তাহার ঈশ্বর-জ্ঞান এরূপ যে, যেন দুইটি হিরণ্ময় দেহধারী গর্দ্দভ-গর্দ্দভী স্ত্রীপুরুষ যুগল-মূর্ত্তি স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে এবং তাহাদের সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে সে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্তবস্তুতি করিতেছে ও অভিলষিত বর গ্রহণ করিতেছে।

যেমন গর্দ্দভ স্বীয় দেহানুরূপ সুখ দুঃখ স্বর্গ, নরক পরিকল্পনা করে।

২। যুগল মূর্ত্তির পরিকল্পনা ও পূজা।

পাঠক-পাঠিকাগণ! অজ্ঞলোকের সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর ও তদুপাসনা-প্রণালী বিষয়ে মনের ধারণা ঠিক এই গর্দ্দভের মত সন্দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। তাহারা মনে করে যে, স্বর্গ ও ঈশ্বর ঠিক তাহাদের বর্ত্তমান পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ রাজা-মহারাজার মত; তবে হইতে পারে যে, এখান হইতে ও এখানকার রাজা-মহারাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, উত্তমতর ও প্রবলতর পর্য্যায়ভুক্ত। এই হিরণ্ময় দেহ, হিরণ্ময় সিংহাসন, হিরণ্ময় প্রাসাদ, নানাবিধ অপরিসীম সৌন্দর্য্যশালিনী অপ্সরাগণের নৃত্য-বিলাসাদির বর্ণনাকৌশল ব্যাসকৃত অষ্টাদশপুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণাদিতেই পাঠক-পাঠিকাগণ পাঠ করিয়া বিচার করিবেন যে, মানুষ কেমন ভাবে স্বীয় মানব-দেহের স্বভাবানুসারে তাহার সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর ও তদুপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। মানুষ মর্ত্তলোকে যেমন আপনারা স্ত্রী-পুরুষ দম্পতীযোগে, দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া সুখে বাস করিতে চায় ও এতাদৃশ সুখভোগের দৃশ্য দর্শন ও তৎকাহিনী শ্রবণ করিতে অভিলাষ করে, দেহান্তেও ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই স্বর্গে গিয়াও থাকিতে চায় ও তথায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে বাঞ্ছা করে তাহাও ঐরূপ দাম্পত্য-প্রণয়াভিষিক্ত দুই স্ত্রী-পুরুষের অসীম সৌন্দর্য্যময়ী যুগলমূর্ত্তি হিরণ্ময় দেহে, হিরণ্ময় সিংহাসনে, হিরণ্ময় হর্ম্ম্যে উপবিষ্ট ও ভক্তগণকে বরাভয় প্রদানে উদ্যত।

এখানে দেখ, গর্দ্দভের ধারণার চেয়ে অজ্ঞ মানবের ধারণা কত পৃথক্, যদিও ধারণার ভাবটি একজাতীয়। মানব, মানব-মানবী যুগলমূর্ত্তি দেখিতে ধারণাবদ্ধ হইয়া আছে, আর গর্দ্দভ, গর্দ্দভ-গর্দ্দভী যুগলমূর্ত্তি দেখিতে ধারণাবদ্ধ হইয়া আছে, কেহই স্বীয় স্বীয় দেহস্বভাব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। এই দেহস্বভাবানুযায়ী ধারণাবদ্ধতা অজ্ঞ মানবকে ঠিক গর্দ্দভের ধারণাবদ্ধতার সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছে এবং উহাদের স্বভাব-রুচিকর ধারণাপ্রসূত ঈশ্বরাস্তিত্বজ্ঞান অজ্ঞানতা-বিজৃম্ভিত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তিবিলসিত হইলেও আতুরে ছেলে মনের বাঞ্ছাসিদ্ধকরী তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেহ-স্বভাবের বশীভূত হইয়া মানব দাম্পত্য-প্রণয়-প্রসূত ভাব-রাশি সর্ব্বদা মনে পোষণ করে ও প্রণয়-পিপাসানল বৰ্দ্ধিত করে।

জীব-জগতে স্ত্রী-পুরুষ দাম্পত্য-প্রণয়-প্রসূত, ঐ প্রণয়েস্থিত ও সদা ঐ প্রণয়-ভাবে ভাবিত; তাই প্রতি পলকে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে ঐ প্রণয়-মূর্ত্তি দর্শনে আগ্রহান্বিত ও পুরাণ ও উপন্যাসে প্রণয়কাহিনী অতিরঞ্জিত ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে এত উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ যেন তাহার ঐ দৃশ্য দর্শন ও ঐ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আর প্রাণের আশা মিটিতেছে না, যতই দেখিতেছে ও শুনিতেছে ততই যেন আশানল দাউ দাউ করিয়া প্রাণে জ্বলিতেছে। দাবদাহ যেমন নূতন নূতন বনস্থলী প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ঐ প্রণয়-পিপাসার আশানলও নূতন নূতন প্রণয়দৃশ্য দর্শনে ও প্রণয়-কাহিনী শ্রবণে তেমন স্বীয় মনের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। এখন ঐ প্রণয়-দাবদাহের কলেবর এতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে যে, এত যে প্রণয়োপন্যাসে কলিকাতা মহানগরীর অসংখ্য বিপণিসমূহ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে ও ঔপন্যাসিকগণের অস্নাত, অভুক্ত ও অসুপ্তাবস্থায় অহোরাত্র লেখনী চলিতেছে, তাহাতেও ঐ প্রণয়-দাবদাহের লেলিহান রসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। এতগুলি রঙ্গমঞ্চে যে প্রতিদিন ঐ দাম্পত্য প্রণয়ের দৃশ্য জাজ্বল্যমান অভিনীত হইতেছে, তাহাতেও ঐ দাবদাহ প্রশমিত হইতেছে না, বরং নব নব বনস্থলী প্রাপ্তে ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে ও মানবের মোক্ষ-মার্গ প্রতিরুদ্ধ করিতেছে। এক্ষণ পাঠক-পাঠিকা বিচার করিয়া দেখিবে যে, যে মানবগণের দাম্পত্য প্রণয়-ভাব ও যুগল-মূর্ত্তির দর্শনলালসা ও কাহিনী শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা এতদূর বলবতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, সর্ব্বদা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এ সব মনের মধ্যে ওতপ্রোত মিশ্রিত রহিয়াছে, সেই অজ্ঞ মানবগণের ঈশ্বরাস্তিত্ব-জ্ঞানও ঐ যুগল স্ত্রী-পুরুষের বা তথাকথিত দেবদেবীর প্রণয়ভাবাপন্ন হইবেক তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবং তাহারা ঐ দাম্পত্য প্রেমের মূর্ত্তিমান দৃশ্যগুলি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিবে ও কৃতকৃতার্থতা বোধ করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

প্রণয়ভাবাপন্ন যুগল-মূর্ত্তিই তাহাদের চরম ঈশ্বরাস্তিত্ব-জ্ঞান।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐ সব দৃশ্যের বর্ণনা এরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে, উহা অজ্ঞ লোকের মহা রুচিকর হইয়াছে। তাহাই আবার ঈশ্বরাস্তিত্ব বলিয়া গ্রহণ করতঃ মহানন্দে আস্ফোটনপূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিতেছে যে, "আমার কৃষ্ণ দর্শন হইয়াছে," "আমার কালী দর্শন হইয়াছে" ইত্যাদি। হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন যে, স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য-প্রণয়ের কামোত্তেজক বর্ণনায় ও দৃশ্যালঙ্কারে ঐ সব পুরাণ বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর ঔপন্যাসিকগণকে ও উপন্যাসগুলিকেও পরাভূত করিয়াছে। তৎকালে ভারতের অধিবাসিগণের এ বিষয়ে কিরূপ রুচি ছিল, তাহা চিন্তা করিতে গেলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই প্রণয়ের রুচি ও ভাব মানবের হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, কি ইহকাল, কি পরকাল, কি স্বর্গ, কি নরক, কি বর্ত্তমান সংসারজ্ঞান, কি ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞান সকলের মধ্যে অভিন্নরূপে বিজড়িত আছে। উহার আর ছাড়াছাড়িভাব অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাই রাধাকৃষ্ণ, শিবকালী, হরগৌরী আদির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। বেশ! আদুরে ছেলে মনের তৃপ্তিকর ও রুচিকর কি না?

এ বিষয়ে 'হরিবংশ' বর্ত্তমান প্রণয়োপন্যাসাদিকেও পরাহত করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশাবতারের মধ্যে কেবলমাত্র যুগল অবতারেরই পূজা হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত।

আবার এ সব যুগল প্রণয়ী-মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষী অজ্ঞ মানবগণের অবতারাস্তিত্বে সুন্দর বিশ্বাসের পরিচয় দেখ। পুরাণোক্ত দশ অবতারের মধ্যে এক রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে মর্ত্তে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর অষ্ট অবতারের একটি ত এখনও আসেন নাই, বাকী সপ্ত অবতারের পূজা কেন হয় না, বলিতে পার? পুরাণে যখন দশ অবতার বর্ণিত আছে, তখন যাঁহারা সস্ত্রীক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শুধু তাঁহাদিগকে কেন পূজা করা হয়, আর যাঁহারা বিপত্নীক বা কৌমার্য্যাবলম্বী তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য কেন করা হয়? বুদ্ধাবতারকে নাস্তিক বলিয়া বিতাড়িত করা হইয়াছে। মৎস্যের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না, মৎস্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন; তাই মৎস্যাবতার ভারতে বোধ হয় পূজা পান না, কূর্ম্মাবতারেরও সেই দশা, বিশেষ সুন্দর যুগল-প্রাণী মানব-মানবীর মূর্ত্তি যেমন নেত্রতৃপ্তিকর, একটা মহা কুৎসিত কূর্ম্ম দর্শন তেমনই অতৃপ্তিকর। পরশুরামের কৌমার্য্যাবলম্বন ও উগ্রমূর্ত্তি নয়নরঞ্জন নহে, তাই তাঁহাকে পূজা ও ভোগে বঞ্চিত করা হইয়াছে; আর রাধাকৃষ্ণের সপ্তবার ভোগ ও হরগৌরীর পাঁঠামহিষ ভোগ কতবার দেওয়া হইতেছে। বরাহ, বামন, নৃসিংহাদি অবতারগণের নিত্য উপবাসাবস্থা দর্শন করিলে একবার রাজপুতানা, কাথিওয়ার, গুজরাট ও মালব প্রদেশে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দরিদ্র মানবগণের যেরূপ চেহারা দেখিয়াছিলাম তাহা মনে পড়ে। অনেক সুবিজ্ঞ লোক বলিয়া থাকেন, "আমরা পাঁঠা ভোগ না প্রদান করিলে দেবতাগণ কোথায় ভোগ পাইবেন?" মাংসলোভী এতাদৃশ সুবিজ্ঞগণের যুক্তিবাদ যদি স্বীকারও করা যায়, তবে কেবল যুগল দেবদেবীর জন্যই যত পাঁঠাভোগের ব্যবস্থা কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য দেবতাগণ যে উপবাসে কঙ্কালসার হইতেছেন, তাহা কেন নয়নোন্মীলন করিয়া দেখ না? বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর এক অবতারই পূজা করেন ও সপ্তবার ভোগ দেন, যাহাতে যুগল মূর্ত্তি আছে, আর সেই বিষ্ণুর অষ্ট অবতারের অনুসন্ধানও করেন না যে, উঁহারা উপবাসে প্রাণত্যাগ করিলেন কি না।

যুগল-মূর্ত্তি পূজায় শাক্তগণ বৈষ্ণবগণকে পরাভূত করিয়াছেন।

শাক্তগণ এ বিষয়ে বৈষ্ণবগণকে পরাভূত করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ শুধু রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন ও ধ্যান করেন, শাক্তগণ যুগল দেবদেবীর বংশধরগণেরও পূজা করেন, যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি। বৈষ্ণবগণের "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি," অর্থাৎ "সেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পাদও অন্যত্র যান না" এই প্রবচনের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে "কাশ্যাং মরণং মুক্তি," অর্থাৎ "কাশীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তি" এবং কাশীর বাহিরে তাহা অসম্ভব বলিয়া শাক্তগণ ঘোষণা করিলেন। কাশীতে এই যুগল মূর্ত্তির প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ বৃন্দাবনেরই মত। সধবা স্ত্রীগণের পূজার কত আড়ম্বর, কিন্তু অনাথিনী বালব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের পূজা হয় না, ঠিক বিপরীত বুদ্ধি। যাহারা যত্যাচারে আছে তাহাদিগকে সম্যক্ অবহেলা করিয়া, ভোগবিলাসিনী সধবাগণের পূজার পদ্ধতি অতি দোষাবহ, সন্দেহ নাই। কুসংস্কার বশে সেই বালব্রহ্মচারিণীগণদ্বারা ভোগাসক্ত ভোগবিলাসিনীগণের পূজা করান হয়। এখন দেখ, যুগল মূর্ত্তির প্রতি অনুরাগ কত। সধবার স্বামি-সহবাস সুখের জন্য তাহার পূজা করা ও যত্যাচারিণী ব্রহ্মচারিণীগণের তাহা নাই বলিয়া তাহাদিগকে অনাথিনী কাঙ্গালিনী বলিয়া উপেক্ষা করা নিরপেক্ষ সত্যধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। আবার পক্ষান্তরে শাক্তগণ সন্ন্যাসী মহাদেবের বামপার্শ্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ক্রোড়ে যেমন পরম রূপসী পার্ব্বতীর উপবেশন না দেখিয়া থাকিতে পারেন না ও তাহার দৃশ্যে মুগ্ধ ও আহ্লাদিত হন, তদ্রূপ বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সমাজ আজ চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বহু কষ্টে বঙ্গের আধুনিক উপ-অবতার সন্ন্যাসাশ্রমী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বামপার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনবস্থান ও অদর্শন সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি বর্ষ ছয় অতীত হইল নবদ্বীপে সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি মহাসমারোহে স্থাপিত হইয়াছে ও ভক্তগণের এত দীর্ঘকালের মনোবেদনা তিরোহিত হইয়াছে। যুগলমূর্ত্তির প্রতি আসক্তি প্রভাবে এ সব হইতেছে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং"—তত্ত্বশাস্ত্র পুরাণাদি কাব্যশাস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসী মহাদেবের ক্রোড়ে পার্ব্বতী ও সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপন যুগলমূর্ত্তির প্রতি আসক্তির নিদর্শন।

মহাশূন্যবাদ।

এখন মহাশূন্য হইতে জগতের সৃষ্টিপ্রণালী বর্ণনা করিয়া বক্ষ্যমাণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রবন্ধের উপসংহার করা যাক। এখানে একটি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বীকার্য্য এই যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমধর্ম্মী অর্থাৎ এক-ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না, যেমন কুম্ভকার ও তাহার নির্ম্মিত ঘট বস্তুটি সমধর্ম্মী নয়। কুম্ভকার তাহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ, কিন্তু তাহার স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত দ্বিতীয় কুম্ভকার নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ অক্ষম। কতিপয় সহস্র ব্যক্তির সমবেত শক্তিতে সুবৃহৎ লৌহ-সেতু, প্রকাণ্ড ও সুরম্য রাজপ্রাসাদ ও ভীষণ সমরপোতগুলি নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু ভূমণ্ডলের যাবতীয় মানবমণ্ডলীর সমবেত শক্তিতে একটি পিপীলিকাও সৃষ্ট হইতে পারে না, যেহেতু মানুষ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিপীলিকা সমধর্ম্মী; যেহেতু জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, রোগ, শোক, কর্ম্ম, ধর্ম্ম উভয়েই সমভাবে বিদ্যমান।

১। সূক্ষ্ম ও স্থূল।

এইরূপে যে যে-জাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত, ঠিক সেই জাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু সৃষ্টি পক্ষে তাহার অক্ষমতা স্বীকার্য্য। তাই প্রাচীন মহামনস্বী মহর্ষিগণ সৃষ্টিবাদ গবেষণায় স্থূল বস্তুগুলিকে সূক্ষ্ম বস্তু হইতে সৃষ্ট বলিয়া ক্রমিক সৃষ্টিপ্রণালী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের সৃষ্টি বা উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু স্থূল হইতে সূক্ষ্মের সৃষ্টি বা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করেন নাই। এই প্রণালী অনুসারে পঞ্চভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে; কিন্তু মৃত্তিকা হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে আকাশ উৎপত্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের ক্রমিকশক্তি অধিকতর বলবতী দর্শনে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হইয়াছে। মহাজড় মৃত্তিকার জল-তরঙ্গ দ্বারা বিক্ষোভন, আগ্নেয়গিরি উদ্গিরণ কালে বা ভূকম্পন সময়ে তেজদ্বারা বিধ্বস্ততা; বায়ুদ্বারা জলের ভীষণ আলোড়ন; বায়ুদ্বারা তেজের ভীষণতা বর্দ্ধন ও আকাশের মহাশক্তিতে গ্রহ-উপগ্রহাদির স্বীয় স্বীয় স্থান হইতে সজোরে নিক্ষেপণ দর্শনে সূক্ষ্ম বস্তুর অপরিসীম শক্তি ও স্থূলের শক্তির অল্পতা উপপন্ন হইয়াছে ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের ক্রমিকশক্তি অধিকতর বেশী।

অল্পজ্ঞ পাঠকের অবগতির জন্য বলা যাইতেছে যে, ভূমিকম্প তেজেরই ক্রিয়া। ভূগর্ভ অগ্নিময় তরল পদার্থে পূর্ণ; তথায় ভূপৃষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথাও বিদীর্ণ হইয়া জল প্রবিষ্ট হইলে যে ভীষণ তেজোময় বাষ্প-রাশির উদ্গম হয় তাহাতেই ভূপৃষ্ঠ সবলে কম্পিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কারণ আছে, তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রাপ্তব্য। প্রাচীন মহর্ষিগণের 'আকাশ' ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের 'ইথার' একই বস্তু; এই ইথারের ভীষণ কম্পনে গ্রহ-উপগ্রহাদি স্বস্থান হইতে কিরূপ ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণ, তথা গ্রহজ্যোতির্ব্বিদগণ প্রবল ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে প্রদর্শন করিতেছেন। এসব তথ্য নিরূপণের জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ নয়, এ বিষয়ে যাঁহাদের অতিশয় আগ্রহ আছে, তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় প্রণীত সুবৃহৎ "টেলিস্কোপ" নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন।

সাঙ্খ্য দর্শনকার মহামতি কপিলও সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণায় এই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—পুরুষ হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি,) মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), পঞ্চতন্মাত্র হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) ও একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি স্বীকার ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এসব বিশদরূপে জ্ঞাত হইতে হইলে সম্পূর্ণ সাঙ্খ্যদর্শন পাঠ করিতে হয়। এতাদৃশ মনীষাসম্পন্ন মস্তিষ্কপ্রসূত গবেষণারাশি অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ধারণাতীত সন্দেহ নাই। প্রাচীন বৈদিক মহর্ষিগণের দূরবীক্ষণাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ছিল কিনা তাহার প্রমাণ বেদে কিম্বা উপনিষদে নাই। কিন্তু না থাকিলেও তাঁহারা আকাশকে মহাশক্তিমান ও পঞ্চভূতের মধ্যে সূক্ষ্মতম ও

সাঙ্খ্যদর্শনও এই প্রণালীতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদেরই অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, তাঁহাদের জ্ঞানরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে যে সকল জাগতিক গূঢ়তত্ত্বাদির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, প্রাচীন বৈদিক মহামনস্বী মহর্ষিগণ কোন যন্ত্র সাহায্য বিনা, শুধু জ্ঞানশক্তি সাহায্যে, সেইরূপই তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। জড় জগতের তথ্য নির্ণয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের স্থান ও শক্তি, বৈদিক মহর্ষিগণের অপেক্ষা উচ্চতর ও অধিকতর বলবতী হইলেও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ মহাতথ্য নির্ণয়ে যে মহর্ষিগণের অপেক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অতি নিম্নতর সোপানে স্থিত, এবং বৈদিক ঋষিগণের সমক্ষে উহারা বালকবৎ উপবিষ্ট হওয়ার যোগ্য, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনাদি পাঠে আমার সম্যক্ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

(ক) মহাশূন্য ও মহা-আত্মা।

এখন মহাশূন্যের মহাশক্তির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। উল্লিখিত অতি-সংক্ষিপ্ত কতিপয় পংক্তিতে ব্যাখ্যাত সূক্ষ্মভূতের মহাশক্তি ও তদ্দ্বারা স্থূল ভূতগণের অভিভব বিষয়ে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ—৮৭) ও তাহাতে ক্রমিক সূক্ষ্মতরের অধিকতর শক্তিমত্তা ও ক্রমিক স্থূলতরের অধিকতর শক্তিহীনতা উপপন্ন হইয়াছে,

স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে শক্তির হ্রাস বা বিকাশ হয়।

অর্থাৎ যে ভূত যত স্থূল তাহার শক্তি তত ন্যূন ও যে ভূত যত সূক্ষ্ম তাহার শক্তি তত বেশী, ও এই শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ভূতের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে নির্ণীত হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, জড়ত্বই শক্তির হ্রাস ও জড়ত্বের হ্রাসই শক্তির বিকাশ। যেখানে যত জড়ত্ব কম, তথায় তত শক্তির প্রাচুর্য্য ও যেখানে যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়ত্বের প্রাচুর্য্য তথায় শক্তির তত ন্যূনতা দৃষ্ট ও প্রতিপন্ন হয়। এই হেতু মহাশূন্যবাদিগণ মহাশূন্যে জড়ত্বের আত্যন্তিক অভাব ও লেশশূন্যতা দর্শনে উহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আত্যন্তিক অবস্তুসত্তারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবস্তুসত্তা অর্থ জড়বস্তুশূন্যতা, অর্থাৎ জড়লেশত্ব-শূন্যতা। জড়ত্বই শক্তি খর্ব্বতার কারণ; মৃত্তিকা সকল ভূতমধ্যে অধিকতম জড় বলিয়া অন্যান্য ভূতগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, পক্ষান্তরে সকল ভূতমধ্যে সূক্ষ্মতম আকাশ বা 'ইথার' কোন ভূত দ্বারাই অভিভূত হয় না, বরং সকল স্থূলতর ভূতগণকে অভিভব করিয়া থাকে। মহাশূন্য আত্যন্তিক ভূতত্ব, জড়ত্ব বা বস্তুত্বশূন্য বলিয়া প্রবল শক্তিশালী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই মহা-শূন্যই মহা-আত্মা, পরমাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বাধার ও যোগবাশিষ্ঠের চিদাত্মা, চিদাকাশ ও চিদ্‌শূন্য নামে অভিহিত হয় এবং এ সবই পর্য্যায় শব্দ মাত্র।

সূক্ষ্ম স্থূল হইতে অধিক শক্তিশালী; এই হেতু মহাশূন্যে জড়ত্বের আত্যন্তিক অভাব হেতু উহা সর্ব্বশক্তিমান।

মহাশূন্য মহা-আত্মার পর্য্যায়ভুক্ত; জড়বস্তু-সঞ্জাত মন জড়লেশশূন্য মহা-শূন্যের ধারণা করিতে পারে না।

মহাশূন্যকে মহা-আত্মার পর্য্যায়ভুক্ত কিরূপে, কোন হেতুতে করা যাইতে পারে? মানবের জড়বস্তুসঞ্জাত মনের দ্বারা শুধু জড় বস্তুই ধারণা করা যাইতে পারে, জড়াতীত সত্তা বা মহাশূন্যরূপী জড়লেশশূন্য ভাবটি ধারণা করা যায় না, এমন কি বায়ুর চেয়ে সূক্ষ্মতর যে আকাশ বা 'ইথার' তাহারও ধারণা করা যায় না।

সাধারণ অজ্ঞলোক যে নীলিমাময় আকাশ দর্শন করে, উহা ঠিক দর্শন নয়, কারণ শূন্য আকাশে নীলিমাদর্শন শুধু ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র, নেত্র ও মনের ভ্রান্তিজনিত, সন্দেহ নাই। এতাদৃশ দর্শনের কারণ এই যে, সূর্য্যকিরণ ধরাপৃষ্ঠে প্রতিফলিত ও বিকীর্ণ না হইলে জীবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিশক্তি জন্মে না ও আলোক দর্শন হয় না; পৃথিবীরূপ আধার না পাইলে ঐ কিরণের প্রতিফলন ও বিকিরণ অসম্ভব, তাই আকাশরূপ শূন্যস্থানে আধার অভাবে রবি-কিরণের প্রতিফলন ও বিকিরণের অভাবে ঐ স্থান অন্ধকার থাকে, তাই অনীল আকাশ, অর্থাৎ নীলশূন্য আকাশ নীলিমাময় দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত, ভূপৃষ্ঠ প্রতিফলিত ও বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মিপ্রভায় আকাশ নীলিমাময় দেখা যায়; কিন্তু বহু উচ্চে ঘোর অন্ধকার বিদ্যমান থাকে ও তথায় গমন করিলে অর্থাৎ বহু উচ্চে ব্যোমযান (বর্ত্তমান এরোপ্লেন) সহযোগে উঠিলে ধরাপৃষ্ঠে সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলন ও বিকিরণ প্রভাব অভাবে চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়া যায় ও জাজ্বল্যমান মহা প্রভাশালী সূর্য্য মস্তকোপরি থাকা সত্ত্বেও চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারাবৃত দেখায়। আকাশ বা 'ইথার' মূর্ত্তিরূপে মানব-চক্ষুর গোচর হয় না, অথচ উহার বিশ্বরূপী অস্তিত্ব ও মহাশক্তির পরিচয়, অভিজ্ঞ পাঠকগণের অবিদিত নাই। মন আকাশকে মূর্ত্তিরূপে পরিগ্রহ করিতে অক্ষম বলিয়া আকাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও শক্তিসম্বন্ধে সন্দিগ্ধতা সম্যক্ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বানুপ্রবিষ্ট আত্মাকে মহাশূন্য, চিদাত্মা, চিদাকাশ, চিৎশূন্য প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করা কতদূর সমীচীন হইতে পারে। ভ্রান্ত মানবের আত্মাস্তিত্ব বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়ে ধারণা এরূপ অজ্ঞানতা-বিজৃম্ভিত ও জড়ত্বমূলক যে, শূন্য হইতেও যে আত্মা সূক্ষ্মতর ও সর্ব্ববস্তু বা গুণ হইতে সূক্ষ্মতম, তাহা বুঝিতে পারে না। যাহা কিছু তাহাদের ধারণা শুধু জড়বস্তু লইয়া, জড়সঞ্জাত ও জড়জ্ঞানসম্পন্ন। শূন্য হইতেও সূক্ষ্মতর, মহত্তর, অধিকতর

বস্তুর অভাবই শূন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিশালী ও সর্ব্বশক্তিমান আত্মাকে মহাশূন্যরূপী বলা হইয়াছে। শূন্য কোথায় থাকে, জান? সে শূন্যস্থানে (ফাঁকা জায়গায়) থাকে, লৌহপিণ্ড মধ্যে শূন্য থাকে, অর্থাৎ এ পিণ্ডের পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যেক পরমাণুদ্বয়ের অন্তরে যে ব্যবধান বিদ্যমান থাকে তন্মধ্যে শূন্যের স্থিতি, কিন্তু প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে, অর্থাৎ অন্তরে শূন্যের বিদ্যমানতা নাই। শূন্য দুই পরমাণুর ব্যবধান অন্তরে স্থিতি করে, পরমাণু অন্তরে স্থান করিতে পারে না, অর্থাৎ অতদূর সূক্ষ্মতা তাহার নাই, কিন্তু আত্যন্তিক জড়-লেশশূন্য আত্মা-শক্তি প্রতি পরমাণু অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া উহাদের সংযোগ-বিয়োগ নীতি পরিচালনা করিতেছে; কাজেই, শূন্য হইতে শূন্যতর বা সূক্ষ্মতর আত্মাশক্তি মহাশূন্য আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। এই মহাশূন্যবাদী মহাত্মগণের মনস্বিতা ও মস্তিষ্কের অপরিসীম তীক্ষ্ণ মনীষা স্মরণ করিলে সাধারণ মানব-বুদ্ধিশক্তি স্তম্ভিত হইয়া উঠে।

শূন্য হইতে শূন্যতর আত্মা-শক্তি 'মহাশূন্য' আখ্যায় আখ্যাত হয়।

জড়বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু। অবিভাজ্য অংশে অন্তরের বা ব্যবধানের স্থিতি অসম্ভব জন্য তথায় শূন্যের স্থিতি নিরাকৃত হইতেছে। পক্ষান্তরে শূন্য হইতে শূন্যতর বা সূক্ষ্মতর ও দেশকাল অবস্থাতীত মহাশূন্যরূপী আত্মার অপ্রতিহতরূপে পরমাণু-অন্তরে স্থিতি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতেছে; কারণ, আত্মা "দেশকালবিবর্জ্জিত নিরালম্ব গগন সদৃশ।" শূন্য দেশকালবর্জ্জিত নয়, অর্থাৎ তাহার স্থিতির জন্য স্থানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু মহাশূন্যরূপী আত্মার তাহা নাই, তাহার স্থিতির জন্য স্থানের অপেক্ষা নাই। এসব কথা উপলব্ধির বিষয়, কল্পনার বিষয়

শূন্য দেশ ও কালের অধীন, কিন্তু মহাশূন্য-রূপী আত্মা দেশ ও কাল বর্জ্জিত; অতএব জড়বিষয়-ভাবাপন্ন মনের অতীত, কিন্তু অনুভবাত্মক বিশুদ্ধ অবিষয় জ্ঞানগম্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

নয়, অর্থাৎ জড়তামূলক বিষয়ভাবাপন্ন মনের সাধ্য নয়, অনুভবাত্মক বিশুদ্ধ অবিষয় জ্ঞানগম্য।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত "ইলেক্ট্রন্‌বাদ" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থের পাঠকগণ মধ্যে সেরূপ কেহ থাকিলে তিনি উল্লিখিত পরমাণুর স্থানে যেন "ইলেক্ট্রন্" ধরিয়া লন। এই ইলেক্ট্রন্ শব্দের অর্থ বিদ্যুদণু, পরমাণুর সহস্র অংশের এক অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহা যে সাধারণ মানব-মস্তিষ্কের পক্ষে ধারণার অযোগ্য, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উহার অস্তিত্বের ধারণা উক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকগণের মস্তিষ্কেই থাকিবে, কি সাধারণ মানবমণ্ডলীর ক্রমিক মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে তাহাদের মস্তিষ্কে পরিণামে স্থান প্রাপ্ত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ঐ "ইলেক্ট্রন্‌বাদ" পাঠ করিয়া আমার বিশেষ আনন্দ লাভ হইল ও আবিষ্কারকগণের মনস্বিতা ও মস্তিষ্কের অপরিসীম শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কারণ বলিতেছি—যাঁহারা এতদূর সূক্ষ্মতম বস্তুর অংশ আবিষ্কার করণে সমর্থ, তাঁহারা সূক্ষ্মতম সত্তা আত্মা-শক্তি উপলব্ধি করণেই বা কেন অক্ষম হইবেন? ইহারাও তো দেখিতেছি সূক্ষ্মতম আত্মা-শক্তি উপলব্ধিতে প্রায় শূন্যবাদী দার্শনিকগণেরই সমতুল্য। যাহা হউক "ইলেক্ট্রন্‌বাদ" সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার স্থান এই গ্রন্থে নাই, অনুসন্ধিৎসুগণ যথাস্থান হইতে ঐসব জ্ঞাত হইবেন।

অবস্তুসত্তার পরিকল্পনায় ইলেক্ট্রনবাদ সহায়ক।

এই যে মহাশূন্য বা মহা-আত্মাকে 'নিরালম্ব-গগন-সদৃশ' বলা হইয়াছে, উহাতেও মহাশূন্যরূপী আত্মার লক্ষণ সম্পূর্ণরূপ ব্যক্ত হয় নাই। তাহাকে গগনসদৃশ বলা হইয়াছে, গগন বলা হয় নাই। সূক্ষ্মত্ব ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আত্মা-শক্তি গগনের সঙ্গে সমতুল্য বলিয়া গগন-সদৃশ বলা হইয়াছে। চিৎশূন্য বা চিদাকাশ অর্থ শূন্যের মত বা আকাশের মত সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী, অধিকন্তু তাহাতে 'অহংজ্ঞান' অর্থাৎ 'আমি আছি' এরূপ জ্ঞানযুক্ত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঙ্করী শক্তিমত্তার সংস্থিতি রহিয়াছে। ইহাই হইল মহাশূন্য ও মহা-আত্মার সামঞ্জস্যযুক্ত ব্যাখ্যা এবং এই মহাশূন্য বা মহা-আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

সূক্ষ্মত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব হিসাবে আত্মা-শক্তি গগন সদৃশ মাত্র, অধিকন্তু তাহাতে চিৎশক্তি বা অহংজ্ঞান বিদ্যমান।

২। সৎ ও অসৎ।

যদিও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়া-পরিকল্পিত ও ইন্দ্রজালবৎ প্রতিভাত, তবু বক্ষ্যমাণ মহাসৎ, মহাশূন্যরূপী মহা-আত্মা হইতে অসৎসৃষ্টির বাদটি সুসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইবেক তাহাতে সন্দেহ নাই। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি, যেমন অগ্নি হইতে ধূম্রের উৎপত্তি বা স্বচ্ছ জল হইতে শৈবালের উৎপত্তি। স্বয়ং প্রকাশমান ও স্বশক্তিমান নির্দ্দোষ অগ্নি হইতে যেমন ধূম্র উৎপন্ন হইয়া সেই অগ্নিকেই আবৃত ও মলিন ভাবাপন্ন করে; স্বচ্ছ জল হইতে শৈবাল উৎপন্ন হইয়া যেমন সেই জলকেই আবৃত ও মলিন করে, তেমন আত্যন্তিক অবস্তু-সত্তা, জড়লেশশূন্য, স্বয়ম্‌প্রকাশ, স্বশক্তি-সম্পন্ন, মহাশূন্য, মহা-আত্মা হইতে এই জড়মূলক, জড়তাপূর্ণ, বস্তু-লক্ষণাক্রান্ত, বস্তুধর্ম্মী, অসৎ হইয়া সৎরূপে প্রতীত, মায়াদ্বারা প্রতিভাত এই পরিদৃশ্যমান, নামরূপাত্মক জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই অর্থাৎ সেই মহা-আত্মাকেই আবৃত ও মলিন করিয়াছে। মেঘাবৃত রবি

জগৎ মায়াপরিকল্পিত-রূপে গৃহীত হইলেও মহাসৎ হইতে অসৎ সৃষ্টির বাদ সুসিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন মানব-চক্ষুর দৃষ্টিতে আবৃত ও মলিন বোধ হয়, এই স্বয়ম্প্রকাশ আত্মসূর্য্যও তেমন মায়িক চক্ষুর দৃষ্টিতে এতাদৃশ আবৃত ও মলিন সাব্যস্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে রবি যেমন মেঘদ্বারা আবৃত হয় না, কিন্তু রবির শক্তিতেই মেঘ উৎপন্ন হইয়া তাহাকে মানব-চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির অন্তরালে রাখিয়া দেয়, তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান্ জীব-জগৎ ইন্দ্রজালবৎ প্রতিভাত হইয়া, আত্মারূপ রবি হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাহাকে মায়িক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছে। মেঘাবৃত দিনে সূর্য্যের স্বপ্রকাশ যেমন তাহার দর্শনাভাবেও স্বতঃসিদ্ধরূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান্ জীব-জগৎ মায়িক দৃষ্টিতে আত্মসত্তাকে আবৃত ও মলিন করিয়া রাখিলেও এবং জগদ-ন্তরালে রাখিয়া দিলেও জ্ঞানিগণ সেই স্বয়ম্প্রকাশ, স্বশক্তিতেস্থিত আত্মসত্তার সর্ব্বদাই জ্ঞান-চক্ষুতে দর্শনলাভ করিয়া থাকেন।

৩। বস্তু-সত্তা ও অবস্তু-সত্তা।

যেহেতু স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমধর্ম্মী নহে, অতএব, বস্তুরূপে প্রতিভাত নাম-রূপাত্মক জগতের স্রষ্টা আত্যন্তিক অবস্তু সত্তা "অহং জ্ঞান সম্পন্ন।"

আবার দেখ, কেমন অদ্ভুত কৌশলে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মহাশূন্য হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমধর্ম্মী বা সমধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। কাজেই বক্ষ্যমাণ সৃষ্ট, নামরূপাত্মক জগৎ যখন বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখন ইহার স্রষ্টা যে আত্যন্তিক অবস্তু সত্তা, জড়লেশশূন্য মহাশূন্য হইবেক তাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই মহাশূন্য মহাশক্তিমান স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত অহংজ্ঞানসম্পন্ন,—"আমি আছি" এরূপ জ্ঞানযুক্ত ও আত্মারূপী, সুধু আত্যন্তিক বস্তুত্বের বা জড়ত্বের লেশশূন্যতা নিবন্ধন মহাশূন্য বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড় বস্তুর আত্যন্তিক অভাব যাহাতে রহিয়াছে, তাহাকে মানবের বোধগম্য করাইতে হইলে, মহাশূন্য না বলিয়া অন্য আখ্যা প্রদান করা যায় না। বাস্তবিক এই মহাশূন্যই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্করী শক্তির আধার বা অধিষ্ঠান। বস্তুরূপে প্রতিভাত সৃষ্ট বিশ্ব-সংসার জড়ত্বে পূর্ণ বলিয়া, তাহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বা বিপরীতধর্ম্মী স্রষ্টা যে আত্যন্তিক অবস্তু সত্তা হইবেক, অর্থাৎ মহাশূন্য হইবেক তাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তরূপে কেন গৃহীত হইবেক না?

আবার দেখ, বস্তুলক্ষণ বিচার কর। বস্তুমাত্রই দেশ-কাল-অবস্থার অধীন ও তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল ও বিপর্য্যিত। কাজেই, দেশ-কাল-অবস্থার অনধীন যে সত্তা তাহা আত্যন্তিক অবস্তু সত্তা বা মহাশূন্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? যেখানেই বস্তু বলা হইতেছে তাহাই জড়বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবেক। কারণ, কোন কোন দর্শন শাস্ত্র দৃশ্যমান জগৎ অবস্তু ও সেই মহাশূন্য বা মহা-আত্মাকেই বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বস্তু অর্থে জড়বস্তু ও সত্তা অর্থে অবস্তু চৈনিকদার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ যাবৎ যাহা বলা হইল তাহাতে সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, মহাশূন্যবাদ ও স্বপ্নবাদ বিষয়ে পাঠকের পরিষ্কার আভাসপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইল ও সৃষ্টিতত্ত্ব ও সর্ব্বজীবে ঈশ্বরাস্তিত্ব উপলব্ধি হইল বলিয়া আশা রহিল।

বস্তু দেশ-কাল-অবস্থার অধীন, ইহার অনধীন সত্তা অবস্তু সত্তা হইবেক।

বিশ্বস্রষ্টা ও জীবশাসন।

এখন বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উপসংহারে বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বাচক বা ব্যক্তিত্বযুক্ত ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিলে যে জগৎ ব্যাপারে শাসন-সমরক্ষণে ও জগৎ-বৈষম্যে সিদ্ধান্ত অমীমাংসিত থাকিয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তিত্বযুক্ত ঈশ্বর ত তদীয় সৃষ্ট জীব যে পাপ করিবে তাহা স্বীয় ত্রিকালজ্ঞতা শক্তি বলে জানিয়াই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও পাপকার্য্যকরণক্ষম বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করিয়াই ত তাহাদিগকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছেন; তবে তাহাদিগকে পাপ-কার্য্যের শক্তি, সাহস, বল, বুদ্ধি নিজে প্রদান করিয়া পুনঃ তাহাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা ও বিচার একটা প্রহসন বই আর কি? দস্যু যে নরহত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, সেই বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও বল তাহাকে কে দিয়াছিল? যদি ঐ সব দোষাবহ গুণগুলি তিনি তাহাকে প্রদান না করিয়া থাকেন ও তিনি তাহাতে নির্লিপ্ত রহিয়া থাকেন, তবে সেই দস্যুর শাস্তি প্রদান সময়ে তিনি চঞ্চল হইবেন কেন? তখন তিনি নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন না কেন? রাজ-বিধান ত শাসিত প্রজাগণকে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে নরহত্যাদি পাপকর্ম্ম হইতে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, পরে শাস্তিও প্রদান করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ঈশ্বর তাহা করেন কই? দস্যু যখন নরহত্যা করিতে মন্ত্রণা করিয়া বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং তাহাতে অগ্রসর হয়, তখন ঈশ্বর উদাসীন ভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন, ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর জানিতে পারিয়াও তাহাকে ঐ দুষ্কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবেন না, কিন্তু পরে যখন ঐ পাপ-কার্য্য অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন হইয়া গেল, তখন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার বিধানটা কি ন্যায়বান ঈশ্বরের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে? এতাদৃশ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি? ম্যাজিষ্ট্রেট কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামার সূচনার সংবাদ পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারিলে, উহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, তজ্জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরী

ব্যক্তিত্বযুক্ত ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিলে জগৎ-শাসন ব্যাপারে বৈষম্য থাকিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পুলিশ যদি দাঙ্গা রহিত করার চেষ্টা না করে ও অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে এবং দাঙ্গার তামাসা দূর হইতে দেখে ও পরে উহা সম্পন্ন হইয়া গেলে দাঙ্গাকারিগণকে ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরণ করে ও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ব্যবস্থা করে, তবে যেমন ঐ পুলিশকে দুষ্ট পুলিশ বলা যায়, তদ্রূপ এতাদৃশ ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে মানবের দুষ্কার্য্যকরণ-কালে উদাসীন ও শাস্তি প্রদান কালে উদ্গ্রীব দেখিয়া, দুষ্ট পুলিশের পর্য্যায়ভুক্ত করিলে দোষ কি ?

এজন্য হিন্দুর যাবতীয় দর্শন ব্যক্তিবাচক ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

এতাদৃশ ভ্রম নিরসন জন্য হিন্দুর সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদি ষড়্দর্শন ব্যক্তিগত ঈশ্বর—হাত-পা-চক্ষু-কর্ণবিশিষ্ট অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত—অস্বীকার করিয়াছেন ; বৈদিক দর্শন বিশ্বস্রষ্টাকে বিশ্বের সর্ব্ব পরমাণুতে অনুস্যূত ও অনুপ্রবিষ্ট দর্শন করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনকার তাহাকে পুরুষরূপে উদাসীন সাক্ষী-স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বিশ্বের সৃষ্টি ও শাসন ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত রাখিয়া প্রকৃতির হস্তে সর্ব্বক্ষমতা সমর্পণ পুরঃসরঃ 'পুরুষকে' উদাসীনবৎ উপবিষ্ট রাখিয়াছেন, পুরুষ ঠিক যেন মহাস্ত্রৈণ ব্যক্তির অবস্থাপন্ন, গার্হস্থ্য ব্যাপারে যে কেহ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে, তৎক্ষণাৎ বলিবে, "যাও গৃহিণীর কাছে, আমি কিছু জানি না।" বেদান্তের শুদ্ধচৈতন্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম ঐরূপই নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত; সব ভার মায়ার উপরে বিন্যস্ত, বিশ্বের সৃষ্টি ও শাসন ব্যাপারের ধার ধারেন না, দায়িত্ব রাখেন না, ব্যভিচারিণী পত্নী মায়ার উপরে সব দায়িত্ব নির্ভর। সাংখ্যের প্রকৃতি বা বেদান্তের মায়া একই পর্য্যায়ভুক্ত।

সাংখ্যের 'প্রকৃতি' ও বেদান্তের 'মায়া' এক পর্য্যায়ভুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত দুষ্ট পুলিসের পর্য্যায়ভুক্ত হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণবিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধদেব উড়াইয়া দিয়াছেন এবং জাগতিক মহাচৈতন্য ও জীব-চৈতন্যের অস্তিত্ব ও শেষোক্তের মুক্তি স্বীকারেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। শঙ্কর বিশ্বসৃষ্টি ও শাসন মায়িক ইন্দ্রজাল বলিয়া হন্তা দস্যু ও হত নিরীহ ব্যক্তি দুইকেই বায়োস্কোপের ক্রীড়া বলিয়াছেন ও দস্যুর শাস্তিবিধানও ঐ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক কথা এই যে, জগতের যাবতীয় দর্শন—কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি চৈনিক, কি সক্রেটিক —সকলেই বিশ্বস্রষ্টাকে ব্যক্তিগত অস্তিত্বশীল বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে বিশ্বব্যাপী, বিশ্বানুপ্রবিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে হিন্দুর ভারতীয় বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রগণ্য। এইরূপে বিশ্বস্রষ্টার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বানুপ্রবিষ্টত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত ও সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার্য্য।

বিশ্বস্রষ্টার প্রতি-পরমাণুতে প্রবিষ্টত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু শাসন বা পুরস্কারের প্রশ্ন আসিতে পারে না।

এক্ষণ দেখ, বিশ্বস্রষ্টাকে যদি সর্ব্ববিশ্বব্যাপী ও বিশ্বের প্রতি-পরমাণুপ্রবিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তবে তাহাকে উল্লিখিতরূপ দুষ্ট পুলিশের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়; হেতুবাদ এই যে, তিনি ত সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রতি পরমাণুপ্রবিষ্ট থাকিয়া হন্তা দস্যুর ও হত নিরীহ ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান আছেন এবং উভয় দেহ মধ্যে হনন করিবার ও হত হইবার বুদ্ধি, সাহস ও অবস্থাবলম্বনে বিদ্যমান। তবেই দেখ, হত ও হন্তা একই ব্যক্তি, কে কাহাকে শাসন বা শাস্তি প্রদান করিবে? আবার দেখ, বিশ্বস্রষ্টা যদি সর্ব্ববিশ্বময় হইল, তবে এই বিরাট্ বিশ্ব বা জীবজগৎ সবই তাঁহার অঙ্গীভূত হইল, যাবতীয় জীবজগৎ তাঁহার বিরাট্ অঙ্গের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রত্যঙ্গস্বরূপ হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং, যখন তাঁহার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে হনন বা কর্ত্তন করে, তখন কাহাকে শাসন বা কাহাকে শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যখন আমরা ভোজনে উপবিষ্ট হই ও অনুরক্ত থাকি, তখন কখন কখন অসাবধানতা নিবন্ধন রসনা দন্ত দ্বারা সংস্পৃষ্ট, ব্যথিত ও কর্ত্তিত হয়, এমন কি শোণিত-পাতও হয়। তখন আমরা কি করিয়া থাকি? দন্তকে শাস্তি দিতে উহাদের উৎপাটন-ব্যবস্থা কি করিয়া থাকি? কখনই নয়।

পুনরায় দেখ, এই যে আমাদের মানবদেহ, ইহা অসংখ্যকোটি জীবন্ত কীটাণুতে পূর্ণ। উহারা উহাদের নির্ম্মিত ও অধিকৃত স্বীয় স্বীয় অতি ক্ষুদ্র বসতি-স্থান ছিদ্র বা কোষের মধ্যে বাস করিতেছে, সন্তানাদির উৎপাদন, পালন ও রক্ষণ করিতেছে এবং স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণার্থ স্বীয় স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মারামারি কাটাকাটি করিতেছে। বিরাট্ দেহধারী মানবের মত ইহাদের সুখ-দুঃখের ধারণাও বেশ আছে। স্বার্থ লইয়া কলহ-বিবাদেরও সাহস আছে। এ-সব ব্যাপার অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কৈ, আমরা কি করিতেছি? আমার দেহস্থ অসংখ্য কোটী কীটাণুর অতি ক্ষুদ্রতা জন্য কোন ব্যবস্থাই ত করিতেছি না, বা পারিতেছি না। এইরূপে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের বসতিস্থান পৃথিবীটি সমুদ্রকূলস্থ বেলাভূমিস্থিত অগণনীয় বালুকারাশির মধ্যস্থ একটি বালুকাকণার মত। আবার সেই পৃথিবী মধ্যে একটি মানব কত ক্ষুদ্র। কাজেই দেখ, অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বিশ্বময়, বিশ্বানুপ্রবিষ্টের পক্ষে একটি মানব তাহার স্বীয় দেহস্থ অসংখ্য কীটাণুর একটার চেয়েও অসংখ্যগুণে ক্ষুদ্রতর; কাজেই, বিশ্বস্রষ্টার জীব-শাসনে ঔদাসীন্য স্বাভাবিক, যেহেতু আমার স্বীয় দেহমধ্যস্থ অসংখ্য কোটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীটাণুর শাসন ও শাস্তি প্রদান করিতে যদি আমার ক্ষমতাও থাকিত, তবেও কি উহাদের আত্যন্তিক ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন উহাদের সামান্য ঝগড়া ব্যাপারে আমি উহাদিগকে শাসন করিতে উদ্যত হইতাম? কখনও নয়। এইরূপে বিশ্বস্রষ্টার বিরাটত্ব ও মানবের ক্ষুদ্রত্ব, অভিমান ও অজ্ঞানতা বশে মানব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকেও মানবপর্য্যায়ভুক্ত করতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হয় ও তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল ও শাসন নীতি বুঝিতে সম্যক্ অক্ষম হইয়া, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত এদিগ্ ওদিগ্ ছুটিয়া বেড়ায় ও ঈশ্বরকে সমধর্ম্মী ও সমলক্ষণাক্রান্ত কল্পনা করিয়া মূর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণে ও পূজনে মহোৎসাহিত হয়। কতকালে অভিমানী মানবের এই দিগ্‌ভ্রান্তি দূরীভূত হইবেক তাহা সেই বিশ্ব-স্রষ্টাই জানেন।

জীবের ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন বিশ্বস্রষ্টার জীবশাসনে ঔদাসীন্য স্বাভাবিক।

মানবত্বের অভিমান ও ঈশ্বরাস্তিত্ব।

মানবের স্বীয় অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন ও তাহাতে বড়ত্ব, প্রভুত্বসহ সম্মিলনই মানবের ভবরোগ-যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ ও ঈশ্বরাস্তিত্ব, তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল ও শাসননীতিবিষয়ক জ্ঞানে ভ্রান্তি উৎপাদন ও বিজৃম্ভনের হেতু। তত্ত্বজ্ঞ সাধু-ফকিরগণ ঐরূপ অস্তিত্বে, বড়ত্বে ও প্রভুত্বে ঔদাসীন্য স্থাপন করতঃ, সর্ব্বদা বিশ্বস্রষ্টার মহাবিরাটত্ব ও আপনাদের কীটাণুবৎ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন; তাহাতে উঁহারা জ্ঞান-বিমূঢ় হন না, পরন্তু তাঁহার বিরাট্ বিশ্বব্যাপী বপু দর্শনে সর্ব্বদা তাহাতে বিস্ময়, ধন্যবাদ ও তন্ময়ের ভাবে ভাবিত হইয়া থাকেন ও তাঁহার বিশ্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বপরমাণুপ্রবিষ্টত্ব উপলব্ধি করতঃ সর্ব্বদা ঐ জ্ঞান-সমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন। এবিষয়ে একটি আখ্যায়িকা একজন মুসলমানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট শুনিয়াছিলাম। ইহা প্রাসঙ্গিক ও পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, অবিশ্বাসের কারণ হইবেক না। কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। একদিন দিল্লীর বাদশাহ মহামতি আকবর শুনিলেন যে, কোথাও একজন ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ ফকির আছেন। তিনি তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া, তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই বাদশাহ ফকিরকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, আমি বাদশাহ, আর আপনি নিরালম্ব ফকির। বলুন ত, আমিই বা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, আর কি বৃহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, আমি বাদশাহ হইয়াছি; আর আপনি বা কি ছিলেন, আর কি সামান্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, আপনি, এরূপ নিরালম্ব ভাবে ফকির হইয়া জন্মিয়াছেন? ফকির কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া পরে বলিলেন, "পরমেশ্বরের কৃপায় আমার ও আপনার দুইয়ের পূর্ব্বজন্মই আমার স্মরণপথে আসিল, এবং আমি দেখিলাম যে, একটি চিল পক্ষী একখণ্ড পর্য্যুসিত মাংস তাহার চঞ্চুদ্বারা গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইল ও ঐ পর্য্যুসিত মাংস মধ্য হইতে দুইটি কীট সুদূর আকাশমার্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং অনতিবিলম্বে তাহার একটি আপনার মাতৃজঠরে প্রবেশ করিল ও অন্যটি আমার মাতৃ-জঠরে প্রবেশ করিল। পরে কালক্রমে সেই পর্য্যুসিত মাংস-সঞ্জাত দুইটি কীটের বাদশাহ ও ফকির রূপে এস্থানে পুনর্ম্মিলন সেই পরমেশ্বরের কৃপাতেই সঙ্ঘটিত হইল" এই বলিয়া সেই 'ঈশ্বরজানিত' (ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ) ফকির পুনঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। এই কথাগুলি অবিশ্বাস্য নহে। কারণ অনন্তকোটি বিশ্বের সৃষ্টি যিনি কল্পনা বলে মাত্র করিতেছেন, তাহার পক্ষে একটা কীটকে সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ স্বীয় স্বীয় অভিমান ও দাম্ভিকতা প্রভাবে মনে করে যে, সে একটা কত বড় মানুষ, তাহার ধনৈশ্বর্য্যে স্থিতি ঈশ্বরের বা তথা-কথিত ব্যক্তিগত হস্তপদবিশিষ্ট ঈশ্বরের কত দয়ার কারণ, কত পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত তৎকৃত পুণ্যবলের হেতু, তাহার এই ধরাধামে স্থিতি ঈশ্বরের কত খর নজরের বিষয় এবং তাহার মৃত্যুটি ঐ ঈশ্বরের কাছে কত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার। এই সব ক্ষুদ্র ধারণা ও ক্ষুদ্র মায়িকবুদ্ধি মানুষের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এরূপ সসীম, সামান্য ও ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে যে, মানব-দেহের অন্তরস্থ অসংখ্য কীটাণুগণের যেমন তাহাদের বসতি-আলয় ঐ দেহের বিষয়ে জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র, দাম্ভিক ও অভিমানী ব্যক্তিগণের ঈশ্বর-জ্ঞানও তেমন এবং ঈশ্বরের বপু এই বিরাট্ বিশ্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞতাও তদ্রূপ। মানব-দেহস্থ কীটের মানব-দেহজ্ঞান যেরূপ, ঈশ্বর-দেহরূপ বিশ্বজ্ঞানে মানবের জ্ঞানও ততোধিক ন্যূন।

দাম্ভিকতা বশে মানব স্বীয় অস্তিত্বে গুরুত্ব স্থাপন ও তাহার নিয়ন্তা ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কল্পনা করে।

হে পাঠক-পাঠিকাগণ, অগ্রে মানবত্বের, মানব-বুদ্ধিজ্ঞানের, মানব-ধর্ম্মকর্ম্মের অভিমান, দাম্ভিকতা নিঃশেষে ত্যাগ কর এবং আপনাদিগকে স্বীয় দেহস্থ কীটাণুগণের সমতুল্য ক্ষুদ্র বলিয়া সাব্যস্ত কর, তখন বুঝিবে, ঈশ্বর কত বৃহৎ, বিরাট্ ও মহান্। স্বীয় গর্ব্বে তাঁহাকেও যে খর্ব্ব করিতেছ, নিজের গণ্ডিবদ্ধ ধারণায় তাঁহাকেও যে গণ্ডীবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিতেছ। তাঁহার অসীম বিরাট্ কলেবরকে সার্দ্ধ-হস্ত পরিমিত মৃন্ময়ী, পাষাণময়ী মূর্ত্তিরূপে মানিয়া লইতেছ, ইহাতে কস্মিন্ কালেও তাঁহার মহাবিরাট বপুর ধারণা লাভ করিতে পারিবে না, কারণ তাঁহার বিরাটত্ব সম্বন্ধে ধারণা ত ইচ্ছাপূর্ব্বকই ত্যাগ করিয়াছ ও স্বরাট, সসীম ধারণা মূর্ত্ত্যাদিতে পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছ এবং উহা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও ত্যাগ করিবে, এরূপ সঙ্কল্প ত তোমার মনে নাই। যখন উহাতে এতদূর আসক্তি, অনুরাগ, তখন আর তোমার বৈদিক মহর্ষিগণের সিদ্ধান্তকৃত বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বময়, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বানুপ্রবিষ্ট রূপে ঈশ্বর-জ্ঞান কোন্ কালে লাভ হইবে?

সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত।

এখন সৃষ্টিতত্ত্বের চরম মীমাংসাটি কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। মহামতি বুদ্ধদেব "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই" এরূপ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাহা হইতে অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে চরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে" এই মন্ত্র রচনাদ্বারা ব্রহ্মের চরাচর জগতের স্রষ্টৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র, যাহা বেদেরই সিদ্ধান্ত-ছায়ামাত্র, ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব, নিগুর্ণত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করতঃ জগচ্ছৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব ও করণত্ব অস্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মকে ঐ বিষয়ে সুধু উদাসীন সাক্ষীর আসনে সমাসীন রাখিয়াছেন। এখন বুদ্ধদেবের বৌদ্ধদর্শনের বৌদ্ধসূত্র, বৈদিক ঋষিগণের বৈদিক দর্শনের ব্রহ্মসূত্র ও বেদব্যাসের বেদান্তদর্শনের বেদান্তসূত্রের সিদ্ধান্ত মধ্যে পার্থক্য, বৈপরীত্য বা সামঞ্জস্য কি আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক। মহামতি বুদ্ধদেবের "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই" সিদ্ধান্তে কি কোন দোষ হইয়াছে? কোন দোষ হয় নাই। তাঁহার এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত এবং বেদান্তসম্মত হইয়াছে। তবে বৈদিক মন্ত্রের অর্থাৎ উল্লিখিত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য দেখা যায় না, এবং

বিভিন্ন 'বাদের' সামঞ্জস্য বা বৈপরীত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপাততঃ বিপরীত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টিতত্ত্বে অনবস্থা দোষ রহিয়াছে এবং ঐ দোষ খণ্ডনের জন্যই বুদ্ধদেব "জগতের' সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোন প্রভু নাই" এরূপ বলিয়াছেন। যাহার বা যে সমস্যার প্রথমে মীমাংসা সহজে বা সুন্দররূপে হয়, কিন্তু চরমে বা পরিণামে খণ্ডিত ও নিরাকৃত হয়, তাহা শাস্ত্রে "অনবস্থা দোষ" বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদি পরিদৃশ্যমান জগদ্দর্শনে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, "যখন জগদ্দর্শন করিতেছি, তখন ইহার একজন অবশ্যই সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন," যেহেতু "'কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন হইবে," "পিতা ব্যতীত পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে?" তবে "জগতের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা" কে তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছে? জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বলিবে, তাঁহার উপর দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা রহিয়াছে। এইরূপে "তাঁহার উপর," "তাঁহার উপর"—ক্রমাগত বলিয়া যাইবে, চরম সিদ্ধান্তে কখনও উপনীত হইতে পারিবে না। তাই বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধদেব জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; জাগতিক মহাচৈতন্যের অনাদিত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব মাত্র স্বীকার করিয়াছেন এবং এই মহাচৈতন্যেরই নামকরণ করতঃ বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষিগণ "ব্রহ্ম" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মের অনাদিত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'অনবস্থা দোষ' হেতু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অস্বীকার্য্য।

ষট্ অনাদি।

এখন দেখ, যদি কোন বস্তুর অনাদিত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে উহা সুধু জাগতিক মহা চৈতন্যের, অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রযুজ্য হইবেক, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে হইবেক না, ইহাও সমীচীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি অনাদি বা আদিশূন্য হয় ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ আপনাপনি সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে জগৎও কেন অনাদি ও আপনাপনি সৃষ্ট হইবেক না? তাই বেদান্ত দর্শন "ষট্ অনাদির" আবিষ্কার করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, ঈশ্বর অর্থাৎ স্বগুণ ব্রহ্ম অনাদি, মায়া অনাদি, জগৎ অনাদি, জীব অনাদি ও অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন অনাদি। বেদান্ত এই ছয় বস্তুকেই অনাদি সাব্যস্ত করিয়াছেন। যেমন সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদি, তেমন মিথ্যারূপিণী মায়াও অনাদি। অনাদি বস্তুর সৃষ্টি বা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুসন্ধান বা কল্পনা করা বৃথা চেষ্টামাত্র। যেহেতু সৃষ্ট বস্তু অনাদি হইতে পারে না। সৃষ্ট অর্থ—যাহার অস্তিত্ব একদিন ছিল না, পরে অস্তিত্বে আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা অনাদি, যাহার অবস্থা এরূপ যে, "এমন কোনদিন ছিল না যখন সেই বস্তু ছিল না," সেই ব্রহ্মের, জগতের ও মিথ্যারূপিণী মায়ার সৃষ্টি অথবা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার বা কল্পনাও মিথ্যা ব্যাপার মাত্র। তাই বেদান্ত শাস্ত্র "ষট্ অনাদি" বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গভীরতম জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিয়াছেন।

জগতের সৃষ্টিও অস্বীকার্য্য।

আবার দেখ, যদি জগৎ অনাদি হইল, তবে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে জগদীশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করাও মিথ্যাবাদ বা অপসিদ্ধান্ত হইল। যেহেতু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিলে জগৎ অনাদি হইতে পারে না, সাদি হইয়া যায়। সাদি হইলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, সুতরাং বুদ্ধদেবের "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কেহ প্রভু নাই" বলা অনবস্থা দোষ জন্য যুক্তিসঙ্গত ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, জগতের অনাদিত্ব হেতু বেদান্তসম্মত, সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জন্মাদ্য স যতঃ' মন্ত্রার্থ ও বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদ।

এখন বৈদিক ঋষিগণের "জন্মাদ্য স যতঃ" মন্ত্রার্থের সঙ্গে বুদ্ধদেবের বাক্যের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। "বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদ" আলোচনায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জগদ্বীজ ব্রহ্ম হইতেই জগদ্-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ এই "বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদ" "জন্মাদ্য স যতঃ" এই বেদোক্ত মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমন ব্রহ্ম হইতে চরাচর জগৎ আসিয়াছে। "জন্মাদ্য স যতঃ" মন্ত্রের ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়। বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাই বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদের দৃষ্টান্ত। বীজ বৃক্ষ হইতে পৃথক বিদ্যমান থাকিয়া বৃক্ষ উৎপন্ন করে না, বা করিতে পারে না। বীজ বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় মাত্র, তখন বীজ অদৃশ্য হইয়া যায় ও বৃক্ষ হইতে অপৃথক হইয়া যায়।

বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদ "জন্মাদ্য স যতঃ" এই বেদোক্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র।

এখানে বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ পুনঃ করা যাইতেছে—বিবর্ত্ত অর্থ বিপরীত রূপে বর্ত্তমান হওয়া, যেমন—বীজ বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ বীজ স্বীয় আকার পরিত্যাগ করতঃ বৃক্ষের আকার ধারণ করে, ক্ষুদ্র বীজ তাহার ক্ষুদ্রাকার পরিত্যাগ করতঃ বৃহৎ বৃক্ষের বৃহদাকার ধারণ করে। সূক্ষ্মের বিপরীত যেমন স্থূল, ক্ষুদ্রের বিপরীত তেমন বৃহৎ। ইহাই হইল বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদ।

বিবর্ত্ত অর্থ বিপরীত রূপে বর্ত্তমান।

আবার এই বিবর্ত্ত-পরিণাম-বাদের বিচারেই জগতের অনাদিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যেহেতু অনাদি ব্রহ্ম-বীজ যখন জগদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হইল ও জগৎ হইতে অপৃথক থাকিয়া, জগদনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগন্মধ্যে অদৃশ্য বা লুক্কায়িত হইল, তখন সেই জগৎ ত সাদি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না, উহাও ত অনাদি হইবেক। এ জন্য বৈদান্তিক ঋষিগণ সুধু ব্রহ্মকে অনাদি বলেন না, জগৎকেও অনাদি বলিয়াছেন, অর্থাৎ বীজ যেমন অনাদি, তাহার বিবর্ত্ত-পরিণামগ্রস্ত বৃক্ষও তেমন অনাদি; ব্রহ্মবীজ ও তাহার বিবর্ত্ত-পরিণামগ্রস্ত জগদ্বৃক্ষ দুই-ই অনাদি। বেদান্ত দর্শন সুধু সত্য ব্রহ্মকে অনাদি বলেন নাই, মিথ্যা জগৎকেও অনাদি বলিয়াছেন। অর্থাৎ সত্য যেমন অনাদি, মিথ্যাও তেমন অনাদি। তবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সত্য অনাদি বিচারেও অনন্ত থাকেন, কিন্তু মিথ্যা অনাদি বিচারে সান্ত, অর্থাৎ অন্তযুক্ত হইয়া থাকে; এবং সত্য মিথ্যাদ্বারা অভিভূত বা পরাহত হয় না। কিন্তু মিথ্যা সত্যদ্বারা অভিভূত, পরাহত, দূরীকৃত, এক কথায় বিনষ্ট হয়। যেমন আলো ও অন্ধকার দুই-ই অনাদি বস্তু, অর্থাৎ এমন একদিন ছিল না, যখন আলো মাত্র ছিল, কিন্তু অন্ধকার ছিল না। আলো ও অন্ধকার দুই-ই চিরন্তনী; তবে আলোর সান্নিধ্য হইতে অন্ধকার দূরবর্ত্তী বা দূরীকৃত হয়, কিন্তু অন্ধকারের সান্নিধ্যে আলো দূরীকৃত হয় না, স্বীয় সত্তায় অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সে অন্ধকার দূর করে। আলো স্বভাবাত্মক অস্তিত্বশীল ও অন্ধকার অভাবাত্মক অস্তিত্বশীল।

ব্রহ্মবীজ ও তাহার বিবর্ত্ত-পরিণামগ্রস্ত জগদ্বৃক্ষ দুই-ই অনাদি। পার্থক্য এই, ব্রহ্মবীজ সত্য অনাদি ও অনন্ত, জগদ্বৃক্ষ মিথ্যা অনাদি কিন্তু সান্ত।

এক্ষণ পুনঃ "জন্মাদ্য স যতঃ" মন্ত্রের আলোচনা করা যাউক। যাহা হইতে চরাচর জগৎ আসিয়াছে, সেই ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা বলিলে দোষ কি? কিন্তু এই বেদোক্ত মন্ত্রটির মর্ম্মার্থ অন্যরূপ হইবেক। ব্রহ্ম হইতে জগৎ আসিয়াছে বলিলে, জগতের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অনাদিত্বের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হয়। "জগৎ আসিয়াছে" এই কথা বলিলে, জগৎ এককালে ছিল না এরূপ সিদ্ধান্ত এক্ষণ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অনাদি বস্তু এককালে ছিল না" বলিলে তাহার অনাদিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, আর যদি অনাদিত্ব না থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষ জন্য তাহার সাদিত্ব উপপন্ন হয় না, উহা সাধারণ বুদ্ধি-বিচারিত যুক্তিসঙ্গত হয় না। কাজেই, "জন্মাগু স যতঃ" মন্ত্রের অর্থ যদি "যাহা হইতে জগৎ আসিয়াছে" না করিয়া "যাহাতে, অর্থাৎ যে ব্রহ্মে জগৎ রহিয়াছে" এরূপ করা যায়, তবে বেদান্তদর্শন ও বৌদ্ধ সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

অতএব "জন্মাদ্য স যতঃ" মন্ত্রের অর্থ 'যে ব্রহ্মে জগৎ রহিয়াছে' এরূপ করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

কোন অনাদি বস্তু কোনও কালে, কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু অনাদি অর্থ "চিরস্থিতিশীল"। চির-স্থিতি-শীলের আগমন স্বীকার অপসিদ্ধান্ত মাত্র। এই যে "জন্মাগু স যতঃ" মন্ত্রের অবতারণা, ইহা জ্ঞানার্থী শিষ্যকে উপলব্ধি করাইবার জন্য মাত্র; যেহেতু যাবৎ জগতের অনাদিত্ব, মিথ্যাত্ব শিষ্য ধারণা করিতে না পারে, তাবৎ "জন্মাগু স যতঃ" মন্ত্রার্থদ্বারা জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে, যেহেতু যে জাতীয় প্রশ্ন সেই জাতীয় উত্তর হওয়াই স্বাভাবিক। শিষ্য হয় ত বৈদিক ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে আসিয়াছে? উত্তরে ঋষিগণ প্রথমে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম হইতে"। অথবা শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ব্রহ্ম কি বস্তু?" উত্তরে ঋষিগণ বলিয়াছিলেন, "যাহা হইতে চরাচর জগৎ আসিয়াছে", ইহা ব্যতীত প্রথমেই অধিকতর কিছু বলিতে পারেন নাই। আবার দেখ, যখন শিষ্য জগৎ দেখিতেছে, অর্থাৎ তাহার চিত্তে বা মস্তিষ্কে জগদ্ভ্রান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন 'জগৎ' কোথা হইতে আসিল, বা "ব্রহ্ম কি বস্তু" এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মনে উদিত হওয়া সম্ভব। সেই সময় গুরু বা ব্রহ্মবিৎ ঋষি "জগৎ আছে, কি নাই", "সত্য কি মিথ্যা" এ বিষয়ের আলোচনা করা প্রথমেই সমীচীন মনে করেন নাই। তাহা হইলে শিষ্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাই বলিলেন, "জন্মাদ্য স যতঃ।" পরে বহু আলোচনার ও গবেষণার পরে যখন শিষ্যের জগদ্‌ভ্রান্তি স্বীয় মস্তিষ্ক বা চিত্ত হইতে অপগত হইতে লাগিল, তখন ঋষি বলিলেন, "সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম," সুধু ব্রহ্মই আছেন, জগৎ নাই।

দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ।

জগদস্তিত্ব মিথ্যাস্তিত্ব মাত্র। যাহা নাই, তাহা আসিবে কিরূপে বা কোথা হইতে আসিবে? মিথ্যা জগদ্‌ভ্রান্তি, মিথ্যা জগতের মিথ্যা সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। এখানেই বেদান্ত দর্শন "দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের" অবতারণা করিয়াছেন। এই মিথ্যা জগৎ কোথাও হইতে আসে নাই, ইহা সত্য ব্রহ্মে চিরাধিষ্ঠিত রহিয়াছে মাত্র। জগৎ সত্যবস্তু নহে, সে কোথা হইতে আসিবে? যাহা ইন্দ্রজালবৎ অলীক, তাহা আসিবে কিরূপে? যাদুকর যখন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যসমূহ সৃষ্টি করে, তখন যে দ্রষ্টার চক্ষে সে স্বীয় বিমোহন মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি পরাহত করে, সেই দ্রষ্টার পক্ষে "এই অপূর্ব্ব-দৃশ্য-রাজি কোথা হইতে আসিয়াছে বা সৃষ্ট হইয়াছে" এরূপ প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক, তেমনই জগদ্‌ভ্রান্তি-বিলসিত, অবিদ্যা-বিমোহিত চিত্তবৃত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে "এই জগৎ কোথা হইতে আসিয়াছে," এইরূপ প্রশ্নও স্বাভাবিক। যেমন চিরস্বচ্ছ আকাশ, মানবের চির-ভ্রান্ত-দৃষ্টি জন্য চিরদিন চিরনীলিমাময় দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ অনাদ্যা চিরমিথ্যাস্থিতিশীলা মায়া-প্রভাবে চির-সত্য ব্রহ্মে, চির-মিথ্যা জগৎ, চির-মিথ্যাধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশের নীলিমা যেমন মিথ্যাস্তিত্ব, কিন্তু মিথ্যা হইলেও চিরদিন রহিয়াছে, সেইরূপ জগৎ মিথ্যা ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বশীল হইলেও চিরদিন রহিয়াছে ও থাকিবেক। আকাশে নীলিমা নাই, তবু যেমন নীলিমা দৃষ্ট হইতেছে, এবং ঐ নীলিমা স্থধু মানবের মিথ্যা দৃষ্টিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, এক কথায়, নীলিমা আকাশে নাই, মানবের মিথ্যা ভ্রান্ত চক্ষুতে রহিয়াছে, অর্থাৎ মানবের মিথ্যা দৃষ্টি হইতে আকাশস্থ মিথ্যা নীলিমার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন, ভ্রান্তি-বিলসিত জীবের ভ্রান্তি-দৃষ্টিতেই মিথ্যা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিকের বিমোহন মন্ত্রে অভিভূত হইয়া যেমন দর্শকের দৃষ্টি-শক্তি ভ্রান্ত হইয়া উঠে ও তাহা কর্ত্তৃক মিথ্যা-কল্পিত নানাবিধ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হয় এবং ঐ দর্শক জানে না যে, তাহার দৃষ্টিশক্তি ভ্রান্ত হইয়াছে, সেইরূপ জীব জানে না যে জীবের অবিদ্যাকৃত অজ্ঞান-দৃষ্টি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জীব ইহা ধারণাও করিতে পারে না। জীবের অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞানদৃষ্টিই যে জগদস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে তাহা জীবের অবিদ্যা দুরীভূত হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে" আত্ম-প্রত্যয় দৃঢ়ীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ধারণায় আসিতে পারে না। জগতের যে স্থধু ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্ব আছে, পারমার্থিক, অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহা "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহাই মায়াবাদ-সমর্থিত "দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদ"।

যেমন চির-স্বচ্ছ আকাশ চিরভ্রান্তিময় দৃষ্টি জন্য নীলিমাময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মানবের অবিদ্যাকৃত অজ্ঞান-দৃষ্টিই জগদস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে এই "দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ"টি অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত অবিদ্যা-বিমোহিত ব্যক্তির পক্ষে সম্যক্ অবোধ্য সন্দেহ নাই। এই অবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা অজ্ঞানতা দূরীকরণ সুধু বিচারশীলতা-সাপেক্ষ। অন্ধকার দূরীকরণের যেমন আলো ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তেমন বিচারশীলতা ব্যতীত অন্ধকাররূপিণী অবিদ্যা দূরীকরণেরও অন্য উপায় নাই। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র ক্রমাগত অধ্যয়ন হইতে বিচারশক্তি উদ্ভূতা হয়। সৎসঙ্গের যথায় অভাব, তথায় নিঃসঙ্গ হইবেক ও সৎশাস্ত্র অধ্যয়নে যিনি মস্তিষ্কের শক্তিশূন্য তিনি নীরব হইবেন। এই নিঃসঙ্গতা ও নীরবতাই জ্ঞানসাধনের সহজ উপায়। এই সাধন হইতেই জগদ্ভ্রান্তি তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং জগদ্ভ্রান্তির তিরোধানে "অহংব্রহ্মাস্মিরূপে" আত্মপ্রত্যয়শীল মহাত্মার আর জগদ্দর্শন হয় না; তাই বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ কোথায়?"

'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত হইলেই জগদ্ভ্রান্তি তিরোহিত হয়।

জগদ্দর্শন ও জগদ্বন্ধন।

জগদ্দর্শন হইতেই জীবের জগদ্বন্ধন সৃষ্ট হয়। অবিদ্যায় জগদ্দর্শন হয়, জগদ্দর্শনে জগদ্বন্ধন হয়, জগদ্বন্ধনে আত্মবিস্মরণ ঘটে, অর্থাৎ "আমিই যে ব্রহ্ম" এই জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া আমি ব্রহ্মেতর, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানে ভাবিত হয়। আহা! বিচারশীলের কি শান্তিময় অবস্থা! বিচার-বহ্নিদ্বারা যখন অবিদ্যা-ইন্ধন ভস্মীভূত হয়, তখন যেমন বহ্নি ইন্ধন দগ্ধ করিয়া স্বয়ংই প্রশান্ত হয়, বিচারশীলের চিত্তনাশ-জনিত প্রশান্ততাও তদ্রূপ জানিবে।

জগদ্দর্শনে জগদ্বন্ধন হয়, জগদ্বন্ধনে আমি ব্রহ্মেতর এই জ্ঞান হয়।

মরুভূমিতে মরীচিকা যে দর্শন হয়, উহা যেমন দ্রষ্টার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিদ্যমান থাকে, তেমন এই পরিদৃশ্যমান জগন্মরীচিকা শুধু অবিদ্যাচ্ছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান-বিলসিত ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বর্ত্তমান থাকে। পথিক যখন মিথ্যা মরীচিকার মিথ্যা প্রভাবে মিথ্যা অভিভূত থাকে, তখন যেমন সে মরীচিকার মিথ্যাত্ব অনুভব বা ধারণা করিতে পারে না, তদ্রূপ জগন্মরীচিকার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মানবকুল উহার মিথ্যাত্ব ধারণা করিতে পারে না। আমি মরুভূমিতে ভ্রমণকালীন মরীচিকার প্রভাবে অভিভূত হইয়া কিরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম ও মরীচিকার মায়িক প্রভাব অবগত হইয়াও কিরূপে তাহাতে মায়াভিভূত ছিলাম, তাহার স্মৃতি এখনও আমাকে অভিজ্ঞতার দিকে, বিচারশীলতার দিকে অগ্রসর হইতে সুযোগ প্রদান করিতেছে। দূর হইতে যখন নিরীহ উষ্ট্রগুলি আরোহিপৃষ্ঠে মরীচিকারূপী মিথ্যা-সমুদ্র সন্তরণ করতঃ ডুবিয়া ডুবিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে দৃষ্ট হয়, তখন মনে ত্রাস উপস্থিত হয়। মনে হয়, আহা! নিরীহ উষ্ট্রগুলি আরোহিগণসহ অকূল সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল। তখন অভিজ্ঞ উষ্ট্রচালক উষ্ট্রদিগকে চালাইতেছে ও বলিতেছে যে, মিথ্যা জলের মিথ্যা সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাইও না, নির্ভয়ে অগ্রসর হও, ভয়ের কারণ কিছু নাই, ঐ যে সমুদ্র দেখিতেছ উহাতে জল নাই, ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা নাই। আবার আমি ইহাও অনুভব করিয়াছি যে, মরীচিকার দর্শন হইলেই মরীচিকার মায়িক প্রভাবে অভিভূত হইতে হয়; দর্শন না হইলে উহার মায়িক প্রভাব থাকে না। যে মরীচিকা দর্শন করে তাহাকেই মরীচিকা-ভ্রান্ত হইতে হয়, যে উহা দর্শন করে না তাহার পক্ষে মরীচিকা মায়িক প্রভাব শূন্য হইয়া যায়।

যেমন মরীচিকার দর্শন হইলেই মরীচিকাভ্রান্ত হইতে হয়।

এক্ষণ একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত করা যাইতে পারে। যে জন্মান্ধের জগদ্দর্শন হয় না তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিধা তবে অন্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তি হইতে অধিকতর হইবেক। তাহা হইতে পারে না, যেহেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মান্ধের জগদ্বাসনা রহিয়াছে, অর্থাৎ জগদ্দর্শনের বাসনা হৃদয়ে অতি বলবতী রহিয়াছে। চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি নাই বলিয়া জগৎ দর্শন করিতে পারিল না ও না পারায় সর্ব্বদা মনঃক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জগদ্বাসনার সহিত জগদ্দর্শন দূরীকৃত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

প্রত্যভিজ্ঞা।

আমার জগদ্জ্ঞানই জীবত্বের হেতু, জীবত্ব ঘুচিলে জগদ্জ্ঞান থাকে না, বা জগদ্জ্ঞান না থাকিলে জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। আমার যতক্ষণ জগদ্জ্ঞান আছে, জীবভ্রান্তি আছে, ততক্ষণ আমার ব্রহ্মজ্ঞান নাই বা হয় নাই, বুঝিতে হইবেক। আমার ব্রহ্মদর্শন হইলে, আমি জগদ্দর্শন কিরূপে করিয়া থাকি? রজ্জুতে যে ভ্রান্ত সর্প দেখে, সে কি তত্তৎকালে রজ্জু দেখিতে পায়? সর্পভ্রান্তি অপগমেই রজ্জুর পুনর্দর্শন হয়। ইহাকেই সম্যক্ দর্শন বা প্রত্যভিজ্ঞা বলে। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে, রজ্জু ও সর্প যেমন যুগপৎ দর্শন হয় না, সর্প মাত্র দৃষ্ট হয়, আর রজ্জু লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তিবশতঃ যতক্ষণ মিথ্যা বা ভ্রান্ত জগৎ দৃষ্ট হয়, ততক্ষণ সত্য ব্রহ্ম গুপ্ত থাকে; ব্রহ্মের দর্শনও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

আমার যে অবিদ্যা জন্য সাময়িক মিথ্যা জীবভ্রান্তি, যাহা আমাকে ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানতা জন্য পৃথক্ বলিয়া মনে করাইতেছে, তাহার নিরসন হইলেই আমি ব্রহ্মরূপে পুনঃস্থিত হইতে পারি এবং নিজেকে ব্রহ্মরূপে পুনঃসাব্যস্ত করিতে পারি। ইহাই হইল আমার প্রত্যভিজ্ঞা, ইহাই হইল আমার সম্যক্ জ্ঞান। অজ্ঞানতার পরে যে জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা, সংক্ষেপে বিস্মৃতির পরে যে পুনঃ স্মৃতি, তাহাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়।

ভ্রান্তি অপগমে যে পুনঃ জ্ঞান ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব।

এক্ষণ "জন্মাদ্য স্য যতঃ" মন্ত্রের পুনরালোচনা করা যাউক। বৈদিক ঋষি বলিলেন, "ব্রহ্ম নির্ব্বিকার"। ইহা কিরূপে হইতে পারে? ব্রহ্ম হইতে জগৎ আসিয়া থাকিলে ব্রহ্ম মিথ্যা জগতের সম্বন্ধাধীন হইয়া বিকারী হইয়া যান; বৈদান্তিক ঋষির ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদন অসিদ্ধান্ত হইয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সমস্যার সুমীমাংসা করা যাইতেছে। এখানে বীজাঙ্কুরবাদের অবতারণাদ্বারা বিষয়টি মীমাংসা করা যাইতে পারে। একটি আম্রবীজ (আমের আঁটি) যখন ইহার স্বরূপে স্থিত থাকে, তখন দেখা যায়, উহাতে মিষ্টত্ব বা অম্লত্ব কিছু বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ মিষ্টত্ব বা অম্লত্ব কোনরূপ গুণ উহাতে সমাবিষ্ট থাকে না, বা ঐ সব গুণদ্বারা ঐ বীজ বিকারী হয় না। কিন্তু যেমন উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হয় ও উহা হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তেমন ঐ ফল মিষ্টত্ব বা অম্লত্ব গুণসম্পন্ন হয় ও ঐ গুণদ্বয় দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়, যদিও ফলের মিষ্টত্ব বা অম্লত্ব প্রভৃতি গুণনিচয় তদ্বীজেই নিগূঢ় থাকে ও তাহা হইতেই উদ্ভূত হয়। সেইরূপ, ব্রহ্মবীজ হইতে যখন জগদ্বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়া জীব-ফল-রাশি উৎপন্ন হয়, তখন ঐ জীবগণই সুখদুঃখরূপ গুণনিচয়ের দ্বারা বিকারগ্রস্ত, অভিভূত ও ঘাত-প্রতিঘাতিত হয়, ব্রহ্মবীজ সুখদুঃখদ্বারা বিকারী হন না; অম্লত্ব মিষ্টত্ব গুণনিচয় দ্বারা আম্রফল বিকারী হইয়া যায়, কিন্তু ঐ ফলে যখন আম্রবীজ উৎপন্ন হয় তখন দেখা যায় যে, ঐ আম্রবীজ অম্লত্ব-মিষ্টত্ব গুণনিচয় বিষয়ে আম্রফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও ঐ গুণনিচয়দ্বারা বিকারী হয় না; পক্ষান্তরে স্বীয় সত্তায় ঐ গুণনিচয়কে গুটাইয়া, অর্থাৎ

নির্ব্বিকার ব্রহ্মবীজ বিকারী জগদ্বৃক্ষের সম্বন্ধাধীন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীন করিয়া নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিত থাকে, যদিচ ঐ সব গুণ অন্য কোথাও হইতে আসে না, উহারা বীজের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় থাকে। ইহাতেই দেখা যায়, বীজের স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতির কালে তদভ্যন্তরস্থ গুণরাশি তাহাকে বিকারী করিতে পারে না, ইহা নির্ব্বিকার ভাবেই থাকে; কিন্তু ঐ বীজ প্রকাশে বা বিকাশে, অর্থাৎ বৃক্ষরূপে প্রকাশিত, বিকসিত বা পরিণত হইলেই গুণরাশি দ্বারা ঐ বীজের পরিণামাবস্থাটি, অর্থাৎ বৃক্ষ ও ফলটি মাত্র বিকারী হইয়া যায়, সেইরূপ জগদ্বীজের, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতির অবস্থায় সুখ-দুঃখাদি গুণদ্বারা ইনি বিকারী হন না, কিন্তু ব্রহ্মবীজ যখন জগদ্বৃক্ষে বিবর্ত্তিত ও পরিণত হয় ও তাহা হইতে জীব-ফলরাশি উৎপন্ন হয়, তখন ঐ সব জীবই সুখ-দুঃখাদিগুণে অভিভূত হয়। ব্রহ্মবীজ জীব মধ্যে নিগূঢ় থাকিয়া আম্রফলের অভ্যন্তরস্থ আম্রবীজের মত সুখদুঃখাদি জৈবী ধর্ম্ম দ্বারা বিকারী হন না, জীব মধ্যে স্বীয় স্বরূপে ও স্বীয় সত্তায় অবস্থিত থাকিয়া নির্ব্বিকার মহাচৈতন্যরূপে অনন্তকাল বিদ্যমান রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল! আম্র বৃক্ষের উৎপন্নের পূর্ব্বেও যেমন আম্রবীজটি অম্লমিষ্টাদি গুণনিচয় দ্বারা অবিকারী থাকে, আবার ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলপ্রসব করিলেও যখন ঐ ফলের মধ্যে পুনঃ আম্রবীজের সঞ্চার হয়, তখনও সেই বীজ অম্ল-মিষ্টাদি গুণের দ্বারা অনভিভূত বা অবিকারী থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মবীজ জগদ্বৃক্ষের আদিতে, মধ্যেতে, পরিণামে সর্ব্বাবস্থায়ই সুখদুঃখাদি গুণবিমুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিকার মহাচৈতন্যরূপে অনন্তকাল বিদ্যমান আছেন।

ঐ বীজ বিবর্ত্তের আদিতে, মধ্যেতে, পরিণামে সুখদুঃখাদি গুণ বিমুক্ত থাকে—যেমন আম্রবীজ, আম্রের মিষ্টত্ব-অম্লত্ব দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ।

এক্ষণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে এবং এই সম্বন্ধ নির্ণয় আলোচনা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবেক। প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে, ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের বা জীবের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ আছে কি না? এই পিতা-পুত্র সম্বন্ধটি সাধারণ লোকে সহজ জ্ঞানে বুঝিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত অনবস্থা দোষ জন্য জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের পিতাপুত্র বা স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, যেহেতু পিতাপুত্র সর্ব্বদাই সমধর্ম্মী হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতাও যেমন জরা-মরণ, সুখ-দুঃখাদির অধীন, পুত্রও তেমন হইয়া থাকে।

জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের পিতা-পুত্র বা স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ নাই।

ব্রহ্ম ও জগতের সঙ্গে কিন্তু সেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। জগৎ জীবময় বস্তু; জীবগণ জগদ্বৃক্ষের ফলস্বরূপ, জীব জরামরণশীল, সুখ-দুঃখাদিদ্বারা অভিভূত; ব্রহ্ম অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। বীজকে বৃক্ষের পিতা বলা যায় না। পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে পৃথক্ বিদ্যমান থাকে; বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া যায়, বৃক্ষ হইতে তখন তাহার স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা থাকে না, বিশেষ বীজ ও বৃক্ষ সমধর্ম্মী নহে। বৃক্ষ অম্ল বা মিষ্ট ফলনিচয়ের দ্বারা গুণবিশিষ্ট হয়, বীজ ঐ গুণনিচয় হইতে সদা বিমুক্ত। আবার দেখ, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" সত্য-ব্রহ্মের সহিত মিথ্যা-জগতের পিতা-পুত্র সম্বন্ধবৎ ঘনিষ্ঠতা থাকিতে পারে না; যেহেতু পিতা-পুত্র সমধর্ম্মী, ব্রহ্ম ও জগৎ বিরুদ্ধধর্ম্মী। আবার দেখ, ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধও থাকিতে পারে না, যেহেতু সৃষ্ট বস্তু অনাদি হইতে পারে না, সাদি হইয়া যায়। পূর্ব্বেই ষট্ অনাদি বস্তুর বিষয়ে এসব কথা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎকে সাদি অর্থাৎ সৃষ্ট বলিলে ঐ সিদ্ধান্ত অনবস্থাদোষে দূষিত হইয়া উঠে, পূর্ব্বে এই বিষয়ও বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি অনাদি হইল, জগৎও যদি অনাদি হইল, তবে কে কাহাকে সৃষ্টি করিবে? এ সময় মায়াবাদের আশ্রয়ে এই ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে।

মরুভূমিতে অধিষ্ঠিত মরীচিকার মিথ্যা স্থিতির মত, সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ অধিষ্ঠিত আছে মাত্র।

এই জগৎ মায়িক রচনা, এবং অনাদিকাল মিথ্যা হইয়াও অজ্ঞান-দৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে। মরুভূমিতে মরীচিকার মিথ্যা স্থিতির মত, সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ স্থিত মাত্র আছে। মরীচিকার যেমন মরুভূমি অধিষ্ঠান ও মরুভূমিতে মরীচিকা অধিষ্ঠিত আছে, মরীচিকার সঙ্গে যেমন মরুভুমির অধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠান সম্বন্ধ রহিয়াছে, তেমন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠান সম্বন্ধ মাত্র আছে। জগৎ মিথ্যা বস্তু, উহার আবার সৃষ্টি করিবে কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভ্রান্তদৃষ্টিতে জগদ্দৃষ্ট হয়, সত্য বা জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ নাস্তি। ভ্রান্তদৃষ্টিই মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ ধারণা কর—পৃঃ ১১০।)

মরুভূমি ও মরীচিকার সম্বন্ধটি কি? মরুভূমি মরীচিকা সৃষ্টি করে না; পথিকের ভ্রান্তি-দৃষ্টিই মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মরুভূমি বালুকাময় স্থান, উহাতে রৌদ্রপাত হয়, জলের লেশ তথায় নাই, তবু যে মিথ্যা বারি দৃষ্ট হয়, উহা স্বধু পথিকের ভ্রান্তি-দৃষ্টি-উদ্ভূত সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি কথা এই যে, মরুভূমি ব্যতীত অন্যত্র বনে বা পর্ব্বতে জলভ্রান্তি হয় না কেন? পথিকের ভ্রান্তদৃষ্টি শুধু মরুভূমিতে মরীচিকা-নাম্নী জলভ্রান্তি উৎপন্ন করে কেন? অতএব বুঝিতে হইবে মরুভূমিতে জলভ্রান্তি জন্মিবার পক্ষে কোন বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ঐ লক্ষণটিকে বেদান্ত-দর্শন "অধ্যাস-লক্ষণ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন। এই অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধই মরুভূমি ও মরীচিকার মধ্যে বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ করা যাউক। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি জন্মে, কিন্তু একখানা প্রস্তরখণ্ডে কেন জন্মে না। যেহেতু রজ্জুর সঙ্গে সর্পের অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ ঘটিবার মত আকারগত সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এরূপ, শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি, স্বচ্ছ আকাশে নীলিমা ভ্রান্তি, এই সবই অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ জন্য, আর কিছু নয়।

যেমন মরুভূমিতেই মরীচিকা ভ্রান্তি হয়, তেমন ব্রহ্মেই জগদ্-ভ্রান্তি হয়।

অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ।

অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগের মর্ম্মার্থ বিবৃত করা যাইতেছে। অধ্যাস-লক্ষণ অর্থ মিথ্যা প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনাবিশিষ্ট ধর্ম্ম। অধ্যাস অর্থই হইল মিথ্যা প্রতীতি। এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা যাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাকেই অধ্যাস লক্ষণযুক্ত বা অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট বলা যায়। মরীচিকানাম্নী মিথ্যা বারি প্রতীতি বা জলভ্রান্তি মরুভূমিতে সম্ভবে, অন্যত্র বনে বা পর্ব্বতে সম্ভবে না। অতএব বুঝিতে হইবে, মিথ্যা প্রতীতি নাম্নী জলভ্রান্তি মরুভূমিতে বর্ত্তমান থাকা নিবন্ধন মরুভূমিকে অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট বলা যায়। সেইরূপ দৃষ্টান্ত রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি, শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি ইত্যাদি রহিয়াছে। রজ্জুর সহিত সর্পের আকারগত কিছু সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্যযুক্ত সম্বন্ধই রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হওয়ার কারণ। সেইরূপ ব্রহ্মেতে জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে, কারণ অনন্তত্বে, বিরাটত্বে, ব্যাপকত্বে ব্রহ্মের সহিত জগতের সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নয়, যেমন মরুভূমিতে যে জলভ্রান্তিরূপ মরীচিকা দৃষ্ট হয়, উহার স্রষ্টা

এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনারূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরুভূমি নয়; সত্য মরুভূমিতে মিথ্যা মরীচিকা ভ্রান্তি-দৃষ্টিতে মিথ্যা প্রতীত হয় মাত্র। তবে মরুভূমিতেই যখন মরীচিকা দৃষ্ট হয়, অন্যত্র হয় না, তখন মরুভূমির সঙ্গে মরীচিকার কিছু সম্বন্ধ আছে এবং উহাই অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ।

আবার দেখ, মরীচিকা মরুভূমিতে, সর্প রজ্জুতে, শুক্তি রজতে যে অধ্যস্ত বা মিথ্যা প্রতীত হয়, তাহাতে মরুভূমি বিকারগ্রস্ত হয় না, রজ্জু বা শুক্তিও হয় না; মরুভূমি, রজ্জু ও শুক্তি নির্ব্বিকার ভাবেই অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ হেতু যে পদার্থটি অধ্যস্ত বা মিথ্যা প্রতীত হয়, তাহাই বিকারী হইয়া সুখ-দুঃখ, বৈচিত্র্য, শোভা, ভয়, ত্রাস উৎপন্ন করে। কিন্তু যাহাতে অধ্যস্ত হয় সেই অধিষ্ঠান পদার্থটি নির্ব্বিকার চিরস্থির থাকে ও অবিকার্য্য ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সুখ, দুঃখ, বৈচিত্র্য, শোভা, ভয়, ত্রাসাদি গুণ-নিচয়ের দ্বারা সদা অক্ষুণ্ণ বা অনভিভূত থাকে। মরুভূমিতে মরীচিকা যে বৈচিত্র্য-শোভা সৃষ্টি করে, বা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে ঐ মিথ্যা অধ্যস্ত, মিথ্যাপ্রতীত সর্প যেমন ভয়-ত্রাসাদি জন্মায়, কিন্তু মরুভূমি বা রজ্জু যেমন নির্ব্বিকার ভাবে অধিষ্ঠান রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ বৈচিত্র্য, ভয়, ত্রাস হইতে নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় থাকে, তেমন এই যে পরিদৃশ্যমান, আপাততঃ অস্তিত্বশীল, কিন্তু বস্তুতঃ অস্তিত্ববিহীন জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাও ব্রহ্মেতে অধ্যস্তমাত্র রহিয়াছে এবং ব্রহ্মের যে অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ তাহার সহিত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ নাই, এই অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ সম্বন্ধ রহিয়াছে মাত্র।

এবং অধ্যস্ত জগৎ বিকারী হয় অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে অধ্যস্ত পদার্থই বৈচিত্র্য, শোভা, ভয়, ত্রাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ ও দুঃখে অভিভব সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু যে অধিষ্ঠানে উহা অধ্যসিত বা মিথ্যা প্রতীত হয় ঐ অধিষ্ঠান-সত্তা কখনও বৈচিত্র্য, শোভা, ভয়-ত্রাস, সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন করে না। সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ অধ্যসিত হইয়াছে, অধিষ্ঠানরূপী ব্রহ্মসত্তা উল্লিখিত বৈচিত্র্য, শোভা, ভয়-ত্রাস, সুখ-দুঃখ কিছুই উৎপন্ন করে না। ঐ গুণনিচয় হইতে তিনি নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সদা মহাচৈতন্যরূপে স্ব-স্বরূপে চিরস্থিত আছেন। এজন্য বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় রাখিয়াছেন এবং জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ নাই, অধ্যাস-লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ রহিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রতিবিম্ববাদ।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ববাদ বিচার করিলে এই সত্য ব্রহ্মের সহিত মিথ্যা জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে। আমার দেহের প্রতিবিম্ব যখন দর্পণে পতিত হইয়া আমাকে দ্বৈতে বা নানাত্বে দেখায়, তখন আমি দ্বৈত বা নানাত্বে পরিণত হই না; বিচারহীনের দৃষ্টিতে মাত্র আমি দ্বৈত বা নানাত্বরূপে সত্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকি। এতাদৃশ বিচারহীনের মিথ্যাদৃষ্টি জন্য আমি দ্বৈত বা বহু হই না, একই থাকি। সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে নানাত্বপূর্ণ মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের দ্বৈত বা নানাত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই, ব্রহ্ম স্ব-রূপে অবস্থিত আছেন। সহস্র দর্পণে প্রতিবিম্বিত আমার এই দেহ যেমন ঠিক সহস্র মিথ্যা দেহের মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যেমন ইহার একত্বের বিপর্য্যয় ঘটে না, অর্থাৎ মিথ্যা নানাত্ব কখনও সত্য একেকে বিকৃত

ব্রহ্ম মায়ারূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া দ্বৈত বা নানাত্বরূপে প্রতিভাত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণ একটি ভয়ঙ্কর প্রশ্নের সমাধান করা যাইতেছে। জীবের মৃত্যুতে ব্রহ্মের মৃত্যু-সম্ভাবনা বা মৃত্যুযাতনা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা আছে কি না। ব্রহ্ম অজ, নিত্য ও শাশ্বত, তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবনা নাই। জীবের মৃত্যু দেখিতেছি, এক্ষণ জীবের মৃত্যুর সঙ্গে ব্রহ্মের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এখানে পাঠক বিচারশীল হও, এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের সমাধান হইবে। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ যদি রাখিতে চাও এক্ষণই ব্রহ্মকে একজন মহাস্বার্থপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক; যেহেতু স্রষ্টা ব্রহ্ম স্বয়ং সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় নিজেকে রাখিয়া তদীয় সৃষ্ট জীবগণকে সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত মধ্যে রাখিয়াছেন। জীবকে যদি ব্রহ্মের অংশ বলা যায় তবেও সিদ্ধান্ত ঠিক হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম অখণ্ড বস্তু, অখণ্ডের অংশ কল্পনা মিথ্যাবাদ মাত্র। জীব ব্রহ্মাংশ হইলে অংশের ধ্বংসে বা মৃত্যুতে সমষ্টি ব্রহ্মের একদিন ধ্বংস বা মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জীব ব্রহ্মের অংশ নয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা," জগৎ জীবময় বস্তু, জগতের প্রতি পরমাণু জীবন্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

জীব ব্রহ্মের অংশ নয়, জীব ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র। "চিদাভাসিত চিত্তম্ ইতি জীবঃ"—বেদান্ত দর্শন। চিদাভাসিত চিত্তই জীব। "মায়োপহিত চৈতন্যম্ ইতি জীবঃ"—অন্তঃকরণে চৈতন্যের আভাস পতিত হইয়া ঐ আভাস ও অন্তঃকরণ দুই মিলিয়া জীব নামে অভিহিত হয়। এক্ষণ, এই আভাসবাদের অবতারণার সঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক এই ভয়ঙ্কর সমস্যাটির সমাধান করা যাইতেছে। একটি ঘরের মেজেতে, ঠিক মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি আসনোপবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ ঘরের প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্পণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ও ঐ অসংখ্য দর্পণে ঐ একই ব্যক্তির অসংখ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। যদি ঐ অসংখ্য দর্পণ একে একে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত বা ধ্বংস করা যায়, তবে যেমন ঐ মধ্যস্থলে আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত বা ধ্বংস করা হয় না, ঐ ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বেও আসনোপবিষ্ট ছিল, এখনও সেইরূপ থাকিবে, তেমন চৈতন্যের আভাসে আভাসিত বা প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত যে স্থূল দেহ বা সূক্ষ্ম মনোরূপ লিঙ্গ দেহ, উহাদের স্থানান্তর, অবস্থান্তর বা দেহান্তর অর্থাৎ মৃত্যুতে সেই এক, অদ্বিতীয় চৈতন্যের কোনরূপে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় না, ধ্বংস বা মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই। সেই এক, অদ্বিতীয় চৈতন্য সদা স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। মানবের প্রতিবিম্ব বা ছায়ার বিনাশে যেমন মানবের বিনাশ হয় না, মানব স্বচ্ছন্দে বিদ্যমান থাকে, ব্রহ্মের ছায়া-স্বরূপ জীব-জগৎ ধ্বংসেও ব্রহ্মের স্বস্বরূপ বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই। একটি জবাপুষ্প একখণ্ড স্ফটিকের সন্নিধানে স্থাপন করিলে স্ফটিকখণ্ড জবাপুষ্পের ছায়াপাতে রক্তবর্ণ ধারণ করে ও শোভান্বিত হয়, কিন্তু স্ফটিকখণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলে তন্মধ্যস্থ জবাপুষ্পের ছায়া বা আভা নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তজ্জন্য যেমন জবাপুষ্প নষ্ট হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের ছায়ারূপ জীব-জগতের ধ্বংসে ব্রহ্মের ধ্বংস হয় না।

স্ফটিকখণ্ডের ধ্বংসে তৎ-প্রতিবিম্বিত জবা পুষ্পের ধ্বংস হয় না; ব্রহ্মের ছায়া জীবজগতের ধ্বংসে ব্রহ্মের ধ্বংস হয় না।

ব্রহ্মোপাসনা।

এক্ষণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে, এতাদৃশ দায়িত্ব-জ্ঞানবিহীন ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া লাভ কি? তোমাকে ব্রহ্ম উপাসনা করিতে কে বলিয়াছে? ব্রহ্ম কি বলিয়াছেন? কখনও না। ব্রহ্ম উপাসনার অর্থ যদি ব্রহ্মের খোসামোদ করা হয়, তবে ঐ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ নাই, উহা কখনও করিও না, উহা বৃথা কর্ম্ম মাত্র, পণ্ডশ্রম হইবেক। ব্রহ্মোপাসনা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয় তবেই ঐ উপাসনা সার্থক জানিবে। সত্যের উপলব্ধিই সত্যোপাসনা। সত্যম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম গুণাতীত সত্তা, আর তথা-কথিত উপাসনা বা খোসামোদ গৌণিক অর্থাৎ গুণ সম্বন্ধীয় ব্যাপার। যদি গৌণিক ব্যাপারের গণ্ডীর মধ্যেই রহিলে, তবে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া বা গুণাতীত সত্তায় লীন হওয়া রূপ যে মোক্ষ তাহা সুদূরপরাহত হইবেক। প্রার্থনা, স্তব, স্তোত্রাদি দ্বারা ব্রহ্মের যে উপাসনা, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি তত্তৎ কালে ঘটিলেও উহাতে দ্বৈতবুদ্ধি দৃঢ়তর হয়। দ্বৈতবুদ্ধি ও দ্বৈতজ্ঞান ব্রহ্মসত্তা হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া রাখে ও "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্ম-প্রত্যয় জন্মাইতে দেয় না।

স্তোত্রাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনায় দ্বৈত বুদ্ধি দৃঢ়তর হয়, "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্ম-প্রত্যয় জন্মাইতে দেয় না।

আবার দেখ, ব্রহ্মের যে স্বগুণের উপাসনা, উহাও তুমি নিজে কল্পনা-বলেই সৃষ্টি করিয়াছ। যেহেতু তুমি গুণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া গুণের সেবা করিতেই ভালবাস। গুণপ্রিয় তুমি গুণের গণ্ডী অতিক্রম করতঃ গুণাতীত সত্তায় লীন হইতে ইচ্ছা কর না, গুণের গণ্ডী ভেদ করিতে সাহস কর না, গুণের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই গুণের দ্বারা চালিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে বাঞ্ছা করিয়া থাক। তোমার মনের বল নাই বলিয়াই তুমি স্বগুণের উপাসনা মানিয়া লইয়াছ। তাই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই আত্মা বলহীনের লভ্য নয়। আবার দেখ ঐ ঋষিগণই বলিয়াছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম একই, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। একটি ব্রহ্ম নির্গুণ, একটি স্বগুণ এই যে তোমার

গুণপ্রিয় মানব গুণাতীত সত্তায় লীন হইতে চাহে না। কল্পনাপ্রসূত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈত ধারণা ইহা সম্যক ভ্রমাত্মক। এই যে দ্বিতীয় স্বগুণ ব্রহ্ম ও তাহার উপাসনা-প্রণালী ইহা তোমারই দ্বৈতবুদ্ধি-সম্ভূত, কল্পনা-প্রসূত, যেন তোমার সুবিধা সুযোগের জন্যই এইরূপ মানিয়া লইতেছ।

সত্যোপলব্ধিই সত্যোপাসনা ; ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মোপাসনা।

এক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মোপাসনার কথা বলা হইতেছে। প্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবেক যে, ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞাতা কে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—যিনি বিজ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞাতা তাহাকে আবার কে জানিবে?" তবে উপায় কি? 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাধ্বনিতে বৈদিক মহর্ষিগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "এক ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় সত্তা নাই," কে কাহাকে জ্ঞাত হইবেক? আবার পূর্ব্বপক্ষ উঠিবেক, ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়ার মত যদি ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় কেহ থাকে তবে ব্রহ্ম অসৎ হইয়া যাইবেক এবং ঐ জ্ঞাতাই সৎ হইয়া রহিবেক, যেহেতু জ্ঞাতা সৎ ও জ্ঞেয় অসৎ ; দ্রষ্টা সৎ, দৃশ্য অসৎ। জীব যদি ব্রহ্মের জ্ঞাতা হয়, তবে জীব সৎ হইয়া যায়, আর ব্রহ্মই অসৎ হইবেক। ব্যাবহারিক জগতে যেমন আমি তোমাকে দেখিতেছি, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী সেরূপ নহে। ব্যাবহারিক জগতের যে দেখা ও জানা, তাহা দ্বৈত-বুদ্ধিমূলক, আর ব্রহ্মকে যে জানা বা দেখা, তাহা অদ্বৈত-বুদ্ধিমূলক জানিবে। ইহার কারণ এই যে, ব্যাবহারিক জগতে নানাত্ব রহিয়াছে, আর ব্রহ্মে রহিয়াছে একত্ব। নানাত্বে আমি, তুমি, তিনি এই তিনেরই সমাবেশ রহিয়াছে, কিন্তু একত্বে সুধু 'আমি' আছে। আমি ব্যতীত তথায় তুমি, তিনি নাই। কাজেই, ব্যাবহারিক জগতে, অর্থাৎ মিথ্যা জগতে আমি, তুমি, তিনির সমাবেশ হেতু নানাত্বের মধ্যে দ্বৈত-বুদ্ধি ও দ্বৈত-বুদ্ধি-প্রসূত দ্বৈতোপাসনা থাকিবেক। কিন্তু একত্বই যাহার প্রধান স্বরূপ, অদ্বিতীয়ই যাহার প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংজ্ঞা, সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইলে ব্যাবহারিক জগতের দ্বৈতজ্ঞান সম্যক্ পরিহার করিতে হইবেক ও অদ্বৈত বুদ্ধি বা একত্ব বুদ্ধির আশ্রয় করিতে হইবেক; এক কথায় এতাদৃশ বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত তোমার একীভূত হইতে হইবেক। তাহার একত্বে তোমার দ্বিতীয়ত্ব লীন করিতে হইবেক; তোমার ব্রহ্ম হইতে যে পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান তাহা এতাদৃশ বিচার-বহ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবেক।

দ্বৈত-বুদ্ধি-প্রসূত দ্বৈতোপাসনা পরিহার করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও।

তাঁহাকে তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জ্ঞাত হওয়ার যে তোমার প্রয়াস তাহা সম্যক্ নিষ্ফল জানিবে। তুমি তাঁহার সঙ্গে একীভূত হও, স্বীয় মিথ্যা-জীবস্বরূপ ব্রহ্মেতর পৃথগস্তিত্বজ্ঞান বিসর্জ্জন কর এবং তুমিই যে ব্রহ্ম এইরূপ ধারণা বিশিষ্ট হও এবং বৈদিক মহর্ষিগণের স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিতে থাক, "অহং ব্রহ্মাস্মি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবতত্ত্ব ও মানবাস্তিত্ব।

ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ।

এইক্ষণ জীবতত্ত্ব ও মানবাস্তিত্ব এই দুইটি পরস্পর সামঞ্জস্যযুক্ত প্রস্তাবের অবতারণা ও এই দুইটি তত্ত্বের মীমাংসা করা যাইতেছে। জীবঅভিহিত বস্তুটি কি এবং মানব বলিতে ঠিক কাহাকে বুঝায় ও এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে ও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, বিশ্বস্রষ্টা ব্যক্তিত্বযুক্ত নন, পরন্তু ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা বা নির্ম্মাতা, স্বীয় কল্পনা-বলে জগৎ সৃষ্টি করতঃ জাগতিক মহাচৈতন্যরূপে বিশ্বের প্রতিপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বময় ও বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। "একোহম্ বহুস্যাম্"—"আমি এক আছি, বহু হইব," এই কল্পনা-বলে বিশ্ব-বীজ বিরাট্ বিশ্বে বিবর্ত্তিত হইয়া অসংখ্য কোটি পরিদৃশ্যমান নাম-রূপাত্মক জীব-জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই "একোহম্ বহুস্যাম্" পদটি হিন্দুর বৈদিক মহর্ষিগণেরই উক্তি জানিবে। উক্ত মহামনস্বী মহর্ষিগণ জাগতিক মহাচৈতন্যের কল্পনা-বলে জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধান্ত ও স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণ দেখ, "কল্পনা যার মূল, আসলে তার ভুল," কল্পনা-সৃষ্ট বা প্রসূত বস্তু কখনও সৎ হইতে পারে না; স্বপ্নবৎ অলীকই হইবেক, স্বপ্নে পরিকল্পিত বস্তু বা দৃশ্যরাজি কবে সৎ হইয়াছিল? আবার দেখ, যখন মহাচৈতন্যের কল্পনা বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা হইতে জীব-জগৎ সৃষ্ট হইল, তখন সেই জীব-জগৎ ভ্রান্তিময় হইয়া উঠিল; যেহেতু কল্পনা হইতে ভ্রান্তির উৎপত্তি

জাগতিক মহাচৈতন্যের কল্পনা-বলে জীব ও জগৎ সৃষ্ট বলিয়া উহা ভ্রান্তিময়; এই কল্পনা-শক্তিই 'মায়া' নামে অভিহিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক। দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—স্বপ্নযোগে মানব-মনের স্বীয় কল্পনাবশে যে-সব মূর্ত্তি ও দৃশ্য দৃষ্ট হয় ও ব্যাপারাদি সংঘটিত হয়, তাহার অলীকতা প্রতিপাদনের ও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি, দৃশ্য ও ব্যাপারাদি সব ভ্রান্তিময় ও বিশৃঙ্খলরূপে দৃষ্ট ও প্রতিপন্ন হয়। এই জাগতিক মহাচৈতন্যের যে কল্পনাশক্তি, যদ্দ্বারা বিশ্ব বিনির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাই মায়া নামে অভিহিতা হইয়া ভ্রান্তিময় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী শক্তিরূপে বিরাজমানা রহিয়াছে। চৈতন্যের কল্পনাশক্তিই মায়া। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনের সমাহার ঐ চৈতন্যে বিদ্যমান আছে। এই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সহযোগে জাগতিক মহাচৈতন্য অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা সগুণত্বে বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সগুণ চৈতন্য বা ব্রহ্মরূপে হিন্দুদর্শনকারগণ-কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ তিন শক্তির বিকাশাবস্থাই বক্ষ্যমাণ বিশ্ব ও উহাদের স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যে লীনাবস্থাই নির্গুণ চৈতন্যের বা ব্রহ্মের স্বাধিষ্ঠান বা স্ব-স্বরূপে অবস্থান। অতি সংক্ষিপ্তভাবে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের পার্থক্যটি এই স্থানে বুঝান হইল মাত্র, পশ্চাৎ বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যাত হইবেক।

> ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি জাগতিক মহাচৈতন্যকে সগুণত্বে বিবর্ত্তিত করিয়াছে। উহাদের বিকাশাবস্থাই সৃষ্টি, লীনাবস্থাই ব্রহ্মের স্বাধিষ্ঠান।

এইক্ষণ একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একটি আম্রবীজ (আমের আঁটি) দেখ। আম্র-বীজটি পরিণামে প্রসূত বৃহৎ আম্রবৃক্ষের কারণটি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যদিও এখনও আম্রবৃক্ষের অঙ্কুর তাহা হইতে উদ্গত দেখা যায় না। এই অনুদ্গত-অঙ্কুর আম্রবীজের যে আম্রবৃক্ষরূপে বিকাশের বা বিবর্ত্তনের অভাব অবস্থা, ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থিতির স্ব-স্বরূপাবস্থা বা নির্গুণাবস্থা,

> উদাহরণ—বীজের অনুদ্গত অঙ্কুরাবস্থা—নির্গুণাবস্থা, বৃক্ষরূপে বিকাশাবস্থা—সগুণাবস্থা বা মায়িক অবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আম্র-বীজের আম্রবৃক্ষরূপে যে বিকাশাবস্থা বা বিবর্ত্তাবস্থা, উহাই সগুণ ব্রহ্মের মায়িক অবস্থা, অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণাবস্থা। এই সগুণাবস্থা মায়িক, যেহেতু বিকাশ বা বিবর্ত্তন কল্পনা ব্যতীত সংসাধিত হয় না, অর্থাৎ কোনরূপ সঙ্কল্প কোন বিষয়ে না থাকিলে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কার্য্য সঙ্কল্পাধীন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে ব্রহ্মের অর্থাৎ জাগতিক মহাচৈতন্যের বিশ্বরূপে বিকাশ বা বিবর্ত্তনের মূলে সঙ্কল্প বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অবিসম্বাদী রূপে স্বীকার্য্য। এই কল্পনাশক্তিই মায়ানামে অভিহিতা হয়। এক কথায় এই মায়ানাম্নী কল্পনাশক্তির আশ্রয় যখন ব্রহ্ম তাঁহার জগদ্রূপে বিবর্ত্তন জন্য স্বীকার করেন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্মরূপে দার্শনিক শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হন; আর যখন সেই কল্পনাশক্তি স্বীয় স্বরূপে বা সত্তায় লীন রাখেন, তখন তাঁহাকে নির্গুণব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্য বলা হয়। একই ব্রহ্ম বা মহাচৈতন্য বা পরমাত্মার যে জীবজগদ্রূপে নানাত্ব কল্পনা স্বীকার ও বিবর্ত্তন বা বিকাশ ব্যবস্থা ইহাই তাঁহার সগুণাবস্থা এবং ঐ কল্পনা শক্তির সংহৃতাবস্থাই নির্গুণাবস্থা জানিবে। সংহৃতাবস্থা অর্থ গুটানাবস্থা। একই মন যেমন নিদ্রাবস্থায় কল্পনাবলে স্বপ্নবিলাস সৃষ্টি করে ও সুষুপ্তাবস্থায় ঐ কল্পনাজাল সংহৃত করিয়া স্বাপ্নিক জগৎ সৃষ্টিতে বিরত হয় এবং স্বাপ্নিক মন ও সুষুপ্ত মন এই দুইরূপে অভিধান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের বা মহাচৈতন্যের কল্পনা-বলে জগৎ সৃষ্টি বা বিবর্ত্তনাবস্থাই সগুণাবস্থা ও তাহার সংহৃতাবস্থায় স্বসত্তায় অবস্থিতিই নির্গুণাবস্থা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

ব্রহ্মের কল্পনাশ্রয়ে বিশ্ব-বিবর্ত্তনাবস্থাই সগুণাবস্থা, আর কল্পনার সংহৃতাবস্থায় স্বসত্তায় অধিষ্ঠানই নির্গুণাবস্থা।

আবার দেখ "একোহম্ বহুস্যাম্" এই কল্পনাযোগে, অর্থাৎ "আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক আছি, বহু হইব" এইরূপ সঙ্কল্প-শক্তিবলে ব্রহ্মের বা মহাচৈতন্যের জীবরূপে নানাত্ব স্বীকার ও সৃষ্টি স্বপ্নবিলাস রচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেহেতু কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি স্বাপ্নিক না হইয়া কখনও সত্য হইতে পারে না, সেই কারণে জীবত্বও স্বাপ্নিক অস্তিত্বশীল ও সত্য অস্তিত্ববিহীন; ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ও অবিসম্বাদিরূপে স্বীকার্য্য। তাই মানবের যে জীবাস্তিত্ব বা জীবরূপে ধরাধামে অস্তিত্ব, উহা মায়িক বা স্বাপ্নিক অস্তিত্ব বই আর কিছু নয়, কারণ ব্রহ্মের কল্পনা-প্রভাব-প্রসূত অসংখ্য অস্তিত্বশীল জীবরাশি সত্য কিরূপে হইতে পারে? কল্পনা কিরূপে সত্য প্রসব করিতে পারে?

কল্পনাশ্রয়ে সৃষ্টি স্বপ্ন-বিলাস-রচনা মাত্র।

অতএব জীব মাত্রে স্বাপ্নিক অস্তিত্বশীল —মায়িক।

স্বপ্নযোগে মানবের স্বীয় স্বীয় কল্পনাবশে যেমন বহুবিধ মূর্ত্তি ও দৃশ্য দৃষ্ট হয় ও উহারা স্বপ্ন-ভঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তেমন এই মায়িক দৃশ্য ও মূর্ত্তিরূপ জীবরাশিও ব্রহ্মের কল্পনারাজ্যে সদস্তিত্বশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জ্ঞান হইলে উহাদের মিথ্যাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তিরাজির মত ইহারা অস্তিত্ববিহীন ও অদৃশ্য হইয়া যায়।

স্বপ্ন ভঙ্গে যেমন স্বপ্ন-বিলাস-রচনা অন্তর্হিত হয়, তেমন মায়া-নিদ্রা ভঙ্গে সৃষ্টি-বিলাসরচনা অস্তিত্ববিহীন হয়।

এখানে বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন এরূপ উদিত হইবেক যে, ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থাকে তাঁহার সুষুপ্ত্যাবস্থা বলা যায় কিনা, বা নির্গুণ ব্রহ্মকে সুষুপ্ত ব্রহ্ম বলিলে দোষ কি? ব্রহ্মকে সুষুপ্ত বলা উচিত নয়, তাহাতে তাঁহাকে অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। কারণ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মনের ধর্ম্ম। সৎ ব্রহ্ম কখনও এতাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অধীন বলিয়া পরিকল্পিত হইতে পারে না। অবস্থার অধীনত্ব সুধু অসৎ মনেরই

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অসৎ মনের ধর্ম্ম, সৎ ব্রহ্ম এতাদৃশ অবস্থার অধীন নন। ব্রহ্মে গুণভেদের কল্পনা অপসিদ্ধান্ত মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম, যেহেতু দেশ, কাল, অবস্থার অধীনতা অসতের ধর্ম্ম ও উহা হইতে স্বাধীনতাই সতের লক্ষণ। কাজেই, নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থাভেদ বা গুণভেদের কল্পনা অপসিদ্ধান্ত জানিবে।

ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা তাঁহার স্বরূপে অবস্থান মাত্র, সুষুপ্ত্যাবস্থা নহে। ঐ নির্গুণ অবস্থায় তাঁহার স্বরূপাবস্থার জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ অহং জ্ঞান বা "আমি আছি" এরূপ জ্ঞান থাকে। সদা জাগরণশীল, স্বয়ংপ্রকাশ, স্ব-স্বরূপে সংস্থিত, দেশ, কাল ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় হইতে স্বাধীন ব্রহ্মে মনের ধর্ম্ম সুষুপ্তি পরিকল্পনা মিথ্যা-রোপ ব্যতীত কিছু নয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মের অহংজ্ঞান কোনরূপ গুণাত্মক বা অভিমানাত্মক নহে; সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের দ্বারা প্ররোচিত বা বৃথা অভিমানের দ্বারা আপ্লুত নহে। এই অহং জ্ঞান শুধু আত্মবোধজ্ঞাপক, যেমন বৈদিক মহর্ষিগণের "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপ মহাবাক্যের উক্তি। এই উক্তির মধ্যে "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ বোধে আত্মবোধের সূচনা ও পন্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এখানে গুণাত্মক ও বন্ধন উৎপাদক বৃথা অভিমানের লেশমাত্র নাই। মহর্ষিগণের "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপে আত্মবোধের স্থিতি ও নির্গুণ ব্রহ্মের অহংজ্ঞানযুক্ত স্ব-স্বরূপে অবস্থান দুইই সমতুল্য, দুইই তত্তৎকালে ঔপাধিক জ্ঞান-বর্জ্জিতাবস্থায় সংস্থিত হয়। এক কথায়, দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধ্যাদির সহিত তাদাত্ম্যজ্ঞানই অভিমান বা ঔপাধিক জ্ঞান। এই ঔপাধিক জ্ঞান-যুক্তাই সগুণত্ব প্রতিপাদক এবং "অহং ব্রহ্ম" বা আমি আত্মস্বরূপ এতাদৃশ আত্মজ্ঞানে ঔপাধিক জ্ঞানের লেশ মাত্র না থাকায় উহাই নির্গুণত্ব প্রতিপাদক। বৈদিক মহাজ্ঞানী মহর্ষিগণ "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপে

নির্গুণ ব্রহ্ম সদা অহং জ্ঞানে স্থিত, কিন্তু উহা ঔপাধিক বা অভিমানাত্মক নহে, শুধু আত্মবোধ জ্ঞাপক ;

কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ঔপাধিক জ্ঞানযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ আত্মার নির্দ্দেশক ও উপাসক ছিলেন, ঔপাধিক সগুণের ছিলেন না।

ঔপাধিক জ্ঞানবর্জ্জিত ও অহংজ্ঞানযুক্ত যে আত্মজ্ঞান, তাহা নির্গুণত্বের প্রতিষেধক নহে, উহা নির্গুণসত্তার সমাবেশ। 'অহংজ্ঞান'-রহিতাবস্থা নির্গুণে আরোপ করিলে তাঁহাকে জড়ত্বের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। এই 'অহংজ্ঞান' অর্থাৎ 'আমি আছি' এই জ্ঞানই নির্গুণ আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশক, অন্যথা, তাহাকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় ও সেই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

চিৎ স্বভাবাত্মক ও অভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত। অভাবাত্মক জ্ঞানযুক্তাবস্থাই নির্গুণাবস্থা, স্বভাবাত্মক জ্ঞানযুক্তাবস্থাই সগুণাবস্থা।

জড় ও চিৎ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বা বিলক্ষণত্বই এই যে জড় নিজেকে নিজে জানে না, যেমন মহাক্রিয়াশীল রেলওয়ে এঞ্জিনটা জানে না যে সে এতগুলি লোকপূর্ণ এতগুলি শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছে। চিৎ নিজেকে নিজে জানে, অর্থাৎ "আমি আছি, আমি করিতেছি বা আমি কিছু করিতেছি না" ইত্যাদি স্বভাবাত্মক ও অভাবাত্মক দুই প্রকারের জ্ঞানই চিতে আছে। সগুণব্রহ্মের জীবজগৎ সংস্থিতিরূপ স্বভাবাত্মক জ্ঞান যেমন আছে, নির্গুণ ব্রহ্মের "এইক্ষণ কিছুই করিতেছি না" এরূপ অভাবাত্মক জ্ঞানও তেমনই আছে। আত্মসত্তার এইরূপে অহংজ্ঞান-বর্জ্জিত নির্গুণস্থিতির পরিকল্পনা অসিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই।

মরুভূমির বিদ্যমানতাতেই মরীচিকা জলভ্রান্তির খেলা খেলিতেছে। সেইরূপ নির্গুণ আত্মার অধিষ্ঠান সত্তা নিবন্ধনই সগুণা মায়া জগদ্ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। মায়া-জড়িত আত্মসত্তা সগুণ ব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত হয় ও বিশ্বসৃষ্টির কারণ হয়। জগদ্রূপে অসৎ বস্তুর উৎপত্তি বা সৃষ্টি এই সগুণব্রহ্ম কল্পনাবশে করিয়া থাকেন। এই কল্পনাশ্রিত বা কল্পনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়িত অবস্থাকেই মায়া-জড়িত অবস্থা কহে। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমবেত শক্তিই সগুণ আত্মা বা সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে এই তিন শক্তির সমবায় গ্রহণই তাহার সগুণত্বের পরিচায়ক ও মায়ানাম্নী ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণের কারণ। নির্ব্বিকার মরুভূমির অধিষ্ঠান নিবন্ধনই যেমন মরীচিকা জলভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থ, তেমন নির্গুণ আত্মার নির্ব্বিকার অধিষ্ঠান সত্তা নিবন্ধনই মায়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থা হয়। মরুভূমি ব্যতীত অন্যত্র যেমন মরীচিকার জলভ্রান্তি ক্ষমতা প্রদর্শনের স্থান নাই ও নিজের বৃথা অস্তিত্ব রক্ষার উপায় নাই, তেমন মায়ানাম্নী জগদ্ভ্রান্তির স্থান ও বৃথা অস্তিত্বের স্থিতি সেই নির্গুণ অধিষ্ঠান সত্তা ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। মরুভূমিতে মরীচিকানাম্নী যেমন বৃথা জলভ্রান্তি হইতেছে, অর্থাৎ বারিলেশশূন্য মহা উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর বৃথা বারিপ্লাবন দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অধিষ্ঠানরূপে নির্গুণ সত্তার উপর মায়া দ্বারা বৃথা জীবজগৎ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে জীব ও জগৎ উভয়ই মিথ্যা মরীচিকাবৎ ভ্রান্তাস্তিত্ব মাত্র।

নির্গুণ আত্মার অধিষ্ঠান নিবন্ধনই তাহাতে কল্পনা বা মায়া জগদ্-ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থা। যেমন মরুভূমির অধিষ্ঠান নিবন্ধনই মরীচিকা তাহাতে জলভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থা।

জগৎ।

জগৎও আর কিছু নয়, জীবরাশির সমবায় মাত্র। জগৎ জীবময়, জীবদ্বারা পরিপূর্ণ; জীবের অস্তিত্ব পৃথক্ করিলে জগতের অস্তিত্ব লোপ হয়। এই যে পরমাণুপুঞ্জ দেখিতেছ, ইহারা সকলেই জীবন্ত প্রাণী। এই জগতের প্রত্যেকটি পরমাণু জীবনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত। বর্ত্তমান

জগৎ জীবরাশির সমবায় মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর বসু মহোদয়ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন যে, এক একটি পরমাণু এক একটি জীব বই আর কিছু নয়। এই হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবাস্তিত্ব নির্ণয়। এক্ষণ দার্শনিক গবেষণায় জীবের বৃথা মায়া-কল্পিত অস্তিত্ব নির্ণীত হইতেছে। স্বীয় স্বীয় মস্তিষ্কের মনস্বিতা-বলে বৈজ্ঞানিকগণ মিথ্যা জাগতিক বিষয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন, জগৎকে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ তাহার গবেষণা করিতেছেন; পক্ষান্তরে মহাজ্ঞানী দার্শনিক ঋষিগণ সত্যরূপে প্রতিভাত মিথ্যা জগতের গবেষণায় বিরত থাকিয়া, উহাকে মায়া-মরীচিকা নামে অভিহিত করিয়া, উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণকেও চরমে দার্শনিকগণের পন্থাই অনুসরণ করিতে হইবেক। ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'টেলিস্কোপ' নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংখ্যা, সংস্থিতি ও পরস্পরের মধ্যে সুদূরত্ব সাব্যস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া উপসংহারে দার্শনিক গবেষণাতেই যোগদান করিয়াছেন।

জীব।

এই ক্ষণ জীবাস্তিত্ব মিথ্যা হইলে জীব বাস্তবিক পক্ষে জিনিষটা কি? তাহার উৎপত্তি ও মিথ্যা সংস্থিতির আভাস দেওয়া যাইতেছে। মরুভূমিরূপ বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থানে প্রখর সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়া উত্তাপের বিপরীত জলের যেমন ভ্রান্তিময় দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বয়ম্প্রকাশ স্ব-সত্তায় স্থিত, নির্গুণ পরমাত্মার চৈতন্য-প্রভা বুদ্ধিক্ষেত্ররূপ মরুস্থানে প্রতিফলিত হইয়া, চৈতন্যের বিপরীত জড়ত্বময় জীবাস্তিত্বের বৃথা ভ্রান্তিময়

সূর্য্য-কিরণ-প্রতিফলিত মরুভূমিতে জলভ্রান্তির ন্যায় পরমাত্মার চৈতন্য-প্রভা বুদ্ধিক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া জড় জীবাস্তিত্বের ভ্রান্ত দৃশ্য দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে জীবের যে চৈতন্য, উহা বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, উহা বিশুদ্ধ চৈতন্যের আভাসে আভাসিত মাত্র, ক্ষণধ্বংসী ও জড়তাময়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—মহা জড়ত্বশীল লৌহশলাকা যেমন কিছুক্ষণ অগ্নিপ্রবিষ্ট থাকিয়া ক্ষণকালের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, ও অগ্নিরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অল্পক্ষণেই ঐ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ জড়বুদ্ধিক্ষেত্রে বিশুদ্ধ চৈতন্যের, নির্গুণ ব্রহ্মের বা পরমাত্মার আভাস প্রতিফলিত হইয়া বুদ্ধি ও আভাস দুইয়ের সংমিশ্রণ অবস্থাটি জীবাস্তিত্ব বা জীব বলিয়া অভিহিত হয়। উহাতে যে চৈতন্য, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়, আপাততঃ প্রতীয়মান চৈতন্য; জড় লৌহ-শলাকার দাহিকা শক্তির মত ক্ষণবিধ্বংসী-ও চৈতন্যের অবভাস বা ছায়া প্রতিফলন মাত্র। অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহশলাকার দাহিকাশক্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী, জীবের জীব-চৈতন্যও তেমন ক্ষণস্থায়ী। তাই কোন জীবই জগতে চির-স্থির নয়। এই কারণে জীব মিথ্যা অস্তিত্বশীল, উহার অস্তিত্ব মায়িক, আত্মিক বা পারমার্থিক নহে। মায়িক চক্ষে এই জীব অস্তিত্বশীল, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে অস্তিত্বহীন ও অসত্য। লৌহশলাকা স্বীয় জড়ত্ব নিবন্ধন যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অনেকক্ষণ সংরক্ষণে অসমর্থ হয়, তেমন বুদ্ধিও স্বীয় জড়ত্ব নিবন্ধন শুদ্ধ আত্মার প্রভাবপ্রতিফলন বহুক্ষণ রক্ষা করিতে পারে না।

জীব-চৈতন্য বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবভাস মাত্র; অতএব ক্ষণ-বিধ্বংসী। যেমন অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহ-শলাকার দাহিকাশক্তি ক্ষণ-বিধ্বংসী।

বুদ্ধি।

এক্ষণ বুদ্ধি জিনিষটা কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। জীব ও জগৎ অনাদি। বুদ্ধি অনাদিকাল প্রসিদ্ধ সংস্কাররাশির সমবায় মাত্র। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কাররাশি ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য বস্তু বা দৃশ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া পুরাতন সংস্কারগুলির অপগম ও নূতনগুলির আগমে নিত্য-নূতন ভাবে ভাবিত ও নূতন আকারে আকারিত হইতেছে ও তৎসঙ্গে জীবত্বেরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। জীবও নূতন ভাবে, নূতন আকারে ভাবিত ও আকারিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তন অনুসারে জীবদেহ পরিবর্ত্তন ও নূতন গ্রহণের ব্যবস্থা নিজেই করিতেছে। পুরাতন সংস্কাররাশির অপগম ও নূতন সংস্কাররাশির আগমন এরূপ যুগপৎ সংসাধিত হইতেছে যে, তাহাতে বুদ্ধির সদা-পরিবর্ত্তনশীল অস্তিত্বের ধ্বংস হইতেছে না; যেমন নদীর জলপ্রবাহরাশির সদা পরিবর্ত্তনেও তাহার নদীত্বের বিলোপ সাধন হয় না; নদীর প্রধান প্রবাহটি সদা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়া যায়। এই যে অনাদিকালস্থিত, সদা পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর চৈতন্য-প্রভার অনাদিকাল প্রসিদ্ধ প্রতিফলন, তাহাই অনাদি জীবের অস্তিত্বসংরক্ষক জানিবে। ভিন্ন ভিন্ন সৎ ও অসৎ সংসর্গ, পৃথক্ পৃথক্ সু বা কু দৃশ্য দর্শন ও ভালমন্দ অভিজ্ঞতা লাভ বা ভালমন্দ পুস্তকের পাঠই বুদ্ধি ব্যতিক্রমের হেতু; ঐহেতু তৎপ্রতিফলিত চৈতন্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই হইল নানাত্বযুক্ত জীবাস্তিত্ব, অর্থাৎ একই জীবের নানাত্বরূপে প্রতিভাত হইবার কারণ। একই জবাপুষ্প যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয়, তেমন একই শুদ্ধ চৈতন্যের একই রূপ আভাসের প্রতিফলন, ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিরূপ আধারে পতিত হইয়া, আপাততঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি করিয়াছে।

আবার দেখ, এই সংস্কাররাশির সমবায় যে বুদ্ধি, ইহা আর কিছুই নয়, শুদ্ধ চৈতন্যের কল্পনারাশি মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্পনা যোগে শুদ্ধ চৈতন্য সগুণত্বে পরিণত বা বিবর্ত্তিত বা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই, কল্পনাযুক্ত চৈতন্যই সগুণ চৈতন্য, কল্পনার অভাব অবস্থায় উহা নির্গুণরূপে গৃহীত ও কীর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিরূপ জীব-সংস্কাররাশি আত্মার কল্পনা বই আর কিছুই নয়; যেহেতু আত্মা বা চৈতন্যের কল্পনারাশিই অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ জীবের বুদ্ধিরূপ সংস্কাররাশি; নচেৎ জীব সংস্কাররাশি কোথা হইতে পাইবেক?

বুদ্ধি শুদ্ধ চৈতন্যের কল্পনারাশি মাত্র। এই কল্পনাযুক্ত চৈতন্যই সগুণ চৈতন্য বা জীব-চৈতন্য।

এই বুদ্ধিই মায়া নাম্নী আত্মার কল্পনাশক্তি। এই শক্তি হইতেই জগদ্রচনা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এক্ষণ দেখ, বুদ্ধি যদি আত্মার কল্পনাশক্তি হইল এবং বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্যের আভাসই যদি জীব হইল, তাহা হইলে এক কথায় আত্মার আভাস তদীয় কল্পনা-শক্তিতে প্রতিফলিত হইয়াই জীবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—স্বয়ম্প্রকাশ ও স্ব-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য, যেমন তাহারই প্রভাবলে সঞ্জাত মেঘমালার উপর স্বীয় কিরণচ্ছটা পাতিত বা প্রতিফলিত করিয়া বিচিত্র রামধনু বা ইন্দ্রজাল রচনা করে, তেমন স্বয়ম্প্রকাশ ও স্ব-সত্তায় স্থিত পরমাত্মা বা মহাচৈতন্য বা নির্গুণ ব্রহ্ম, স্বীয় কল্পনাশক্তির উপরে স্বীয় চৈতন্যের আভাস পাতিত বা প্রতিফলিত করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জীব-জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন।

এই আত্মার কল্পনা-শক্তিরূপিণী বুদ্ধিই মায়া-শক্তি। অতএব আত্মার আভাস তদীয় কল্পনাশক্তিতে প্রতিফলিত হইয়াই জীব রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

এখানে পাঠকের ভ্রান্তি নিরসন জন্য বলা যাইতেছে যে, নির্গুণের যে কল্পনাশক্তি বলা হইল, ইহাই তাহার সগুণত্বের পরিচায়ক, অর্থাৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণমাত্র তাঁহার সগুণস্থিতি সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বপক্ষ বলিবে যে, নির্গুণের বা গুণরহিতের কল্পনাশক্তির অসম্ভাব রহিয়াছে। একথা ঠিক, কিন্তু বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তগ্রহণে বুঝিয়া লও। সর্ব্ব বস্তুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্তভাবে নিহিত যে তেজ, তাহা হইতেই অগ্নির উৎপত্তি ও পুনঃ তাহাতে লয় হয়, পরে ঐ অগ্নি হইতে ইন্ধনযোগে ধূম্রের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ধূম্রের উৎপত্তি মুখ্যরূপে অগ্নি হইতে গৃহীত হইলেও গুপ্ত তাপ যে ধূম্রের আদি মূলীভূত কারণ তাহা ত নিশ্চয় সমীচীন সিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। এইরূপে গুপ্তভাবে সর্ব্ববস্তুতে নিহিত নির্গুণব্রহ্মরূপ তাপ হইতে সগুণব্রহ্মরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে ও তাহা হইতে কল্পনারূপ ইন্ধন সংযোগে মায়ারূপী ধূম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মায়া ব্যক্তিগতরূপে বুদ্ধি বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা হয় ও সার্ব্বভৌমিকরূপে মায়া বলিয়া গৃহীতা হয়। এই মায়া বা বুদ্ধি আত্মার কল্পনাশক্তি, আর কিছুই নহে। উহা সগুণ হইতে মুখ্যরূপে উৎপন্ন হইলেও নির্গুণ আত্মা উহার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ, ইহা সুসিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই।

মন ও বুদ্ধি।

এই যে বুদ্ধিকে অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ সংস্কার-সমষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল, ইহারই নামান্তর মন। মন আর বুদ্ধি একই জিনিষ, একটুকু পার্থক্যমাত্র আছে। মন বাসনা-সমষ্টি আর বুদ্ধি সংস্কার-সমষ্টি। সংস্কার গুপ্ত বাসনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তরস্থ বাসনা কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। এই বুদ্ধি বা সংস্কার-সমষ্টি কল্পনাশক্তিযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি হইতেই ভ্রান্তির উৎপত্তি। এই ভ্রান্তিই মায়া নামে অভিহিতা হয়। এইক্ষণ দেখ, বুদ্ধিও সেই কল্পনাশক্তি-প্রসূত, কাজেই মায়া আর বুদ্ধি একই বস্তু। বুদ্ধি বা মন, চিত্ত ও অহঙ্কার এইসব অন্তঃকরণের বিভিন্ন

মন বাসনা-সমষ্টি আর বুদ্ধি সংস্কার-সমষ্টি। সংস্কার গুপ্ত বাসনা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তিমাত্র, মূলে উহারা একই জিনিষ। এই অন্তঃকরণ আর সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি একই বস্তু। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিচতুষ্টয় ভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপে পরিগণিত হয়। সংকল্প ও বিকল্প মনের বৃত্তি, বিচার বুদ্ধির বৃত্তি, চিন্তা চিত্তের বৃত্তি ও অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তি। এই মনই বাসনাসমষ্টিমাত্র ও ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি হইতে উদ্ভূত হয়। কাজেই, জগজ্জীবের বাসনারাশি ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। যেমন সর্ব্ববস্তুতে গুপ্তভাবে নিহিত তাপ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় ও তাহাতে ইন্ধন সংযোগে ধূম্ররাশির উৎপত্তি হয়, তেমন জগন্মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত ব্রহ্মসত্তার জগৎ সৃষ্টিজন্য কল্পনাশক্তি হইতে প্রতিনিয়ত বিষয়-সংযোগে বাসনার উৎপত্তি হইতেছে। সর্ব্ববস্তুতে গুপ্তভাবে নিহিত তাপ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, কিন্তু যাবৎ তাহাতে ইন্ধন সংযোগ না হয় তাবৎ যেমন ধূম্রের উৎপত্তি হয় না, তেমন ব্রহ্মের কল্পনা শক্তি হইতে যে বাসনার উৎপত্তি বলা হইল তাহাতে বিষয়-সংযোগের অভাব হইলেই বাসনা নিবৃত্ত হয়। ধূম্রের যেমন অন্ধকার ও আবরণ দুই প্রভাবই থাকে, বাসনারও অজ্ঞানতা ও বিমূঢ়তা এই দুই শক্তি আছে। অগ্নি যত ইন্ধন-সংযুক্ত হয়, ততই যেমন তাহার কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে, বাসনাও যত বিষয় সংযোগ প্রাপ্ত হয়, ততই অগ্নিবৎ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এজন্য বিষয়-ত্যাগ বাসনার নিবৃত্তির হেতু।

ব্রহ্মের নিগুর্ণ ও সগুণ ভেদ।

এখানে একটি প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বা সগুণ বলে কেন? গুণশূন্য ব্রহ্মকে নিগুর্ণ ও গুণযুক্ত ব্রহ্মকে সগুণব্রহ্ম কহে। এখানে গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়—আর কিছু নয়। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি জন্য কল্পনার আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা গিয়াছে, ঐ কল্পনা-শক্তি বা চলিত কথায় মায়াই গুণময়ী, অর্থাৎ ঐ কল্পনাশক্তিই উক্ত তিন গুণের সমাবেশ ব্যতীত আর কিছু নয়। এই গুণত্রয় বুদ্ধির বা মনের বৃত্তিত্রয় ব্যতীত আর কিছু নয়, যেহেতু ঐ কল্পনাশক্তি, মন বা বুদ্ধি তিন একই বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বদার জন্য মনে বা বুদ্ধিতে যে ঐ তিন গুণের পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া চলিতেছে, তাহা বিচারশীল ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। সত্ত্বগুণে শান্তির ও জ্ঞানের বিকাশ, রজোগুণে প্রবৃত্তি ও তদ্ধেতু উদ্যমের বিকাশ ও তমোগুণে মোহ বা আলস্যের বিকাশ দেখা যায়। ব্রহ্মের যে কল্পনাশক্তি, যাহার জন্য তাঁহাকে সগুণ বলা হয়, তাহাও এই তিন গুণের সমষ্টি বা সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য গুণময়ী মায়া বলা হয়। জগৎ সৃষ্টি জন্য ব্রহ্মের বা আত্মার কল্পনাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত হয়।

নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা শক্তিই গুণময়—উহাই গুণময়ী মায়া নামে অভিহিতা।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মের কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যকতা কি? কল্পনা মিথ্যা ব্যাপার মাত্র, অর্থাৎ কল্পনা শব্দের মর্ম্মার্থটি আর কিছু নয়, উহা বৃথা চিন্তা মাত্র। মহা-জ্ঞানী বশিষ্ঠদেব তৎপ্রণীত যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন "মনঃকল্পিত জগৎ"। মন জিনিষটা কি, তাহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের জগৎ রচনাকল্পে যে মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লওয়া উহাই মায়া নামে অভিহিতা হন, তাই বেদান্ত শাস্ত্র "মায়া-রচিত জগৎ" বলিতেছেন। ব্রহ্মের এতাদৃশ মিথ্যা ব্যাপাররূপ কল্পনা হইতে জগৎ রচিত হয়, তদ্ধেতু জগৎ মিথ্যা বা প্রহেলিকাময়, এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ এবং জ্ঞানাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য জগৎকে

ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি বা মায়া আশ্রয়ে জগৎ রচিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রজাল রূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন। শুধু সাব্যস্তই করেন নাই, ইহারা ইন্দ্রজালরূপে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানের অবতারগণের জ্ঞানদৃষ্টিতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বস্তুত ইন্দ্রজালরূপে দৃষ্ট হইয়াছে। মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত জগৎ মিথ্যা ইন্দ্রজাল না হইয়া কিরূপে সত্য হইতে পারে? জগৎ ইন্দ্রজাল হইলে জগদ্বাসী জীবগণ মিথ্যা পদার্থরূপে বায়োস্কোপের মূর্ত্তি সমূহের মত মিথ্যা যাদুর অভিনয়ে মিথ্যা আস্ফালন করিতেছে, ইহা স্বীকার্য্য, অর্থাৎ উহাদের কৃতকার্য্যতা, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা, পদগৌরবে দাম্ভিকতা, ধনে আস্পর্দ্ধা সবই মিথ্যা ব্যাপার। রঙ্গালয়ে, অভিনয়ক্ষেত্রে(থিয়েটারে) বিদুরের মোক্ষ-ধর্ম্মের বক্তৃতা ও দুঃশাসনের দুষ্ট-রসনাপ্রসূত প্রগল্‌ভতাপূর্ণ বাক্যাবলী উভয়ই যেমন অসার, মিথ্যা ও ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র, তেমন ব্রহ্মের জগদ্-রচনাকল্পে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে আত্মবিস্মৃতি তাহাও মিথ্যা প্রহেলিকা মাত্র, মিথ্যা ব্যাপার মাত্র, যাদু বা ইন্দ্রজাল প্রদর্শন মাত্র। ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-বিস্মৃতিতে তিনি নিজে অভিভূত হন না, যেমন গ্রামের দুইটা বখাটে ছেলে বিদুর ও দুঃশাসন সাজিয়া রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া আসিল। বিদুর সাজিয়া যে মোক্ষ-ধর্ম্মের উপদেশ দিল, সে রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিয়া সাজ পরিবর্ত্তন করিয়া দর্শকবৃন্দ মধ্যে উপবিষ্ট হইল। বিদুরের প্রাপ্য প্রশংসারাশি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না, সে আর তাহাতে অভিনন্দিত বা আহ্লাদিত হইতে পারিল না। দুঃশাসনও ঐরূপে তাহার প্রাপ্য নিন্দারাশিতে অভিভূত বা দুঃখিত হইল না।

কল্পনা মিথ্যা চিন্তা মাত্র।

অতএব কল্পনাপ্রসূত জগৎ মিথ্যা ইন্দ্র-জাল মাত্র।

জীব ও তাহার কৃতকার্য্যতা উভয়ই ভেল্কি মাত্র।

ব্রহ্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-বিস্মৃতিতে অভিভূত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের অনভিভবতা।

এখন প্রশ্ন এই যে, নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী ব্রহ্ম প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া সংসার দশা প্রাপ্ত হন কি না ? "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই আত্মাই ব্রহ্ম—এই বেদোক্ত মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই আত্মা বা ব্রহ্ম নির্গুণ বা সগুণ ভেদে দুই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণ আত্মা বা ব্রহ্ম সদা অবিকারী সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের যে সগুণত্ব, উহা কল্পিত ও মায়িক। যাহা কল্পিত ও মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা এমন যে ব্রহ্মের সগুণত্ব তাহা ব্রহ্মকে বিকারী করিতে পারে না, ব্রহ্ম বিকৃতও হন না।

ব্রহ্ম অবিকারী, সগুণত্ব কল্পিত ও মায়িক।

ব্রহ্মেতে যে দ্বৈত বুদ্ধি তাহা দুই প্রকার। আমি ব্রহ্ম হইতে জীবরূপে পৃথক্ এবং ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ। ভ্রান্তিবশতঃ, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানের অভাব জন্য একই ব্রহ্মে জীবরূপী দ্বৈতাস্তিত্বের ভাণ হয়, অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে এবং তদ্ধেতু নির্গুণে সগুণ কল্পিত হয় মাত্র। মায়া, অবিদ্যা, ভ্রান্তি এ সব হইল পর্য্যায় শব্দ।

নির্গুণ ব্রহ্মে ভ্রান্তিবশে যে সগুণের মিথ্যারোপ হয় তাহাতে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব নষ্ট হয় না, অর্থাৎ সদা অবিকারী ব্রহ্ম বিকারপ্রাপ্ত হন না। বেদান্তের দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদটির গূঢ় রহস্য হইতেই এবিষয়টি সুমীমাংসিত হয়। রজ্জুতে যে সর্প-ভ্রান্তি হয়, তাহাতে যেমন রজ্জুর সর্পত্ব প্রাপ্তি ঘটে না, অর্থাৎ রজ্জু সর্পের হিংসাদি রূপ দোষে দূষিত হয় না, রজ্জু স্ব-স্বরূপে, নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ নির্গুণ, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে যে সগুণ দৃষ্টি বা আরোপ

কল্পিত সগুণ দ্বারা ব্রহ্ম বিকারপ্রাপ্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ভ্রান্তি বা মায়া বশে ঘটিয়া থাকে। তাহাতে, অর্থাৎ সেই সগুণত্বে ব্রহ্ম বাস্তবিক সগুণত্ব বা বিকারত্ব প্রাপ্ত হন না।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ববাদও ইহার সমর্থক। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণ রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে নানাত্ব-পূর্ণ মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মের দ্বৈত বা নানাত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই, বা ব্রহ্মের একত্বে বিপর্য্যয়ও ঘটে নাই। মিথ্যা নানাত্ব কখনও সত্য এককে বিকৃত করিতে পারে না। আমার অবিদ্যা জন্য মিথ্যাদৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মকে কিরূপে বিকারী করিবে?

ব্রহ্ম অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাত্ব রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।

বিকার ব্রহ্মে নাই, বিকার আমার মিথ্যা দৃষ্টিতে রহিয়াছে মাত্র। ব্রহ্মে গুণ নাই, গুণ আমার চিত্তের ধর্ম্ম, স্বীয় অজ্ঞানতা বশে আমি ব্রহ্মে সগুণত্বের আরোপ করি মাত্র। যখন আমার চিত্ত সমাধিরূপ সাধনাদ্বারা গুণশূন্য হয়, তখন আমি নির্গুণ ব্রহ্ম দেখি। এই দ্রষ্টারূপে যে আমি সেই আমার যখন অজ্ঞানতাবশে মিথ্যা জগৎ দর্শন হয়, তখন আমি জীবরূপে মিথ্যাস্তিত্ব হইয়া যাই, আর যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত থাকিয়া জগৎ দেখিতে পাই না, তখন আমি ব্রহ্মরূপে সত্যাস্তিত্ব হইয়া যাই, অর্থাৎ ব্রহ্মেতর দ্বৈত ব্যক্তিত্বের স্মৃতি থাকে না, এবং উহা না থাকা জন্য দ্বিতীয় জ্ঞাতার অভাবে স্বয়ং ব্রহ্মই জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় রূপে অবস্থিত থাকেন।

রাজা স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে ভিক্ষুকরূপে ও ভিক্ষা করিতে দেখিয়া থাকে, তখন তাঁহাকে ভিক্ষা জন্য পর্য্যটন-ক্লেশ ও মনঃক্ষোভ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু জাগরণে তাঁহার এতাদৃশ মিথ্যা ক্লেশ ও মিথ্যা ক্ষোভ থাকে না। তাঁহার স্বপ্নাবস্থার ভিক্ষুকতা, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাজনিত মনঃক্ষোভ সবই মিথ্যা ব্যাপার মাত্র। সেইরূপ, ব্রহ্মের মায়াবশে জীবত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও জীবক্লেশ সবই মিথ্যা। তিনি কখনও জীব হন না। মায়া মিথ্যা পরিকল্পনা মাত্র। ব্রহ্মে জীবভ্রান্তিও অজ্ঞান-বর্জিত। স্বপ্নাবস্থার মিথ্যা ভিক্ষুকই যেমন জাগরণে সত্য রাজা, অজ্ঞানবশে মিথ্যা জীবই জ্ঞান প্রাপ্তে ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই স্বরূপোপলব্ধি, ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান।

আর একটি প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মে যে জগদ্ভ্রান্তি হয়, এই ভ্রান্তিটা কাহার? উহা ব্রহ্মের, কি ব্রহ্মেতর অন্য কাহারো? রজ্জুতে যে সর্প ভ্রান্তি হয় উহা একটি ঐকদেশিক দৃষ্টান্ত মাত্র। রজ্জু জড় বস্তু, তাহার জ্ঞান নাই বলিয়া, অর্থাৎ নিজকে নিজে জানে না বলিয়া তাহার ভ্রান্তিও নাই। যেখানে জ্ঞান আছে তথায় ভ্রান্তিও রহিয়াছে। যেহেতু প্রত্যেক বিষয়েই একটা বিপরীত দিক আছে। জড়ের জ্ঞানও নাই, ভ্রান্তিও নাই; চৈতন্যের জ্ঞানও আছে, ভ্রান্তিও আছে। তবে চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সাধারণ মানবের মত ভ্রান্তিতে অভিভূত হন না, ভ্রান্তি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। অন্ধকার আলোর বিপরীত দিক! অন্ধকার আলোর উৎকর্ষ বা ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু অন্ধকার আলোর হেতু নয়, আর অন্ধকার আলো-কে অভিভূতও করিতে পারে না। জগতে অন্ধকার না থাকিলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এত শোভনীয় হইত না, এজন্য ভ্রান্তি জ্ঞানের শোভা বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ ভ্রান্তি জগতে না থাকিলে জ্ঞানের উৎকর্ষ বা জ্ঞানীর গৌরব হইত না।

ভ্রান্তি জ্ঞানের শোভা বৃদ্ধি করে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সাধারণ মানবের মত ভ্রান্তিতে অভিভূত হন না।

ব্রহ্মে ভ্রান্তির মিথ্যারোপ মাত্র করা হইতেছে, তাহাকে সাধারণ মানবের মত ভ্রান্তিময় করা হইতেছে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—মরুভূমিতে যে মরীচিকা নাম্নী জলভ্রান্তি রহিয়াছে, উহা মরুভূমিকে সিক্ত করিতে পারে না; মরুভূমি মরীচিকার অধিষ্ঠান সত্তারূপে বিদ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে মাত্র। এই মরীচিকা উষর মরুভূমিকে শোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে। জগৎ বা মায়া ব্রহ্মের ভূষণস্বরূপ—দূষণস্বরূপ নহে, ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জড়িত হন না।

জগৎপরিকল্পনা ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-বিস্মৃতি মাত্র।

লোক যখন সখের থিয়েটার করে তখন যেমন কোনরূপ অর্থ-প্রাপ্তির জন্য করে না, এবং ঐরূপ থিয়েটার করিতে যাইয়া পাড়ার হরি নামক ছেলেটি রামচন্দ্ররূপে অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় ও রামচন্দ্ররূপে ও নামে কিছুক্ষণের জন্য নিজকে পরিচয় দেয় এবং তদ্ভাবে সাময়িক ভাবিত হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-আনন্দ ভোগ করে, গৌরব সম্মান প্রাপ্ত হয়, আবার সীতার শোকে, লক্ষ্মণের শোকে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে কিন্তু তথাপি পাড়ার ছেলে হরিই থাকিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের জগৎ পরিকল্পনার জন্য বা মায়িক রচনার জন্য যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি তাহাতে তাঁহার বিকার উৎপন্ন হয় না। যে জ্ঞানস্বরূপ, সদা নিজকে নিজে জানে, তাহার অভিভবতা থাকিতে পারে না। পাড়ার ছেলে হরি জানে যে, সে রামচন্দ্র নয়, রামচন্দ্রের হাসি-কান্নায় তাহার অভিভবতা আসিতে পারে না, এতাদৃশ অভিভবতা মিথ্যা প্রদর্শন মাত্র। ব্রহ্মের অভিবভতা নাই—জীবের অভিভবতা আছে। তবে জীব স্বয়ং মিথ্যাস্তিত্ব বলিয়া তাহার অভিভবতাও মিথ্যা।

এক্ষণ ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতির ব্যাপারে ব্রহ্মে ইচ্ছার আরোপ করা হইলে ব্রহ্ম বিকারী হইতে পারেন, এই আশঙ্কার নিরসন করা যাইতেছে। এই যে ইচ্ছা, ইহা সাধারণ মানবের মত ভোগেচ্ছা নয় ও তদ্ধেতু বন্ধনের হেতু নয়। এই ইচ্ছা দ্বারা ব্রহ্ম বিকারী হন না, যেহেতু ইহা বাসনা নহে—ইহা সঙ্কল্প মাত্র, ইহা ব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্প মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদে রহিয়াছে "একোহং বহুস্যাম"—"আমি এক আছি, বহু হইব"—ইহা বাসনা নহে—সঙ্কল্পমাত্র, ব্রহ্মে বাসনার আরোপে তাহার বিকারের সম্ভাবনা থাকে। সঙ্কল্প মানিতেই হইবে। ব্রহ্মে সঙ্কল্প স্বীকার না করিলে তাঁহাকে জড়ত্বের সীমায় আনয়ন করা হয় মাত্র। তিনি ভোগের জন্য বহু সৃষ্টি করেন নাই, বহু হইয়াছেন; এই বহুত্ব মিথ্যা প্রদর্শন মাত্র, যেমন বহু দর্পণে প্রতিবিম্বপাতে এক ব্যক্তি বহু রূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ বহু প্রতিবিম্ব বিম্বকে অর্থাৎ স্বরূপকে বদ্ধ করিতে বা মোহগ্রস্ত করিতে পারে না, তেমন সত্য স্বরূপ যিনি, তিনি মনন দ্বারা, সঙ্কল্প দ্বারা মিথ্যা বহু হইয়া যান, তখন ঐ বহু, সত্য একক বিকারী বা মোহগ্রস্ত করিতে পারে না।

ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি সত্যসঙ্কল্প মাত্র, বাসনাভিভব নহে।

ব্রহ্ম ও মায়া।

এই জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতিতে উৎপন্ন বা মিথ্যা প্রদর্শিত বলিয়া উহা ভ্রান্তি-বিলাস ব্যতীত আর কিছু নয়। এইক্ষণ এই যে ব্রহ্মের জগদ্রচনাকল্পে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি, ইহাই হইল মায়া। মায়া বলিয়া আর হস্তপদবিশিষ্টা, ব্যক্তিত্বশালিনী দেবী, কেহ নাই। এক কথায় ব্রহ্মের জগদ্রচনাকল্পে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতিই যাদু বা ইন্দ্রজালপ্রদর্শন-কারিণী শক্তি বলিয়া কথিতা হয়। ব্রহ্মের এতাদৃশ আত্মবিস্মৃতি ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই দৃশ্যমান জগৎ ইহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভ্রান্তি-বিলাসরূপে দেখা যাইতেছে।

ব্রহ্মের ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি হইতে, অর্থাৎ ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া দৃশ্যমান জগৎ ভ্রান্তি-বিলাসরূপে গৃহীত হয়। ভ্রান্তি বা মায়া দেবী নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে মায়াকে যেমন ব্যক্তিত্বশালিনী দেবীরূপে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়, তেমন ব্রহ্মকেও ব্যক্তিত্বশালী দেবরূপে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে বা পুরুষরূপে যাহারা গ্রহণ করিতে চায়, তাহারা ভ্রান্ত মাত্র। শাস্ত্রে যে তাঁহাকে পুরুষরূপে বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানীকে বুঝাইতে মাত্র। যেহেতু সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রতিপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া ব্যক্তির মত বা পুরুষের মত বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। কোন এক ব্যক্তি একই সময়ে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের ওতপ্রোতভাবে জগতের সর্ব্ব পরমাণুতে সর্ব্বদার জন্য যে বিদ্যমানতার সিদ্ধান্ত, তাহাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বা পুরুষরূপে বিদ্যমানতা অঙ্গীকারের প্রতিবন্ধক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই সাংখ্যদর্শনে মহামতি কপিলদেব তারস্বরে বলিয়াছেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ," অর্থাৎ 'পুরুষরূপে বা ব্যক্তিরূপে ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, ইহা প্রমাণের অভাবে সিদ্ধ হইল না।' সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব পুরুষকে যেন কেহ অজ্ঞানতাবশে ব্যক্তি-রূপে গ্রহণ না করেন। এই 'পুরুষ' শব্দ ব্রহ্মশব্দের পর্য্যায় শব্দমাত্র। ব্রহ্ম ব্যক্তি নন, ইনি জ্ঞানসত্তামাত্র ও ব্যক্তিত্বের স্রষ্টামাত্র। যে নিজে ব্যক্তি সে অন্য ব্যক্তির স্রষ্টা হইতে পারে না। মানব যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহা তাহার সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি ও উৎপত্তি শব্দের অর্থ পৃথক্-ভূত। যাহা বীজরূপে পূর্ব্বে বা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ছিল তাহার বিকাশ করাকে উৎপত্তি বলে—যেমন সন্তান উৎপন্ন করিতে বীজরূপী শুক্র পূর্ব্বে বা অনাদিকাল হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে বিদ্যমান ছিল। তাহাকে, অর্থাৎ ঐ বীজকে সন্তানরূপে বিকশিত করাই হইল সন্তান উৎপত্তির সংজ্ঞা; আর সৃষ্টি হইল—যাহার বীজ পূর্ব্বে ছিল

ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তারূপী, ব্যক্তিরূপী নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তাহাকে জগতে বিনা-বীজে ব্যক্তিরূপে আনয়ন করা, অর্থাৎ সন্তানরূপে প্রবর্ত্তিত করা। এই জন্য ব্যক্তিরূপে বিদ্যমানশীল এই পৃথিবীর দুই শত কোটি মানব সমবেত হইলেও একটি পিপীলিকা সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু কতিপয় মানবের সমবেত শক্তিতে প্রকাণ্ড একটি যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হইতে পারে, যেহেতু মানবও পিপীলিকা সমধর্ম্মী এক কথায়, ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্রষ্টত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা চলে না। করিতে হইলে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অভিহিত হয়, সুসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না।

অবিদ্যার প্রভাব।

এই যে জ্ঞানসত্তারূপী ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে গ্রহণ বা তাঁহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ, ইহাই হইল অবিদ্যার প্রভাব। আবার অবিদ্যার প্রভাব বলিতে ব্যক্তিত্বশালিনী কোন দেবী বা অপদেবী সাব্যস্ত করা না হয়। এই অবিদ্যা অজ্ঞানতার পর্য্যায় শব্দ মাত্র; ইহা জ্ঞানের অভাব অবস্থামাত্র, যেমন অন্ধকার বলিতে অন্ধকাররূপিণী কোন দেবী বুঝায় না, উহা আলোকের অভাবাবস্থা মাত্র। অন্ধকার-রূপে বস্তু বা ব্যক্তি কেহ নাই, কিন্তু ঐ অস্তিত্বহীন অভাবাত্মক অন্ধকারের প্রভাব বড় ভীষণ। এই অন্ধকার ঘোর বিভীষিকা ও ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতে সম্যক্ সমর্থ। অন্ধকারে বৃক্ষের কাণ্ড দর্শনে মানব-মস্তিষ্কে যে ভূত-ভ্রান্তি ও তজ্জন্য ঘোর বিভীষিকা, ত্রাস ও পলায়নপরতা উৎপন্ন হয়, তাহা ভুক্তভোগীর অজ্ঞাত নহে

অবিদ্যা জ্ঞানের অভাব-জ্ঞাপক অবস্থা, কোন দেবী নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে অনস্তিত্বশীল অন্ধকার প্রথমে ভ্রান্তি, পরে বিভীষিকা, পরে মৃত্যু আনয়ন করিতে সমর্থ। বৃথা ভূত-ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তির কথা অনেক শুনা গিয়াছে। এতাদৃশ মৃত্যু-সংবাদ অতিপূর্ব্বে অনেক শুনা গিয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে তেমন শুনা যায় না। ইহার কারণ, ভূতাস্তিত্বে বিশ্বাস-হীনতা জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যেখানে ভূত বলিয়া আস্থা নাই, তথায় ভূতের ভ্রান্তি ও বিভীষিকা কোথায় ?

আলোর অভাবাত্মক অবস্থা অন্ধকার স্বয়ং অস্তিত্বহীন হইয়াও জীবের ভ্রান্তি ও বিভীষিকা উৎপন্ন করে ও মৃত্যু ঘটায়,

অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বা জ্ঞানের অভাব অবস্থা হইতেই ভ্রান্তি ও বিভীষিকার উৎপত্তি এবং ভ্রান্তি ও বিভীষিকা হইতেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। এক কথায়, অজ্ঞানীরই মৃত্যু ঘটে, জ্ঞানীর মৃত্যু হয় না। জ্ঞানীর যে এজন্মে মৃত্যু দেখা যায়, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের অজ্ঞানতার ফল মাত্র ; যেহেতু পূর্ব্ব অজ্ঞান-কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্য-ভোক্তব্য। কিন্তু এজন্মে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তিনি একবার ব্যতীত আর দুইবার মরিবেন না, অর্থাৎ এইবার মরিলে পুনর্ব্বার এই মায়ার ভ্রান্তিবিলাসরূপ জগতে আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। এতাদৃশ জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানীকে মহামতি বুদ্ধদেব 'অর্হৎ' বলিয়া তদীয় বৌদ্ধসূত্রে পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। 'অর্হৎ' অর্থ যিনি একবার ব্যতীত দুইবার মরিতে জগতে আসিবেন না, এইবারেই যাঁহার এই মায়ার ইন্দ্রজাল মধ্যে আগমন শেষ-যাত্রা বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে।

তেমন জ্ঞানের অভাবাত্মক অবস্থা অবিদ্যা হইতে ভ্রান্তি, বিভীষিকা ও মৃত্যু হয়। জ্ঞানীর মৃত্যু হয় না।

জন্ম-মৃত্যু।

এইক্ষণ সাধারণ একটি প্রশ্ন এই হইতেছে যে, কিরূপে আত্মজ্ঞানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে পারিবে, বা মহামতি বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মাত্র দ্বাদশজন শিষ্য অর্হৎ-সংজ্ঞাভুক্ত, অর্থাৎ একবারের বেশী দুইবার মরিবে না। এক্ষণ মরে কে, জন্মগ্রহণ করে কে? মনেরই জন্ম, মনেরই মৃত্যু, মনেরই বন্ধন, মনেরই মুক্তি। যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন,—

অবস্থাভেদে মনেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়।

"মনোএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈর্নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং ॥"

অর্থাৎ মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির মূলীভূত কারণ। বিষয়াসক্ত যে মন, তাহাই মানবের বন্ধনস্বরূপ ও নির্ব্বিষয় বা বিষয়বিনির্ম্মুক্ত যে মন তাহাই জীবের মোক্ষস্বরূপ। সাধারণ বিচারহীন দৃষ্টিতে মনের জন্ম-মৃত্যু বা বন্ধন-মোক্ষ প্রত্যক্ষীভূত হয় না। দেহেরই জন্ম-মৃত্যু দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে দেহ মনের স্থূল বিকাশ মাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই। মন কি বস্তু, কিরূপে আবির্ভূত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই যে স্থূল দেহ তাহা মনেরই মায়িক বিকাশমাত্র। শৈত্যবশে সূক্ষ্ম বাষ্প যেমন স্থূল জলরূপে পরিণত হয়, বা তরল জল কঠিন বরফরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছা-শৈত্য সহযোগে সূক্ষ্ম মন স্থূল দেহরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম জলের তুষার প্রাপ্তি ও কিয়ৎকাল পরে পুনঃ তুষার দ্রব হইয়া জলরূপে যে পরিণাম-প্রাপ্তি ইহাই হইল মনের দেহ-প্রাপ্তি ও পুনঃ দেহের মৃত্যুর দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ জল জমিয়া বরফ হয়, আবার বরফ গলিয়া জল হয়—বরফ স্বীয় কারণ জলে পুনঃ পরিণত হয়। মৃত্যু অর্থই হইল স্বীয় কারণে লয় হওয়া। যে মন বাসনা-বশে দেহরূপে পরিণত হইল, দেহ নাশে বা

স্থূলদেহ, মনেরই মায়িক বিকাশমাত্র। উহার ধারণই জন্ম, উহার স্বীয় কারণ মনে লয়ই মৃত্যু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুতে সে স্বীয় কারণে, অর্থাৎ মনঃরূপে স্থিত হইল; ইহাই হইল মনের জন্ম-মৃত্যু-প্রণালী। মৃত্যুতে মন মরে না, মাত্র দেহ মরে। তাই মহাজ্ঞানী কবীর বলিয়াছেন,—

"মন মরে না মায়া মরে, মরে যায় শরীর।
আশা তৃষ্ণা নাহি মরে, কহে দাস কবীর॥"

মোক্ষের সাধনা।

মনের সম্যক্ রহিতের চেষ্টাই মোক্ষের সাধনা।

এক্ষণ মনের এতাদৃশ জন্ম-মৃত্যুর প্রণালীটি যে রহিতের বা নষ্টের চেষ্টা, তাহাই হইল মোক্ষের সাধনা। মন সম্যক্ নষ্ট না হইলে মানবের মোক্ষ সুদূরপরাহত। আত্মজ্ঞানী কিরূপে এই মনের সাধনা করিয়া থাকেন তাহার সহজ প্রণালীটি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী স্বীয় আত্মার আবরকস্বরূপ মনকে আত্ম-স্বরূপ নিজ হইতে পৃথক্ দেখিয়া থাকেন। সুধু পৃথক্ই নয়, ঐ মনকে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল দেখিয়া উহাকে বহুরূপীর ভেল্কি-বাজীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই যে মনের প্রহেলিকাত্ব দর্শন, ইহা আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানসিদ্ধ, বিচার-সিদ্ধ ও অনুভব-সিদ্ধ জানিবে। যে মনের সঙ্গে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, শাস্ত্রীয় কথায় অবিদ্যাবশে, তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনাদি-কাল হইতে সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ "আমিই মন" বা "মনই আমি" এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে—মন যাহা ভাবিতেছে, করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, তাহা "আমিই করি-তেছি," প্রহেলিকাময় মনের কৃত কর্ম্মগুলির কর্ত্তা আমিই, এরূপ

মন আত্মার আবরক-স্বরূপ। তাহার সহ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনাদি-কাল হইতে অবিদ্যা-বশে রহিয়াছে। এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়ীকৃত রহিয়াছে, সেই মনের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ নিজেকে আত্ম-স্বরূপ সাব্যস্ত করিয়া মনের দ্রষ্টারূপে যে অবস্থিতি, তাহাই আত্মস্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি জানিবে।

এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধই জীবত্বের হেতু—উহাই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির মূলীভূত কারণ।

এই ভেল্কিবাজী মনের সঙ্গে যে আমার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ও তাদাত্ম্য বুদ্ধি ইহাই হইল আমার জীবত্ব; এই জীবত্বই হইল জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির মূলীভূত কারণ। এই জীবত্বই মিথ্যা মানবাস্তিত্ব ইন্দ্রজালবৎ বা বায়োস্কোপের ছায়ামূর্ত্তি-গুলির মত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সৃষ্টিও নয়, পাঠকের উপলব্ধির জন্য সৃষ্টি বলা হইল, বাস্তবিক সৃষ্টি নয়, উহা মিথ্যা প্রদর্শন মাত্র। যাদুকর যেমন যাদু সৃষ্টি করে না, মিথ্যা প্রদর্শন করে মাত্র, দেখিতে সত্য বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ মিথ্যা ব্যাপার মাত্র, তদ্রূপ এই যে মানবাস্তিত্ব, ইহা ভ্রান্তি-উৎপন্ন, ভ্রান্তি-বিলসিত, ভ্রান্তি ভ্রমিত, ভ্রম-কৌতুকে মিথ্যা আনন্দিত, ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত, ভ্রান্তির ব্যূহচক্রে সদা বিঘূর্ণিত। পাঠক একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে, আত্মজ্ঞান সাহায্যে এই মিথ্যা মানবাস্তিত্বের মিথ্যা ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শনীটি নিরীক্ষণ কর। যাবতীয় মানবমণ্ডলীর, তথা স্বীয় মানবাস্তিত্বের মিথ্যাত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব, প্রহেলিকাত্ব অনুভব করতঃ আত্মস্থিত হও, দেখিবে, পরমানন্দলাভ হইবে, জীবের বা মানবের যে এত নিরানন্দ, ভয়, ত্রাস, ব্যস্ততা, বৃথা উদ্যমজনিত নৈরাশ্য, হতাশ, "হা হতোঽস্মি"—"আমি হত হইলাম" ইত্যাদি নরকাভিনয়, ইহা শুধু জীবত্ব ভ্রম হইতে উৎপন্ন।

জীবত্বের ভ্রমাপনোদন।

এই ভ্রান্তি অপগমে মানবের যে পরম শান্তি, পরমানন্দ লাভ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তাহা এই মিথ্যা মায়িক সংসারের রাজত্ব, সম্রাটত্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর সন্দেহ নাই। যখন কথা বলিতে বলিতে, চলিতে চলিতে হঠাৎ রাজা, মহারাজা বা সম্রাটের দেহ প্রাণশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত বা হুতাশন-কবলিত দেখা যায়, তখন মানবাস্তিত্ব যে ঘোর প্রহেলিকা, ও রাজত্ব, সম্রাটত্ব বায়োস্কোপের প্রদর্শনীমাত্র, তাহাতে সন্দেহ কি আছে ? আজ যে রাজা-মহারাজার, সম্রাটের মিত্রত্বলাভ করিয়া মহা অভিমানে মহাস্ফীত হইতেছ, উহা হইতে বঞ্চিত হইলে ঘোর মনঃক্ষুব্ধ হইতেছ, লোকের প্রশংসাতে পরমানন্দিত ও নিন্দাতে পরম বিষাদিত হইতেছ, পদগৌরব-লাভে আস্ফালন ও তাহা হইতে বিচ্যুতিতে ম্রিয়মাণ হইতেছ, এই মিথ্যা জীবত্ব ভ্রম অপগমে দেখিবে যে, ঐ সকল বন্ধুত্ব, শত্রুত্ব, নিন্দা, প্রশংসা, পদগৌরব, উহার নাশ সম্যক্‌রূপে ও তুল্যরূপে মূল্যহীন সাব্যস্ত হইবে। তখন সম্রাটের, ধনী বড় পদস্থের, বন্ধুত্বের আর কোন মূল্য থাকিবে না। স্বীয় জীবত্ব-ভ্রমনাশে স্বীয় আত্মাতে স্বরূপাবস্থানে, আত্মস্বরূপে নিজেকে উপবিষ্ট ও উপলব্ধ দেখিয়া পরমানন্দ বা আত্মানন্দলাভ হইবে।

এই জগৎ জীবসঙ্কুল যে দেখিতেছ উহাদের আত্মিক, তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; উহাদের মিথ্যা বা মায়িক অথবা ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্ব আছে। এই ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বটি কিসের মত ? অন্ধকারে বৃক্ষের স্থাণুতে ভূতভ্রান্তি, ভূতদর্শন, ভূতাতঙ্ক, ভূতাক্রান্ত হওয়া যেরূপ ব্যাপার এই মিথ্যা মানবাস্তিত্বগুলিও সেইরূপ ভ্রান্তি-উৎপন্ন ও বায়োস্কোপিক ছায়ামূর্ত্তি সমূহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বায়োস্কোপ অর্থ—ছায়া-চিত্র।

জীবের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্ব আছে মাত্র।

এক্ষণ এই জীবত্ব-ভ্রম হইতে উৎপন্ন মিথ্যা মানবাস্তিত্ব দেখিয়া কেন লোকে উহার মিথ্যাত্ব, অলীকত্ব উপলব্ধি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না? ইহার সুন্দর যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একটি বিস্তৃত প্রান্তরে দশটি বন্ধু ভ্রমণে বহির্গত হইল। তথায় উপনীত হওয়া মাত্র দশ বন্ধুকে দিগ্‌ভুলে পাইল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পন্থা বলিয়া দিতে, দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া-দিতে বলিতে লাগিল, প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় অকাট্য অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করতঃ সে নিজে যে ঠিক বুঝিয়াছে, তাহার যে দিগ্‌ভ্রান্তি জন্মে নাই, তাহার যে দিক ঠিক আছে, ইহা সুপ্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বহুক্ষণ বহুবিতণ্ডার পরেও কেহই দিগ্‌ভুল হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। পরে যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও বাস্তবিকই দিগ্‌ভুল অপসারিত হইয়া যায়, তবে সে আর বিতণ্ডা না করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে দিঙ্‌নির্দ্দেশ করতঃ দ্রুতপদে প্রস্থান করে। তাহার আর দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণের সঙ্গে বিতণ্ডার প্রয়োজন, প্রয়াস বা প্রযত্নাতিশয় থাকে না; সে একবার মাত্র শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে যে, দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণ তাহার পন্থা অনুসরণ করে কি না? যখন দেখিল যে, কেহই তাহার পন্থা গ্রহণ করিল না, তখন সে একাকীই স্বীয় ভবনের দিকে মহানন্দে চলিতে থাকে।

এক্ষণ আবার দেখ, দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণের অবস্থা! যাহার বা যাহাদের দিগ্‌ভ্রান্তি জন্মে তাহারা কি বন্ধুগণের একতরের যে দিক ঠিক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে? কখনই নয়। তাহাদের দিগ্‌ভ্রান্তির প্রভাবে সত্যপথ ঠিক করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা সত্যপথাবলম্বী বন্ধুর যে দিক্ ঠিক হইয়াছে, তাহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না, বা ঐ বন্ধুর যৌক্তিক বাক্যগুলি ধারণা করিতে পারে না। তাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, দিগ্‌নির্ণয় ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে অযথা বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করে মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি, যদি কোন নবাগত অভ্রান্ত পথিক আসিয়া বলে যে, "আমার সঙ্গে এস", তবু তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বীয় ভ্রান্ত বুদ্ধির উপর তাহাদের বলবতী আস্থা কেন ত্যাগ করিবে? বিস্তৃত বিজন প্রান্তরে বিভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু তাহারা যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে যে দিগ্‌ভুলে পাইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবে না বা করিতে পারে না। অভ্রান্ত পথিকগণের পুনঃপুনঃ সাবধানের ইঙ্গিত, উপদেশ ও উচ্চ চীৎকার তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহারা 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু দিগ্‌ভুল দ্বারা অনাক্রান্ত পথিকের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমন কি, যতই তাহাদের দিগ্‌ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিতে অভ্রান্ত পথিক চেষ্টা করে, ততই তাহারা "তোমার কথা আমরা শুনিব না, তোমার যুক্তির কোন মূল্য নাই, তুমি আমাদিগকে ভুল পথ দেখাইতেছ" বলিয়া দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। অভ্রান্ত পথিকের প্রদর্শিত দিক যে ঠিক, তাহা দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণের পক্ষে ধারণা করা, বা ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। এক্ষণ পাঠক দেখ, দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণের মধ্যে যাহার স্বতঃই দিগ্‌ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়াছে, অবশিষ্ট বন্ধুগণ তাহার কথায়ও কর্ণপাত করিল না এবং নবাগত অভ্রান্ত, দিগ্‌ভ্রান্তি দ্বারা অনাক্রান্ত পথিকের কথায়ও কর্ণপাত করিল না। এতাদৃশ বিভ্রান্তগণ যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক দিগ্‌ভ্রান্তি-মুক্ত বন্ধুর বা অপর পথিকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

পাঠক, কল্পনানেত্রে একবার এই সংসার-মরুতে দিগ্‌ভ্রান্ত মানব-পথিকগণের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ কর। ইহারা স্বীয় স্বীয় জীবত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমে পতিত হইয়া আত্মদৃষ্টি বা আত্মদিক্ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। আর বৃথা জীবত্ব-ভ্রমের বৃথা বহ্বাড়ম্বরে আস্ফালন করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহাদের দিগ্ভুল নষ্ট করিবার শক্তি যেন কাহারও নাই। এই মায়িক জীবের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই। উল্লিখিত বন্ধুগণের অবস্থা, তাহাদের দিগ্ভ্রান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার যে শোচনীয় দৃশ্য, যে পাঠক কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারই এই মায়ার সংসারারণ্যে দিগ্ভ্রান্ত মানবকুলের দুর্গতি অনুভব করার সাধ্য আছে, অন্যের নাই।

এই সংসার-মরুতেও দিগ্ভ্রান্ত মানবগণ স্বীয় স্বীয় জীবত্বের ভ্রমে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই ভ্রান্তি-বিলাস স্থলে জীবের উদ্ভ্রান্ত পরিভ্রমণের দৃশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আর এই গোলকধান্ধায় আসিতে ইচ্ছা হয় না।

এই ভ্রমকৌতুকের জায়গায়, এই ভ্রান্তিবিলাস স্থানে, এই মায়ার ব্যূহচক্রে বা গোলক-ধান্ধায় পতিত হইয়া অনাদিকাল হইতে অসংখ্য মানবের বা জীবের উদ্ভ্রান্ত পরিভ্রমণের দৃশ্যটি একবার কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ করিলে মানব-মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠে। মানব স্বীয় শোচনীয় মায়িক অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহার আর এই গোলকধান্ধায় আসিবার পুনরিচ্ছা হইতে পারে না; ভয়ে, বিস্ময়ে প্রাণ চমকিয়া উঠে, এই ভ্রান্তিরাজ্যে পরিভ্রমণ অসহনীয় হইয়া উঠে।

মহাবীর অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন যেমন তাঁহার পক্ষে ঘোর আতঙ্কের কারণ ও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, প্রজ্ঞাশীল, দিগভ্রান্তিদ্বারা অনাক্রান্ত, ভ্রান্তিবিমুক্ত, জীবত্বভ্রমশূন্য আত্মজ্ঞানীর পক্ষে মানবাস্তিত্ব বা জীবাস্তিত্ব তেমনই বিভীষিকাময়, প্রহেলিকাময়, দুঃখময় ও মায়াময় বলিয়া উপলব্ধ হয়। সম্যক্ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহামতি বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, কবীরদাস, তুলসীদাসাদি মহাত্মাগণ এই জগৎ-প্রহেলিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রান্ত্যুৎপন্ন, ভ্রান্তি-প্রসূত, মানবকুলের ভ্রান্তি-দশা দর্শন করতঃ সত্য-জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক ভ্রান্তিবিমুক্ত হইতে তারস্বরে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবদ্দশায় কত উপদেশ দিয়াছেন, আবার যদি তাহা মানব বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দেয়, এজন্য ঐ সব অমূল্য উপদেশরাশি শাস্ত্রাকারে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আহা ! যদি কোটী দিগ্‌ভ্রান্ত মানবের মধ্যে একজনও ঐ সব উপদেশ লাভে দিগ্‌-ভুল-বিনির্মুক্ত হইতে পারে ! দিগ্‌ভুলদ্বারা অনাক্রান্ত পথিকের উপদেশে, উচ্চ চীৎকার শ্রবণে যদি উল্লিখিত দশ জন দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুর মধ্যে একজনেরও চৈতন্য হয়, দিক্‌ ঠিক হয় ! তাই উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ তারস্বরে চীৎকার করিয়া গিয়াছেন—

জীবত্ব-ভ্রমশূন্য আত্ম-জ্ঞানীর পক্ষে জীবাস্তিত্ব বিভীষিকাময় ও দুঃখ-ময় বলিয়া উপলব্ধ হয়। তাই তাঁহারা কত উপ-দেশ দিয়া শাস্ত্রাকারে জ্ঞান-গরিমা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন. যদি একজনও উদ্‌ভ্রান্ত জীব প্রবুদ্ধ হয়।

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধতঃ
ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া,
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

"উঠ, জাগো, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও, এই মায়াকাননের পথ অতি দুর্গম, ইহা ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার, ইহা অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কবিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ এরূপ বলিতেছেন।" উপনিষদ্‌কার মহাজ্ঞানী ঋষিগণের এতাদৃশ জাগরণ-মন্ত্র-ধ্বনি আজও যাহাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহারা কি ভাগ্যবান্‌ ! তাহারাই এই দুরত্যয়া বা দুষ্পারণীয়া মায়া-মহাসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য। আর যাহাদের কর্ণ সম্পূর্ণ বধির, তাহারা এই মায়া-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় সতত আবর্ত্তিত ও বিঘূর্ণিত হইয়াও মায়ারই ইঙ্গিতে বৃথা গর্ব্বিত হইয়া বৃথা আস্ফালন করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া ও মন।

এই যে মায়ার কথা বলা হইতেছে, ইহা মন হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নয়; শব্দগত যে পার্থক্য, তাহার কিছু কারণ আছে। ব্যক্তিগত মায়াই মন, আর সর্ব্বগত বা সার্ব্বভৌমিক মনই মায়া, অর্থাৎ একই বস্তু ব্যক্তিগত হইলে মন ও সর্ব্বগত হইলে মায়া নামে অভিহিত হয়। এক্ষণ এই মন বা মায়াকে যে বস্তু বলা হইল, ইহাও ঠিক হইল না, ইহা স্বধু আপাততঃ বুঝিবার স্থবিধার জন্য বলা হইল, যেহেতু সাধারণ মানববুদ্ধি প্রথমতঃই অবস্তুত্ব অনুভব করিতে পারে না, তাহার বুদ্ধি সম্যক্ বস্তু-নিচয়ের ভাবে ঘটিত। বস্তুনিচয়ের ভাব-সমষ্টি হইতে সংগৃহীত তাহার অভিজ্ঞতারাশিই তাহার বুদ্ধিরূপে প্রকীর্ত্তিতা হইয়াছে। মন বা মায়া কোন বস্তু নয়। ইহা স্বীয় চাতুর্য্য নিবন্ধন বস্তুরূপে প্রতিভাত বা প্রদর্শিত হয় মাত্র। ইহার ভ্রান্তাস্তিত্ব আছে, সত্যাস্তিত্ব নাই। সহজ কথায় ইহা ভ্রান্তি-ছায়া মাত্র, সত্যজ্ঞান নহে।

> ব্যক্তিগত মনই মন, সার্ব্বভৌমিক মনই মায়া। মন বা মায়া কোন বস্তু নয়। ইহা ভ্রান্তি-ছায়া মাত্র, সত্যাস্তিত্ব নহে।

আত্মাই সত্যজ্ঞান স্বরূপ, মন তাহার আবরণ ও বিক্ষেপ প্রদর্শক মাত্র। আত্মাতে মন আবরণ বা বিক্ষেপ আনয়ন করিতে পারে না, কিন্তু যাদুবলে, ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে আবরণ, বিক্ষেপ বা ভ্রান্তির, মিথ্যা-প্রদর্শনীর ক্রীড়া করে মাত্র। মন বা মায়া-দ্বারা আত্মা অভিভূত হয় না। মনোরাজ্য মধ্যগত জীব বা মানব আত্মার অভিভবাবস্থা যে দর্শন করে তাহা মন বা মায়ার প্রভাবেই হয়। মনো-রাজ্য বা মায়ারাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত যে জীব বা মানব, যাহার

> সত্যজ্ঞান-স্বরূপ আত্মায় মন বিক্ষেপ প্রদর্শক মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন-দ্বারা আত্মা অভিভূত হন না। জীবভ্রান্তি অপগত জীব আত্মাকে নির্ব্বিক্ষিপ্ত ও অনাবরিত রূপে বিদ্যমান দেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবভ্রান্তি অপগত হইয়াছে, সে পরম কল্যাণকর জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারে যে, আত্মা নিষ্কলঙ্করূপে অচল, সনাতন, নির্ব্বিক্ষিপ্ত, অনাবরিতরূপে বিদ্যমান আছে। যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে ধরাপৃষ্ঠে অবস্থিত মানবকুল সূর্য্যদেবকে মেঘাবৃত দর্শন করে, কিন্তু কোন ব্যক্তি উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিলে সে তাহাকে সম্যক্ মেঘমুক্ত দেখে, তেমন এই মায়া-মেঘের উপরিস্থ সীমাদেশে আরোহণ করিলেই আত্ম-সূর্য্যকে পরিষ্কাররূপে মায়া-মেঘমুক্ত দর্শন করা যাইতে পারে। জ্ঞান-গিরি-শিখরে আরূঢ় মানবের পক্ষে আত্মার মায়ামুক্তাবস্থা, অনভিভবাবস্থা, অনাবরিতাবস্থা দর্শন অতি সহজ ও পরিষ্কার হয়। এই মনোরূপ ভ্রান্তি-ছায়া বিদূরিত হইলে পশ্চাৎ জীবেব বা মানবের যে স্থিতি হয় ঐ স্থিতিই তাহার সত্যস্থিতি, যথার্থস্থিতি বা আত্মস্থিতি অথবা ব্রাহ্মীস্থিতি হয়।

> এই মনোরূপ ভ্রান্তি-ছায়া বিদূরিত হইলে জীবের যে স্থিতি তাহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।

মহাজ্ঞানী, আত্মজ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণের উপদেশেই এই যে মানবকুল মনোমুক্ত বা মায়ামুক্ত হউক, মায়া বা মনোরাজ্য ত্যাগ করুক, জ্ঞানগিরি-শিখরে আরোহণ করিয়া আত্মসূর্য্য দর্শন করতঃ চিরতৃপ্ত হউক। এইসব তত্ত্বদর্শিগণের উপদেশই কি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করে? "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরটি শ্রবণ করিতে বা স্মৃতিপথে আনয়ন করিতেই বা কে চাহিতেছে? মহাজন (জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ) যে পথে গিয়াছেন উহাই জ্ঞানগিরি-শিখরে মায়ামেঘমুক্ত আত্মসূর্য্য দর্শনের জন্য আরোহণের পন্থা, তাহাতে সংশয় নাই। এক কথায়, আত্মদর্শন

> তত্ত্বদর্শিগণ এই মনোরাজ্য ত্যাগ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

> মনের ভ্রান্তি-ছায়াত্ব, অলীকত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব দর্শনের উপর আত্ম-দর্শন নির্ভর করে। মনোরাজ্যে ঘূর্ণ্যমান জীবগণ ইহা পারে না।

11

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের ভ্রান্তি-ছায়াত্ব, অলীকত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব দর্শনের উপরই সম্যক্ নির্ভর করে। এই ঐন্দ্রজালিক মনই মানবের মিথ্যা জীবাস্তিত্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাই মানবকুলকে মিথ্যা ভেল্কী বাজী প্রদর্শন করিয়া, আত্মদর্শন করিতে দেয় না।

মনোরাজ্যে ঘূর্ণ্যমাণ জীবগণ এই মনের বা মায়ার প্রভাবে আত্মার অচলত্ব ও সনাতনত্ব দর্শন করিতে পারে না, যেমন ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া পৃথিবীস্থ মানবকুল আপনাদিগকে ঘূর্ণ্যমান অনুভব করে না, পৃথিবীকেও স্থিরই দেখে ; তদ্রূপ মনোরাজ্যে বিভ্রান্ত মানবকুল আপনাদিগকে মনের দ্বারা বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত মনে করে না। উহারা মনের প্রবঞ্চনামূলক চাতুরীতে সম্যক্ প্রবঞ্চিত হইয়াও আপনাদিগকে সম্যক্ অভ্রান্ত মনে করে। সম্যক্ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও নিজেকে স্ববুদ্ধিমান মনে করে এবং তজ্জন্য মহা গর্ব্বিত হয়। আমরা চন্দ্রমণ্ডলকে ঘূর্ণ্যমান দর্শন করি, কিন্তু যদি তথায় যাইতে পারি তখনই দেখিব যে, উহা আমাদের এই পৃথিবীর মত চিরস্থির। পক্ষান্তরে এই চিরস্থিররূপে অনাদিকাল হইতে দৃষ্ট পৃথিবীকে তখন আমরা ভীমবেগে অনন্ত আকাশে ঘূর্ণ্যমান দেখিব। পৃথিবী যে কি প্রচণ্ডবেগে অসীম গগনে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা দেখিবার মত যদি পৃথিবীবাসী মানবের শক্তি থাকিত বা পৃথিবী হইতে এমন কোন স্বতন্ত্র স্থান থাকিত —যথা হইতে এই বিরাট পৃথিবীর ভীমগতি নিরীক্ষণ করা যাইত, তাহা হইলে তাহা দেখিয়া মানব-মস্তিষ্কও বিঘূর্ণিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিত, যেরূপ মহাবীর অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীষণ সংগ্রাম দৃশ্যে চির-অভ্যস্ত ও অভীত মস্তিষ্কও বিঘূর্ণিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।"

এই মায়ারাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্ম-সূর্য্যের স্বয়ং প্রকাশমান তেজ দর্শন করিয়া স্থির থাকাও সাধারণ মস্তিষ্কের কর্ম্ম নয়। যে সব মহামনস্বী, মনীষাসম্পন্ন, মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ আত্ম-সূর্য্য-দর্শনের তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্র তাঁহাদিগকে 'মহাবল' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের উপাধিই ছিল 'মহাবল'। বৌদ্ধসূত্রে, বৌদ্ধমহায়নসূত্রে ও অন্যান্য সূত্রাদিতে বুদ্ধদেবকে তদীয় শিষ্যগণ 'মহাবল' বলিয়া সর্ব্বদা সম্বোধন ও স্তব করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী অর্হৎগণও পরে ঐরূপ সম্বোধিত হইতেন।

আত্ম-সূর্য্যের স্বয়ং প্রকাশমান তেজও মায়া-রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাধারণ জীব সহজে সহ্য করিতে পারে না।

এদিকে হিন্দুর জ্ঞানসিন্ধু উপনিষদকারগণ তারস্বরে বলিয়া গিয়াছেন,—"অয়মাত্মা ন বলহীনেন লভ্য"—এই আত্মা বলহীনের লভ্য নয়। কাহার বল? মনের বল। পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন উঠিবে, 'মিথ্যা মনের বলও মিথ্যা, মনের মিথ্যা বলের দ্বারা সত্য আত্মা কিরূপে লভ্য হইবেক?' ক্ষীণ, সূক্ষ্ম ও অন্তঃসারবিহীন বাষ্পরাশি-সমষ্টি মেঘমালা যেমন সম্যক্ অসার হইলেও এবং সুধু মলিনা ও আবরণী-শক্তিসম্পন্ন হইলেও মহাশক্তিশালিনী, মহোজ্জ্বলকারিণী বিদ্যুচ্ছটা স্বীয় অসার দেহে ধারণ করতঃ কর্ণবধিরকর ও পৃথ্বী-পৃষ্ঠ বিদীর্ণকর বিদ্যুৎ-নির্ঘোষ উৎপাদনে সমর্থ হয়, সেইরূপ অসার জড় সংস্কার সমষ্টি বা স্মৃতি সমষ্টি এবং ভ্রান্তি-ছায়ারূপী মন ও চিৎ প্রতিবিম্ব বা আত্মার প্রভা বা আভাস অর্থাৎ ছটা ধারণে সমর্থ হইয়া এবং আত্মার বলে বলীয়ান হইয়া আত্মশক্তিমানরূপে অবহিত হয়।

ভ্রান্তি-ছায়ারূপী মনও চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণে সমর্থ হয় ও আত্মশক্তি-মানরূপে অবহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মনের বলের দ্বারাই মনের অসারত্ব, ভ্রান্তি-ছায়াত্ব, ভেল্কীত্ব দর্শন বা অনুভব করিতে হইবেক, যেমন অন্ধকার রাত্রিতে বিমলিন মেঘমালাস্থিত বিদ্যুচ্ছটা দ্বারাই মেঘ দর্শন করিতে হয়। মেঘের যে মলিনা ও আবরণীশক্তি, সদা চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অসারতা প্রভৃতি দোষরাশি যেমন তৎস্থিত বিদ্যুৎ-প্রভাদ্বারা নিরীক্ষিত ও নির্দ্দেশিত হয়, তেমন চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা অর্থাৎ আত্মার শক্তির প্রভাদ্বারা মনের জড়ত্ব, অসারত্ব, ভ্রান্তিবিলাসত্ব, চঞ্চলত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। আবার দেখ, ঘনীভূত মেঘে যেমন বিদ্যুৎ সঞ্চার অধিকতর হয় ও তদ্ধেতু তাহার প্রভা অসীম হয়, বিচ্ছিন্ন মেঘমালায় তেমন হয় না, তথায় বিদ্যুৎ-প্রভা, বিদ্যুৎ শক্তির বিকাশ দেখা যায় না, সেইরূপ যাহার মনের বৃত্তি, স্মৃতি বা সংস্কাররাশি সদা বিচ্ছিন্ন থাকে, একত্র ঘনীভূত বা কেন্দ্রীকৃত নহে, তাহাতে আত্মশক্তি, চিৎপ্রতিবিম্ব তেমন প্রতিফলিত, স্পষ্টীকৃত ও প্রভাযুক্ত হয় না। মনোবৃত্তিগুলি কেন্দ্রীভূত, পুঞ্জীকৃত হইলেই তাহাতে আত্মশক্তি প্রভান্বিত হইয়া প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়।

পুঞ্জীভূত মেঘরাশিস্থিত বিদ্যুৎ-প্রভা দ্বারা মেঘের দোষরাশি দর্শনের মত কেন্দ্রীকৃত মনে প্রতিফলিত চিৎ প্রতিবিম্ব দ্বারা মনের দোষরাশি নির্দ্দেশিত হয়।

মনোভিমানী ও আত্মাভিমানী।

এই আত্মার প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন শক্তিতে কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞানী মানব শক্তিমান মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে ও ভ্রান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হয়। বালক যেমন সলিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে 'ঐ সূর্য্য' বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এবং ঐ প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে যথার্থ সূর্য্য মনে করে, তেমন চিৎপ্রতিবিম্বিত মনকেও অজ্ঞানী মানব, বিচার-শীলতার অভাবে আত্মা বলিয়া মনে করে। এখানেই অহঙ্কারের বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা জীবাভিমানের উৎপত্তি। আত্মার মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত যে ছায়া, উহা কিন্তু আত্মা নয়। যেমন সলিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যথার্থ সূর্য্য নয়। এই অযথার্থ, অসত্য আত্ম-প্রতিবিম্বকে যথার্থ ও সত্য আত্মারূপে গ্রহণ করাতেই মানবের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় ও তদ্ধেতু বৃথা অহঙ্কারের আবির্ভাব হয় ও মিথ্যা জীবাভিমান উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ এই যে, মিথ্যা পদার্থকে সত্য মনে করিলে বা তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করিলেই মিথ্যাফল লাভ হইবেক। প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যথার্থ আত্মা মনে করিলে যে মানব বালকবৎ বিচারহীন হইবেক ও মিথ্যা জীবাভিমানী বা মনোভিমানী হইয়া প্রবঞ্চিত হইবেক, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এই ভ্রান্তি-ছায়া মন হইতে যে মিথ্যা জীবাভিমানের উৎপত্তি হয় ইহা মানবের অখিল দুর্গতির কারণ। মনোভিমানীই মহাদুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

চিৎপ্রতিবিম্বিত এই মনকেই অজ্ঞানী মানব আত্মা বলিয়া মনে করে, ইহাই জীবাভিমানের উৎপত্তি; ইহাই তাহার অখিল দুর্গতির কারণ।

জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধির একমাত্র কারণই এই মনোভিমান। আত্মাভিমানী জরা-মরণ-দুঃখ রহিত হইয়া যান। তিনি অজর ও অমর হন, যেহেতু আত্মধর্ম্মী আত্মার লক্ষণাক্রান্ত হন। আত্মার ধর্ম্মই হইল অজরত্ব, অমরত্ব। জন্ম-জরা-মরণাদি মনের ব্যাপার, মনোধর্ম্মীর সঙ্গী উহারা আত্মাকে অনুসরণ করিতে পারে না।

আত্মাভিমানী জরা-মরণ-দুঃখ রহিত হন।

এখানে আত্মাভিমানী ও মনোভিমানী মানব বলিতে এই অভিমান শব্দের অর্থ গর্ব্ব নয়। 'আমি ইহা' এতাদৃশ বোধকেই অভিমান কহে। 'আমি মন' এরূপ বোধসম্পন্নকে মনোভিমানী এবং 'আমি আত্মা' এরূপ জ্ঞানসম্পন্নকে আত্মাভিমানী কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবভ্রান্তি।

এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, এই জীবভ্রান্তিটি কাহার? মনোভিমান ও আত্মাভিমানটি কাহার? মানবাস্তিত্বটি বস্তুতঃ কি? মানব বলিতে কাহাকে বুঝায়? এসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে। আত্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রকৃষ্ট অনুভূতি ও সুবিচার এসব গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ। এই মানবাস্তিত্ব তত্ত্ববিশ্লেষণিক জ্ঞান বিচার দ্বারা নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত হয়। মানব-দেহের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাদানগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক নির্ণয় ও নির্দ্দেশ করা যাউক। এই দেহমধ্যে প্রথমে স্থূল ইন্দ্রিয়গণ, পরে সূক্ষ্ম প্রাণ, সূক্ষ্মতর মন ও সূক্ষ্মতম আত্মা রহিয়াছে। বুদ্ধি মনেরই অন্তর্গত। মনের বিচারের দিকটাই বুদ্ধি, মন আর বুদ্ধিতে কিছু পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। এই যে দেহমধ্যে আত্মা রহিয়াছে বলা হইল, এই আত্মা কোন্ আত্মা? জীবাত্মা কি পরমাত্মা? আত্মা এক ব্যতীত দুই নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে বলা হইল, উহা শুধু অবোধকে বুঝাইবার সুবিধার জন্য। বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মা বলিয়া পৃথক্ আত্মা নাই, এক পরমাত্মাই এই দেহের ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান আছেন। এই দেহমধ্যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মেতর দ্বিতীয় আত্মা বিদ্যমান নাই। একই পরমাত্মা দেহের ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া প্রতি লোমকূপে সমভাবে অনুস্যূত রহিয়া এই জড়দেহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। এক কথায়, এই দেহমধ্যে আত্মেতর দ্বিতীয় সত্তা নাই।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে পৃথক্ আত্মা নাই। একই আত্মা দেহের ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে।

একই আত্মার যে 'পরম' ও 'জীব' উপাধি দান করতঃ শাস্ত্রকারগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপে পৃথক্ নাম প্রদান বা কল্পনা করিয়াছেন, উহা অবোধকে বুঝাইবার জন্য'। যেমন বর্ণমালার মধ্যে একটি 'ক'-ছাড়া দ্বিতীয় 'ক' নাই, কিন্তু উহা শিশুর বোধগম্য জন্য একটি কল্পিত কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া শিশুকে বর্ণপরিচয় শিক্ষার সময় বলিতে হয়, এই তোমার 'ক'। সেইরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্যই প্রথমে অজ্ঞান-কল্পিত জীবাত্মার নাম উল্লেখ করিতে হয়। সলিলে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া গুরু যেমন অজ্ঞানী শিষ্যকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলেন, "এই যে চন্দ্র দেখিতেছ, উহা মিথ্যা।" যদিও উহা চন্দ্র নহে তবু উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে গুরুকে বলিতে হয় যে 'এই চন্দ্র'; এরূপই জীবাত্মা নামধারী পৃথক আত্মার সমাবেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। সলিলে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চন্দ্রের অস্তিত্ব যেরূপ, দেহমধ্যে জীবাত্মার অস্তিত্বও তদ্রূপ। মিথ্যা চন্দ্র যেরূপ মিথ্যা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ উহার অস্তিত্বও মিথ্যা, উহার দর্শনও মিথ্যা, এরূপ জ্ঞান-দৃষ্টিতে, আত্ম-দৃষ্টিতে জীব-ভ্রম অপগত হইলে জীবত্বও তদ্রূপ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য অজ্ঞান-কল্পিত জীবাত্মার নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

জন্ম-মৃত্যু কাহার?

তবে জন্ম-মৃত্যু কাহার হয়? এই মিথ্যা জীবাত্মার মিথ্যা মনোরাজ্যে বা মায়ারাজ্যে মিথ্যা জন্ম-মৃত্যুর সংঘটন হয়। যেমন মিথ্যা থিয়েটারে, মিথ্যা বিদুর, মিথ্যা মোক্ষ-ধর্ম্ম, মিথ্যা দর্শকগণের মিথ্যা মনকে, মিথ্যা মুগ্ধ করে, সেইরূপ মিথ্যা জীবাত্মা, মিথ্যা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, মিথ্যা দেহধারণ করতঃ, মিথ্যা মৃত্যুকে আলিঙ্গন

মিথ্যা জীবাত্মারই মিথ্যা মনোরাজ্যে মিথ্যা জন্মমৃত্যু হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, মিথ্যা জন্মান্তর গ্রহণ করে। যখন মানবের এতাদৃশ মিথ্যা দর্শন, মিথ্যা জীবজ্ঞান ধরা পড়ে, তখন তাহার আর কিছুই দর্শনীয় বা জ্ঞাতব্য থাকে না। এই দেহমধ্যে "এক আত্মেতর দ্বিতীয় সত্তা নাস্তি" এই দৃঢ় প্রতীতি তাহাকে অচল, অটল করিয়া, অচল ও সনাতন আত্মস্বরূপে স্থিত করে, তাহার জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জ্জন্মাদি প্রহসন সব অদৃশ্য হইয়া যায়।

এতাদৃশ মিথ্যা দর্শন ধরা পড়িলেই জীবের জন্ম-মৃত্যু, পুনর্জ্জন্মাদি প্রহসন অদৃশ্য হয়।

স্বরূপ অবস্থানের পর জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান, অর্থাৎ জীবাত্মারূপে পৃথক্ আত্মেতর-সত্তা-জ্ঞান নষ্ট হইয়া, পরমপাবন আত্মজ্ঞানসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া, তিনি কেবল মিথ্যা জীবের, মিথ্যা জন্ম-মরণাদিরূপ প্রহসনাদি দেখিতে থাকেন; আর জীবভ্রম অপগমে আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। এই দেহমধ্যে "ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় সত্তা নাস্তি" এতাদৃশ জ্ঞানলাভে জীবজগৎ মিথ্যা প্রহসনরূপে তৎসকাশে প্রতিভাত হয় মাত্র, তাঁহার এতাদৃশ জ্ঞান প্রাপ্তিতে, মিথ্যা জীবভ্রমের অপগমে, তাঁহার মিথ্যা জন্ম-মৃত্যুর প্রহসন স্থগিত হইয়া যায়। বালকের বায়োস্কোপের মূর্ত্ত্যাদি দর্শন জন্য যে আনন্দ, বৃদ্ধের যেমন সেরূপ হয় না, সে উহা মিথ্যাজ্ঞানে অকিঞ্চিৎকর সাব্যস্ত করিয়া আনন্দলাভ করে না, তদ্রূপ এই বিশ্বরচনা মায়িক ব্যাপার বলিয়া যাহার আত্মজ্ঞান সাব্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার জগৎ-প্রহসন দেখিয়া আর আনন্দ হয় না। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অজ্ঞানতা হেতু যে এই জন্ম হইয়াছে তাহাও তাঁহার জ্ঞান হইলে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

তিনি তখন আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার জগৎ-প্রহসন দেখিয়া আর আনন্দ হয় না।

ইহা আত্মজ্ঞানীর অনুভবসিদ্ধ, যেহেতু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট স্বাপ্নিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপারগুলি যে মিথ্যা, তাহা যেমন স্বপ্ন সময়ে বুঝিতে পারা যায় না, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝা যায়, সেইরূপ মানবের এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার জন্ম-কর্ম্ম সব মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ স্বপ্ন-ভঙ্গে স্বাপ্নিক ব্যাপার, স্বাপ্নিক দৃশ্য, স্বাপ্নিক মূর্ত্ত্যাদি যেমন অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন বা উপলব্ধ হয়, এই জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গের পর যখন মানবের প্রকৃত জাগরণ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে তখন সে তাহার বর্ত্তমান জন্ম, কর্ম্ম, দেহ, সব অলীক বলিয়া বুঝিতে পারে। এক্ষণ বর্ত্তমান সময়ে সে যে সর্ব্বদা জীবনস্বপ্ন, জন্মস্বপ্ন, কর্ম্মস্বপ্ন, দেহস্বপ্ন ও জাগতিক দৃশ্য স্বপ্নাদি দেখিতেছে, তাহা তাহার মৃত্যুতে যথার্থ জাগরণে সম্যক অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। গ্রীস দেশের প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত যাঁহার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল যে, হে সক্রেটিস, তোমার মত জ্ঞানী পুরুষ আর বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে নাই, তুমি বর্ত্তমান যুগে ভূমণ্ডলের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি, সেই মহাজ্ঞানী মহাত্মা সক্রেটিস বলিয়াছেন, "জীবন একটা স্বপ্নাবস্থা ও মৃত্যু জাগরণাবস্থা"।

ইহা আত্মজ্ঞানীর অনুভব-সিদ্ধ।

জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গের পর জাগরণে জীব-জগৎ-রূপ স্বপ্ন অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

এই যে দুইটি কথা, ইহা বুদ্ধি দ্বারা অনেকে বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করিতে অনেকেই অক্ষম। তাই মৃত্যু উপস্থিত হইলে সকলেই ভীত, চমকিত, ত্রাসিত, মহা-মনঃক্ষুব্ধ হয়; "হা হতোঽস্মি" বলিয়া ভয়ে, বিষাদে ব্যাকুল হইয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জ্ঞান হারাইয়া ফেলে; ভয়ে এতাদৃশ আড়ষ্ট হইয়া যায় যে, তখন 'দেখি মৃত্যুতে কি দশা ঘটে, মৃত্যু ব্যাপারটি কি, মৃত্যুর পরে কি অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইব' এরূপ কৌতূহলাক্রান্ত মনের ভাবটি আর থাকে না বা রাখিতে

ইহা বুদ্ধি দ্বারা ধরিতে পারিলেও উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া অনেকেই মৃত্যু উপ-স্থিত হইলে ত্রাসিত হয়। কিন্তু আত্ম-জ্ঞানী নির্ভয়ে দেহ ত্যাগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। কিন্তু আত্মজ্ঞানী নিজেকে সর্ব্বদা আত্মস্বরূপ সিদ্ধান্ত বা সাব্যস্ত করিয়া এবং আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অচল, সনাতন ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত উপলব্ধি করতঃ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাই মহাত্মা সক্রেটিস যাঁহার আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলি আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বা পৃথিবীর অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিত জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক পরাভূত বা পরাহত হয় নাই, মৃত্যুকালে অবিষণ্ণ বদনে, শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, শীঘ্রই "জীবন-স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইব, প্রকৃত জাগরণ লাভ করতঃ আত্ম-সূর্য্যের চিরন্তনী আলো দর্শন করিব" এই দৃঢ় জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া শিষ্যগণের সঙ্গে আত্মতত্ত্বের আলোচনা ও আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে হেম্‌লক্ নামক বিষাক্ত পত্রের রস পান করিলেন এবং ধরাশায়ী হইলেন। ঐ বিষাক্ত পত্রের রস এতদূর শারীরিক যন্ত্রণা-উৎপাদক যে, উহা পান করা মাত্র সর্ব্ব শরীর মহা আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, কিন্তু 'নশ্বর দেহ হইতে অবিনশ্বর আত্মা সম্যক্ পৃথক্ ও নির্লিপ্ত,' এই মহাসত্য মহাত্মা সক্রেটিসের বোধে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, এবং তদ্ধেতু মৃত্যুর পূর্ব্বেই যেন তিনি দেহ হইতে জ্ঞানবলে পৃথক হইয়া রহিয়াছিলেন এবং বিষপান জনিত দৈহিক যন্ত্রণাকে নিজের যন্ত্রণা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই মৃত্যুকালে তাঁহার শরীর এতাদৃশ ভীষণ বিষেও নড়িতে পারিল না। এই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করিয়া যে ঘাতক বিষের পাত্র মহাত্মার মুখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল, "আমি কত প্রাণ-দণ্ডের আসামীকে এই বিষাক্ত পত্রের রস খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছি, কিন্তু সকলেই মৃত্যু জানিয়া আমার প্রতি রোষ ও বিদ্বেষ দেখাইয়াছে এবং রোষ-কষায়িত

আত্মতত্ত্ব সাধনই হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার একমাত্র উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেত্রে তাকাইয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্তির মুখে কোনরূপ বিষাদের বা আমার প্রতি বিদ্বেষের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না।" পাঠক, এতাদৃশ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। সারা জীবনের সাধনার ফল, সারা জীবন আত্মতত্ত্ব আলোচনা এবং আত্মজ্ঞান সাধনই হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার একমাত্র উপায় জানিবে।

[প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে আত্মজ্ঞান প্রচার ও আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সক্রেটিস তদানীন্তন গ্রীস দেশের মহা শাসন-সভার সভ্যগণ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালিক প্রথাই ছিল হেম্‌লক্ নামক মহা বিষাক্ত পত্রের রস পান করাইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে হত্যা করা। মহাত্মা, মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের মহা দীন জীবন-চরিত্র ও শোকাবহ মৃত্যু, তাঁহার আত্মজ্ঞানের শিক্ষাপ্রণালী সবিশেষ জ্ঞাত হইতে হইলে তদীয় ভক্তশিষ্য জেনোফোন্ কর্ত্তৃক লিখিত ইংরেজী "জেনোফোন্ মেমোরেবিলিয়া" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।]

মনস্তত্ত্ব।

এক্ষণ মনস্তত্ত্ব বা মনোভিমানী মানবাস্তিত্বের জটিল সমস্যাটি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হউক। সুধু ব্যাবহারিক বুদ্ধিশক্তির দ্বারা এই মহা জটিল রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে না, অনুভব-শক্তি প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই যে মানবাস্তিত্ব, ইহা মনঃরূপ মোটর শক্তিতে সর্ব্বদা চালিত হইতেছে। মোটর অর্থ তাড়িত, মোটর গাড়ীগুলি যেমন উহাদের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ অভ্যন্তরে উৎপাদিত তাড়িত শক্তির দ্বারা চালিত হয়, এই

মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যাদি কেবল বুদ্ধিশক্তি দ্বারা উদ্ঘাটিত হয় না, অনুভব শক্তিও প্রযুজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাস্তিত্ব বা মানবাস্তিত্বগুলিও সেইরূপ মনঃশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। এই যে, মোটর শক্তি বা তাড়িত-শক্তি, ইহা যে স্থধু মোটর গাড়ীর অভ্যন্তরেই বিদ্যমান আছে, বা প্রণালী বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হয় এরূপ নহে। ঐ তাড়িতশক্তি জগদ্ব্যাপী, জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূতাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তদ্ধেতু মোটর গাড়ীর অভ্যন্তরে তাড়িতশক্তি প্রণালী-বিশেষ দ্বারা সঞ্চিত করা যায়, অর্থাৎ প্রণালী-বিশেষ অবলম্বিত হইলেই জাগতিক সর্ব্বত্র অনুস্যূত তাড়িতপ্রবাহ তথায় স্বতঃই সঞ্চিত হইতে থাকে। তাড়িতশকটস্থ ও জীবদেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতপ্রবাহ জাগতিক অনন্ত তাড়িতপ্রবাহের অংশ মাত্র, সেইরূপ অনন্ত বিশ্বব্যাপী যে মনঃশক্তি ব্যক্তিগত মনও তাহার অংশভূত মাত্র। পাঠক! ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মা বা পরমাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন; জগদ্ব্যাপী হইয়া জগতের প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান আছেন, ইহা অনেকেই শুনিয়াছ। এক্ষণ, মন যে জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে ইহা বোধ হয় নূতনত্ব জ্ঞাপক হইবেক।

মানবাস্তিত্ব মনোরূপ মোটর শক্তির দ্বারা চালিত।

এক্ষণ দেখ আত্মশক্তি, মনঃশক্তি ও তাড়িতশক্তি এই শক্তিত্রয়ী অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনে সমর্থা। এই শক্তিত্রয়ীই মানবের বা জীবের প্রাণন ক্রিয়া ও প্রাণের স্পন্দন সম্পাদন করিতেছে। এই তিন শক্তির সমবায়ে প্রাণশক্তি রূপে চতুর্থ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে বা অস্তিত্বশীল হইতেছে। প্রথমোক্ত শক্তিত্রয়ী মূলাশক্তি অনাদি, অনুৎপন্না, যেহেতু যাহার আদি আছে ও যাহা উৎপন্ন পদার্থ তাহা মূলাশক্তি হয় না। উৎপন্ন পদার্থ বা শক্তিমাত্রেই নাশশীল। তাই মানবের বা জীবের মৃত্যুতে তাহার জীবনীশক্তি

আত্মশক্তি, মনঃশক্তি ও তাড়িতশশক্তি এই ত্রয়ী শক্তি হইতে চতুর্থশক্তি প্রাণ-শক্তি উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা প্রাণ-শক্তি বা প্রাণন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়; ঊহা উৎপন্না-শক্তি, উল্লিখিত শক্তিত্রয়ী দ্বারা উৎপন্না হইয়াছিল, উহা মূলাশক্তি নহে।

এই যে শক্তি-ত্রয়ীর কথা বলা হইল, ইহারা প্রত্যেকে মূলাশক্তি হইলেও উহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক এবং এই পার্থক্যটি স্থধু চৈতন্যের পরিমাণের ইতর-বিশেষত্ব ও নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আত্মশক্তি সম্পূর্ণ চৈতন্যময়ী বা জ্ঞানময়ী, উহাতে জড়ের লেশমাত্র নাই; মনঃশক্তি অর্দ্ধ-চৈতন্যময়ী ও অর্দ্ধ-জড়-স্বভাবা; আর তড়িচ্ছক্তি সম্যক্ জড় শক্তি, উহাতে চৈতন্যের লেশমাত্র নাই। আত্মার সম্যক্ চৈতন্যময়ত্ব ও তাড়িতশক্তির সম্যক্ জড়ত্ব সহজ বোধগম্য। উহার বিশেষ বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। স্থধু মনস্তত্ব বোধগম্যই কঠিন সমস্যা। মনঃশক্তি অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধজড়। চৈতন্য শব্দের অর্থ—যে নিজেকে নিজে জানে; ঐরূপ জ্ঞানশক্তি অর্থ—নিজেকে নিজে জ্ঞাত থাকা। যে নিজেকে নিজে জানে না সে জড়শক্তি—যেমন তড়িতশক্তি, নিজে যে এত ভীমবলে বলীয়ান, তাহা জানে না। মনও অর্দ্ধজড় বলিয়া নিজেকে নিজে সম্যক্ জানে না, এজন্য উহার ভ্রান্তি বা মোহ উপস্থিত হয়।

আত্ম-শক্তি সম্পূর্ণ চৈতন্যময়ী, মনঃশক্তি অর্দ্ধ চৈতন্যময়ী ও অর্দ্ধজড়স্বভাবা এবং তড়িতশক্তি সম্যক্ জড়শক্তি।

ভ্রান্তিবিলাস।

মন ভ্রান্তিময়ী, মোহময়ী, এজন্য মনঃকল্পিত জগতে মানবগণ বা জীবগণ সর্ব্বদা ভ্রান্তি-চালিত ও মোহপ্রাপ্ত হয়; যেন জগতের প্রত্যেক জীব বা মানব দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, দিশাহারা হইয়া ভ্রান্তি বিলাস, অর্থাৎ ভ্রান্তিময় মনের বিলাস বা বাসভূমি এই জগতে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে এবং দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিজন প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত্যাক্রান্ত ব্যক্তির মত অবসন্ন

অর্দ্ধজড় মন নিজেকে সম্যক্ না জানিয়া ভ্রান্তিগ্রস্ত হয়। এজন্য মনঃকল্পিত জগতে জীবগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া "হা হতোঽস্মি" করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিষন্ন হইয়া 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং জানিতে পারিতেছে না যে, এই দিগ্‌ভ্রান্তির কারণ কি, কেন দিঙ্‌নির্ণয় হইতেছে না, কেন ভ্রান্তিবিলাস হইতে নিষ্ক্রমণের পথ দেখিতেছে না। মূল কারণ ভ্রান্তি কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার যাতনার কারণ অনুভব করিতে পারে না।

উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কিছুতেই অনুভব করিতে পারে না যে তাহার এতদূর অস্থিরতা, এত ঘোর যাতনার কারণ কি, কোথা হইতে তাহার এই অপরিসীম যাতনা ও অস্থিরতা আসিতেছে ? সে বুঝিতে পারে না যে তাহার এই যন্ত্রণা, অস্থিরতা, দুর্ব্বৃত্ততা সবই তাহার স্বীয় মস্তিষ্ক হইতে আসিতেছে, উহার গঠন-প্রণালীতে কি বিকার বা রোগ প্রবেশ করিয়াছে। সে যেমন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া কাহারও প্রতি রুষ্ট বা বিদ্বিষ্ট হইয়া প্রহারোদ্যত হইতেছে, কাহারও উপর সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন হইয়া হাসিমুখে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে এবং যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেছে একথা সেকথা, অশ্লীল কথা, মিষ্ট কথা বলিতেছে,

মনের ভ্রান্তি বিলাস স্থানে জীব ভ্রান্তিময় হইয়া পরস্পরকে এই ভ্রান্তিব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে।

এইরূপ এই মনের ভ্রান্তিবিলাস স্থানে মানব বা জীব ভ্রান্তিপ্রসূত ও ভ্রান্তিময় হইয়া এই মনঃ-কল্পিত জগতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে, আর এক ভ্রান্তিসূত অন্য ভ্রান্তিসূতকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কোথায় এই ভ্রান্তিব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের পথ, কোথায় এই অসীম যন্ত্রণাদায়ক ভ্রান্তিবিলাস হইতে মুক্তির পন্থা তাহা বলিয়া দাও।

এক দিগ্‌ভ্রান্ত অন্য দিগ্‌ভ্রান্তকে পথের নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষম চিন্তিত ও বিষম ভ্রান্তিগ্রস্ত হইতেছে, ও শঠ ভ্রান্তগণ, শান্ত ভ্রান্তগণকে আরো দিগ্‌ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। পাঠক! এই মনঃ-কল্পিত ভ্রান্তিবিলাস জগতের ভ্রান্তিযুতগণের শোচনীয় অবস্থা মানসনেত্রে নিরীক্ষণ কর। ইহারা ভ্রান্তিবশে এই ভ্রম-কৌতুকের দেশে দিগ্‌ভ্রান্তিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া, মায়ার ব্যূহচক্রে প্রবেশ করতঃ আর বহিষ্ক্রমণের পথ পাইতেছে না। সকলেই আকুলিত ও ব্যাকুলিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। উন্মাদরোগগ্রস্ত নিজে যে উন্মত্ত হইয়াছে ইহা যদি বুঝিতে পারে তবে যেমন উন্মাদ রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, তাহাকে দিগ্‌ভুলায় পাইয়াছে, (উভয়েরই মস্তিষ্কের ভ্রান্তিরোগে ধরিয়াছে) তাহা হইলে যেমন সে দিগ্‌ভুল হইতে অব্যাহতি পায়, তেমন জগজ্জীবের অনাদিকাল প্রসিদ্ধ এই জগদ্‌ভ্রান্তি যখন সাধন বলে, গুরুর উপদেশে বা বহুজন্মের সুসংস্কারে ধরা পড়ে, তখন সে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তিতে এই পৃথিবীস্থ লাভ হইতে অধিকতর লাভবান কোন বস্তু প্রাপ্তি নাই; ইহা ভ্রান্তি নিরসনরূপ পরম কল্যাণকর জীবের আত্মাবস্থা বা আত্মস্থিতি জানিবে।

এই জগদ্‌ভ্রান্তি ধরা পড়িলেই মানব ভ্রান্তি-ব্যূহ হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই আত্ম-স্থিতি।

যেমন দশ বন্ধু একত্র হইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তরে ভ্রমণার্থ উপনীত হইল। তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র দশ জনকেই দিগ্‌ভুলায় পাইল এবং দশ-জনই দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া দিশাহারা হইল ও এদিক ওদিক্ চতুর্দ্দিক ছুটাছুটি করিয়া স্বীয় স্বীয় বাস-ভবনের পথ খুঁজিতে লাগিল এবং হতাশ হইয়া ও ত্রাসিত, ভীত, চমকিত হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কি হইল গো! কিরূপে বাড়ী যাইব? কে পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া দিবে? এইরূপে যখন সকল বন্ধু ছুটাছুটি করতঃ ক্লান্তি, ভ্রান্তি, নৈরাশ্য, উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মাণ হইতেছিল, তখন কোন একজন দিগ্‌ভুলে অনাক্রান্ত বা অভ্রান্ত পথিক তথায় উপস্থিত হইল। সে দশ বন্ধুকে পথ নির্দ্দেশ করতঃ, অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলিল, "এই পথে চল"। দশ জনের মধ্যে একজন ঐ অভ্রান্ত পথিকের কথায় আস্থা স্থাপন করিল, নয় জন করিল না, যেহেতু ঐ নয় জনের গর্ব্ব বেশী। গর্ব্ব ভ্রান্তি-উৎপন্ন। দিগ্‌ভুলে পাওয়ার পূর্ব্বে উহারা স্বাভাবিক অধিকতর গর্ব্বিত ছিল, কাহারও কথা কেহ গ্রাহ্য করিত না, দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াও স্বভাবজাত গর্ব্ব বা একগুঁয়েমি ত্যাগ করিতে পারিল না। তাই অভ্রান্ত পথিকের কথায় কর্ণপাত করিল না, পূর্ব্ববৎ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটি করতঃ ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। এদিকে অন্যতম বন্ধু,—যাহার স্বাভাবিক গর্ব্ব ছিল না, যে স্বাভাবিক দীন ও বিনীত ছিল, সে অভ্রান্ত পথিকের বাক্যে আস্থা স্থাপন করতঃ স্বীয় বাসভবনের দিকে চলিতে লাগিল ও অচিরাৎ বাস ভবনে পৌঁছিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইল ও বিশ্রামলাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। পাঠক বুঝিয়া দেখ, এই দিগ্‌ভুলাক্রান্ত বন্ধুর স্বীয় ভবনে শান্তিতে পুনঃসংস্থিতিই জগজ্জীবের মুক্তি বা মোক্ষের আদর্শ। ইহা ব্যতীত মোক্ষ বা মুক্তি বলিয়া প্রাপ্তব্য, লব্ধব্য, পৃথিবীস্থ লাভ হইতে অধিকতর লাভজনক, অধিকতর স্পৃহণীয় কিছু নাই জানিবে।

দিগ্‌ভুলাক্রান্ত ব্যক্তির দিগ্‌ভুল অপগমে স্বীয় ভবনে শান্তিতে পুনঃ সংস্থিতি জগজ্জীবের মোক্ষের আদর্শ।

পূর্ব্বে উক্ত হইল যে, গর্ব্ব ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন, ভ্রান্তি মনের একমাত্র বা সম্যক্ উপাদান। মন ভ্রান্তি-বিলাস, ভ্রান্তি-প্রসূন, ভ্রান্তি-কৌতুক, ভ্রান্তি-ব্যূহচক্র মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগজ্জীবগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তি-সুত মাত্র, যেহেতু মনঃকল্পিত জগৎ (যোগবাশিষ্ঠ)। এই ভ্রান্তিসুত জগজ্জীবগণের মধ্যে যাহারা যত অধিক মনস্বী অর্থাৎ মানসিক শক্তিসম্পন্ন, তাহাদের ভ্রান্তি তত বেশী এবং তদ্ধেতু তাহারা তত বেশী গর্ব্বিত। এই ভ্রান্তিবশে তাহারা মহা গর্ব্বিত ও দুরভিমানী হইয়া মনোদেবের প্রিয়তম সুতরূপে এই পৃথিবীতে আত্মহারা ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কালাতিপাত করে, পরে মৃত্যুকালে "হা হতোঽস্মি" বলিয়া যশঃ, মান, গৌরব, ধন ও বড়লোক বন্ধুর সহানুভূতি ত্যাগজনিত মহা মনঃক্ষোভ সঙ্গে করিয়া এই ভ্রান্তিময়ী পৃথিবীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রস্থান করে। আমি ভারতবর্ষ ও সিংহল ভ্রমণকালে ভারতবিখ্যাত মহামনস্বিগণের বাস-ভবনে সর্ব্বত্র অতিথিরূপে প্রত্যেক স্থানে কতিপয় দিবস বাস করিয়া আসিয়াছি; তাহাতে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, এই মহামনস্বী মনোদেব-সুতগণ বাস্তবিকই মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যেহেতু সম্ভ্রান্ত অর্থ সম্যক্‌রূপে ভ্রান্ত, বাস্তবিকই উহারা সম্যক্ ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। মহামনস্বী হইয়া, মহা যশের পাত্ররূপে মহাগর্ব্বের আশ্রয় করতঃ একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। মরিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবে না।

গর্ব্ব ভ্রান্ত্যুৎপন্ন; ভ্রান্তি মনের উপাদান; অধিক মনস্বী অধিক ভ্রান্তও অধিক গর্ব্বিত।

এই যে ভ্রান্তি-বিলাসরূপে এই সংসারটাকে বর্ণনা করা হইল, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব-সিদ্ধ। ইহা আত্মজ্ঞানের সীমায় দাঁড়াইলে এবং আত্ম-জ্ঞানে স্থিত হইলেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়, নচেৎ নহে। যেহেতু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী যে ঘুরিতেছে তাহা পৃথিবীতে থাকিয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া দেখা যায় না বা অনুভব করা যায় না, কিন্তু চন্দ্র-মণ্ডল বা অন্য কোন গ্রহান্তরে যাইতে পারিলে স্পষ্ট দেখা যাইত, তখন পৃথিবীকে ভীমবেগে আকাশ-পথে ধাবমান দেখিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠিত।

এই ভ্রান্তি-বিলাস অনুভব-সিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন জীব মনোভিমানী থাকিবে, অর্থাৎ আমি মন, মন যাহা করিতেছে ও ভাবিতেছে তাহা আমারই কার্য্য এরূপ মনে করিবে, এবং এরূপ ধারণা বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন মনের ভ্রান্তি-ব্যূহচক্র হইতে আর জগজ্জীবের নিষ্ক্রমণের পথ নাই জানিবে। অনন্তকাল মনোভিমানী, মনঃকল্পিত জগতে, মনের ব্যূহচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহা মনোক্ষোভে ও মহা-হতাশে দিন কাটাইবে। হে ভ্রান্ত জগজ্জীব ! কবে তোমার জীবন-স্বপ্ন শেষ হইবে, কবে তুমি আত্ম-সুষুপ্তি লাভ করিবে ? একবার সুষুপ্ত হও, জীবন-স্বপ্ন শেষ কর, ভ্রান্তি-ব্যূহচক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। বহু দুঃখে, বহু সাধনায়, বহু প্রযত্নে, বহু চিন্তাশীলতায়, বহু সৎসঙ্গে, বহুসৎশাস্ত্র পাঠে ও বহু তাত্ত্বিক গবেষণায় এই দিগ্‌ভ্রান্তি সদৃশ জগদ্‌ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। দিন থাকিতে এই মনোদেবের ভ্রান্তিরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, মনোভিমান ত্যাগ কর। মনোরাজ্যরূপ বিজন প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত বন্ধুগণের দশা প্রাপ্ত হইও না। আমি মন, এই মিথ্যা প্রতীতি ত্যাগ কর। মনোময় হইয়া মনের ক্রীড়া-পুতুল রূপে হাস্যাস্পদ, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইও না। এই বায়োস্কোপের পুতুল বা মূর্ত্তিগুলির মত যে জগজ্জীবগণকে দেখিতেছ, ইহারা মনোময়, মনের পুতুল, মনোবিলাসের অধিবাসী, মনোভ্রান্তিতে চালিত ও বিঘূর্ণিত। এই মনোরাজ্য ত্যাগ করিয়া তোমার আত্মরাজ্যে চল, তথায় আর দিগ্‌ভ্রান্তি নাই, ভ্রম-কৌতুক নাই, দিগ্‌ভুলে বিঘূর্ণন নাই, ভ্রান্তিব্যূহ চক্র নাই ; সর্ব্বদা আত্মজ্ঞান আশ্রয় করতঃ মনোরাজ্যের ভ্রান্ত কৌতুকাবহ ব্যাপারনিচয়কে মিথ্যা যাদু, মিথ্যা ভেল্কি বলিয়া সাব্যস্ত কর, আর বল,—"থাকব না আর পাপরাজ্যে, ব্রহ্মলোকে যাব চলে,

আমিই মন, বা মনই আমি, এইরূপ মনোভিমানী ব্যক্তি ভ্রান্তি-ব্যূহ চক্র হইতে নিষ্ক্রমণের আর পথ পায় না। মনোময় হইয়া বিড়ম্বিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে বাস করিব তথায়, ব্রহ্ম-কল্পতরুমূলে।" এই যে পাপরাজ্য, সে আর কিছু নয়, মনোরাজ্যই পাপরাজ্য, আত্মজ্ঞান লাভই ব্রহ্মলোক, আত্মস্থিতিই ব্রহ্ম-কল্পতরুমূল, তথায় মন-বহুরূপীর মায়িক কটাক্ষপাত নাই। তথায় মায়ার ব্যূহচক্র চিরতরে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মনোরাজ্যই পাপরাজ্য, আত্মজ্ঞান লাভই ব্রহ্মলোক।

মনোরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায়।

এক্ষণ মনোরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উপায় বলা যাইতেছে। আত্মস্থিতির উপায় ও অবস্থা মোক্ষতত্ত্বে বলা হইবেক। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মনোরাজ্যের গণ্ডী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ভাবটি ধারণা করাইবার চেষ্টা করা যাইবেক। প্রথমটি কিছু অশ্লীল, উহা সামান্য অশ্লীল হইলেও বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত আত্মানুভাবকের প্রদর্শিত। সুরুচিসম্পন্নের পক্ষে কিছু অপ্রীতিকর। তবু প্রাচীন বলিয়া মার্জ্জনীয়। কুষ্ঠিনী বেশ্যা যাহার যোনি-বিবরে কুষ্ঠরোগ রহিয়াছে, যে পুরুষ ইহা অবগত হইতে পারিয়াছে তাহাকে যেমন সে স্বীয় হাব-ভাব ও লাবণ্য দ্বারা মুগ্ধ করিতে পারে না বা তাহার প্রতি সাহসভরে কটাক্ষপাতকরিতে পারে না, সেইরূপ এই মায়া বা মনের মিথ্যাত্ব, ছল-চাতুর্য্য, ঐন্দ্রজালিকত্ব যিনি বুঝিতে পারিয়াছে, মায়া বা মন তাহার প্রতি স্বীয় প্রবঞ্চনামূলক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তখন হইতে সেই বিচারশীল ব্যক্তি স্বীয় আত্মায় স্বরূপ অবস্থান লাভ করতঃ মনের বহুরূপিত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব জনিত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান। কোন ইংরেজ যখন স্বীয় কলহপ্রিয়া, উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাবা, অবিনীতা, অতিশয় দাম্ভিকা, স্বীয় স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রভাব-পরায়ণা পত্নীর

মনের মিথ্যাত্ব, ছল-চাতুর্য্যত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব বুঝিতে পারিলেই মন তাহার প্রবঞ্চনা-মূলক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্যক্ অসহনীয় বোধ করেন, তখন যেমন তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, পরিত্যক্তা হইয়া যেমন আর সেই পত্নী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, স্বামীর প্রতি আব্দার, উৎপীড়ন সবই থামিয়া যায়, স্বামী পত্নীর নানাবিধ অত্যাচার হইতে মুক্ত হন, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তি স্বীয় অজ্ঞান-বিবেচিত বা কল্পিত যে স্ব স্বরূপরূপ মন তাহাকে উৎপীড়ক, অত্যাচারী, ছল-চাতুর্য্য-পূর্ণ, প্রবঞ্চনা-মূলক, ঐন্দ্রজালিক স্বভাব ও অযথা আব্দারশীল বলিয়া যখন উপলব্ধি করিবেন, তখনই তিনি এতাদৃশ বহুরূপী, ছলনাপ্রিয় ও মহা যাদু-বিদ্যাপটু মনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

ইহার মর্ম্মার্থটি আরও বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে। "অজ্ঞান-বিবেচিত বা কল্পিত স্ব স্বরূপরূপ মন" ইহার অর্থ এই যে, অজ্ঞানবশে যে ব্যক্তি তাহার মনকে স্বীয় স্বরূপ বা যথার্থ অস্তিত্ব বলিয়া বিবেচনা করে বা কল্পনা করে। এক কথায় জ্ঞানের উদয় হইলে "আমি আত্মা" এরূপ উপলব্ধি হয়—মন-যাদুর প্রদর্শিত তামাসার আমি শান্ত দ্রষ্টামাত্র, মন-যাদু যত কিছু ছলনা-চাতুর্য্য আমার সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছে, আমি তাহার নীরব দ্রষ্টামাত্র, আমি সুধু তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত ঐন্দ্রজালিক তামাসাগুলি নীরবে দেখিয়া যাইতেছি, এবং সর্ব্বদা এরূপ বিচার-শক্তি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি এবং এরূপ কর্ণ পাতিয়া রহিয়াছি যেন প্রাচীন যুগের ব্রহ্মবিদ্‌গণের মহাবাক্য চতুষ্টয় কর্ণে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হে মানব! মন তোমার স্ব স্বরূপ নয়, তুমি মন নও, তুমি আত্মস্বরূপ, মন যাদু, যে সর্ব্বদা তোমাকে ভেল্কীবাজী প্রদর্শন করিতেছে, তাহার প্রতি উদাসীন থাক, উহার

জ্ঞানের উদয় হইলে 'আমি আত্মা' মন-যাদুর প্রদর্শিত তামাসার আমি শান্ত দ্রষ্টা মাত্র, এই উপলব্ধি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি আস্থা স্থাপন করিও না, উহার প্রদর্শিত তামাসা দেখিতে হয় দেখিয়া যাও, কিন্তু উহাকে আপন করিও না, আপন ভাবিও না, উহাকে উচ্ছৃঙ্খলা ইংরেজ-পত্নীর মত ত্যাগ কর, তোমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইবে।

আহা! এই মন-যাদুকে আপন করিয়া, আপন ভাবিয়া ঐ ধূর্ত্তের সঙ্গে একত্ব, বন্ধুত্ব, ও তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হইয়াছ!

এই মন-যাদুকে আপন ভাবিয়া তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে দুর্গতি, তাহা উহারই প্রভাবে বুঝিতে পার না।

উহার চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া দুর্গতির যে একশেষ হইল তাহা উহারই প্রভাবে, উহারই যাদুবিদ্যাশক্তিতে বুঝিতে পারিতেছ না; মন তোমার স্ব স্বরূপ নয়, তুমি আত্মস্বরূপ, আত্মা তোমার স্বরূপ, মনের দ্বারা লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইয়া তুমি যে মনকে স্বীয় স্বরূপরূপে সাব্যস্ত করিয়াছ ইহা তোমার ঘোর অজ্ঞানতা অর্থাৎ জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব নিবন্ধনই হইতেছে। এই যে ধূর্ত্ত মনই তোমাকে ছলনা পূর্ব্বক বুঝাইতেছে যে তুমি মনই, তুমি মনোময়, তোমার স্বরূপ মন, মন ব্যতীত তুমি আর কিছু নও, মন ব্যতীত তোমার পৃথক স্বরূপত্ব নাই, ইহা কি বিচারদ্বারা বা বিশ্লেষণকারী জ্ঞানদ্বারা তুমি ধারণা করিতে পারিতেছ?

তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, এই তুমি আত্মস্বরূপ (আত্মা ও ব্রহ্ম একই, দুইটি পর্য্যায় শব্দ মাত্র), এই ধূর্ত্ত মনই তোমাকে জীবত্বে আনিয়াছে,

তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, ধূর্ত্ত মন তোমায় জীবত্বে আনিয়া তোমায় মর্কট-নৃত্য করাইতেছে ও তোমাকে হাস্যাস্পদ করিতেছে।

তোমাকে জীবরূপে দাঁড় করাইয়া মনেরই নাট্যমঞ্চ এই পৃথিবীতে মর্কটনৃত্য প্রদর্শন করাইতেছে, এবং তোমাকেও হাস্যাস্পদ করিতেছে; তোমার মর্কট-নৃত্য দর্শন করিয়া জ্ঞানিগণ যে উপেক্ষা করিতেছেন, তুমি যে তাহাদের চক্ষে হাস্যাস্পদ হইতেছে, প্রশংসার্হ হইতেছ না, ইহাও তোমার বুঝিবার শক্তি নাই, মনেরই চাতুর্য্যে ও ধূর্ত্ততায় তোমার ঐ শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান ব্যস্ততা, অস্থিরতা, কষ্ট, যন্ত্রণা, মিথ্যা উদ্যম, কৃতকার্য্যের জন্য দাম্ভিকতা, কর্ম্মের দায়িত্ব জন্য গর্ব্ব, আস্ফালন, তোমার মায়িক বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য অভিমানে আত্মহারাবস্থা, সবই এই মিথ্যা মন হইতে উদ্ভূত। এই মিথ্যা জীবত্ব, মিথ্যা মনদ্বারা চাতুরী পূর্ব্বক রচিত বা মিথ্যা প্রদর্শিত; ইহার ভেদ নির্ণয় করিতে পারিলেই তুমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইতে পার, আত্মস্থিত হইতে পার; স্বরূপ অবস্থান লাভ করিতে পার।

ইহার ভেদ নির্ণয় করিতে পারিলেই তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পার।

জ্ঞান।

জ্ঞান কাহাকে বলে? "আমি আত্মা" এই বোধই জ্ঞান। অজ্ঞানতা কাহাকে বলে? "আমি মন" এই মিথ্যা বোধই অজ্ঞানতা। এক কথায়, আমি মন এই যে আমার বোধ ইহাই আমাকে জীবরূপে মনের নাট্যমঞ্চে এই সংসারে আনিয়াছে। "আমি আত্মা" এইরূপ বোধে যখন আমি দাঁড়াইব তখন আমার জীবত্ব ঘুচিবে, তখন আমার মিথ্যা জীবত্বের মায়াঘোরে পতিত হইয়া অপরিসীম যাতনাভোগের কাল চিরতরে শেষ হইবেক। ব্রহ্মবিৎ গুরু যখন গুরুগম্ভীর স্বরে বলিবে, "তুমি জীব নও, তুমি ব্রহ্ম, তুমি মনোরূপ ধূর্ত্ত শৃগালের সঙ্গে মিশিয়া ও উহাদ্বারা লালিত পালিত হইয়া নিজেকে মন-শৃগাল রূপে সাব্যস্ত করিয়া রহিয়াছ, তুমি আত্মসিংহস্বরূপ, তোমার যে স্বাভাবিক গম্ভীর স্বর তাহা কেন চাপা দিয়া রাখিয়াছ, একবার তোমার স্বাভাবিক স্বর নির্গত কর, ভীমরবে বল,—আমি আত্মা, অহং ব্রহ্মাস্মি," তখন তুমি প্রত্যভিজ্ঞান বলে স্বস্বরূপ চিনিয়া লইবে, 'অহং

"আমি আত্মা" এই বোধই জ্ঞান।

তুমি আত্মসিংহস্বরূপ, মন-শৃগালের চাতুরীতে জীব-শৃগালত্বে থাকিয়া আত্মসিংহের "অহং ব্রহ্মাস্মি" ধ্বনি করিতে পারিতেছ না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাস্মি'রূপ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন মনের চাতুরীতে আত্ম-সিংহের জীব-শৃগালত্বে পরিণতি এত সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে যে, জীব-শৃগাল আর আত্ম-সিংহের মত "অহং ব্রহ্মাস্মি," "আমি আত্মা," "আমি ব্রহ্ম" এরূপ উচ্চধ্বনি করিতে পারে না ; বহুকাল জীব-শৃগালত্বে থাকিয়া আত্ম-সিংহের মত ধ্বনি করিতে যেন কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আত্ম-সিংহের আর তেমন সাহস-বল নাইযে, সে সিংহের মত ধ্বনি করিতে পারে।

এ বিষয়ে এক শৃগাল কর্ত্তৃক এক সিংহ-শাবকের লালিত পালিত হইয়া শৃগালত্ব প্রাপ্তির উপাখ্যান অনেক পাঠকেরই অবিদিত নাই। কালবশে এক সিংহ ঐ শৃগাল-গহ্বরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, শৃগাল-গহ্বরে এক সিংহ-শাবক রহিয়াছে। সিংহ-শাবককে সম্বোধন করতঃ নবাগত সিংহ বলিল, "তোর এরূপ শৃগাল-গহ্বরে বাস কিরূপে হইল ?" সিংহ-শাবক বলিল, "আমি ত শৃগাল, আমার শৃগাল-গহ্বরে বাস করায় কি দোষ হইয়াছে ?" সিংহ বলিল, "তুই সিংহ-শাবক, শৃগাল নয়।" সিংহ-শাবক কিছুতেই সে যে সিংহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন সিংহ ঐ সিংহ-শাবককে তাহার সঙ্গী হইতে বলিল ও নিকটবর্ত্তী নদী-সৈকতে যাইয়া তুই জনেই নদী-সলিলের দিকে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল এবং সিংহ-শাবককে বলিল, "তোর মুখটা আমার মত দেখিতেছিস্, কি তোর পালক শৃগালের মত দেখিতেছিস্ ?" সিংহ-শাবক বলিল, "আপনার মুখের মত দেখিতেছি।" তখন নবাগত সিংহ ভীমরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার গগনভেদী গর্জ্জন সিংহ-শাবকের কর্ণপটহে এরূপ সজোরে আঘাত করিতে লাগিল ও তাহাকে এত সাহস-বল প্রদান করিতে লাগিল যে, তখন সিংহ-শাবকও স্বীয় অন্তর্নিহিত সত্য-সিংহবীর্য্যের প্রভাবে গুরু-গম্ভীর ধ্বনি করিতে লাগিল এবং স্বীয় সিংহত্ব অনুভব করতঃ স্বীয় অজ্ঞানকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃগালত্বে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক নবাগত সিংহের সহিত গহন কাননে চলিয়া গেল।

এইরূপ ব্রহ্মবিৎ গুরু যখন অপরোক্ষানুভূতি সংযোগে "অহং ব্রহ্মাস্মি", "আমি ব্রহ্ম", "আমি আত্মা" এরূপ মুহুর্মুহুধ্বনি, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া, আত্ম-গহ্বরে স্থিত হইয়া করিতে থাকিবেন, তখন জীবত্ব-ভ্রমান্ধ শিষ্যের জীবভ্রান্তি অন্তর্হিত হইবেক। তখন তাহার এই সুদীর্ঘকালস্থায়ী জীবভ্রান্তি অপগত হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্ম প্রণিধান দৃঢ়ীকৃত হইবেক।

জগজ্জীবের পরম পুরুষার্থ।

এই যে জীবভ্রান্তির অপগম, ইহাই জগজ্জীবের পরম বা চরম পুরুষার্থ। যাহার এই ভ্রম-কৌতুক ও ভ্রান্তি-বিলাস পৃথিবীতে রাজত্ব, সম্রাটত্ব লাভ হইয়াছে, সে সামান্য ভাগ্যবান, কিন্তু যাঁহার এই পৃথিবীটা ভ্রম-কৌতুক, ভ্রান্তি-বিলাস, দিগ্‌ভ্রান্তির বিজন প্রান্তর বলিয়া প্রকৃষ্ট উপলব্ধি ও দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এবং সম্যক্ বোধে দাঁড়াইয়া গিয়াছে তিনি পরম ভাগ্যবান। অজ্ঞান বালক যখন বায়োস্কোপ দেখে তখন সে যে বায়োস্কোপ একটা মিথ্যা দৃশ্য মাত্র, শুধু তাহাই যে মাত্র বুঝিতে পারে না এমন নহে, প্রৌঢ় বা প্রবীণ ব্যক্তিগণ বা দর্শকগণ যে উহাকে মিথ্যাদৃশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে এই বোধও তাহার থাকে না। এইরূপ এই মনের ভ্রান্তি-বিলাসরূপ জগৎ দেখিয়া জগজ্জীব যে সুধু ইহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝিতে পারে না এমন নহে, জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য বা অন্যান্য আত্মজ্ঞানিগণের যে দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল বা গিয়াছে, তাহাও ধারণা করিতে

জীবভ্রান্তি অপগমই জীবের পরম পুরুষার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। এই জগজ্জীবগণের "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মজ্ঞান আত্মবিস্মৃতি-সাগরের অতল-তলে এরূপ ভাবে চিরমগ্ন রহিয়াছে, অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি দ্বারা আত্মজ্ঞান এরূপ পরাহত হইয়াছে যে, ইহাদের পুনঃ আত্মস্মৃতি আনয়ন করা সুদূরপরাহত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবিৎ বৈদিক মহর্ষিগণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ধ্বনি, যাহা আজও ভারতাকাশের পবিত্র বায়ু-গোলক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহার শ্রবণ ইহাদের বিভ্রান্ত কর্ণপটহ আর সহ্য করিতে পারে না।

জীব ও প্রত্যভিজ্ঞা।

আত্মবিস্মৃতিই জীবত্ব রক্ষা করিতেছে। প্রত্যভিজ্ঞান জীবত্ব-নাশের বা অপগমের হেতু। এই প্রত্যভিজ্ঞান শব্দের অর্থবোধ বা অনুভব যাঁহারা 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' পড়িয়াছেন, তাঁহারা করিতে পারিবেন। অভিজ্ঞান অর্থ স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান অর্থ পুনঃস্মৃতি, অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতির পরে যে পুনঃ আত্মস্মৃতির উদয় হয়, ইহাই হইল শাস্ত্রোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রত্যভিজ্ঞান। অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলাকে পিতা কণ্বমুণির অজ্ঞাতসারে ভারতের তদানীন্তন রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজা দুষ্মন্ত যখন গুপ্ত পরিণয়ে আবদ্ধ করেন, তখন একটি নিদর্শন হীরকাঙ্গুরী শকুন্তলাকে প্রদান করতঃ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। পরে যখন শকুন্তলা সমভিব্যাহারে কণ্ব-শিষ্যগণ রাজধানীতে রাজসমীপে উপস্থিত হন, তখন সেই নিদর্শন হীরকাঙ্গুরী না দেখিয়া মহারাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার উপর দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত জন্য শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, পরে বহুকাল পরে ঐ অঙ্গুরী প্রাপ্তে প্রত্যভিজ্ঞা বলে শকুন্তলাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন।

প্রত্যভিজ্ঞা জীবত্ব নাশের হেতু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হইল প্রত্যভিজ্ঞান শব্দের অনুবোধাত্মক অর্থবোধ। শকুন্তলা কাব্যখানিতে এই অভিজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞানের চিত্র মহাকবি কালিদাস মর্ম্মার্থ জ্ঞাপকরূপে করিয়াছেন; এজন্য শকুন্তলা কাব্যের নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' হইয়াছে।

এই প্রত্যভিজ্ঞা-বলে জীব-শৃগালকে আত্ম-সিংহত্বের পুনঃস্মৃতি লাভ করতঃ আত্ম-সিংহ-গহ্বরে পুনর্যাত্রা করিতে হইবেক। এত দীর্ঘকালের শৃগাল কর্ত্তৃক লালনপালন, উল্লিখিত মনসিংহ-শাবকের আর ভাল লাগিল না, সে চিরতরে সিংহ-নিকেতনে প্রস্থান করিল, আর পুনরাবর্ত্তন করিল না, যেন স্বীয় মহীয়সী অবস্থায় উপনীত হইয়া শৃগালের নীচ সঙ্গ আর ভাল লাগিল না। তাই ভগবদ্গীতায় ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণমুখে বলাইয়াছেন—"যদগত্যা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামং পরমং মম"—যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরায় তথা হইতে আসিতে হয় না, তাহাই আমার ধাম। উপরে উক্ত শৃগাল-পালিত সিংহ-শাবকের যদি নবাগত সিংহের কথায় আস্থা স্থাপিত না হইত এবং তাহার কাছে শৃগাল-গহ্বর ত্যাগ করতঃ না যাইত, তবে যেমন তাহার কৃত্রিম শৃগালত্ব দূরীভূত হইত না, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ জনের কথায় যাহাদের আস্থা নাই, তাহাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাও সুদূর-পরাহত, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবিদের কথায় আস্থাহীন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

"আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মস্বরূপ" এই যে আমার পুনঃস্মৃতি ইহাই হইল আমার প্রত্যভিজ্ঞান। ইহা দ্বারাই আমার আত্মজ্ঞান লব্ধ হইবেক; "আমি ব্রহ্ম", "আমি আত্মা" ইহা যে আমি বহুকাল বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছিলাম, সেই মহা বিস্মৃতি যে আজ সৎশাস্ত্র পাঠ বা ব্রহ্মবিদের

"আমি ব্রহ্মস্বরূপ" এই পুনঃস্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎসঙ্গগুণে দূরীভূত হইল এবং "আমি আত্মা", "আমি ব্রহ্ম" এই স্মৃতির পুনরুদয় হইল, ইহাই হইল আমার প্রত্যভিজ্ঞা লাভ; ইহাই হইল আমার পরম পুরুষার্থ; ইহাই হইল আমার কৃতকৃত্য হওয়া।

শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে।

গীতায় বলিতেছে—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে। এই শ্রদ্ধার অভাবে জীবভ্রান্তি দূরীকরণের পন্থা জগজ্জীবের রুদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণ, এই শ্রদ্ধা কাহারও হয়, কাহারও হয় না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ প্রাক্তন-কর্ম্ম।

আত্মা ও মনের স্বরূপ ভেদ নির্ণয়।

অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ সংস্কার-সমষ্টিই মন। এই মন জড়, কিন্তু ইহার উপর আত্মপ্রভা প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহার জড়ত্ব হ্রাস করিয়া ইহাকে চৈতন্য ভাবে ভাবিত করে, অর্থাৎ চৈতন্য-যুক্ত করে। যেমন লৌহশলাকা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অগ্নির দাহিকা-শক্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে অগ্নিত্ব সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয় না, এরূপ সংস্কার বা স্মৃতি-সমষ্টি মনও চৈতন্য বা আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া সম্যক্ চৈতন্যত্ব বা আত্মত্ব লাভ করে না, চৈতন্যবৎ বা আত্মবৎ প্রতিভাত হয় মাত্র; এজন্য মনকে ইতঃপূর্ব্বে অর্দ্ধজড় ও অর্দ্ধচেতন বলা হইয়াছে। এক্ষণ পাঠক অগ্নি-প্রবিষ্ট লৌহশলাকা ও যথার্থ অগ্নি এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, আত্মা ও মনের মধ্যে সেই পার্থক্য প্রদর্শিত হইল। এই যে অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ সংস্কার-সমষ্টি মন বলা হইল, এই সংস্কাররাশি যখন জন্মে জন্মে সংগৃহীত হইতে থাকে তখন গুণের ব্যতিক্রম ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন সংসর্গ,

আত্মপ্রভা-প্রতিবিম্বিত মন চৈতন্যভাবে ভাবিত হইয়া জন্মে জন্মে নূতন সংস্কার-রাশি গ্রহণ করিয়া গুণের ব্যতিক্রম ঘটায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-সমষ্টি লইয়া ঐ সংস্কাররাশি ঘটিত ও সংগৃহীত হয়। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণী সংস্কার ভেদে মনেরও উপাদানাবলীর পার্থক্য স্থিরীকৃত হয়। সত্ত্বগুণের শ্রদ্ধা, রজোগুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের মোহই স্বভাব। এই স্বভাব হইতে শ্রদ্ধাদির তারতম্য হয়। বর্ত্তমানে সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র পাঠাদির দ্বারা সংস্কারগুলিকে পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাকেই বলে চিত্তশুদ্ধি।

বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন স্বভাব হইতেই শ্রদ্ধাদির তারতম্য হয়।

মায়া।

এই-ব্যক্তিগত সংস্কার-সমষ্টি বা স্মৃতি-সমষ্টি বা বাসনা-সমষ্টি যে মন, ইহা সার্ব্বভৌমিক এবং ঐ সব সমষ্টি হইতেই সংগৃহীত; যেমন মোটর-গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ মোটর বা তাড়িতশক্তি বিশ্ব-ব্যাপিনী তাড়িতশক্তি হইতেই সংগৃহীত। এই সার্ব্বভৌমিক সংস্কার, স্মৃতি বা বাসনা সমষ্টিই মায়া নামে অভিহিত হয়। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বৃত্তিসমষ্টি, সংস্কার বা বাসনা-সমষ্টি যদি সার্ব্বভৌমিক হইল, বিশ্বের সর্ব্বব্যাপিরূপে অস্তিত্বশীল হইল, তবে উহা অক্ষি-প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাড়িতশক্তি ত সর্ব্বব্যাপী, উহাই কি অক্ষিগোচর হয়? মেঘে বা স্থানবিশেষে প্রত্যক্ষ হইলেও উহা যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র অনুস্যূত তাহা কি সামান্য অক্ষির প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কি বৈজ্ঞানিকগণের তাড়িত-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা-দ্বারা প্রমাণীকৃত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে? এইরূপ সংস্কার-সমষ্টি, স্মৃতি-সমষ্টি, বাসনা-সমষ্টি বা ভাব-সমষ্টি মন যে সর্ব্বব্যাপী

ব্যক্তিগত মনও সার্ব্বভৌমিক মন হইতে সংগৃহীত।

সার্ব্বভৌমিক মন অক্ষি-প্রত্যক্ষ হয় না; জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক সুসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানিগণ বা ভাববাদিগণ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। একটি রূপবতী যুবতী রমণীর আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরময় হইয়া যে কামভাব বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, উহা কি তুমি কখনও অক্ষিদ্বারা প্রত্যক্ষ করণে সমর্থ? যেমন এ কামভাবে তুমি আকৃষ্ট হইতেছ যদিও দেহের কোন অংশে বা সর্ব্বত্র উহা কোন আকার-বিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান নাই, তেমন বিশ্বরমণীর সর্ব্বশরীরে যে মনোরূপী বাসনা বিজড়িত আছে তাহাতেই মানব বা জীবগণ মহা আকৃষ্ট হইতেছে ও ঐ বাসনাগ্নিতে সকলে আত্মাহুতি দিতেছে। আবার দেখ,

বিশ্বরমণী বাসনা-বিজড়িতা বলিয়া যথায় অক্ষিপাত করিবে তাহাতেই বাসনার উদ্রেক হইবে।

রূপবতী যুবতী রমণীর প্রত্যেক অঙ্গই বা শরীরের প্রত্যেক অংশই যেমন তোমার কাম ভাব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, তেমন এই বিশ্বরমণীর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অংশ যেদিকে অক্ষিপাত করিবে তাহাতেই তোমার বাসনার উদ্রেক হইবে। এমন স্থান এই বিশ্বরমণীর দেহে কোথাও নাই, যেখানে অক্ষিপাত করিলে বাসনার উদ্রেক হইবে না। মহর্ষি উদ্দালকের সলিল-নিমজ্জনে তপস্যার সময়ে মৎস্যের মৈথুন ক্রীড়া দর্শনে কাম ভাবের উদ্রেক, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত।

এই বিশ্বব্যাপী মন যাহা মায়া নামে অভিহিত হয় কখনও সাকার

এই বিশ্বব্যাপী মনই মায়া; ইহা সাকার মূর্ত্ত্যাদিরূপে দর্শন-যোগ্য হয় না।

মূর্ত্ত্যাদিরূপে দর্শনযোগ্য হয় না। যেমন রমণী-দেহস্থ কামভাব রমণীদেহের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সর্ব্ব অবয়বে অনুস্যূত থাকিয়াও পুরুষ-চক্ষুর অন্তরালে স্থিত থাকে ও উহাদিগকে মুগ্ধ করে, তেমন এই বাসনাসমষ্টি মন বা মায়া বিশ্বরমণীর সর্ব্বঅঙ্গে স্থিতিপূর্ব্বক জগজ্জীবের অক্ষির অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগজ্জীবগণকে মুগ্ধ, মত্ত, ভ্রান্ত ও কামান্ধ করিতেছে। এই বিশ্বরমণীর যে অঙ্গের দিকেই অক্ষিপাত করিবে, তুমি তখনই মুগ্ধ, মত্ত, ভ্রান্ত ও কামান্ধ হইবে। তোমার স্বীয় দেহস্থ ইন্দ্রিয়গ্রামই ঐ বিশ্বরমণীর গুপ্তচররূপে নিযুক্ত আছে। ইহা বিশ্ব-রমণীর ভীষণ চাতুরীজাল, সন্দেহ নাই। প্রবল ও চতুর সম্রাট্ যেমন নিম্নস্থ অধিরাজগণের রাজধানীতে স্বীয় দূত রাখিয়া দেয়, কিন্তু ঐ অধিরাজগণকেই দূতদিগের বেতন দিতে বাধ্য করে, তদ্রূপ এই মহামায়া, মহামনা বিশ্বরমণীও স্বীয় গুপ্তচর ইন্দ্রিয়গণকে জগজ্জীবের দেহে রাখিয়া দিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতেছে এবং জগজ্জীবগণকে বাধ্য করিতেছে। ঐ সব মায়ার গুপ্তচর ইন্দ্রিয়গণকে সযত্নে পোষণ করিতেছে।

এই মন বা মায়া জগজ্জীবকে মুগ্ধ করে। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণ তাহার গুপ্তচরস্বরূপ।

মায়া-শক্তি।

পাঠক! বিচার-চক্ষে মায়া দর্শন কর, চর্ম্ম-চক্ষের গোচর উহা নয়। সামান্য একজন রমণীর সর্ব্বদেহে অনুস্যূত কামভাব যেমন চক্ষুর্গোচর হয় না, বুদ্ধিদ্বারা অনুভূত হইয়াই পুরুষ কামান্ধ হয়, তেমন মহামায়ারূপে বা বাসনারূপে বা কামরূপে বিশ্ব-রমণীর সর্ব্বদেহে অনুস্যূত যে মন, তাহা অক্ষিগোচর নয়। আবার দেখ, তুমি যে চক্ষুদ্বারা মায়া বা মনকে দেখিতে চাও, ইহা অসম্ভব, যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সবই বহির্ম্মুখরূপে তোমার দেহে অবস্থিত বা উপবিষ্ট আছে, ইহারা অতি নিমকহারাম। ইহারা তোমার দেহে বাস করে, তোমার দ্বারা লালিত পালিত হয়, কিন্তু সর্ব্বদা চাহিয়া আছে বাহিরের দিকে—বিশ্বরমণীর পানে। তোমার

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ, উহারা জগজ্জীবের দেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই প্রতিকূলাচরণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খায়, তোমার পরে, চায় পরের দিকে। এরূপ নিমকহারাম ইন্দ্রিয়গ্রাম-সহ যখন তোমার এই সংসার-স্থিতি, তখন তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি কিরূপে আসিবে? মায়া বা মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, উহাদের দর্শন বিচারসাপেক্ষ। এই ব্যভিচারী ইন্দ্রিয়গণের উপরই বা কি বিশ্বাস আছে? ইহারা পরপুরুষগামিনী ভ্রষ্টা রমণীর মত, স্বীয় পতিরটা খায়, স্বীয় পতিরটা পরে, কিন্তু মন থাকে সর্ব্বদা উপপতির দিকে। বলশালী ও মহাচতুর সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত নিম্নস্থ অধিরাজগণের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত দূতগণ যেমন অধিরাজগণের দ্বারা পালিত হইয়া, অধিরাজগণের রাজ্যে বাস করিয়া অধিরাজকগণই দমিত করিয়া রাখে, শত্রুতা করে, তাহাদের বিরুদ্ধেই স্বীয় সম্রাট্‌কে সংবাদ প্রেরণ করে, সেইরূপ মহামায়ারূপিণী বিশ্বরমণী জগজ্জীবের দেহরাজ্যে নিমকহারাম ইন্দ্রিয়-দূতগণকে নিয়োগ করতঃ জগজ্জীবগণকে কামের দ্বারা অভিভূত, লোভের দ্বারা পরাহত, মোহের দ্বারা ভ্রমান্ধ, ক্রোধের দ্বারা উত্তেজিত, মদের দ্বারা প্রমত্ত ও মাৎসর্য্যের দ্বারা বিধ্বস্ত করাইতেছে।

একজন অবিবেচক পুরুষ কামের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া মনে করে কোথায় যাই, কি করি, কি উপায়ে ইহা হইতে অব্যাহতি পাই।

কাম বা বাসনা বা মন বা মায়া সর্ব্বব্যাপী।

সে জানে না যে, ঐ কাম সুধু তাহার শরীরেই আশ্রয় করিয়া নাই; উহা সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছে। তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের ঋষিগণ মহামায়ারূপিণী বিশ্বরমণীকে স্তব করিতে যাইয়া বলিতেছেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কামরূপেণ সংস্থিতা"—যে দেবী সর্ব্ব প্রাণীতে কামরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঐ সব মহামনীষাসম্পন্ন ঋষিগণ কামের বা মনের বা বাসনার অস্তিত্ব বিশ্বময় ও বিশ্বব্যাপ্ত বিচার-চক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সলিলোৎপন্ন, সলিলস্থিত, সলিলে বসতিকৃত মীনের পক্ষে সলিলদেশ ত্যাগ করা যেমন মহাকষ্টকর ও প্রাণান্ত ব্যাপার, তেমন কামোৎপন্ন বা কামনোৎপন্ন বা মায়োৎপন্ন বা মন-উৎপন্ন জগজ্জীবের পক্ষে এই কামের রাজ্য, বাসনার রাজ্য, মনের রাজ্য ত্যাগ করা সুকঠিন ব্যাপার। বাসনা হইতে উৎপন্ন, বাসনাময় রাজ্যে স্থিত, বাসনা মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত এই যে জগজ্জীবগণ ইহাদের অবস্থা এত শোচনীয় ও মুক্তি এত সুদূর-পরাহত যে, ইহাদের অবস্থা ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। জগজ্জীবের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া মহাবল, মহামনা, মহাত্মা বুদ্ধদেব উহাদের মুক্তির পথ অনুসন্ধানে রাজসুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কামনোৎপন্ন বা মায়োৎপন্ন জগজ্জীবের এই কাম বা মায়ারাজ্য ত্যাগ করা সুকঠিন ব্যাপার।

এক বোতল সুরা দর্শন করিলে ঐ সুরার মধ্যে মত্ততার বস্তু কোথায় রহিয়াছে যাহার প্রভাবে সুরাপায়ীর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ভীষণরূপে আলোড়িত হইতে থাকে, তাহা যেমন কিছুতেই অক্ষিপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ মনোরূপ মাদকবস্তু বা মায়ারূপিণী মাদকতা এই বিশ্বসুরা-দেবীর কোথায় গুপ্তভাবে নিহিত আছে যাহার প্রভাবে জগজ্জীবগণ প্রমত্ত, ভ্রমান্ধ, উত্তেজিত হইয়া ঘোর মদ্যপায়ীর মত আচরণ করিতেছে, তাহাও অক্ষিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মদের মত্ততা যেমন অক্ষির দর্শনীয় নয়, কিন্তু বিচারের বোধগম্য, তদ্রূপ মনোময় বা মায়াময় বিশ্বের মন বা মায়া চক্ষুর্গোচরণীয় নয়, বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন ও সিদ্ধান্ত হয় মাত্র। এক কথায়, বিচার দ্বারা এই মন বা মায়ার সর্ব্বত্র অস্তিত্ব এরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হয় যে চক্ষুর গোচরের আর অপেক্ষা থাকে না।

সুরার মধ্যে মত্ততার ন্যায় এই মন বা মায়া-রূপী বিশ্বসুরাদেবীর মাদকতা অক্ষিগোচর হয় না, বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদ্যপায়ী মত্ততায় বিপরীত কর্ম্মাদি করে ; মন-মদে মত্ত জীব তদ্রূপ আত্মবিমুখ হয় ও আত্মস্মৃতি হারায়।

মদ্যের মত্ততায় যেমন মদ্যপায়ী অভিভূত হইয়া বিসদৃশ, বিজাতীয় ও বিপরীত কর্ম্মাদি করিয়া থাকে—একটায় আর একটা করে, একটা ভাবিতে আর একটা ভাবে, একটায় আর একটা হয়, তেমন মন-মদে মত্ত হইয়া জগজ্জীবগণ আত্ম-বিমুখ হইয়া "আত্মাহং" অর্থাৎ আমি আত্মা ইহা বিস্মৃত হইয়া একটা "মিথ্যা অহং"-এর বা "আমির" সৃষ্টি করে, অর্থাৎ মিথ্যা অহংরূপে নিজেকে আত্মেতর মনে করে। নেশার ইহাই হইল মহিমা যে, সে নেশাখোরকে আত্মস্মৃতি আনিতে দেয় না ; আত্মবিস্মৃতির সঞ্চারই তাহার কার্য্য। মনোরূপ মদ্যেরও কার্য্য হইতেছে যে, সে আত্মস্মৃতি নষ্ট করে ও আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। এবিষয়ে প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা মদ্যপায়ীরই আছে, অন্যের নাই। হরি যখন মদ্যপানে বিভোর হয় তখন সে যে হরি, তাহা বিস্মৃত হইয়া যায় ; সে কখনও মনে করে "আমি রাম", কখনও মনে করে "আমি শ্যাম।" এই যে তাহার রাম বা শ্যামরূপে অহংপ্রত্যয়, ইহা যেমন তাহার মদ্যের নেশার মাহাত্ম্য ও মিথ্যা জ্ঞান মাত্র,

আত্মেতর অহং প্রত্যয় মনেরই কার্য্য।

এইরূপ জগজ্জীবের যে আত্মেতর অহং প্রত্যয় উহাও মনেরই কার্য্য বা প্রভাব। বাস্তবিকপক্ষে জগজ্জীবের দেহাভ্যন্তরে এক "আত্মাহং" ছাড়া "আত্মেতর দ্বিতীয় অহং" নাস্তি। ইহা মনোতীত অবস্থার অনুভবকারী ব্যক্তির এবং মনকে যে নেশার বস্তু মদ্যরূপে বুঝিতে পারিয়াছে ও যাদুকররূপে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট উপলব্ধি সিদ্ধ।

পাঠক ! এইরূপ বৈশ্লেষণিক জ্ঞানদ্বারা মনের এতাদৃশ নেশা-সৃষ্টিকারিণী শক্তি, ভ্রান্তি-উৎপাদিনী শক্তি, একটাকে আর একটায় পরিণত বা প্রদর্শন করণের শক্তি উপলব্ধি করিয়া তোমার "আত্মেতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় মিথ্যা অহং” ত্যাগ কর এবং সর্ব্বদা “আত্মাহং”—আমিই আত্মা—এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া মন-যাদুকরের মিথ্যা ক্রীড়াদির সুবিজ্ঞ দ্রষ্টারূপে সুখে ও শান্তিতে উপবিষ্ট থাক। ইহাই তোমার পরম পুরুষার্থ। ইহাই তোমার কৃতকৃত্য হওয়া। এই অঘটন-ঘটন-পটীয়স্ মন বা পটীয়সী মায়ার ইন্দ্রজাল এবং উহার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারগুলি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ কর এবং উহার প্রভাবে যে তোমার “আত্মেতর দ্বিতীয় অহং” এর মিথ্যা প্রত্যয় জন্মিয়াছে তাহা এবং তাহার মিথ্যা গৌরব ত্যাগ কর। মদ্যপায়ী হরি মদ্যের নেশায় যে নিজেকে রাম বা শ্যাম বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহার মদ্যের নেশা অপগত হইলে যেমন ঐ রাম বা শ্যামের মিথ্যাস্তিত্ব যাদুকরের তামাসার মত অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ তোমারও মনের নেশা অপগত হইয়া, তোমার “আত্মেতর দ্বিতীয় মিথ্যা অহং” প্রত্যয় ও তাহার মিথ্যা গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়া, তুমি ‘আত্মাহং’ রূপে অবস্থিত ও অধিষ্ঠিত হও। তোমার মিথ্যা জীবভ্রান্তি, মিথ্যা অহংভ্রান্তি যাদুকরের ক্রীড়ার মত চিরতরে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হইয়া যাউক।

বৈশ্লেষণিক জ্ঞান দ্বারা মনের এই আত্মেতর অহং প্রত্যয় ত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা ‘আত্মাহং’ এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও।

এই মন-যাদুর মোহকরী প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শিগণের উপদেশ, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পাঠাদি ক্রিয়া অবলম্বন করতঃ আত্মা ও মনের স্বরূপতঃ ভেদ বা পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সর্ব্বদা আত্মচিন্তন ও অনুভব এবং মনের প্রহেলিকাত্ব উপলব্ধি করিতে হইবেক। পাঠক! এক্ষণ বুঝিতে পারিলে তোমার মানবত্ব, জীবত্ব, জিনিষটা কি? তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি হরি, মন-মদ্যের

এজন্য ‘আত্মা’ ও মনের স্বরূপ ভেদ উপলব্ধি করিতে হইবে। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, মন-মদ্যের নেশায় আত্মেতর অহং প্রত্যয়ই তোমার জীবত্ব বা মানবাস্তিত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেশায় যে তোমার রাম বা শ্যামরূপে মিথ্যা প্রত্যয় উহাই তোমার জীবত্ব এবং এই মিথ্যা জীবত্বের মিথ্যা গৌরবময় যে তোমার মিথ্যা অভিমান বা অহঙ্কার, উহাই তোমার মানবত্ব বা মানবাস্তিত্ব।

মায়াশক্তি অপনোদন ও ব্রাহ্মীস্থিতি।

"আমি আমি করি, কিন্তু 'আমি' আমার ঠিক হইল না" এই আক্ষেপ-জ্ঞাপক সঙ্গীতটি অনেকেরই শ্রুত আছে। এক্ষণ উল্লিখিত আমিত্বের ব্যাখ্যা দ্বারা পাঠকের "আমি" ঠিক হইল ত? কথাটি আরও সুস্পষ্ট করা যাইতেছে। এই যে মাতাল হরির "আমি রাম" বলিয়া দ্বিতীয় ও মিথ্যা "আমিত্ব" বা "আমি" জ্ঞান, এই "আমি"ই মানবের ব্যবহারিক "আমি"। এই ব্যবহারিক "আমি" লইয়াই মানবগণ এই ব্যবহারিক জগতে বিষয়-ব্যাপার চালাইতেছে। এক্ষণ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান বিচার দ্বারা "আমি"টি বুঝিয়া লও। সাধারণতঃ মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে, "আমার জীবত্ব" "আমার অজ্ঞানতা" প্রভৃতি বাক্যগুলি কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে? "আমার" এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে? "আমি জীব" এই কথায় "আমি" শব্দটি বাস্তবিক কে? মাতাল হরির যে "আমি রাম" বলিয়া মিথ্যা প্রত্যয়-যুক্ত "আমি" উহাই মানবের ব্যবহারিক "আমি"। এই "আমি" মানবের মন-মদ্যে মাতাল হইয়া মিথ্যা প্রত্যয় জন্য উদ্ভূত হয়। মিথ্যা প্রত্যয়োদ্ভূত বলিয়া এই "আমির" এত আস্পর্দ্ধা, এত আস্ফালন, এত দম্ভ, দর্প ও অভিমান দৃষ্ট হয়। জীবের 'বাস্তবিক আমি' যাহা, তাহা এই মনরূপ মদ্যের নেশা বিদূরিত হইলেই বোধগম্য হয়; ঐ মন-মদ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা নেশাগ্রস্ত থাকার কালীন অনুভূত হয় না। মানব সর্ব্বদা মন-মদ্যের নেশায় অভিভূত থাকে বলিয়া এই "সত্য আমি", "আত্মা আমি", "ব্রহ্ম আমি" বলিয়া তাহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। মন-মদ্যের নেশা ছুটিলে তবে তাহার "সত্য আমি"র ঠিকানা প্রাপ্তি হইবেক। পাঠক! মন-মদ্যের নেশা ত্যাগ কর, দেখিবে, মন-মদ্যের নেশা হইতে উৎপন্ন "মিথ্যা আমি", "আমি জীব" এই মিথ্যা জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া তুমি মদ্যপায়ীর মদ্যের নেশা ছুটিলে যেমন সে শান্ত হয়, শান্তির অবস্থা গ্রহণ করে এবং শান্তি-সুখে উপবিষ্ট হয় তেমনই "অহং ব্রহ্মাস্মি", "আমি ব্রহ্ম"রূপে তোমার পরাশান্তি ও চিরশান্তিতে চিরস্থিতি লাভ হইবেক।

তোমার মন-মদ্যের নেশা ছুটিলে ব্যবহারিক 'আমি' অপগত হইয়া তুমি 'ব্রহ্মআমি'তে উপবিষ্ট হইবে ও পরা-শান্তি লাভ করিবে।

এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ ও সত্য ঘটনার বিবৃতি করা যাইতেছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরেজ বা এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান (ফিরিঙ্গী) সাহেব মদ্যপানে বিভোর হইয়া শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তথায় দার্জ্জিলিং ডাকগাড়ীখানা গমনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাতাল সাহেব মদ্যের মত্ততায় বিভোর হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক এঞ্জিন গাড়ীতে ঢুকিল ও "আমি রুষের জার (সম্রাট), আমি যাহা খুসী তাহাই করিতে পারি" এই বলিয়া সে এঞ্জিন চালাইয়া দিল। অতি কষ্টে রেলকর্ম্মচারিগণ ট্রেণ থামাইয়া মাতাল সাহেবকে গ্রেপ্তার করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মদ্যের নেশা ছুটিলে সে মহা লজ্জিত হইয়া রেল-কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বিষণ্ণ মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মদ্যের মত্ততায় এই ব্যক্তির "আমি রুষের জার" বলিয়া যে মিথ্যা জ্ঞান ও মিথ্যা জাররূপে তাহার মিথ্যা আমিত্বের বোধ, ইহাই হইল মানবের আমিত্বের ও জীবত্বের আদর্শ; অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতাল সাহেবের "আমি জার" এই জ্ঞানও যেমন অলীক, মানবের আমি বড় জীব বা মানব বলিয়া যে জ্ঞান তাহাও তেমনি অলীক। এই জীবভ্রান্তি অপগমে মানব "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি ব্রহ্ম—"আমি জীব নই, আমার জীবভ্রান্তি আমার মনোরূপ মদ্যের নেশা প্রযুক্তই ঘটিয়াছিল" ইহা প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করতঃ তাহার আত্মস্থিতি বা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রোক্ত অপরোক্ষানুভূতি। এই অপরোক্ষানুভূতিই জীবের মোক্ষলাভ। মোক্ষ বলিয়া এই পৃথিবীস্থ লাভ হইতে অধিকতর লাভজনক কোন পদার্থ বা অবস্থা জীবের নাই।

এই জীবভ্রান্তি অপগমে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানে আত্মস্থিতিই অপরোক্ষানুভূতি।

জীবের অজ্ঞানতাজনিত যে জীবভ্রান্তি, তাহার অপগমে যে তাহার আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ "আমি আত্মা" এই দৃঢ় প্রতীতি, ইহাই হইল জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি। আত্মজ্ঞানই মোক্ষ, মোক্ষ বলিয়া আত্মজ্ঞানেতর দ্বিতীয় প্রাপ্তব্য বস্তু কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন,—"চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ" অর্থাৎ চিত্তের নিবৃত্তিই হইল মোক্ষ। নিবৃত্তি শব্দের অর্থ হইল, নির্-নাস্তি, বৃত্তি যাহাতে, অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য চিত্ত হওয়া। এক্ষণ দেখ, চিত্ত আর মন একই কথা। মনরূপ মদ্যের নেশায় বা চিত্তরূপ বেতাল বা ভূতের প্রভাবে যে মিথ্যা আমি বা জীব প্রত্যয় হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইলে যে মাতালের বা ভূতগ্রস্তের সুস্থাবস্থা, সাম্যাবস্থা বা শান্তির অবস্থা তাহাই হইল জীবের মোক্ষাবস্থার বা আত্মস্থিতির বা ব্রাহ্মীস্থিতির আদর্শ। তাই শাস্ত্র আবার বলিতেছেন, "স্বাত্মন্যাবস্থানম্, ইতি মোক্ষঃ", অর্থাৎ নিজের আত্মায় যে পুনরাসীন হওয়া উহাই মোক্ষ। মনের নেশা বিদূরিত হইলে বা চিত্তভূতের প্রভাব প্রশমিত হইলে যে নিজের আত্মাতেই পুনরাবস্থিতি,

ইহাই জীবের মোক্ষ-লাভ, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই হইল মোক্ষ। এই আত্মাতে বা ব্রহ্মেতে স্থিত হওয়াই ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাই মোক্ষ।

চিত্তবেতাল।

পাঠক! কখনও ভূতগ্রস্ত বা ভূতাভিভূত লোক দেখিয়াছ? ভূতগ্রস্ত লোকটা মনে করে যে, "আমি অমুক, আমি এই করিতে আসিয়াছি" ইত্যাদি। হরি যখন ভূতাবিষ্ট হইল, তখন সে বলে, "আমি ভূত, আমি এই বাড়ীর সকলের মাথা ভাঙ্গিব।" সে নিজেকে অন্য মনে করিয়া যেমন স্বীয় বাসভবনস্থ আত্মীয়গণকেই আহত করিতে উদ্যত হয়, তেমন চিত্ত-বেতালে বা ভূতে অভিভূত হইয়া জগজ্জীবের নিজের আত্মত্ব বা ব্রহ্মত্ব বিস্মৃতিতে সেও অন্য জগজ্জীবের ক্ষতি করিতে উদ্যত হয় ও নানাবিধ দম্ভ, দর্প ও অভিমানে অধীর হইয়া পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে রত হয়। এই যে দম্ভ, দর্প ও অভিমান ইহাই হইল চিত্ত-ভূতের ধর্ম্ম বা প্রভাব। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, সে যেন দশটা লোকের বল প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পাঁচটা লোকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মানুষটা যেন মত্তহস্তিরূপে পরিণত হয়, এরূপই ভীষণ ভাবে সে স্বীয় শরীরটাকে সঙ্কোচ ও প্রসারণ করিতে থাকে।

চিত্ত-বেতালে অভিভূত হইয়া জগজ্জীব নিজের ব্রহ্মত্ব বিস্মৃতিতে দম্ভ-দর্প-অভিমানে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদিতে রত হয়।

মানবগণকে বা অন্য জীবদিগকে যখন দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পরস্পরে আস্ফালন ও আস্পর্দ্ধা করিতে দেখা যায়, ঠিক তখনকার অবস্থাটি বিচারশীল হইয়া প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিলে বা করিতে পারিলে এই জগজ্জীবগণ যে বাস্তবিক ভূতাবিষ্ট, নেশাগ্রস্ত বা উন্মত্ত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। ঠিক যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষগুলিকে ভূতে পাইয়াছে। উহারা স্বীয়-স্বীয় চিত্তভূতের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবান্বিত হইয়া এই চিত্তলীলাক্ষেত্র জগতে অযথা বিতণ্ডা, অযথা বিবাদ ও অযথা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতেছে। যখন চিত্ত-ভূত ছাড়িয়া যাইবেক, মন-মদ্য-নেশা ছুটিবেক, তখন দেখিবে যে, বিতণ্ডা, বিবাদ, দম্ভ, দর্প সব হইতে মানব অব্যাহতি লাভ করতঃ কেমন শান্তিসুখে সমাসীন হয়।

চিত্তভূত চিত্তবিকার বা মনোবিকার মাত্র। ইহা প্রশমিত হইলেই জীবের স্বীয় আত্মায় পুনরবস্থিতি ঘটে।

এই যে চিত্ত-ভূত বলিলাম, ইহাতে অজ্ঞ পাঠক মনে করিও না যে, ভূতরূপে কোন ব্যক্তির মত হস্তপদবিশিষ্ট কেহ আছে। এই চিত্তভূতকে চিত্তবিকার বা মনোবিকার বলিয়া গ্রহণ কর। এই মনোবিকারেই আক্রান্ত হইয়া স্ত্রীলোকগণ হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হয়; উহা এক প্রকার উন্মত্ততাবিশেষ, মস্তিষ্কের রোগবিশেষ মাত্র, আর কিছু নয়। নেশাভিভব, উন্মাদ রোগ ও ভূতাবেশ এই সব চিত্তবিকার ব্যতীত আর কিছু নয়। এই চিত্ত-বিকার প্রশমিত হইলে এবং চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে মানবের উল্লিখিত দম্ভ, দর্প ও অভিমান সহ মিথ্যা জীবভ্রান্তি অপগত হয় এবং সে স্বীয় আত্মায় পুনরাবস্থিতি লাভ করতঃ চিরশান্তি ও চিরসুখে সমাসীন হয়।

মুক্তি।

এই চিত্তভূতকে সম্যক্ চিনিতে পারা বা চিত্তবিকারের চিকিৎসা করাই মানবের পরম পুরুষার্থ ও কৃতকৃতার্থতা জানিবে। ইহা যিনি করিতে পারিয়াছেন তাঁহারই মানব-জন্ম সফল হইয়াছে; তাঁহারই মানবজীবনের কৃতকার্য্যতা সম্যক্ লাভ হইয়াছে, আর তাহাকে মায়ার, মনের বা চিত্তের লীলাভূমি এই জগতে আসিয়া দম্ভ ও দর্পের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা পরাহত, অভিভূত ও বিধ্বস্ত হইতে হইবেক না। সুবিচারের দ্বারা চিত্তের বেতালত্ব ও ভূতত্ব উপলব্ধি করতঃ সংযমের দ্বারা উহাতে যে অনভিভবতা, উহাই হইল মুক্তি। মুক্তি বলিয়া অন্য কিছু লব্ধব্য নাই। যেহেতু মুক্তিকে "সুখপ্রাপ্তি"রূপে শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিঃ ইতি মুক্তিঃ" বলিয়াছেন, অর্থাৎ আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি মুক্তি নহে, আত্যন্তিক দুঃখের যে নিবৃত্তি তাহাই মুক্তি বলিয়া মহাজ্ঞানী মহর্ষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চিত্তের বেতালত্ব উপলব্ধি করতঃ উহাতে অনভিভবতাই মুক্তি, বা আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, অনুরাগ, বিদ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বেগ, রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যাদি মহাদুঃখ বলিয়া অভিহিত হয়, আর এই মহাদুঃখরাশি সবই মনের ধর্ম্ম, মনের কর্ম্ম, মনের মত্ততামূলক এবং মনের নেশায় উদ্বেলিত। এক চিত্তবিকার হইতে উৎপন্ন উল্লিখিত মহাদুঃখরাশি চিত্তনাশে বা চিত্তনিবৃত্তিতে, অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলেই দূরীভূত বা অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই চিত্তনাশের সহজ উপায় বলা যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে কুট্টিনী বেশ্যার ও ইংরেজের দুষ্টা পত্নী ত্যাগ বা ডাইভোর্সের দৃষ্টান্ত দ্বারা মনোনাশের উপায় বলা হইয়াছে। এক্ষণ আরও কিছু সহজ উপায় বলা হইতেছে। সর্ব্বদা মনের বিকার জনিত দোষনিচয় যতই দেখিতে থাকিবে, অর্থাৎ উল্লিখিত দোষনিচয় বা মহাদুঃখরাশি মনেরই ধর্ম্ম, মনেরই তরঙ্গরূপে মন হইতেই উদ্বেলিত ও মনেরই বিক্ষোভ-কারী এই বোধটি যত আয়ত্ত হইতে থাকিবে, ততই মন প্রশান্ত হইতে থাকিবেক। দরিদ্র ও দুঃখী মনে করে ধন পাইলে বা সুখ প্রাপ্ত

মহাদুঃখরাশি চিত্ত-বিকারোৎপন্ন, উহারা মনেরই ধর্ম্ম, ইহা বোধে যত আয়ত্ত হয় মন তত প্রশান্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে চিত্ত শান্ত হইত বা মন শুদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা নহে, ধন বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ সব মহাদুঃখরাশি আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, উল্লিখিত মহাদুঃখনিচয় অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকে।

রুষসাম্রাজ্যের বর্ত্তমান যুগের বা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক পণ্ডিত কাউণ্ট টলষ্টয় একজন তদ্দেশীয় মহারাজা ছিলেন এবং এক মহারাজ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য পরিণত বয়সে দানিউব নদীর তীরে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ দশ বৎসর শুষ্ক রুটি খাইয়া জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন, পরে ঐ অবস্থা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম, অবস্থার অধীন নয়; আমি মহাদুঃখের ও মহাসুখের দুই অবস্থাতেই মনের সাম্যভাব রক্ষা করিয়া সমভাবে জীবনাতিপাত করিয়াছি।"

মুক্তি আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা মাত্র, কোনরূপ বিজাতীয় সুখপ্রাপ্তি নয়। উহাতে কোনরূপ ভোগ করার মত লব্ধব্য কিছু নাই। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—একজন ধনী ব্যক্তি ঘোর যন্ত্রণাদায়ক, সঙ্কটাপন্ন বা প্রাণসংশয় রোগে ক্রমাগত সুদীর্ঘকাল ভুগিতেছিল। বহু অর্থব্যয়ে বহুবিধ চিকিৎসায় সে বহুকাল পরে আরোগ্যলাভ করিল এবং ঐ আরোগ্য লাভান্তে মহানন্দ প্রাপ্ত হইল, আত্মীয়-স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিল, আমোদ-আহ্লাদের জন্য গান-বাজনাদি নানাবিধ আনন্দকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিল। এই যে আনন্দ, ইহাই হইল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ আনন্দ, কোনরূপ ভোগ্য বস্তুলাভজনিত আনন্দ নহে। তাই বলিতেছি, মুক্তি সুখপ্রাপ্তি নয়, দুঃখনিবৃত্তি মাত্র, অর্থাৎ অসৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা ভোগ্য কোনরূপ বস্তু বা অবস্থা লাভ মুক্তি নয়,

এই অসৎ ইন্দ্রিয়ের প্রবঞ্চনামূলক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতিই মুক্তি, ইহা কোন ভোগ্য বস্তু বা অবস্থা লাভ নয়; জীবের অধ্যস্তাবস্থার মোচন মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা অসৎ ইন্দ্রিয়ের প্রবঞ্চনামূলক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ মাত্র। জীব অধ্যস্ত বস্তু; জীবের যে অধ্যাসরূপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা, তাহা হইতে যে তাহার মোচন, তাহাই জীবের মুক্তি, এতদ্ভিন্ন জীবের মুক্তিতে অন্য কোন লাভ বা প্রাপ্তি নাই। এই যে অধ্যাস শব্দটি বলা হইল ইহার অর্থ কি? অধ্যস্ত বস্তু বলিতেই বা কি বুঝায় তাহা বলা যাইতেছে। অধ্যাস অর্থ মিথ্যারোপ বা মিথ্যা প্রতীতি বা মিথ্যা প্রত্যয়।

অধ্যাসের উৎপত্তি।

এক্ষণ এই অধ্যাস কেন হয়, কোথা হইতে হয় ও কাহার হয়? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সুখদুঃখ মনোবৃত্তি মাত্র বা মনের ধর্ম্ম। অধ্যাসও মনেরই ধর্ম্ম, মনেরই অধ্যাস হয়। জীবরূপে মনেতর অর্থাৎ মন হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অধ্যাসধর্ম্মী মন মিথ্যা জীব নামে মিথ্যা কল্পনা করে মাত্র—যেমন মদ্যপায়ী হরি মদ্যের নেশায় মনে করে যে, সে রাম। এইরূপ নেশার বস্তু মন স্বতঃই কল্পনা করে যে সে জীব; ইহাই জীবরহস্য। এই অধ্যাস কোথা হইতে আসে? মন হইতে অধ্যাস আসে। আবার মন কোথা হইতে আসে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন সংস্কাররাশি বা সমষ্টি বা অনাদিকালপ্রসিদ্ধ স্মৃতিসমষ্টি বা স্মৃত্যাধার। আবার এই অনাদিকালপ্রসিদ্ধ যে সংস্কারসমষ্টি বা স্মৃতিসমষ্টি, ইহাও পক্ষান্তরে মিথ্যাপ্রত্যয়জড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন মিথ্যা? এই সংস্কাররাশি বা স্মৃতিসমষ্টি সদা পরিবর্ত্তনশীল, প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া উহাদিগকে মিথ্যা-প্রত্যয়জড়িত বা ভ্রান্তিবিলসিত বা মিথ্যা প্রতীত বলা যায়।

আত্মার জগদ্রচনা-কল্পে যে কল্পনাশক্তির আশ্রয় তাহাই মায়া—যাহা ব্যষ্টিরূপে মনঃরূপে অভিহিত হয়, মন বা মায়া হইতেই অধ্যাসের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার দেখ, পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচনাকল্পে যে কল্পনাশক্তির আশ্রয়, উহাই মায়া নামে অভিহিতা হয়। ঐ মায়াই ব্যষ্টিরূপা হইয়া অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তিতে আশ্রিতা হইয়া মনোরূপে অভিহিত হয়। কাজেই, আত্মার জগদ্‌রচনা-কল্পে যে কল্পনাশক্তি, তাহা হইতেই এই অধ্যাসের উৎপত্তি জানিবে।

ব্রহ্মের কল্পনাসৃষ্ট জীবের মুক্তিচেষ্টা বৃথা কি না ?

এক্ষণ এখানে দুইটি গুরুতর প্রশ্নের উত্থাপন করা যাইতেছে। একটি হইল যে, অধ্যাস মনের ধর্ম্ম, মন আত্মার কল্পনা ব্যাপার মাত্র; এই কল্পনাময়ী মায়া আত্মা হইতে বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; তবে ব্রহ্ম বা আত্মা কাহা হইতে উৎপন্ন? আর যদি স্বয়ং ব্রহ্মের কল্পনা হইতে এই জীবজগৎ উৎপন্ন হইল, তবে জীবের মুক্তিচেষ্টা বা ঐ মিথ্যা প্রতীত কল্পনাময় মনের হাত হইতে অব্যাহতির চেষ্টাও ত ব্যর্থ হয়। প্রথম প্রশ্নেরই সমাধান পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এক্ষণ কাহার সাহায্যে, কোন্ উপায় অবলম্বনে বিশ্বব্যাপী মনের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—এই যে সূর্য্যদেব দেখিতেছ, ইহার চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, ঘোর শৈত্যে পূর্ণ, যদিও সূর্য্যের শক্তি বা ধর্ম্ম হইল দুইটি—আলোকবিতরণকারিণী ও উত্তাপপ্রদায়িনী। ধরাপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিলেই ইহা সুপ্রমাণিত হয় যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিক অন্ধকার ও শৈত্য পূর্ণ। বর্ত্তমান

সূর্য্যের আলোক বিতরণ-কারিণী ও উত্তাপ প্রদায়িনী শক্তিদ্বয় পৃথিবীরূপ আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়াই ক্রিয়া করিতে পারে।

এরোপ্লেনে অর্থাৎ ব্যোমযানে ২৫।৩০ হাজার ফিট ধরাপৃষ্ঠ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উর্দ্ধে উঠিলেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দৃষ্ট হয়, শৈত্যে মানবদেহের রক্ত জমিয়া যায় এবং এরোপ্লেনের পেট্রল বা তৈলের আধার, চোঙ্গ ও নলগুলি ফাটিয়া যায়। এই মহাপ্রতাপশালী সূর্য্যদেবের চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকাররাশি ও শৈত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া যে কিরণমালা ধরাপৃষ্ঠে আপতিত হইয়া থাকে, উহাই বিকীর্ণ হইয়া ধরাপৃষ্ঠবাসিগণকে ঘোর শৈত্য ও ঘোর অন্ধকার হইতে ত্রাণ করে। সূর্য্য ও পৃথিবী এই দুয়ের মধ্যস্থ যে শূন্য প্রদেশ, তাহাতে সূর্য্য-কিরণমালা বিকীর্ণ বা প্রতিবিম্বিত হওয়ার স্থান বা আধার না পাইয়া, স্বীয় শক্তি যে আলো ও উত্তাপ তাহার ক্রিয়া করিতে পারে না, যেহেতু কিরণ বা তেজের বিকিরণ, প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব জন্য আধারের প্রয়োজন। বেদান্তের যে প্রতিবিম্ববাদ ইহা এই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপরে ন্যস্ত জানিবে।

আবার দেখ, আমরা যে সূর্য্য দর্শন করি, তাহা কাহার সাহায্যে বা কোন উপায়ে? আমাদের যে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত বিরাট্ বিশ্বব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যে পৌছে, উহা কাহার সাহায্যে ও কোন্ উপায়ে সংসাধিত হয়? উহা সূর্য্যেরই সাহায্যে, সূর্য্যেরই কিরণমালা ধরাপৃষ্ঠে বিকীর্ণ, প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া সুসম্পন্ন করে। এক কথায়, যে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ, প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই পৃথিবীবাসিগণেরই যেমন আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্তি ঘটে ও তজ্জন্য অনুভব-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি জন্মে, সংক্ষেপতঃ যেমন মানবকুল সূর্য্যের সাহায্যেই সূর্য্য দর্শন করে ও উল্লিখিত প্রতিবিম্বরূপ উপায়ে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, শূন্য প্রদেশ যেমন আলোক ও উত্তাপ

সেইরূপ ব্রহ্মের আভাস মনোরূপ অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ দ্বৈবী সংস্কার রাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনকে জীবভাবে অনুভব শক্তি ও জীবনী শক্তি প্রদান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শৈত্য-প্রপীড়িত হয়, সেইরূপ মনোরূপ অনাদিকালপ্রসিদ্ধ জৈবী সংস্কাররাশিতে চৈতন্য বা আত্মা বা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের আভাস বা ছটা বা কিরণ বা প্রভা প্রতিবিম্বিত হইয়া মনকে চৈতন্যভাবে ভাবিত বা জীবভাবে পরিণত করে এবং ঐ জড় সংস্কারসমষ্টিকে অনুভবশক্তি বা জীবনীশক্তি প্রদান করে, কিন্তু ঐ শক্তি ক্ষণবিধ্বংসী ও সদাপরিবর্ত্তনশীল বলিয়া পরিণামে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহশলাকার ক্ষণিক দাহিকাশক্তি প্রাপ্তির ন্যায় জীবের জীবনী শক্তি ক্ষণবিধ্বংসী।

এখানে পাঠক বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ববাদটি প্রকৃষ্টরূপে স্মরণ কর। (পৃঃ ১২১) ধরাপৃষ্ঠে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া ধরাবাসী জীবগণের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, অনুভবশক্তি বা বোধশক্তি তথা জীবনীশক্তি প্রাপ্তির মত জড় সংস্কার সমষ্টি যে মন তাহা চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত হইয়া বোধশক্তি তথা জীবনীশক্তি সম্পন্ন হয়, যেমন লৌহশলাকা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালের জন্য দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে শীতল হইয়া দাহিকাশক্তিবিহীন হয়। এই কারণে জীবের যে জীবনীশক্তি, তাহা ক্ষণবিধ্বংসী।

ব্রহ্মের জগদ্রচনাকল্পে কল্পনা শক্তি আশ্রয়ের সহিত চৈতন্য শক্তি ও জ্ঞান শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের যে জগদ্রচনাকল্পে "আমি এক আছি বহু হইব," বলিয়া কল্পনাশক্তির আশ্রয় "একোহং বহুস্যাম" রূপে বেদের আভাস রহিয়াছে ইহাই মায়া নামে অভিহিতা হয়; আবার বেদান্ত-প্রতিপাদ্য "মায়োপহিত চৈতন্য ইতি জীবঃ", "বুদ্ধ্যুপহিত চৈতন্য ইতি জীবঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যা রহিয়াছে, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? ইহার অতিসুন্দর বৈজ্ঞানিক যুক্তিও রহিয়াছে, যদিও বেদান্ত শাস্ত্র তাহা প্রদর্শন করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মানব যে ইচ্ছাবশে কোন ক্রিয়া করিতে অগ্রসর হয়, তখন শুধু ইচ্ছাতেই কি ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কি, তাহাতে জীবনী শক্তির প্রয়োগ থাকা প্রয়োজন? এই জন্যই মহামনস্বী বৈদিক মহর্ষিগণ ব্রহ্মের জগদ্রচনাকল্পে কল্পনা শক্তির আশ্রয় ও পরে তাহাতে ব্রহ্মের চৈতন্য শক্তির প্রতিবিম্বপাতের বাদটি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান তিনটি থাকিলেই, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি,ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি তিনের সমাবেশ দ্বারাই ত জগদিন্দ্রজাল রচনা হইয়া থাকিবেক, অন্যথা জগদিন্দ্রজাল রচনা-কল্পে অন্যতর বাদ স্বীকার করা চলে না, করিলে তাহা অপসিদ্ধান্তরূপে স্বাধীন, চিন্তাশীল ও সুবিজ্ঞগণের দ্বারা অগ্রাহ্য হইবেক। সুধু ইচ্ছা থাকিলে যেমন কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, উহাতে যেমন চৈতন্যশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, সহজ কথায় জীবনীশক্তির প্রয়োগ থাকা প্রয়োজন, তেমন জগদিন্দ্রজাল রচনাকল্পে ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি শুধু কার্য্যকরী হইতে পারে না; ঐ জগদিন্দ্রজালের রচনাকল্পে যে কল্পনাশক্তি আশ্রয় করেন, যাহা মায়া নামে অভিহিতা হয়, তদুপরি ব্রহ্মের চৈতন্য প্রতিবিম্বপাতরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এই চৈতন্য প্রতিবিম্ব দ্বারাই মিথ্যা কল্পনারাশিসম্ভূত মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল সত্য, জীবন্ত ও চেতন বলিয়া দৃষ্ট হয়; যেমন লৌহশলাকা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয় ও অগ্নিবৎ প্রতীয়মান হয়। এজন্যই জীবজগৎ বাস্তবিক পক্ষে জড় হইয়াও চেতনবৎ পরিদৃষ্ট হয়।

এই চৈতন্য প্রতিবিম্ব দ্বারাই মিথ্যা কল্পনা-রাশিসম্ভূত মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল সত্য, জীবন্ত ও চেতন বলিয়া দৃষ্ট হয়।

কথাটি কিছু খুলিয়া বলা ভাল। এই যে জীবজগৎ ইহা ব্রহ্ম-চৈতন্যের দ্বারা অবভাসিত, প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত মাত্র, উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক ব্রহ্মচৈতন্যের মত সমচৈতন্যশীল নহে, যেহেতু ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্ম-চৈতন্য ক্ষণবিধ্বংসী ও ঘোর পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না; উহা সদা অচল ও সনাতনরূপে স্থিত আছে, পক্ষান্তরে জীবজগৎ ক্ষণবিধ্বংসী ও ঘোর পরিবর্ত্তনশীলরূপে দৃষ্ট ও সুসাব্যস্ত হইতেছে। কাজেই, চৈতন্যের আভাসপ্রাপ্ত জীবজগৎ জীবনীশক্তিযুক্ত হইলেও উহা ব্রহ্মচৈতন্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। এজন্য বেদান্ত-প্রতিপাদ্য চৈতন্যের আভাস বা চিদাভাস-বাদটি বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জীবজগৎ ব্রহ্মচৈতন্যের মত সম চৈতন্যশীল বা চৈতন্যময় নহে। ইহা ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা প্রতিবিম্বিত মাত্র।

পাঠক! এখানে প্রণিধান পূর্ব্বক এই পার্থক্যটি অনুভব করিতে চেষ্টা কর। সাধারণতঃ মানুষ জীবজগৎ চৈতন্যময় বলিয়া জানে। বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন, উহা চিদাভাসিত, অর্থাৎ চৈতন্যময় না বলিয়া চৈতন্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত। ইহার গুহ্য কারণটি কি, তাহা বলিতেছি। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—এই যে সূর্য্যদেব দেখিতেছ, ইনি ইহার সৌরজগতের অন্তর্গত যাবতীয় গ্রহউপগ্রহগণকে স্বীয় মহা-তেজের দ্বারা আলোকিত ও উত্তাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ঐ গ্রহউপগ্রহগণ মধ্যে তাহার প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, অর্থাৎ এক কথায় সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহগণ সূর্য্যময় হয় নাই, সূর্য্যকিরণ দ্বারা আলোকিত, উত্তাপিত ও উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আবার দেখ, কোন গ্রহ-উপগ্রহ নষ্ট হইলে উহারা যদি সূর্য্যময় হইত, তবে সূর্য্যেরও নাশ বা ক্ষতি হইত, কিন্তু গ্রহের নাশে সূর্য্যের নাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু গ্রহগণ সূর্য্যময় নহে, সূর্য্যকিরণে উত্তাপিত ও উদ্ভাসিত মাত্র। গ্রহগণের নাশে সূর্য্যের নাশ

সূর্য্যকিরণে আলোকিত, উত্তাপিত ও উদ্ভাসিত গ্রহগণ সূর্য্যময় নহে, তাহাদের নাশে সূর্য্যের নাশ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব। সূর্য্যের আভাস, প্রভা বা ছটায় আলোকিত ও তাপযুক্ত বলিয়া গ্রহগণের নাশে সূর্য্যের নাশ হয় না। যদি গ্রহগণ সূর্য্যাভাসিত না হইয়া সূর্য্যময় হইত, তবে গ্রহগণের নাশে সূর্য্যও নাশপ্রাপ্ত হইত। এইজন্য পরম মনীষাসম্পন্ন মহা মনস্বী বৈদান্তিক মহর্ষিগণ চিদাভাসিত চিত্তকে জীব বলিয়াছেন; এক কথায় জীব চিতের অর্থাৎ চৈতন্যের আভাস মাত্র, চৈতন্যময় নহে, চৈতন্যময় অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যময় নহে। চৈতন্যময় হইলে জীব যখন সদা নাশশীল ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন চৈতন্যও জীবনাশের ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, যেহেতু চৈতন্য সৎপদার্থ, সতের নাশ বা পরিবর্ত্তন স্বীকার করা অপসিদ্ধান্ত মাত্র। ইহার কারণ এই যে, সতের সংজ্ঞাই হইল "বাধাশূন্য", অর্থাৎ দেশ কাল অবস্থা দ্বারা যাহা বাধিত, বিপর্য্যস্ত, পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট হয় না। এজন্য জগন্নাশে জগন্ময় ব্রহ্ম নষ্ট হন না, যদিচ জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসে উদ্ভাসিত, উজ্জীবিত, অনুবোধিত ও অণুপ্রাণিত হইয়া আছে। সৌর-জগতের গ্রহগণ নাশে যেমন সূর্য্যের নাশ হয় না, যেহেতু উহারা সূর্য্যময় নহে, সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত, উত্তাপিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের বা আত্মচৈতন্যের আভাসে আভাসিত জীবজগৎ নষ্ট হইলে ব্রহ্ম বা আত্মা নষ্ট হন না। জীবজগৎ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে, বিচারে সান্ত অর্থাৎ অন্তযুক্ত। ইহাই হইল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ব বাদের গূঢ় রহস্য।

তেমন ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসে আভাসিত জীবজগৎ ব্রহ্মময় নহে, উহা নষ্ট হইলে ব্রহ্ম বা আত্মা নষ্ট হয় না।

এক্ষণ আর একটি কথা এই হইতেছে যে, যদি জগৎ ব্রহ্ম-চৈতন্যময় না হইল, জগৎ যদি চৈতন্যের আভাসময় হইল, তবে এই গ্রন্থের প্রথমেই উল্লিখিত বৈদিক ঋষিগণের জগৎস্রষ্টাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জগন্ময়", ও "জগন্নিবাস" বলিয়া স্তব করিবার হেতু কি আছে ?

তবে জগৎস্রষ্টাকে 'জগন্ময়' ও 'জগন্নিবাস' বলা হইয়াছে কেন ?

ঔপনিষদিক বা বৈদিক ঋষিগণ জ্ঞানে জ্ঞানগিরি-শিখরের সোপানরাজিতে সকলেই সমভাবে সমাসীন ছিলেন না। চতুর্ব্বেদ ও ১০৮ খণ্ড উপনিষদ যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বেদ ও উপনিষদকার ঋষিগণের জ্ঞানের তারতম্য প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অজ্ঞানতার সোপান হইতেই জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে হয়, বা পৃথিবীস্থ মানবকুল তাহাই করিয়া থাকে। জ্ঞানের সোপান হইতে জ্ঞানের সোপানে কেহ আরোহণ করে না। জ্ঞান বলিতে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বুঝায়। যখন ঋষিগণের জ্ঞানগিরিশিখরের সোপানাবলীতে আরোহণের ইঙ্গিত শাস্ত্রে দেখা যায় এবং এক ঋষি অন্য ঋষির নিকটে জ্ঞানলাভের আশায় গমনের আভাস ও বৃত্তান্ত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তখন বৈদিক ঋষিগণকে জন্মতঃ জ্ঞানসিদ্ধ সাব্যস্ত করা সমীচীন নহে। উহাদের সকলেরই জ্ঞানভূমি বা জ্ঞানসোপান সমোচ্চ নহে, বিচারশীলগণের ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না। উহা অতি সহজ-বোধ্য সন্দেহ নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত জ্ঞানের সপ্ত-ভূমিকা বা ষোড়শ-ভূমিকা, সকল বৈদিক ঋষিগণেরই তুল্যরূপে আয়ত্ত ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিচারশীলের কাছে শ্রেয়স্কর নয়।

পৌরাণিক ঋষিগণ আত্মজ্ঞান ছাড়িয়া মায়িক জ্ঞানের বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন এবং অজ্ঞানী মানবের অজ্ঞানতা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করার জন্যই যেন পুরাণ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ পুরাণোল্লিখিত শুকদেবের মাতৃগর্ভে বেদোচ্চারণ বা তাঁহার জন্মতঃ জ্ঞানসিদ্ধত্বের আখ্যায়িকা সুবিজ্ঞ বিচারশীলের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি এই আখ্যায়িকা সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইবেক, তবে শুকদেবের পিতা ব্যাসদেব, যিনি জ্ঞানের অবতার ও জ্ঞানাকর বেদের বিভাগ-কর্ত্তা, স্বীয় পুত্রকে রাজর্ষি জনক সমীপে কেন জ্ঞানলাভার্থ পাঠাইয়াছিলেন? এমন মহাজ্ঞানী পিতাও কি স্বীয় পুত্রের জন্মতঃ জ্ঞানসিদ্ধত্ব অবগত ছিলেন না? পিতা জ্ঞাত ছিলেন না, পৌরাণিক কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? রাজর্ষি জনক শুকদেবকে সাত দিন বহির্দ্বারে রাখিয়া দিলেন, সাতদিন পরে জনকের দর্শন মিলিল। আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কিছুতে অপেক্ষা থাকিতে পারে না। শুকদেব ঐ সময়ে আত্মজ্ঞানীর অবস্থাপন্ন হইলে কোন্ বা কিসের অপেক্ষায় সপ্তদিবস জনকের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিয়াছিলেন?

কোন কোন পৌরাণিক ঋষিগণ মায়িক জ্ঞানের বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

আবার মানব-মস্তিষ্ক-তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট সিদ্ধান্তী-কৃত হয় যে, উহা বিনা শিক্ষায় বিকশিত হয় না। যেমন আম্রবীজটি বিনা তেজ, জল ও বাতাসে অঙ্কুরিত বা বৃক্ষরূপে বিকশিত হয় না, জ্ঞান-বীজও তেমন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় ব্যতীত বিকসিত, বর্দ্ধিত ও পরিণামে বিরাট্ জ্ঞান-মহীরূহরূপে পরিণত হইতে পারে না।

বৈদিক ঋষিগণের, "হে জগন্ময়, হে জগন্নিবাস"-রূপে বিশ্বস্রষ্টার যে স্তবস্তোত্রাদি, উহা তাঁহাদের তৎকালীন জ্ঞানের নিম্নসোপানে অব-স্থিতিরই ইঙ্গিত করিতেছে, যেহেতু স্তবস্তোত্রাদি উপাসনার অঙ্গীভূত, উপাসনা দ্বৈতবুদ্ধি বা দ্বৈত জ্ঞান-মূলক। দ্বৈতজ্ঞানিগণ যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে ততক্ষণ তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা যায় না। দ্বৈতজ্ঞান মায়ার শক্তিতে উৎপন্ন হয়, মায়া মিথ্যা পদার্থ। এক ব্রহ্ম হইতে উপাসকরূপে আমার যে দ্বিতীয় অস্তিত্বজ্ঞান,

তাঁহাদের স্তবস্তোত্রাদি উপাসনার অঙ্গীভূত। উপাসনা দ্বৈতবুদ্ধি-মূলক, দ্বৈতজ্ঞান মায়ার শক্তিতে উৎপন্ন, মায়া মিথ্যা পদার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ব্রহ্মেতর জীবরূপে আমার পৃথক্ সত্তাজ্ঞান, ইহা শুধু চিত্তভ্রান্তি জন্যই হইয়া থাকে। এই চিত্তভ্রান্তিই মায়া বা অবিদ্যা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হয়। জ্ঞানসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধ ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই, বা তিনি উপাসনা করিতে পারেন না। এসব কথা অজ্ঞ পাঠকের জন্য লিখিত হইতেছে না, ইহা আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানানুশীলন জন্য বলা হইতেছে। অজ্ঞ পাঠকের এসব কথা ধারণানুকূল হইবেক না।

আত্মজ্ঞানসিদ্ধ ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই।

(ক) উপাসনা।

সর্ব্বদা "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে বা "অহমাত্মা"রূপে, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা"রূপে যে দৃঢ় বা সত্যজ্ঞান বা নিশ্চিতানুভব, উহাই হইল আত্মজ্ঞানীর উপাসনা এবং ঐ জ্ঞানের যে সদা অনুশীলন, অর্থাৎ সতত আত্মতত্ত্বের গবেষণা, উহাই হইল আত্মজ্ঞানীর আনুষঙ্গিক উপাসনা। দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর,—মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের জনক রাজর্ষির মত ব্রহ্মবিদের সঙ্গে যে আত্মজ্ঞানের আলোচনা, অনুশীলন ও গবেষণা, যাহার মহাফল হইল আত্মজ্ঞানাকর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও অষ্টাবক্র সংহিতা, তাহা শুধু আত্মজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা সর্ব্বদা আত্মানন্দ উপভোগ করা। ইহারা এইরূপ আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া মানব-জীবন সার্থক করতঃ কালাতিপাত করিয়া যান মাত্র। এসব কথা যাহার স্বয়ং অনুভব-গোচর না হইয়াছে, চিত্তভ্রান্তি অপগত হইয়া "অহমাত্মা"রূপে উপলব্ধি না হইয়াছে, তাহাকে বোধগম্য করান

"অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞানীর নিশ্চিত অনুভবই তাঁহার উপাসনা। আত্মজ্ঞান তত্ত্বের গবেষণা তাঁহার আনুষঙ্গিক উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুকঠিন ব্যাপার। যাহার এতাদৃশ আত্মানন্দলাভ হইয়াছে ইহা তাঁহারই অনুভবের সামগ্রী, অন্যের নহে।

জরোষ্টারও বলিয়াছেন—সত্য উপলব্ধির জন্য তীব্র অধ্যবসায়ই যথার্থ উপাসনা।

পারস্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত ইরাণ দেশের মহাজ্ঞানী মহাত্মা জরোষ্টার বা জরথুস্ত্র, যিনি বোম্বাইয়ের পার্শীমণ্ডলীর অগ্নি-উপাসনার গুরু ও ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি খৃষ্টের নয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশে আবির্ভূত হইয়া ঐ অগ্নি-উপাসনা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দৃঢ়স্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে, "যাহা খাঁটি সত্য সেই আত্মা বা সত্যের যে উপলব্ধি তাহাই হইল ব্রহ্মজ্যোতির নিকট নীরব প্রার্থনা এবং ঐ সত্য উপলব্ধির জন্য যে তীব্র অধ্যবসায় তাহাই হইল যথার্থ উপাসনা।" এক্ষণ দেখ, আত্মজ্ঞানীর জন্য উপাসনার কি প্রয়োজন আছে ? উপাসনা শব্দের ধাতুগত অর্থ হইল, উপ-সমীপে, আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট ; নিকটে উপবেশনকে উপাসনা বলে। সাধারণ কথায়

আত্মা সর্ব্বব্যাপী, এই জ্ঞান পরোক্ষানুভূতি মাত্র।

উপাসনা অর্থ খোসামোদ ; এক্ষণ দেখ আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী কিজন্য বা কাহার নিকট বসিবেন বা খোসামোদ করিবেন ? আবার আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিতে "ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আছেন", "আত্মা সর্ব্বব্যাপী" ইহা জানাকে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে না। এতাদৃশ

অহমিতর দ্বিতীয় সত্তা বিশ্বে নাই, এই দৃঢ় উপলব্ধি

জ্ঞানকে পরোক্ষানুভূতি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। ঐ জ্ঞানে মানবের বিশেষ লাভ নাই। আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিতে যাহার "আমিই আত্মা", "আমিই ব্রহ্ম", "আমি ব্যতীত বা অহমিতর বা ব্রহ্মেতর বা আত্মেতর দ্বিতীয় সত্তা এই দেহমধ্যে বা ইহার বাহিরে বা বিশ্বের কোন স্থানে নাই", এইরূপ যাহার দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে এবং ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধি সতত একই ভাবে অক্ষুণ্ণরূপে স্বীয় বোধে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং বক্ষ্যমাণ বিশ্ব-জগৎ স্থধু গন্ধর্ব্বনগরবৎ যাহার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী বলা যায় এবং এতাদৃশ জ্ঞানের অনুভবকে জ্ঞানশাস্ত্রকারগণ অপরোক্ষানুভূতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অপরোক্ষানুভূতিই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈত জ্ঞান। [আমি যাহা নিজে প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধি করিয়াছি ও করিয়া রহিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। শাস্ত্র-সমুদ্র উদ্বেলিত করতঃ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য একেবারেই নাই। শাস্ত্র-অধ্যয়নশীল অনেক আছেন, শাস্ত্রারণ্যে পরিভ্রমণশীলও অনেক আছেন, শাস্ত্র-সমুদ্র উদ্বেলিত করার শক্তি অনেকেরই আছে, এবিষয়ে আমার রুচি নাই।]

সতত যাহার অক্ষুণ্ণরূপে স্বীয় বোধে দাড়াইয়াছে তিনিই আত্মজ্ঞানী এবং এতাদৃশ অনুভবই 'অপরোক্ষানুভূতি'।

অপরোক্ষানুভূতির বিশদ ব্যাখ্যা পরে হইবে। একটি গুহ্য কথা এখানে বলা যাইতেছে। এই যে আত্মজ্ঞানীর উপাসনা নাই বলা হইল ইহা ঠিক। যতক্ষণ মানবের বা কোন সাধকের উপাসনা করিবার জন্য মনে কিছু ধোঁকা, সংশয় বা ইচ্ছা আছে ততক্ষণ বুঝিতে হইবেক যে, তাহার সম্যক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহার অদ্বৈত-জ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই। তাহার যদি উপাসনার অর্থাৎ দেবদেবী মূর্ত্ত্যাদির পূজা-অর্চ্চনারূপ কোন ব্যাপারে বা যোগস্থ হইয়া কোনরূপ জ্যোতিঃ দর্শনাদিতে রুচি থাকে, তবে বুঝিতে হইবেক যে, তাহার ঠিক আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অদ্বৈতজ্ঞান সিদ্ধি আসে নাই, আসিলে পূজা-অর্চ্চনার দিকে তাহার মন ধাবিত হইবে কেন? দ্বৈতবুদ্ধিসম্পন্নেরই উপাসনাতৎপর হওয়ার

এতাদৃশ অদ্বৈত জ্ঞান-সিদ্ধ জ্ঞানীর পক্ষে উপাসনারূপ দ্বৈত বুদ্ধির কার্য্য কিরূপে রহিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা। এক ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মস্বরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই বোধে যিনি দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার আবার উপাসনার রুচি কিরূপে থাকিবে বা আসিবে? ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ "পরমং সুখদং" যিনি আস্বাদন লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে দ্বৈত বুদ্ধির কার্য্য বা মায়িক ব্যাপার যে উপাসনা, তাহা কিরূপে রহিবে?

(খ) জ্ঞানীর প্রকার-ভেদ।

এক্ষণ "হে জগন্ময়! হে জগন্নিবাস" রূপে ব্রহ্মের স্তাবক ঋষিগণের জ্ঞান-ভূমিকা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তিন সোপানস্থ বা তিন ভূমিকাস্থ তিন প্রকারের জ্ঞানী আছে। প্রথম ভূমিকাস্থ জ্ঞানী সুধু জগৎই দেখিতে পায়; ইহাদের জ্ঞানকে জড়জ্ঞান বলিতে পারা যায়। ইহারা ব্রহ্ম বিষয়ে খেয়ালশূন্য। দ্বিতীয় ভূমিকাস্থ বা মধ্যম সোপানস্থ জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্মময় জগৎ' বা ব্রহ্মকে "জগন্ময়" বা "জগন্নিবাস" রূপে দেখেন। ইহারা ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই দেখেন। তৃতীয় বা উচ্চতম ভূমিকাস্থ বা সোপানস্থ চরম জ্ঞানিগণ সুধু ব্রহ্মই দেখেন, জগৎ দেখেন না। এতাদৃশ জ্ঞানিগণের বিষয়েই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ দেব "জ্ঞানীর চক্ষে জগৎ কোথায়" বলিয়াছেন।

জ্ঞানী তিন প্রকার—প্রথম, যিনি সুধু জগৎ দেখেন; দ্বিতীয়, যিনি ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই দেখেন; তৃতীয়, যিনি সুধু ব্রহ্মই দেখেন।

প্রথম বা নিম্নতম সোপানস্থ অজ্ঞ জ্ঞানীর বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় বা মধ্যম সোপানস্থ জ্ঞানিগণ, যাঁহারা ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই দেখেন এবং "জগন্ময়, জগন্নিবাস" রূপে ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাঁহাদের দ্বৈত ভাব যায় নাই, সম্যক্ দ্বৈত জ্ঞানের অন্তর্দ্ধানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবে তাঁহারা ব্রহ্মের স্তব-স্তোত্রাদি "হে জগন্ময়," "হে জগন্নিবাস"-রূপে করিয়া থাকেন। ইঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বিবর্ত্তবাদী জ্ঞানী, অর্থাৎ ব্রহ্মবীজ জগদ্‌বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জগন্ময় হইয়া জগন্নিবাস করিতেছেন এতাদৃশ জ্ঞানে জ্ঞানী ; এক কথায় বীজ বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া এবং বৃক্ষময় হইয়া বৃক্ষস্থ সর্ব্বাবয়বে মিশিয়া রহিয়াছে, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইঁহারা বৃক্ষ দেখিতেছেন এবং উহাতে যে তদ্‌বীজ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, তাহাও দেখিতেছেন, এইরূপ জগৎ দেখিতেছেন ও জগন্মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ব্রহ্মবীজও দেখিতেছেন। তৃতীয় বা উচ্চতম সোপানস্থ বা ভূমিকাস্থ চরম জ্ঞানিগণ সুধু ব্রহ্মই দেখেন, জগৎ দেখেন না ; ইঁহারা মায়িক বিবর্ত্তবাদী জ্ঞানী, ইঁহারা বীজ দেখেন, বৃক্ষ দেখেন না। ইঁহাদের নিকট বীজের যে বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তন, উহা মায়ার কার্য্য মাত্র, মায়া প্রভাবে বৃক্ষদর্শন হইতেছে ; বাস্তবিক বৃক্ষ নাই, বৃক্ষাস্তিত্ব মায়িক মাত্র, পারমার্থিক নয়, অর্থাৎ এই যে বীজ বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত দেখিতেছ, উহার বাস্তবিক বা বস্তুতঃ সত্তা নাই, মায়া প্রভাবে মিথ্যা প্রদর্শিত হইতেছে মাত্র।

দ্বিতীয় ভূমিকাস্থ জ্ঞানী বিবর্ত্তবাদী জ্ঞানী। উহারা জগদ্‌বৃক্ষ ও তন্মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ব্রহ্মবীজ উভয়ই দেখিতেছে।

তৃতীয় ভূমিকাস্থ জ্ঞানিগণ মায়িক বিবর্ত্তবাদী জ্ঞানী ; তাহারা ব্রহ্ম বীজমাত্র দেখেন,

আমি একজন যাদুকরকে দেখিয়াছি—সে এই একটি আম্রবীজ রোপণ করিল, কিছুক্ষণ পরে অঙ্কুর, তার কিছুক্ষণ পরে বৃক্ষ, পরে শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইল। ইহা যেমন সামান্য যাদু, সেইরূপ বিশেষ বিচারশীলতা অবলম্বন করিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আম্রবীজটি রোপণ করিলে, বিশেষ কলম করা আম্রশাখা কিছুদিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া আম্রফল প্রসব করিতে থাকে ইহাও তেমনই একটি অসামান্য যাদু, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বটবীজ বিরাট্ বটবৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, সরিষা প্রমাণ শুক্র প্রকাণ্ড হস্তিরূপে পরিণত হইতেছে, ইহা কি মায়িক ব্যাপার নয়? ইহা কি অঘটন ঘটান নয়? মায়া কাহাকে বলে? যে অঘটন ঘটায়। এজন্য বেদান্তশাস্ত্র মায়ার বিশেষণ দিয়াছেন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। এইরূপে মায়িক বিবর্ত্তবাদী চরম জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের জগদ্রূপে বিবর্ত্তনকে মায়িক বিবর্ত্ত বলিয়াছেন এবং এই পরিদৃশ্যমান নাম-রূপাত্মক জগৎকে মায়িক রচনা বা মায়ার ইন্দ্রজালরূপে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট এই জগতের স্থধু মায়িক বা স্বাপ্নিক অস্তিত্ব আছে, পারমার্থিক বা বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই।

এবং ব্রহ্মের জগদ্রূপে বিবর্ত্তনকে মায়িক বিবর্ত্ত বা যাদু বলিয়া থাকেন।

এক্ষণ দেখ, যে জ্ঞানী জগৎকে ইন্দ্রজাল বা গন্ধর্ব্বনগরবৎ দেখিতেছেন, তাঁহার জগদ্দর্শন কোথায় হইল? পূর্ব্বোক্ত যাদুকর সাপুড়িয়ার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবন্ত সর্প প্রদর্শন দ্বারা আমার কি সর্প দর্শন হইয়াছিল? কখনও নয়, উহাকে সর্প দর্শন বলে না, উহা যাদু মাত্র, আমারই চক্ষু-বিমোহনের কোন সঙ্কেত ঐ সাপুড়িয়া জানিত এবং তাহা করিয়াছিল, তাই শূন্য স্থানে মহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবন্ত সর্পের মিথ্যাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম। আমার যদি চক্ষু বিমোহিত না হইত, তবে ঐ যাদুকরের স্থানে আমিও যাদু-বলে বিমুগ্ধ অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী স্থধু শূন্য স্থানই দেখিতে পাইতাম ও পাইত, সর্প আদৌ দৃষ্ট হইত না। এইরূপে মায়ার প্রভাবে বিমোহিত চক্ষু ও ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা এই

যাদু বিমোহিত ব্যক্তির সর্প দর্শন যেমন অলীক, মায়া বিমোহিত চক্ষে জগদিন্দ্রজাল দর্শন তেমনই মিথ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদিন্দ্রজাল বিশ্বরূপে সত্যবৎ জগজ্জীবগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে মাত্র, কিন্তু চক্ষুর বিমোহন ও জ্ঞানের বা বোধের ভ্রান্তি অপগমে স্থধু মহাশূন্য মাত্র দৃষ্ট হয়।

কথাগুলি আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যাইতেছে। যাতুকরের যাতু-দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তিন প্রকারের লোক বিদ্যমান থাকে। বালক দর্শক, প্রবীণ দর্শক ও যাতুর গণ্ডীর বাহিরে দণ্ডায়মান দর্শক। বালক দর্শক উল্লিখিত সাপুড়িয়া যাতুকরের মিথ্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবন্ত সর্পগুলিকে যথার্থ সর্প বলিয়া গ্রহণ করে। প্রবীণ দর্শক উহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লয়। যাতুর গণ্ডীর বাহিরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি আদৌ সর্পই দেখে না, শূন্য স্থানটি মাত্র দেখে। বালক ভীষণ সর্পগুলি দেখিয়া মহাভীত হয়। প্রবীণ দর্শক যদিও সর্পগুলি মিথ্যা বলিয়া যাতুর তামাসা শেষ হইয়া গেলে বুঝিতে পারে, তবু যাতু প্রদর্শনের সময়ে উহা যে মিথ্যা, তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া সর্প হইতে মহাভীত হয়, তাহার এমন সাহস হয় না যে সে হাত বাড়াইয়া একটি সর্পের লেজ ধরে। বিশেষ, যাতুর প্রভাবই এইরূপ যে যাতু-কালীন দর্শকগণ বিচারশূন্য হইয়া, তত্তৎকালে মিথ্যা তামাসাকে সত্য ব্যাপার মনে করিয়া যথার্থই মহাভীত, চকিত, ত্রাসিত, স্তম্ভিত হইয়া থাকে। তৃতীয় দর্শকগণ যাতুগণ্ডীর বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া সর্পাদি কিছুই দেখে না এবং তাহা হইতে ভীত, চকিত ত্রাসিত বা স্তম্ভিতও হয় না, স্থধু যাতুকরকে দেখে ও তাহার নিকটস্থ শূন্য স্থানটি মাত্র দেখে। এইরূপে অজ্ঞগণ জগৎ সত্য বলিয়া দেখে এবং সত্য বলিয়া মানিয়া লয়, জ্ঞানিগণ জগৎ দেখে, কিন্তু উহাকে সত্য বলিয়া

যাতুদর্শকের মধ্যে বালক দর্শক যাতু-সর্পকে সত্য জ্ঞানে মহাভীত হয়। প্রবীণ দর্শক যাতু সর্পকে মিথ্যা জানিয়াও তত্তৎকালে তাহা হইতে ভীত, চকিত, ত্রাসিত ও স্তম্ভিত হয়।

যাতুগণ্ডীর বহির্দ্দেশস্থ ব্যক্তি সর্পাদি কিছুই দেখে না, কেবল শূন্য স্থান ও যাতুকর দেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানে না, মিথ্যা ইন্দ্রজালরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু উহাতে ভীত, চকিত, ত্রাসিত ও স্তম্ভিত হয়, তবে উহার মাত্রা অজ্ঞগণের ভয়, চমক, ত্রাস ও বিস্ময় হইতে অনেক কম। এখানে একটি কথা বলা যাইতেছে যে, সামান্য যাদুই বল, আর অসাধারণ জগদিন্দ্রজালই বল, উহা দর্শন মাত্রই উহা ভয়, বিস্ময় ও বিমোহনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহার জগদ্দর্শন হয় তাহার জগদিন্দ্রজাল-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সৃষ্ট ভয়, বিস্ময়, বিমোহনের অভিভব হইতে সম্যক্‌রূপে নিস্তার লাভ অসম্ভব; যেমন উল্লিখিত সাপুড়িয়ার মিথ্যা সর্পগুলিকে মিথ্যা জানিয়াও উহার লেজ ধরিয়া টানিতে প্রবীণ দর্শকেরও সাহসে কুলায় না। এক কথায়, যাদু দর্শন করিবে, কিন্তু তাহাতে ভীত, চকিত বা বিমোহিত হইবেক না এমন অবস্থা হইতে পারে না। উহা দেখিলেই ভয়, বিস্ময় ও বিমোহন কর্ত্তৃক অভিভূত হইতেই হইবে, যেমন মূর্ত্তিমতী মায়ারূপিণী সুন্দরী যুবতী স্ত্রী দর্শনেই পুরুষ কামাবিষ্ট হয় এবং বিমুগ্ধ হইয়া বিচার-শূন্য নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

এইরূপ অজ্ঞগণ জগৎ সত্য মানিয়া লয়; জ্ঞানিগণ জগৎকে ইন্দ্রজাল জানিয়াও ভীত ও ত্রাসিত হন।

তৃতীয় দর্শকমণ্ডলী যাদুর গণ্ডীর বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বধু যাদুকরকে দেখিতেছে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী শূন্য স্থানটি মাত্র দেখিতেছে; কোথায় তাহাদের ভয়, বিস্ময়, বিমোহন? কিছুই নাই। তাহারা যাদু গণ্ডীর ভিতরে দণ্ডায়মান এবং যাদুকল্পিত বা প্রদর্শিত ভীষণ সর্পগুলি দর্শনে মহাভীত, চকিত, ত্রাসিত ও বিমুগ্ধ দর্শকগণকে স্বীয় বহির্দ্দেশস্থ স্থান হইতে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওহে দর্শকমণ্ডলি! এদিকে এস, ওখানে দাঁড়াইয়া মিথ্যা সর্পের মিথ্যা প্রদর্শনীতে, মিথ্যা ভীত, মিথ্যা বিস্মিত, মিথ্যা ত্রাসিত ও মিথ্যা

কিন্তু চরমজ্ঞানিগণ মায়া গণ্ডীর বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগদিন্দ্রজাল আদৌ দর্শন করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমোহিত হইও না। আমাদের এই স্থানে এস, এই স্থান সম্যক্ নিরাপদ্, এখানে মিথ্যা বিপদের আশঙ্কা নাই।" এইরূপ চরম-জ্ঞানিগণ মায়ার গণ্ডীর বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিয়া জগদিন্দ্রজাল আদৌ দর্শনই করেন না। যেহেতু এই যে পরিদৃশ্যমান নাম-রূপাত্মক জগৎ, ইহা মায়া-প্রভাবেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। মায়া বা ভ্রান্তি অপগমে উহার মিথ্যাস্তিত্ব উল্লিখিত যাতুকরের মিথ্যা সর্প প্রদর্শনীর মত অন্তর্হিত হইয়া যায়, উহার মায়িক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। জগদ্রূপ মহা যাতুঘর দর্শন করিবে, কিন্তু উহাতে বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত, চকিত, ত্রাসিত ও বিমুগ্ধ হইবে না এমন অবস্থা হইতে পারে না, যেহেতু মূর্ত্তিমতী মায়া বিশ্ব-রমণীর যে অঙ্গের দিকেই দৃষ্টি করিবে তখনই কামাবিষ্ট হইয়া মহা বিমোহনে সম্যক্ অভিভূত হইবে। তাই চরম জ্ঞানিগণ বক্ষ্যমাণ বিশ্বরমণীকে মূর্ত্তিমতী মায়ারূপে বিচার-বলে বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যেমন ধীর, স্থির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রবীণ ব্যক্তিগণ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে পড়িলেও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করেন। তাই চরম জ্ঞানিগণ জগদিন্দ্রজাল দর্শন করেন না, অর্থাৎ জগদ্দৃশ্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরে আসে না। কেনই বা আসিবে? এই যে জগদ্দৃশ্য ইহা মায়া প্রভাবেই মিথ্যা প্রতিভাত হইতেছে।

যে চরম জ্ঞানিগণ ঐ মায়ার গণ্ডীর বহির্দ্দেশে সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা জগদ্দৃশ্য কিরূপে দেখিবেন? তাঁহাদের কোথায় ভয়, কোথায় বিপদ, কোথায় বিস্ময়, কোথায় চমক, কোথায় মূঢ়তা, কোথায় জড়তা? তাঁহারা ঐ সব হইতে ত সম্যক্ মুক্ত হইয়াছেন, আর ঔপনিষদিক ঋষিগণের ভাষায় ডাকিয়া বলিতেছেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি-বোধত'—উঠ, জাগো, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও। এস আমাদের স্থানে এস, এখানে ভয়, ভীতি, ত্রাস, বিস্ময় ও বিপদ কিছু নাই।" এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔপনিষদিক মহর্ষিগণের ভাষায় পুনঃ দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"—"আমরা মায়ার বহির্দ্দেশে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মকল্প-তরুমূলে সুখে ও শান্তিতে চির সমাসীন আছি। আমাদের কিছু হইতেই ভয় নাই। আমরা ব্রহ্মের আনন্দ লাভ করতঃ ভয়, বিস্ময়, চমক, বিপদ ও বিমোহন হইতে মুক্ত আছি।" ভয়, বিস্ময়, চমক, ত্রাস, বিপদ ও বিমোহন সবই মায়ার প্রদর্শনী। মায়ার গণ্ডীর বাহিরে ইহাদের অস্তিত্ব নাই। মায়ার গণ্ডীর মধ্যে বা মায়ারাজ্যে বাস করিব, কিন্তু ভয়, বিস্ময়, বিপদ, বিমোহনাদি থাকিবে না এরূপ অবস্থা হইতে পারে না, যেহেতু ঐ সবই মায়ার ধর্ম্ম। আত্মা বা ব্রহ্ম ঐ সব ধর্ম্ম হইতে সদা বিমুক্ত বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মর্ষিগণ আত্ম-ধর্ম্মী হইয়া মায়ার প্রভাব ভয়, বিস্ময় ও বিপদাদি হইতে সদা-বিমুক্ত হন। বৌদ্ধমহায়ন সূত্রে দেখিয়াছি, যখন মহামতি বুদ্ধদেব এই কাশীনগরীর উপকণ্ঠে মৃগদাবে, বর্ত্তমান সারনাথ নামক স্থানে তাঁহার নির্ব্বাণ-তত্ত্বের প্রথম প্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহার আশ্রমের সম্মুখবর্ত্তী স্থানে জনৈক মহাধনী বণিকের প্রাসাদ ছিল। বিষয়-ব্যাপারে সদা উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া ঐ বণিক সর্ব্বদা চীৎকার করিত। বুদ্ধদেব ডাকিয়া বলিলেন, "আমার কাছে এস।" বণিক বলিল, "বড়ই ঝঞ্ঝাটে আছি।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমার এখানে কোনরূপ ঝঞ্ঝাট নাই।" পুনঃ বণিক বলিল, "বড়ই উদ্বিগ্ন আছি।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমার এখানে কোনরূপ উদ্বেগ নাই।" পুনঃ বণিক বলিল, "বড়ই বিপদে আছি।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমার এখানে কোনরূপ বিপদ নাই।" বণিক পুনঃ বলিল, "বড়ই ভয়ে অধীর আছি।" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমার এখানে

তাঁহারা ব্রহ্মের আনন্দ লাভ করতঃ ভয়, বিস্ময়, চমক, বিপদ ও বিমোহনাদি মায়ার ধর্ম্ম হইতে মুক্ত থাকেন ও আত্মধর্ম্মী হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন ভয়ের কারণ নাই।" পরে বণিক বুদ্ধদেবের পদতলে আপতিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-তত্ত্বে দীক্ষিত হইল এবং অনন্তকালের জন্য মহানির্ব্বাণ লাভ করতঃ ভয়, বিপদ, বিস্ময় ও বিমোহনাদি মায়িক ধর্ম্ম বা মায়িক প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইল। মহামতি, মহাবল বুদ্ধদেব "মার"কে জয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাছে ভয়, বিষাদ, বিস্ময় ও বিমোহনাদি মারের প্রভাব ছিল না। এজন্য মহাধনী বণিক অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও ঐ সব আপদ-বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধপদতলে আপতিত হইয়াছিল। এই বুদ্ধদেবের 'মার', বেদান্তের 'মায়া', সাংখ্যের 'প্রকৃতি' ও বাইবেলের 'সয়তান' প্রভৃতি সবই একার্থ-বোধক জানিবে।

(গ) চরমজ্ঞানী ও জগদ্দৃশ্য।

এক্ষণ চরম-জ্ঞানিগণের জগদ্দৃশ্য অদর্শনের ভাব বা অবস্থান বা অনুভব বিবৃত করা যাইতেছে। হে পাঠক! এই যে মায়ার গণ্ডীর বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া চরম জ্ঞানিগণ জগদ্দর্শন করেন না, বা জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না, বা দৃষ্টির প্রত্যাহরণ করেন বলা হইল, ইহা কিরূপ ব্যাপার তাহা অভিনিবেশ-সহকারে বুঝিতে চেষ্টা কর, নচেৎ স্বধু কথাগুলি পড়িয়াই বুঝিবে না। একটি তুবড়ী হইতে যখন আতসবাজীর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গরাশি প্রবল বেগে উত্থিত হইয়া সুশোভন দৃশ্য বিস্তার করে, তখন যদি ঐ তুবড়ীটিকে সলিলে নিক্ষেপ করা যায় তবে যেমন তাহার সমস্ত প্রভাব ও দৃশ্যরাজি ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ যে মায়া হইতে এই আতসবাজীরূপ জগদ্দৃশ্য-প্রস্রবণ ক্রমাগত নির্গত হইতেছে, তাহা যদি ব্রহ্মসমুদ্রে বা

ব্রহ্মসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেই মায়োৎপন্ন এই আতসবাজীরূপ জগদ্দৃশ্য প্রস্রবণ অন্তর্হিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায়, তবে মায়ার সহিত ঐ জগদ্দৃশ্যজাল বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর দর্শনগোচর হয় না।

পাঠক! চমকিয়া উঠিও না, মায়াকে কিরূপে সলিলে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়া আর মন একই বস্তু; ব্যক্তিগত মায়াকে মন বলে, আর সার্ব্বভৌমিক মনকে মায়া বলে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানব বা জীবদেহস্থ যে ব্যষ্টি মায়া, উহাই মন, আর সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপী মনই মায়া নামে অভিহিত হয়। সার্ব্বভৌমিক মায়াকে আত্মা বা ব্রহ্মসমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করা ব্যক্তিগত জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে; উহা স্বয়ং ব্রহ্ম বা আত্মা করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত একজন মানবের বা জীবের পক্ষে উহা সাধ্যাতীত। মানব তাহার ব্যক্তিগত মায়াকে বা মনকে আত্মসমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে সম্যক্ সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মনকে আত্মসমুদ্রে নিমজ্জনের বা ব্রহ্মসমুদ্রে নিমজ্জনের জন্য যে তীব্র চেষ্টা, তাহাকেই তপস্যা, সাধনা, যোগ প্রভৃতি বিবিধ আখ্যায় শাস্ত্রকারগণ আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগত মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে নিক্ষেপণের তীব্র চেষ্টাই তপস্যা বা সাধনা।

(ঘ) মনোনাশ।

ভয়, বিস্ময়, ত্রাস, বিপদ, উদ্বেগ, উত্তেজনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির বিবিধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি এই মন-তুবড়ী হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। ইহাকে আত্মসমুদ্রে নিক্ষেপ কর, ব্রহ্মসমুদ্রে নিমগ্ন কর, সব জ্বালা জুড়াইবে। তাই স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ স্বামী তদীয় ভাবোচ্ছ্বাসে গাহিয়া গিয়াছেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চল জীবন, মন, আশা-পাশ, বিলাস বাসনা, রে.
আসিয়ে জগতে, আরোহি মনোরথে, ভ্রমিছ জীব কোন ভাবনায় রে॥
দেখিতে দেখিতে, কাল-প্রবাহে, জীবন যৌবন ফুরাল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল-নীরে ডুবিবে, মন কি তাই জান না রে॥
"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ কস্য ত্বং" বা ব্রহ্ম বিচারে।
"চিন্তয় কোঽহং, কথং জগদিদম্," কেন বৃথা বিশ্ব রচনা রে॥
শান্তি সিন্ধুজলে হইবে শীতল, মলিনা বাসনা রবে না রে।
পাপ তাপ যাবে, ব্রহ্মস্বরূপ হবে, রবে না ভাবনা যাতনা রে?

শান্তিসলিলে পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মসমুদ্র মধ্যে ব্যক্তিগত মায়া বা মনকে কেন নিক্ষিপ্ত ও নিমগ্ন করা যাইবেক না? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—এই যে বিশ্বব্যাপী জগদন্ধকার, ইহা দূরীভূত করা কোন মানবের বা ব্যক্তিগত জীবের সাধ্য নাই, কিন্তু মানব তাহার নিজের গৃহস্থিত অন্ধকার একটি আলো বা লণ্ঠনের সাহায্যেই দূর করিতে পারে। এইরূপ জগন্মায়াকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য জগজ্জীবের নাই, কিন্তু মানব ব্যক্তিগত মায়া বা স্বীয় স্বীয় মনকে উপেক্ষা, ত্যাগ বা নাশ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি ইহা অসম্ভব হইত, তবে মহামনস্বী মহর্ষিগণ, বিশেষ ভারতের প্রধানতম দার্শনিক মহামনস্বী বশিষ্ঠদেব তদীয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মনোনাশের ব্যবস্থা পুনঃপুনঃ এত দৃঢ়স্বরে দিতেন না।

ব্যক্তিগত মায়া বা মন নাশ্য বলিয়াই যোগবাশিষ্ঠ মনোনাশের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মনকে বিচারশীলতা দ্বারা যাদুকররূপে জানিয়া এবং ধূর্ত্ততা বা প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া বুঝিয়া উহাকে উপেক্ষা করিতে হইবেক। ইংরেজের দুষ্টা পত্নীর পরিত্যাগের নিদর্শনে মনকে মহাদুষ্ট জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগের ব্যবস্থা করিবেক এবং মনই জীবত্ব ঘটাইয়া জগদিন্দ্রজাল মধ্যে নিপাতিত করিয়াছে এবং নানাবিধ ভয়, বিনাশ, ত্রাস, বিপদ ও বিমোহনের দ্বারা সদা অভিভূত করিতেছে, ইহা অনুভব করতঃ মনকে শত্রুবোধে নাশের চেষ্টা করিতে হইবেক। পাঠক! "স্বীয় মনকে শত্রু বোধ কর" এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিও না। তুমি অভিনিবেশ, অনুভব ও অভিজ্ঞতা আশ্রয় কর এবং মনের স্বভাব দেখিতে থাক, দেখিবে তোমার স্বীয় মন-যাদুকর দুষ্টাপত্নী ও মহাশত্রুবৎ তোমার সঙ্গে ব্যবহার করিতেছে। তুমি মন দ্বারা মহা-মুগ্ধ হইয়া মনের ঐন্দ্রজালিকত্ব, ব্যভিচারিত্ব ও শত্রুত্ব দেখিতে পাইতেছ না, তাই মনকে ঐ সব দোষে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিতেছ না এবং তজ্জন্য ইহাকে উপেক্ষা, ত্যাগ ও নাশের ব্যবস্থাও করিতে পার না। মহা স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেমন স্বীয় পত্নীর নানাবিধ অত্যাচার, উৎপীড়ন ও ব্যভিচারাদি সহ্য করে, তবু তাহাকে ত্যাগ বা উপেক্ষা করিতে পারে না, তোমারও মনের সঙ্গে আত্যন্তিক অনুরাগ ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্য মনের উল্লিখিত নানাবিধ দোষ দর্শনের শক্তি নাই। যদি উক্তবিধ মনের দোষরাশি দর্শন করার তোমার শক্তি বা বিচারচক্ষু থাকিত, তবে তুমি মনের উপেক্ষা, ত্যাগ ও নাশের কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিতে না।

বিচারশীলতা দ্বারা মনকে যাদুকর, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক ও মহাশত্রুবৎ বুঝিয়া উহার নাশ করিতে হইবে।

এই যে মনের উপেক্ষা, ত্যাগ ও নাশ তোমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতেছে, ইহা এত অসাধ্য ব্যাপার নহে। তোমার বিচারহীনতা-প্রযুক্ত মনের সঙ্গে আত্যন্তিক আসক্তি ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্যই এক্ষণ উহা প্রায় অসাধ্য বোধ হইতেছে। যতই ঐ "তাদাত্ম্য" অর্থাৎ "আমিই মন" এরূপ ধারণা তোমার বদ্ধমূল হইবেক, ততই তোমার মনোনাশের ব্যবস্থাটি ভীতিকর হইবেক। আর যতই ঐ 'তাদাত্ম্যবুদ্ধি' সুবিচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা হ্রাস হইবেক ততই মনোনাশ তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হইবেক। সুবিচাররূপ শাণিত অসি দ্বারা মনোরূপ মহারাক্ষস বিনাশ করিতে হইবেক, ইহা অসাধ্য ব্যাপার নহে। মন মহারাক্ষস জানিবে, যেহেতু এই পৃথিবীর যাবতীয় ভোগৈশ্বর্য্যদ্বারাও ইহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না। যত ভোগরূপ ইন্ধন ইহাকে দেওয়া যায়, মনাগ্নি ততই প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী দাবদাহে পরিণত করে। মহামতি বুদ্ধদেব যে এই পৃথিবীকে দাবদাহরূপ দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার বর্ণনা বৌদ্ধ-সূত্রে করিয়াছেন, উহা এই মহামনাগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নয় জানিবে। এই মনাগ্নিতে পুড়িয়া, মনোরাক্ষসের উদরস্থ হইয়া, মনৈন্দ্রজালিকের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, জগজ্জীবের যে কি ঘোর দুর্দ্দশা ও দুর্গতি হইতেছে, তাহা যদি উহাদের জানিবার, বুঝিবার বা বিচার করিবার শক্তি থাকিত, তবে উহার নাশের জন্যও বদ্ধপরিকর হইত এবং নাশব্যাপারটি এত দুঃসাধ্য বোধ করিত না। মহামতি বুদ্ধদেবই এই বনাগ্নিসদৃশ মনাগ্নিতে দগ্ধীভূত জগজ্জীবের দশা দেখিয়া মহা দুঃখিত হইয়াছিলেন ও স্বীয় প্রিয়শিষ্য আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যেমন একটা গৃহে অগ্নিসংযুক্ত হইল এবং গৃহখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, গৃহমধ্যে কতিপয় অজ্ঞানশিশু ক্রীড়াপুতুল লইয়া খেলিতেছিল, তাহারা ইহা বুঝিতে পারিল না যে, ইহাকে অগ্নি বলে, বা গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইবেক এবং ঐ সঙ্গে তাহারাও দগ্ধীভূত হইবেক, বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেক, বা অগ্নি বলিয়া মারাত্মক বস্তু কিছু আছে, বা মৃত্যু বলিয়াই মহা দুঃখকর অবস্থা আছে। এইরূপ জগজ্জীব যে স্বীয় মনের আগুনে জ্বলিতেছে, তাহা বুঝিতেছে না বলিয়াই উহা নাশেরও চেষ্টা করিতেছে না।

বনাগ্নিসদৃশ মনাগ্নি জগজ্জীবকে দগ্ধীভূত করিতেছে, উহার নির্ব্বাণ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণ পূর্ব্বোক্ত গুরুতর প্রশ্ন দুইটির সমাধান করা যাউক। মন যদি ব্রহ্মের কল্পনাশক্তিই হইবে এবং জগজ্জীব যদি ঐ কল্পনা-প্রসূতই হইল তবে জগজ্জীবের পক্ষে ঐ কল্পনা ভেদ করার চেষ্টাও ত ব্যর্থ হয়। তাহা হইতে পারে না, যেহেতু যদিও ব্রহ্মের কল্পনাশক্তিই মায়ারূপে জগদাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তবু তাঁহার কল্পনা-শক্তির ব্যক্তিগতরূপে অংশীদার জগজ্জীবের তাঁহার কল্পনাজাল ভেদ করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু জগৎ হইতে দূরীভূত করার শক্তি নাই। ব্রহ্মের কল্পনাজাল ও মায়াজাল ভেদ করিতে জগজ্জীবের যে সামর্থ্য, তাহাও ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই হইবেক, অন্যথা গত্যন্তর বা উপায়ান্তর নাই। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। এই যে জগদ্ব্যাপী অন্ধকার দেখিতেছ, ইহা জগৎ হইতে দূরীভূত করার সামর্থ্য কাহারও নাই, কিন্তু উহা ভেদ করিবার শক্তি সকলেরই আছে, একটি লণ্ঠন হাতে লইলেই ভেদ করা যায় এবং অন্ধকারে একটি লোক চলিয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মের কল্পনাশক্তির অংশীদার জগজ্জীব ব্রহ্ম-শক্তিতেই ঐ কল্পনা-শক্তি ভেদ করিতে পারে কিন্তু জগৎ হইতে উহা দূরীভূত করিতে পারে না।

এই যে জগন্ময়ী মায়া ইহাকে দেখিতে হইলেও ব্রহ্মেরই শক্তিতে দেখিতে বা চিনিতে হয়, অন্য উপায় নাই। পুনঃ দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর— আমাদের যে চক্ষু তাহা আপেক্ষিক শক্তিযুক্ত। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আলোক-প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে, কিন্তু ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রজনীতে আমরা অন্ধকার কিরূপে দেখিতে পাই, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ত আলোকের অপেক্ষা করে। এখানে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন যে, ইথারের মধ্যে সর্ব্বদা আলোক-তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহাতেই অন্ধকার রজনীতে যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং নক্ষত্র, চন্দ্র বা অন্য জ্যোতিষ্কের অনুদয় থাকে, তখনও অন্ধকার দৃষ্ট হয়। আবার দেখ, অন্ধকার দেখিতে আলোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্য বা অপেক্ষা রাখে, কিন্তু আলো দেখিতে অন্ধকারের অপেক্ষা নাই, আলো স্বয়ম্প্রকাশশীল। এরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা স্বয়ম্প্রকাশমান, উহাকে দেখিতে মায়ার অপেক্ষা নাই, কিন্তু-মায়াকে দেখিতে ব্রহ্মজ্যোতির অপেক্ষা আছে। ইথারে বা আকাশে সর্ব্বদা যে আলোকতরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা দ্বারা যেমন অন্ধকার দৃষ্ট হয়, তেমন ব্রহ্মের কল্পনা শক্তি যে মায়া, তদুপরি যে ব্রহ্মজ্যোতির আভাস প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাকে বেদান্ত শাস্ত্র 'চিদাভাস' বলেন, তাহার সাহায্যেই মায়া বা মনকে চিনিতে বা দেখিতে হয়। এইরূপ, ব্রহ্মের কল্পনা-শক্তির উপর যে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয় তাহাতেই জীবত্বের সৃষ্টি করে এবং ঐ আভাসের সাহায্যেই ঐ কল্পনাশক্তি ভেদ করিয়া জীব ব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটি স্মরণ কর, যেমন সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে বিচিত্র রামধনু উৎপন্ন হয়, তেমন ব্রহ্মের জগদ্রচনাকল্পে কল্পনাশক্তির উপর ব্রহ্মের আভাস পতিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া জগদিন্দ্রজাল রচিত হইয়াছে। এজন্যই প্রতিবিম্ববাদের অবতারণা বেদান্তশাস্ত্র করিয়াছেন।

এই যে মনোনাশ, ইহার ব্যবস্থা আত্মার সাহায্যেই করিতে হইবেক। অন্ধকার যেমন আলোর সাহায্যে নষ্ট করিতে হয়, মনও তেমন আত্মার সাহায্যে নাশ করিতে হয়।

আত্মা।

এক্ষণ আত্মা কাহা হইতে উৎপন্ন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে। আত্মা সৎ পদার্থ, সতের উৎপত্তি নাই। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে। যাহার জন্ম আছে, তাহার মৃত্যুও আছে। যাহার জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি-বিনাশ আছে, সে সৎ হইতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু সত্তের সংজ্ঞাই হইল, "সত্যে বাধা শূন্যেঃ"— শঙ্করাচার্য্য। যাহা দেশ, কাল ও অবস্থা দ্বারা বিপর্য্যস্ত, বাধিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই হইল সৎ। "সত্যের সৃষ্টি কে করিল," প্রশ্ন করিলে অন্য সত্যের অনুসন্ধান করিতে হয় এবং "তাহার পর কি ?" "তাহার পর কি ?" প্রশ্ন করিতে থাকিলে চরম সিদ্ধান্ত অমীমাংসিত থাকিয়া যায়, যাহাকে শাস্ত্রে অনবস্থা দোষ বলিয়া থাকেন। এজন্য দার্শনিকগণ আত্মার বা সত্যের স্বয়ম্ভুত্ব ও স্বয়ম্প্রকাশত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জীব উৎপন্ন পদার্থ বলিয়া অনুৎপন্ন বা স্বয়মোৎপন্ন সত্তার অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারে না। এ বিষয়ে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রবন্ধে অনেক লিখিত হইয়াছে।

আত্মা সৎ বলিয়া জন্ম-মৃত্যু ও উৎপত্তি-বিনাশহীন, অতএব স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্প্রকাশ।

জ্ঞানের অনুভব।

এক্ষণ চরম জ্ঞানিগণের সুধু ব্রহ্ম দর্শন ও জগদিন্দ্রজাল অদর্শন সম্বন্ধে বিশদ বিবৃতি করা যাইতেছে। পাঠক! বিশেষ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক এ বিষয়ে অনুভবাত্মক জ্ঞান-বিচার প্রয়োগ করিতে হইবেক, অন্যথা এই জটিলতম বিষয়টি বোধে দাঁড়াইবে না, ব্যবহারিক বুদ্ধিতে প্রখর ও স্ফীত ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন হইবেক, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভবসিদ্ধি দুইয়ের সাহায্যে যাহা আয়ত্ত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আমি যে এই গ্রন্থখানা লইয়া এ যাবৎ পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিলাম, যাহার চারিখানাই ইংরেজী ভাষায়, ইহাদের সবগুলিই আমার অনুভব-সিদ্ধ। যাহা

আত্মতত্ত্ব অনুভবাত্মক জ্ঞান-বিচারগম্য, উহা বিপরীত তর্কে লব্ধব্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রকৃষ্ট উপলব্ধির বিষয় নয়, তাহা আমি কখনও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করি নাই, বা আগন্তুকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করি নাই। যাহার যেদিকে অভিজ্ঞতা নাই, সে যেমন সেদিকের বিষয় ধারণা করিতে না পারিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিতে চায় না এবং তজ্জন্য বিপরীত তর্ক করে এবং নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তীব্র চেষ্টা করে, সেইরূপ এই যে চরম জ্ঞানের কথা বা চরম জ্ঞানীর মানসিক অবস্থা বিবৃতি করা যাইতেছে, তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে উহা কত পাঠক অগ্রাহ্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার নিজের জীবনের একটি হঠকারিতাপূর্ণ ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—যাহার জন্য যখনই ঐ ঘটনাটি আমার স্মৃতি-পথে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ হঠকারিতার জন্য আমাকে লজ্জিত হইতে হয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কাশীনগরীর উপকণ্ঠে অসি নদীর দক্ষিণ তীরে একটি নির্জ্জন উপবনে বাস করিতাম। ঐ সময় আমার বয়স বত্রিশ বৎসর। একদিন একজন যুবক সন্ন্যাসী আমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারও তখন বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসরই হইবেক। তিনি পরমরূপবান, ইংরেজী জানেন না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন—পাঞ্জাবী কি রাজপুতানাবাসী হইবেন। জ্ঞান সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হইলে তিনি আমাকে তাঁহার জ্ঞানের অনুভবসিদ্ধ কথাগুলি বুঝাইতে লাগিলেন। আমি তখনও জ্ঞানের অনুভবে বঞ্চিত, হঠকারিতাপূর্ণ চিত্ত ও স্বীয় সামান্য মিথ্যা বুদ্ধির উপর আস্থাসম্পন্ন ছিলাম। বুঝিতে চেষ্টা করি নাই যাহা ঐ মহাত্মা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার হেতুবাদ পরাহত করিতে শুধু চেষ্টা এবং নিজের মিথ্যাবুদ্ধির যুক্তি-রাশি খুঁজিতেছিলাম। এইরূপ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরে ঐ জ্ঞানানুভবসিদ্ধ সন্ন্যাসী স্বীয় জ্ঞানের তেজ প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে ব্রহ্মচারীজি! জ্ঞানীকো অনুভব কুছ্ বিলক্ষণ হোতা এ বাৎ আপ্ মান্ লিজিয়ে" অর্থাৎ "জ্ঞানীর অনুভব কিছু আশ্চর্য্যজনক হয়, ইহা আপনি মেনে নিন্" আমি তাঁহার জ্ঞানের তেজে পরাহত হইলাম এবং চুপ হইয়া রহিলাম, যেন আমার আর বিপরীত তর্ক করিবার শক্তি রহিল না, বা সাহস হইল না।

১। আত্মলক্ষ্য-ভেদ।

এই যে জ্ঞানের বিশেষ অনুভব, ইহা সহজে আসে না, কঠোরতম তপস্যা বা সাধনায় চরম জ্ঞানের অনুভব আসে, বা বহুজন্মের এ বিষয়ে তীব্র চেষ্টা বা সাধনার ফলে আসে। যাঁহার আসিয়াছে তিনি নিজে পরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, আর যাঁহার আসে নাই তাঁহার পক্ষে এমন কি উহাতে আস্থা স্থাপন করাও অসাধ্য; যেহেতু মন ভ্রান্তি ও সংশয়রূপ দুই উপাদানেই গঠিত বা পূরিত। কাজেই, মনোরাজ্যে বাস করিয়া মন-সুতগণের পক্ষে অভ্রান্ত ও নিঃসংশয় হওয়া মৎস্যের বারিহীন স্থানে জীবনধারণের মত প্রাণান্ত ব্যাপার সন্দেহ নাই। যে চরম জ্ঞানিগণ মনোরাজ্য পরিহার করতঃ আত্মরাজ্যে বা ব্রহ্মরাজ্যে বা ব্রহ্ম-কল্পতরুমূলে সুখে ও শান্তিতে সমাসীন হইয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মটি এবং খুব সম্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্ম যে বারিশূন্য সরোবরস্থ মীনরাশির মত মহাদুঃখকর ও জীবনান্তকর ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মৎস্যদিগকে জলাশয় হইতে উত্থানের যে উপদেশ, উহাও যেমন তাহাদের পক্ষে কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য ব্যাপার, এই মনোরাজ্য হইতে মন-সুতগণকে

মন-সুতগণের পক্ষে আত্মরাজ্যে সমাসীন হওয়া মৎস্যের বারিহীন স্থানে অবস্থানের ন্যায় প্রাণান্ত ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ক্রমণের উপদেশও তদ্রূপ তাহাদের পক্ষে কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য ব্যাপার। অসাধ্যের সাধন ও অসম্ভব সম্ভব করিতে হইবেক, তবে চরম জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া স্বধু ব্রহ্মই দর্শন করিবে, জগদ্ভেল্কী, জগদিন্দ্রজাল আর দেখিতে পাইবেক না, মনোরাজ্য অদৃশ্য হইয়া যাইবেক, স্বধু আত্মদর্শন করিবেক, আত্মময় হইবেক আর মনোময় থাকিবেক না। তুমি বিশ্ব দেখিবে না, স্বধু ব্রহ্ম দেখিবে। আত্মবলরূপ মহাবল আশ্রয় করতঃ বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাবলগণের মত আত্মলক্ষ্য ঠিক করিতে হইবেক। আত্মেতর মায়িক রচনা বিশ্বপানে দৃষ্টিপাত করিও না, করিলে আত্মলক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে। আত্মলক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই পুনঃ মনঃকল্পিত মিথ্যা জগদিন্দ্রজালে আবদ্ধ হইবেক।

মনোময় না হইয়া আত্মময় হইতে হইবে, আত্মচক্ষু ভেদ করিতে হইবে।

এ যেন মহাবীর অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষাকালীন লক্ষ্যভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মুখে মহাগুরু দ্রোণাচার্য্য অনিমেষ নয়নে দৃঢ় দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া দণ্ডায়মান, ক্রমাগত হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেছেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জ্জুন! দূরে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট পক্ষীটি কি তুমি দেখিতে পাইতেছ?" মহাবলী শিষ্য বলিলেন, "না, আমি দেখিতে পাইতেছি না।" গুরু পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি দেখিতেছ?" শিষ্য বলিলেন, "পক্ষীর শরীরটি দেখিতেছি না, মাত্র উহার চক্ষুটি দেখিতেছি।" সুযোগ্য গুরু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে।" তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যভেদ হইয়া গেল, পক্ষীর চক্ষু বাণ-বিদ্ধ হইল। আত্ম-লক্ষ্যভেদও এইরূপেই করিতে হইবেক। যখন আত্মা ব্যতীত মনোস্তিত্বের জ্ঞান তোমার থাকিবে না, আত্ম-লক্ষ্য ভিন্ন বিশ্ব দেখিতে পাইবে না, তখন আত্মলক্ষ্য-ভেদ হইবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ।

আত্মাই বিশ্বের চক্ষুস্বরূপ, উপনিষদ ও পশ্চাৎ তাহার অনুবাদ-স্বরূপ ভগবদ্গীতা এই আত্মাকেই "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" বলিয়াছেন। যদি মহাবল অর্জ্জুনের মত লক্ষ্যভেদ করিতে চাও তবে বিশ্বের চক্ষুতে লক্ষ্যস্থির কর, বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। যদি বিশ্বপানে দৃষ্টিপাত কর, তবে বিশ্ব-চক্ষুরূপ আত্মলক্ষ্য ভেদ কখনও করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অর্জ্জুন যেমন পক্ষীর শরীর এবং তাহার অন্যান্য অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুর পানে দৃষ্টিপাতও করেন নাই, বা স্মৃতিপথেও আনেন নাই, স্বধু উহার চক্ষু মাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বিশ্বদর্শন ও বিশ্বস্মৃতি দুইই যাহার পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিশ্ব যাহার দৃষ্টি ও স্মৃতি বহির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারই আত্মলক্ষ্য ঠিক হইয়াছে। "দৃশ্যের পরিমার্জ্জন বা বিস্মৃতিই মুক্তি," বশিষ্ঠদেব এই ধ্বনিরই পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, "মনঃকল্পিত জগৎ" বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে স্বীয় জ্ঞান-গিরিশিখর হইতে ধ্বনি করিয়াছেন এবং অজ্ঞ জনের হৃদয় কম্পিত করিয়া বলিয়াছেন, "জ্ঞানীর কাছে জগৎ কোথায়?" চরম জ্ঞানী জগদ্দর্শন করেন না, যেমন জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্নরাজ্য দেখেন না বা দেখিতে পান না।

আত্মাই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। বিশ্বদর্শন ও বিশ্ব-স্মৃতি যাহার নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারই আত্ম-লক্ষ্য সম্যক্ ঠিক হইয়াছে।

৩। মনোতীত অবস্থা লাভ।

এই বিশ্ব মনের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া স্বপ্নরাজ্যবৎ অলীক ও অস্তিত্বহীন। এখানে অজ্ঞ কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন যে, জগৎটাকে অলীক বলিয়া কি গুরুর কথায় মানিয়া লইব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ইহার প্রবোধাত্মক কিছু প্রকৃষ্ট জ্ঞানও আছে? ইহা কি ইংরেজী 'এসাম্‌সন্‌' কি 'কন্‌ভিক্‌সন্‌'? এখানে আমি আমার স্বীয় অনুভব-সিদ্ধিতে বলিতেছি, ইহা আমার প্রবোধাত্মক জ্ঞান। যদি বল, "বিশ্বাসের হেতু দর্শান—"এখানে যে হেতুবাদ দর্শান হইবে, তাহার ধারণা ও স্বাধীন চিন্তাহীন, চিন্তাশীলতা বিহীন অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে সহজ হইবেক না। এখানে ব্যবহারিক বা জাগতিক বুদ্ধিরাজ্য ত্যাগ করিয়া অনুভবাত্মক জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবেক; যেমন বর্ত্তমান জার্ম্মান দার্শনিক বার্গ্‌সন্‌ বলিতেছেন, "সত্যকে বুদ্ধিদ্বারা ধরা বা ছোঁয়া যায় না, উহা অনুভবাত্মক জ্ঞান-গোচর।" হিন্দু দর্শন উপনিষদাদি এক বাক্যে আত্মাকে "মনোতীত," ও "বুদ্ধ্যতীত" বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।" বলিয়া উপনিষদ চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ মন বাক্যের সহিত যাহার থা না পাইয়া ফিরিয়া আসে এমন ব্রহ্মের যিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাঁহার, আর কিছু হইতে ভয় থাকে না। আধুনিক যুগের ইংরেজ দার্শনিক মহাত্মা হারবার্ট স্পেন্সারও এই ব্রহ্মসত্তারূপ মহাসত্তাকে "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়াছেন। এখানে সুবিজ্ঞ পাঠক একটু চিন্তাশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করুন; একজন তীক্ষ্ন মনীষাসম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিত বার বৎসর বয়স হইতে দর্শন শাস্ত্রের ও দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণা আরম্ভ করিয়া ও সারা জীবন উহাতে মগ্ন রহিয়া বিরানব্বই বৎসর বয়সে বলিলেন যে, "মহাসত্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য," কিন্তু 'নাই' একথা বলিলেন না। আবার হিন্দুর চরম জ্ঞান-তত্ত্বের গবেষণাতৎপর ঔপনিষদিক ঋষিগণ বলিলেন, "ব্রহ্মতত্ত্বের থা না পাইয়া মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে।"

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনের গণ্ডী ভেদ করিতে না পারিয়া মহাসত্তাকে "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু 'ব্রহ্ম নাই' একথা বলেন নাই। আবার বলিলেন, "অয়মাত্মা ন প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—এই আত্মা অনেক কথা বলা, অনেক কথা শুনা, বা মেধাদ্বারা লভ্য নয়। তবে কিসের দ্বারা লভ্য? আবার দেখ, "যাহার থা না পাইয়া মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে, এমন ব্রহ্মের আনন্দ যিনি পাইয়াছেন তাঁহার কোন কিছু হইতে আর কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকে না" এই কথারই বা অর্থ কি? যাহার থা না পাইয়া মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে তাঁহার আনন্দ কিরূপে বিদ্বান লোক লাভ করিবেন? অজ্ঞাত বস্তুর আবার আনন্দ কি? অজ্ঞাত বস্তু আছে কি নাই সে বিষয়ে কি যুক্তি আছে? যাহা জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই তাহা যে আছে তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার আনন্দ লাভই বা কি? অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হওয়ার জন্য চেষ্টাও ত বৃথা?

কিন্তু ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ মনের গণ্ডী ভেদ করতঃ বুদ্ধ্যতীত অবস্থা লাভে চির-বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহামনস্বী হারবার্ট স্পেন্সার "সত্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিন্তু হিন্দু ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ "ব্রহ্মের থা না পাইয়া, মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আসে" একথা বলিয়াও বসিয়া পড়িলেন না, মনের গণ্ডী ভগ্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, মনোরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে এবং কোন অনির্দ্দেশ্য মনোতীত রাজ্যে ব্রহ্মাস্তিত্ব বা আত্মাস্তিত্ব অনুসন্ধান জন্য মহা প্রযত্ন করিলেন। মনোতীত, ধ্যানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধ্যতীত অবস্থা লাভের জন্য মহা অধ্যবসায় অবলম্বন করিলেন। বর্ত্তমানে যেমন হিমগিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ জন্য ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তীব্র অধ্যবসায় করিতেছেন এবং তাহাতে প্রায়ই কৃতকার্য্য হইতেছেন, এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ জ্ঞান-গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার, এবং তথায় চিরাধিষ্ঠিত হইবার জন্য ততোধিক অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। হিমগিরির উচ্চতম শিখরের বায়ু অতি পাতলা, মানবের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনোপযোগী নহে বলিয়া যেমন বর্ত্তমান ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তথায় আরোহণ করিতে 'অক্‌সিজেন বেগ পাইপ' দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দুমহর্ষিগণও তেমন জ্ঞানগিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে কৃত্রিম উপায় দ্বারা প্রাণজয় তথা মনোজয় করার জন্য প্রাণায়ামাদির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যেমন অর্ণবযানে বসিয়াই মহাসাগরের অতলস্পর্শী গভীরতার পরিমাণ হাইড্রো-ব্যারোমিটার যন্ত্রযোগে করিয়া থাকেন, তদ্রূপ এই মনোরাজ্যে বসিয়াই মহা মনস্বী মহর্ষিগণ ব্রহ্মানুসন্ধানে যে মনোতীত রাজ্যে যাইতে হইবে, তাহা সিদ্ধান্ত করতঃ মহা যোগে, মহা সমাধিতে বসিয়াছিলেন এবং প্রাণাতীত, মনোতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধ্যতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া ব্রহ্ম-কল্পতরুমূলে চিরাধিষ্ঠান লাভ করতঃ চিরশান্তি ও চিরসুখে সমাসীন হইয়াছিলেন। মহামতি বুদ্ধদেবও এই মনোতীত রাজ্যে তাঁহার নির্ব্বাণ রাজ্য সংস্থাপন জন্য প্রবল উদ্যমে মহা কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহাযোগে মহাসমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে মানবের মনোতীত অবস্থা লাভ অসাধ্য ব্যাপার। মহামতি বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভের পর সদা মনোতীত অবস্থায় ছিলেন, প্রাণের ধর্ম্ম ও কার্য্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিত, তদ্দ্বারা চলা-ফিরা করিতেন, কিন্তু মনের ক্রিয়া বন্ধ রাখিতেন, মনের মস্তক যে 'অহং' তাহার উত্তোলন একেবারেই করিতেন না, সর্ব্বদা নির্ব্বাণ-রাজ্যে বসতি করিতেন। যখন উপদেশ বা বক্তৃতা দিতেন, তখন শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বাণ রাজ্যের খবরটি মনোরাজ্যস্থ মানবগণকে দিয়া পুনঃ নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করিতেন। এবিষয়ে বৌদ্ধ মহায়ন সূত্রে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। একদা বুদ্ধদেব এক প্রান্তরস্থ আম্র-কাননে উপবিষ্ট ছিলেন, নিকটস্থ গ্রামের কতিপয় কৃষক সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি এখানে কখন্ হইতে বসিয়া আছ? বুদ্ধ বলিলেন, "প্রাতঃকাল হইতে।" কৃষকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "মহা ঝঞ্ঝাবাতের সময় কোথায় ছিলে?" বুদ্ধ বলিলেন, "ঝঞ্ঝাবাতের সংবাদ আমি রাখি না।" কৃষকগণ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি! এই যে মহাঝড়ে দেশটা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, আমাদের গ্রামের চারিটা মহিষ, দুইটা মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, গ্রামের একখানি গৃহ বা একটি বৃক্ষও দণ্ডায়মান নাই, সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া গেল, তুমি কিছুই অবগত নও? তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ?" বুদ্ধ বলিলেন, "সম্যক্ প্রকৃতিস্থ আছি।" পাঠক! বুঝিয়া লও, এই মনোতীত অবস্থায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ রাজ্য বা হিন্দুর ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপিত। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞানী ঔপনিষদিক মহর্ষিগণ এই মনোতীত অবস্থায় জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন।

৪। স্থিতপ্রাজ্ঞ ও ব্যবহারিক জগৎ।

এক্ষণ কথা হইতেছে যে, মনোতীত অবস্থায় স্থিত প্রাজ্ঞগণ ব্যবহারিক জগতে কোন কার্য্য করিতে পারেন কিনা এবং ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলে তাঁহার প্রজ্ঞা নষ্ট হয় কি না? স্থিতপ্রাজ্ঞগণ মনোতীত রাজ্যে বাস করেন বলিয়া মনোরাজ্যের কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, বা করিলে পুনঃ মনোরাজ্যের বিমোহনে পড়িয়া প্রজ্ঞা নষ্ট হইবেক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মনোরাজ্যস্থ জ্ঞানপিপাসু মানবগণকে কখন কখন নির্ব্বাণের বা ব্রহ্মজ্ঞানের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে বা তদুপদেশ দিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যবহারিক জগতে কার্য্যোদ্যম থাকিতে পারে না, উহাতে বন্ধন হয়। ঠিক যেন রঙ্গালয়ের নাট্যমঞ্চের অভিনেতাদের অভিনয় প্রদর্শন। উহারা নাট্যমঞ্চে আভির্ভূত হইয়া যাহা বক্তব্য ও কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া ও করিয়া পুনঃ যবনিকা-অন্তরালে লুকাইয়া যান, দর্শকবৃন্দের সঙ্গে কোন মিশামিশি বা সম্বন্ধ সংস্থাপনের কার্য্য করেন না। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বা ব্রহ্মজ্ঞানীও কখন কখন জ্ঞানপিপাসুগণের জন্য নির্ব্বাণরাজ্য বা ব্রহ্মরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শুধু নির্ব্বাণ বা ব্রহ্ম-রাজ্যের সংবাদ, অবস্থা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ পুনঃ নির্ব্বাণরাজ্যে অন্তর্হিত হন, উপদিষ্টগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব বা আসক্তি রাখেন না, এবং তজ্জন্য মনোরাজ্যে অধিক সময় থাকেন না। যতক্ষণ মনোরাজ্যে থাকিয়া উপদেশ দেন ততক্ষণ নির্ব্বাণের বা ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবে ভাবস্থ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কথোপকথন সময়ে ব্যবহারিক জগতের বা মনোরাজ্যের কোন কথা বলেন না, নির্ব্বাণের বা ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উপদিষ্টগণকে তদ্ভাবে ভাবিত করেন মাত্র, উহাদের সঙ্গে আসক্তি, বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন না। যেমন সন্তরণপটু কোন ব্যক্তি কোন সন্তরণাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সন্তরণ শিক্ষা দিতে সলিলে অবতরণ করিলেও জলে নিমগ্ন হন না, তদ্রূপ মনোতীত রাজ্যবাসী নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে মনোরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও মনোরাজ্যে থাকিয়া যান না, বা মনোরাজ্যের আবর্ত্তে মগ্ন হন না।

স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মরাজ্যের সংবাদ দিয়া নির্ব্বাণ-রাজ্যে অন্তর্হিত হন, মনোরাজ্যের আবর্ত্তে কদাপি মগ্ন হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব যে এত বড় যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, বা লিখিয়াছিলেন, উহা মনোতীত ব্রহ্মরাজ্যে স্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাজ্যে স্থিত না হইলে এত ব্রহ্মতত্ত্ব মুহুর্মুহু তদীয় মুখারবিন্দ হইতে বহির্গত হইত না। তবু অজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের যখন অনর্গল স্ফূরণ হইতেছিল, তখন তাহাকে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন, মনোরাজ্যেস্থিত বলিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল; কিন্তু বিচারশীলতা ও চিন্তাশীলতা অবলম্বন করিলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, উহা মনোতীত ব্রহ্মরাজ্যের সুসমাচার মাত্র, উহা জ্ঞানের ভাণ নহে। সুবিজ্ঞ বিচারক ও সুদক্ষ ব্যবহারাজীব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে যেমন বেশ বুঝিতে পারে যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে কি সত্য কথা বলিতেছে, এইরূপ মনোতীত রাজ্যের সুসমাচারগুলি শ্রবণ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, উহা বাস্তবিক ব্রহ্মরাজ্যের বা নির্ব্বাণ-রাজ্যের তথ্য, কি মিথ্যা মৌখিক জ্ঞানের ভাণ মাত্র।

মনোতীত রাজ্যের সত্যজ্ঞান বিশিষ্টভাব-যুক্ত ও মর্ম্মস্পর্শী হয়, উহা মিথ্যা জ্ঞানের ভাণ হইতে পৃথক্।

বৌদ্ধ মহায়ন সূত্রে এ বিষয়ে মহামতি বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। মহামতি বুদ্ধদেব ছয় বৎসরকাল এমন কঠোর অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাযোগে সমাধিস্থ ছিলেন এবং তাঁহার দেহ এত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল যে, এক কর্ণ দ্বারা একগাছি সূত্র চালাইয়া দিলে অন্য কর্ণ দিয়া বহির্গত হইত। ঐ অবস্থার পরে নির্ব্বাণলাভ করতঃ পুনঃ আহার গ্রহণ করিতে থাকিলে এবং তদ্ধেতু স্থূলবপু হইলে তদীয় পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে পুনর্ভোগে আসক্ত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল এবং এই কাশী নগরীর উপকণ্ঠে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মৃগদাবে, বর্ত্তমান সারনাথে আসিয়া বসতি করিতেছিল। বুদ্ধদেব কিয়দ্দিন পরে আসিয়া ঐ পাঁচজন শিষ্যকে প্রথমে নির্ব্বাণোপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করেন। শিষ্যগণ বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় তদীয় নির্ব্বাণরাজ্যের সুসমাচারে কর্ণপাত করিতেছিল না। তবু বুদ্ধ নির্ব্বাণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধদেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি যে এতক্ষণ তোমাদিগকে কথাগুলি বলিলাম, এরূপ কথা পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছ কিনা, বা আমারই পূর্ব্বের কথাগুলি আর এখনকার কথাগুলি একই রকম শুনিতেছ, কি পার্থক্য উপলব্ধি করিতেছ?" শিষ্যগণ তখন চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না, এরূপ কথা কখনও শুনি নাই। ইহা যেন বাস্তবিকই কোন অমৃতরাজ্যের সুসমাচার, সন্দেহ নাই।" তখন ঐ পাঁচজন শিষ্য বুদ্ধপদে আপতিত হইয়া পুনঃ তদীয় শিষ্যত্ব লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন ও নির্ব্বাণরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চিরশান্তিতে সমাসীন হইলেন। পরে এই পাঁচজন শিষ্যই বুদ্ধের প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে 'অর্হৎ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক 'মহাবল' রূপে সম্বোধিত হইতেছিলেন।

মহামতি যিশুখৃষ্ট কর্ত্তৃক কথিত বাইবেল গ্রন্থ মধ্যে যে সব কথা বা উপদেশ রহিয়াছে, উহা যে একজন বিদ্বান ব্যক্তি না বলিতে পারে এমন নয়, কিন্তু যদি কোন বিদ্বান ব্যক্তি ঐরূপ বলিতে থাকে তবে কেহ কর্ণপাত করিবে না। পক্ষান্তরে বাইবেল শাস্ত্রে মহামতি যিশু যাহা বলিয়াছেন, অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে থাকিলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, উহা বাস্তবিকই কোন সত্য রাজ্যের সুসমাচার, উহা মিথ্যা জ্ঞানের ভাণ নয়। যদি মনোতীত সত্যরাজ্যের সুসমাচার না হইবেক, তবে বাইবেল শাস্ত্রোক্ত কথাগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী হইত না, বা ভূমণ্ডলস্থ এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত না। আবার দেখ, বাইবেলের স্বয়ং যিশুখৃষ্টের বাণীগুলি যেমন প্রাণ শীতল-কারী, তৎপরবর্ত্তী লুক, মার্ক ও জন লিখিত সুসমাচারগুলি তেমন নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু মহামতি যিশু সত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাণীগুলি শ্রবণ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, কিন্তু লুক, মার্ক, জন প্রভৃতি তদীয় শিষ্যগণ সত্যরাজ্যে প্রবেশ করেন নাই, পরন্তু গুরুমুখে সত্যরাজ্যের বর্ণনা শ্রবণ করতঃ তাহাতে সম্যক্ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন আমার সিংহল দেশ ভ্রমণ করিয়া যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, "প্রবাসী" বা "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিত সিংহল পর্য্যটকের সিংহল-ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া পাঠকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

সত্যরাজ্যের বাণী সত্যরাজ্যে প্রবেশকারীর মুখে শুনিতে যেরূপ ভাল লাগিবে, অন্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'বহু প্রবচনে' সেইরূপ লাগিবেক না। সত্যরাজ্যের অধিবাসীর মুখে বর্ণিত কথাগুলি মনোরাজ্যস্থ মহাপণ্ডিতগণ কিছুতেই অনুকরণ করিতে সমর্থ হন না। যে যে দেশ দর্শন করে নাই তাহার পক্ষে সে দেশের বর্ণনা ধৃষ্টতা মাত্র।

সয়তান ও তাহার রাজ্য।

বাইবেলোক্ত গড্ ও সয়তানও যাহা, ভারতীয় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও মায়াও তাহাই জানিবে। মহামতি যিশু যেমন স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার বলিতেন, বৈদান্তিকগণ তেমন ব্রহ্ম-রাজ্যের আনন্দ-সমাচার এই মনোরাজ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাঠক! এই যে মনোরাজ্য, ইহাই সয়তানের রাজ্য জানিবে, অর্থাৎ মন আর সয়তান একই বস্তু। সয়তান বলিয়া অস্থিমাংস-মজ্জা-গঠিত, হস্তপদবিশিষ্ট কোন অপদেবতা-মূর্ত্তি নাই। এই যে পৃথিবীতে যত জীব বা মানব, ইহারা সকলেই সয়তান-

মায়া-রাজ্য বা মনো-রাজ্যরূপ পৃথিবীকেই বাইবেলে সয়তানের রাজ্য বলা হইয়াছে। মন-সুতই সয়তানসুত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যের অধিবাসী, সয়তানের সন্তান, সয়তানী বুদ্ধিযুক্ত। "সয়তানী বুদ্ধিযুক্ত" ইহার অর্থ এই যে, বুদ্ধি মনেরই একটি বৃত্তিমাত্র, মন সয়তান বই আর কিছু নয়। কাজেই, পৃথিবীস্থ মানব ও জীবকুল মন-সুত বা সয়তান-সন্তান হইয়া সয়তানী বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছে। এই যে এত মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসাদ্বেষ, দম্ভদর্প, অভিমান-ব্যভিচার, শঠতাধূর্ত্ততা, পরশ্রীকাতরতা, ঘোর নরহত্যা, গোহত্যা, ছাগ, মেষ, মহিষ হত্যা এই পৃথিবীতে অবিশ্রান্ত চলিতেছে, ইহা কি ঈশ্বরের পুত্রগণের দ্বারা সংসাধিত হওয়া সম্ভব? এ সব সয়তান-সন্তানগণের সয়তানী বুদ্ধিরই ঠিক অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে এতাদৃশ মহাপাপের অভিনয় অসম্ভব।

যাহারা এই পৃথিবীটাকে ঈশ্বরের রাজ্য বা ভগবানের রাজ্য বলিতে চায় তাহারা ঘোর অজ্ঞানী ও খোসামুদে, তাহাদের কিছুমাত্র স্বাধীন চিন্তাশীলতা নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবীর-গণের প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব-রহস্য উহারা পরিজ্ঞাত নয়। তাই ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র গুরুগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন, "মায়া রচিৎ জগৎ"; যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব হুঙ্কার রবে বলিয়াছেন, "মনঃকল্পিত জগৎ", মহামতি যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "আমি ঈশ্বর-পুত্র, ঈশ্বর-রাজ্যের সুসমাচার তোমাদিগকে দিতেছি।" এই পৃথিবীটা যদি ঈশ্বরের বা ভগবানের রাজ্য হইবেক এবং সব মানব বা জীব যদি ঈশ্বরের সন্তান হইবেক, তবে মহামতি যিশু স্বধু নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলিবেন কেন? এবং এই পৃথিবীর অতীত কোন রাজ্যকে ঈশ্বরের রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিবেন কেন? বাস্তবিক মহামতি যিশুই ত ঠিক ঈশ্বর-পুত্র ছিলেন এবং যে রাজ্য হইতে তিনি সুসমাচার আনিয়া দিতেন তাহা ঠিকই ঈশ্বরের

ঘোর অজ্ঞানী ও খোসামুদেগণই ইহাকে ভগবানের রাজ্য বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্য ছিল। মহামনস্বী, মহামনীষাসম্পন্ন বৈদান্তিক দার্শনিক মহর্ষিগণ "মায়া রচিত জগৎ" বলিবেন কেন? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়, কোন্ দর্শন শাস্ত্র বলিয়াছে? যদি এই মহাপাপ অনুষ্ঠানের ভূমি এই পৃথিবীটাকে ঈশ্বরের বা ভগবানের রাজ্য ও পৃথ্বিবাসী মানব ও অন্যান্য জন্তুগণকে ঈশ্বর-সুত বলিতে হয়, তবে ঈশ্বর আর সয়তানে কোন প্রভেদ থাকে না। ভগবৎ গীতা "সাংখ্যজ্ঞানম্ বিশিষ্যতে" অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সাংখ্য দর্শনকে জ্ঞানতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সাংখ্য দর্শন প্রথমতঃ "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ" অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর যে আছেন তাহা সিদ্ধ হইল না, বলিয়া পরে পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতঃ পুরুষকে প্রকৃতির কার্য্যে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন সাক্ষিরূপে দাঁড় করাইয়া, "এই পৃথিবী ভগবানের রাজ্য" এই অজ্ঞলোকের মিথ্যা ধারণা দূরীকৃত করিয়াছেন।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বরের রাজ্য হইতে এই সয়তানের রাজ্যে সয়তানী-বুদ্ধি মানবের সয়তানী ছাড়াইতে আসিয়াছিলেন।

অজ্ঞ পাঠক! ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিও না যে, এই পৃথিবী সয়তানের সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীবাসী মানবকুল ও জীবকুল সয়তানের সন্তান। এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতাপূর্ণ হত্যাকাণ্ড-গুলি যদি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা কর, মানবের নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যদি অধ্যয়ন কর, তবে বুঝিবে যে, আমার কথাগুলি কতদূর সত্য। যাহারা পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধ, যিশুখ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ, তুলসীদাস, কবীরদাস, গুরুনানক, দাক্ষিণাত্যের মহাত্মা তুকারাম, ইদানীং যুগের ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মহাত্মা লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরপুত্ররূপে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সয়তান-রাজ্য পৃথিবীতে, সয়তান-পুত্র মানবকুলের কাছে উহাদের সয়তানী বুদ্ধি ত্যাগ করাইবার জন্য সুসমাচার আনিয়াছিলেন। যদি এই সকল মহাত্মাগণ ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বর-রাজ্যবাসী না হইবেন, তবে তাঁহাদের ঈশ্বর-রাজ্যের সুসমাচারগুলি এই সয়তানসৃষ্ট পৃথিবীর সয়তানী বুদ্ধি-সম্পন্ন, সয়তান-পুত্রগণের এত ভাল ও মধুর লাগিবে কেন? তাঁহাদের কথায় ঐ সয়তানমণ্ডলী এত মুগ্ধ হইবেক কেন এবং তাঁহাদের আনুগত্যই বা কেন করিবেক? মহামতি যিশুখ্রীষ্ট, মহাজ্ঞানী সক্রেটিস, বর্ত্তমান সুবিস্তৃত আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই মনোরাজ্যে, মায়ার রাজ্যে, পাপের রাজ্যে, এক কথায় সয়তানের রাজ্যে সত্য-ধর্ম্ম বা সত্য-রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াই সয়তান-সুতগণের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

এই যে ভূমণ্ডলে মহোপকারী গো-সমূহকে কোথাও কণ্ঠনালী কর্ত্তন পূর্ব্বক, কোথাও বা হাতুড়ী প্রহারে মস্তক বিদীর্ণ করিয়া বিষম যন্ত্রণা প্রদানে হত্যা করা হইতেছে এবং উহাদের রক্ত-নদীতে ধরা ভাসিয়া যাইতেছে, এই যে নিরীহ ছাগমেষগুলিকে ঘোর কুসংস্কারবশে হত্যা করিয়া দেবীর নামে হিন্দুগণ উহাদের মাংসে উদর পূরণ পূর্ব্বক আপনাদের স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতেছে, এসব কি ঈশ্বর-পুত্রগণের কার্য্য হইতে পারে? এইরূপে "দয়ায়াং স্থাপ্যতে ধর্ম্মম্", অর্থাৎ দয়ার উপরেই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে,—ভগবান মনুকৃত এই মহাবাক্যের সম্যক্ সার্থকতা তদীয় বংশধরগণ তদীয় নামে মানবরূপে আখ্যাত হইয়া বিশেষ রূপেই করিতেছেন। এই পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য হইলে কি এত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ইহাতে সংসাধিত হইতে পারে? পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি বর্ত্তমান জার্ম্মান যুদ্ধক্ষেত্রে কেরাণীরূপে গিয়া নর ও পশুগণের হত্যা ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া থাকেন, যদি ইউরোপের বড় বড় সহরের সরকারী গোহত্যার স্থানগুলি পরিদর্শন পূর্ব্বক ভীষণ হাতুড়ী প্রহারে মহোপকারী নিরীহ গোসমূহের মস্তক বিদীর্ণ করিতে দেখিয়া থাকেন, যদি কালীঘাটে মহাঅষ্টমীর দিবস নিরীহ ছাগকুলের হত্যা ব্যাপার দর্শন এবং উহাদের কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং যদি স্বাধীন বিচারশক্তি-সম্পন্ন হন, তবে বুঝিতে পারিবেন, যে এই পৃথিবীটা সয়তানের সৃষ্টি কি না, বা সয়তান-সুতগণের অধিবাসভূমি কি না? এই সয়তানের রাজ্যে, সয়তানী বুদ্ধিযুক্ত সয়তান-সন্তানগণের নিষ্ঠুর তাণ্ডব নৃত্য দর্শন করিয়াও যে বলিতে চায় যে, এই পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য বা ঈশ্বর-পুত্রগণের অধিবাস-ভূমি, তাহার বিচারচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই।

একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ ইউরোপীয় মহাপণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইয়োরোপে একদিনে যত গোহত্যা হয় তাহাদের রক্তরাশি যদি এক বর্গমাইল স্থানে সঞ্চিত করা যায় তবে চারিখানি বড় বড় ড্রেড্‌নট, অর্থাৎ যুদ্ধজাহাজ তাহার উপর দিয়া বাহিয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপের এক একটি বড় সহরে রোজ পঞ্চাশ হাজার গোহত্যা হয়। জাপানের এক টোকিও বন্দরে প্রত্যহ আড়াই লক্ষ গো নিহত হয়, যেহেতু তথায় রাজার আইন অনুসারে সকলেই গোমাংস খাইতে বাধ্য। পাঠক! এ সব ব্যাপার কি সয়তানের তাণ্ডব নৃত্য নয়, ইহা কি ঈশ্বর-পুত্রগণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? তুমি বলিবে, ইহা ঐসব জীবেরই কর্ম্মফল। যত পাপ কি ঐ মহোপকারী গোজাতিই করিয়াছিল? যত পাপ কি ঐ নিরীহ ছাগমেষগুলিই করিয়াছিল? আর যত পুণ্য কি ঐ সব গোহত্যাকারী ও ছাগমেষ-হত্যাকারিগণই করিয়াছিল—যাহার বলে তাহারা এইক্ষণ ঐ মহোপকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও নিরীহ প্রাণিগণের পাপের ফল প্রদান করিতে দয়ালু ঈশ্বর কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে ?

ব্রহ্মানুসন্ধান।

মনোরাজ্যে থাকিয়া ব্রহ্মানুসন্ধান অসম্ভব। মনোনাশ করিয়া সমাধি যোগের সাহায্যে ব্রহ্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

এক্ষণ পূর্ব্ব কথার পুনঃ অবতারণা করা যাউক। বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের ঋষিগণ বা ঔপনিষদিক ঋষিগণ, "মন বাক্যের সহিত ব্রহ্মের থা না পাইয়া ফিরিয়া আসে" একথা বলিয়া হারবার্ট স্পেন্‌সারের মত "সত্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়াই বসিয়া পড়েন নাই; জ্ঞান-বিচার দ্বারা বুঝিলেন, মনোরাজ্যে থাকিয়া ব্রহ্মানু-সন্ধান অসম্ভব। তাই তাঁহারা মহাযোগে মহা সমাধিতে বসিলেন। এদিকে হারবার্ট স্পেন্‌সার মনোরাজ্যের, কল্পনারাজ্যের বা বুদ্ধিরাজ্যের বাহিরে সত্যরাজ্য তদীয় জ্ঞানবলে সাব্যস্ত করতঃ তদনুসন্ধানে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যেহেতু মনের গণ্ডী অতিক্রম করিতে যে মনোনাশ করিতে হয় এবং সমাধির আশ্রয় লইতে হয় তাহা অদ্যাপি ইয়োরোপীয় দার্শনিকগণের অবিদিত রহিয়াছে। এজন্য হিন্দু ও বৌদ্ধগণের সমভিব্যহারে সত্যানুসন্ধানে উহারা বহির্গত হইতে পারেন নাই এবং বুদ্ধি-রাজ্যের বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া তথায় বসিয়া পড়িয়াছেন, যেহেতু উহাদের সমাধি-যোগের সামর্থ্য নাই। যে সব জন্মতঃ ও কর্ম্মতঃ গুণ থাকিলে সমাধি-যোগ লাভ হয়, তাহা ইহাদের নাই। শম, দম তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান ইত্যাদি ঐসব রজোগুণী দেশে রজোগুণী আহার ও মাংসভোজী মানবের পক্ষে অভ্যাস করা সুকঠিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

মনোতীত সত্তায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য প্রাচীন হিন্দু মহর্ষিগণ প্রযত্ন করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা বিচারশক্তিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মনোতীত রাজ্যে না পৌঁছিতে পারিলে সত্যরাজ্য দর্শন এবং চিরবিশ্রান্তি লাভের উপায় নাই। ইঁহারা বিচার-চক্ষে দেখিলেন যে, মানবের মনোরাজ্য হইতে বহিঙ্ক্রমণের একটি স্বাভাবিক পথ আছে, এবং উহা মানব ও অন্যান্য পৃথ্বীবাসী জীবগণ প্রত্যহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে—উহা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। এই সুষুপ্তি জীবের স্বাভাবিক বরপ্রাপ্তি এবং জাগরণ ও স্বপ্নে জীবকুল যে সর্ব্বদা মনের পীড়নে মহা বিধ্বস্ত হইতেছে তাহা হইতে কিয়ৎক্ষণ মুক্তিলাভ করতঃ পরম বিশ্রান্তি লাভ; ইহা জীবের বিনা প্রযত্নেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কতক্ষণ ইহার স্থায়িত্ব, তাহাও জীব ঠিক বুঝিতে পারে না এবং পুনঃ জাগরণে ঐ বিশ্রান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মন-সয়তানের রাজ্যে পুনঃ আগমন করতঃ তৎকর্ত্তৃক অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়।

সুষুপ্তি অবস্থাটি কি এবং উহার সফলতাই বা কি, তাহা এক্ষণ বলা যাইতেছে। এই সুষুপ্তিকে আদর্শ বা নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াই মহামনস্বী মহর্ষিগণ সমাধি-যোগের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, মানবের স্বাভাবিক বর সুষুপ্তি থাকিতে সমাধি-যোগের জন্য মহাকষ্টসাধ্য অভ্যাস ও প্রযত্নের কি প্রয়োজন ছিল? সুষুপ্তি অল্পক্ষণস্থায়ী, আর উহা মানবের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না, বিশেষ কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃ জাগরণে মনের দ্বারা বিধ্বস্ততা

সুষুপ্তিই এই বিশ্রান্তির নিদর্শন। সমাধি সুদীর্ঘ সুষুপ্তি এবং মুক্তি চিরসুষুপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। তাই ঐ স্বাভাবিক বরকে চিরস্থায়ী ও চিরভোগ্য করার জন্যই সমাধি-যোগের আশ্রয় এবং তজ্জন্য প্রযত্ন ও প্রয়াসের প্রয়োজন হইয়াছিল। সমাধিকে সুদীর্ঘ সুষুপ্তি ও মুক্তিকে চিরসুষুপ্তি বলা যাইতে পারে। এক্ষণ সুষুপ্ত্যাবস্থার বিবৃতি করা যইতেছে। সুষুপ্তি স্বপ্নশূন্য নিদ্রা। জাগরণে মন ইন্দ্রিয়-অনুচরগণ সহ রজোগুণের ধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর ও একনিষ্ঠ হয়। স্বপ্নাবস্থায় মনের অনুচর ইন্দ্রিয়সমূহ জাগরণের কর্ম্মে শ্রান্ত হইয়া বিবশ হয় এবং বিশ্রান্তি জন্য কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করে। ঐ সময় মন তদনুচরগণের বিবশাবস্থায় সম্যক্ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং যথেচ্ছ কল্পিত মূর্ত্ত্যাদি ও কল্পিত দৃশ্যরাজি স্বীয় কল্পনাস্বভাব, কল্পনাময়ত্ব, কল্পনাপ্রিয়তা, কল্পনা-কৌতুকত্ব জন্য কল্পনাপ্রভাবে যাদুকরের ইন্দ্রজাল বিস্তারের মত সৃষ্টি করতঃ স্বকীয় কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের কর্ম্মক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস হইলে যেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে, সয়তান মহারাজ মনও তেমন স্বীয় অনুচরগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে কর্ম্মহীন ও বিবশ দেখিয়া এবং তাহাদের প্রভাব হইতে স্বাধীন হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই স্বপ্নাবস্থায় করিয়া থাকে। ঐ সময় জাগরণাবস্থা হইতেও ভীষণতর অবস্থায় জীব পতিত হয় এবং স্বেচ্ছাচারী ও যথেচ্ছাচারী মন-মহারাজের উৎপীড়নে এতদূর প্রপীড়িত ও ব্যথিত হয় যে, স্বপ্নাবস্থায় মানব উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া থাকে।

স্বপ্নাবস্থায় মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বকীয় কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে।

জাগরণাবস্থায় স্বীয় অনুচরবর্গ ইন্দ্রিয়গণের সুশাসনে মন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের ক্ষমতা শৃঙ্খলিত থাকে বলিয়া মন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না। তখন বুদ্ধিরূপ অঙ্কুশের আঘাতে যেন মন-মাতঙ্গ অনেকটা সরল পন্থায় চলিতে বাধ্য হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা তত থাকে না।

জাগরণাবস্থায় বুদ্ধিরূপ অঙ্কুশের আঘাতে মন-মাতঙ্গ অনেকটা সু-শাসনে থাকে।

স্বপ্নাবস্থায় প্রধান মন্ত্রী বুদ্ধি তাহার স্বীয় কারণে, অর্থাৎ আত্মায় লীন হইয়া থাকে, মন তখনও আত্মতত্ত্বে লীন হয় না, স্বীয় কল্পনাপ্রিয়তা চরিতার্থ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণের বিবশাবস্থার অবসর অনুসন্ধান করে। যথেচ্ছাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজার যেমন স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচার সর্ব্বদাই ভাল লাগে না, বহুদিন উহার অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ মনোরাজও নিদ্রাবস্থায় মন্ত্রী বুদ্ধি ও কর্ম্মচারি ইন্দ্রিয়গণের লীনাবস্থায় ও বিবশাবস্থায় ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা ও যথেচ্ছাচারিতা বহুক্ষণ উপভোগ করিয়া পরে স্বীয় কারণ আত্মাতে লীন হইয়া যায়। মনের ঐ লীনাবস্থাই মানবের সুষুপ্ত্যাবস্থা জানিবে। এই সুষুপ্ত্যাবস্থায় সয়তান মন-মহারাজের, সয়তান মন্ত্রী বুদ্ধি সয়তান ইন্দ্রিয়-কর্ম্মচারিগণ সকলেই আত্মাতে লীনাবস্থায় ও বিবশাবস্থায় স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতঃ প্রাণবায়ুরূপ সঞ্জীবনীসুধাবলে পুনঃ জাগরণাবস্থা প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকে। যেহেতু সুষুপ্তিতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সব লীন ও অবশ হয়, কিন্তু প্রাণবায়ু বহিতে থাকে ও ইন্দ্রিয়গণকে পুনঃ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেই ও জাগরণাবস্থায় আনিতেই বিদ্যমান থাকে। ঐ সময় স্বয়ং অখণ্ড পরমাত্মা, যিনি চিরজাগরণশীল এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় হইতে সদা-বিমুক্ত, এক মাত্র বিরাজমান থাকেন এবং প্রাণবায়ুরূপ দেহযন্ত্রের ইঞ্জিনীয়ার সহ

সুষুপ্ত্যাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি সহ মন স্বীয় কারণ আত্মায় লীন হইয়া বিবশ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈহিক গঠনপ্রণালী অক্ষুণ্ণ ও রক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সুষুপ্ত্যাবস্থায় মন ও বুদ্ধি আত্মায় লয় হইয়া থাকে বলিয়া উহার অনুভবকর্ত্তা এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ থাকে না। ঐ সময় পরমাত্মা সুষুপ্ত্যাবস্থায় অনুভূত পরাশান্তির সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া পুনঃ জাগরণে মানব যে "বেশ শান্তি ও সুনিদ্রা ভোগ করিয়াছি" বলিয়া স্মৃতিলাভ করে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। পরমাত্মার এই সাক্ষ্যবলেই মানব জাগরণে সুষুপ্তিরূপ শান্তিভোগের স্মৃতি লাভ করে।

(ক) অনুভব-কর্ত্তা কে ?

সুষুপ্তিতে পরমাত্মা পরাশান্তির সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া জাগরণে উহার স্মৃতি প্রদান করেন।

পাঠক! এখানে অনুধাবন পূর্ব্বক ব্যাপারটি অনুভব করিতে চেষ্টা কর। সুষুপ্তিতে মন ও বুদ্ধি পরমাত্মায় লীন হইলে ঐ সুষুপ্তি-শান্তি কে অনুভব করে? মন ও বুদ্ধির অভাবেও যে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম অনুভব-কর্ত্তা পরমাত্মারূপে বিদ্যমান আছেন, ইহা এ সময় বুঝিয়া রাখ। এই চিরস্থির অনুভব-কর্ত্তা পরমাত্মাই সুষুপ্ত্যাবস্থার শান্তির অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করেন। যেহেতু সংস্কারসমষ্টি বা স্মৃতিসমষ্টি যে মন বা অভিজ্ঞতাসমষ্টি যে বুদ্ধি, ইহারা ত জড়, ইহাদের অনুভব-শক্তি কোথায়? ইহারা পরমাত্মার সান্নিধ্য ও আভাস বা প্রতিবিম্ব লাভ করতঃই চৈত্যভাব ধারণ করিয়া অনুভবকর্ত্তারূপে অজ্ঞজনের বিচার-হীন চক্ষে বিরাজমান আছে। জড় লৌহশলাকা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইলে যে দাহিকাশক্তি ক্ষণকালের জন্য প্রাপ্ত হয় তাহাকেও ত অজ্ঞলোক দাহক ও পাবক অগ্নি বলিয়াই মনে করে। এই যে বুদ্ধির বা মনের অনুভব-শক্তি দেখিতেছ, ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় একরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। ইহাদের অনুভবশক্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপারে এবং এই অবস্থাত্রয় ভেদে ঘোর বিপর্য্যস্ত বা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পরমাত্মার যে অনুভবশক্তি বা জ্ঞানশক্তি উহা সর্ব্বাবস্থায় ও উল্লিখিত অবস্থাত্রয়ে সমভাবে বিদ্যমান থাকে, কদাপি উহা বিপর্য্যয়গ্রস্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় না।

এইখানে সুষুপ্তির অবস্থাটি সম্যক্ ধারণা করিতে পারিলেই সমাধি-যোগের ও পরে মুক্ত্যাবস্থার ধারণা পরিষ্কাররূপে সিদ্ধ হইবেক। অজ্ঞ পাঠক মনে করে যে, মন না থাকিলে অনুভব কে করিবে?

মনের স্বাধীন অনুভব শক্তি নাই, আত্মতত্ত্ব লাভে তাহার অনুভব হয়।

আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলে মনের যে স্বাধীন অনুভবশক্তি নাই তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা কর। জড় লৌহশলাকাটি হইল জড় সংস্কারসমষ্টি বা স্মৃতি-সমষ্টি মন, উহা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইলে যে দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়, ঐ ক্ষণিক দাহিকাশক্তি যুক্ত যে লৌহশলাকা তাহা হইল জীব, এবং লৌহশলাকা যে মূল অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহিকাশক্তি ক্ষণতরে লাভ করিয়াছে, সেই অগ্নিই হইল পরমাত্মা বা সগুণ ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত। এক্ষণ বোধ হয় পাঠকের অনুভূতি হইল। আবার দেখ, ঐ লৌহশলাকার ক্ষণিক দাহিকাশক্তি যখন কিছুক্ষণ পরে জাগতিক মহাতেজে নিভিয়া যায় বা লীন হইয়া যায় তখন ঐ মহাতেজই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের দৃষ্টান্ত জানিবে এবং যেমন লৌহশলাকা দাহিকাশক্তিহীন হইয়া পুনঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমন জীবত্ব নাশে মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কাজেই, মূল অগ্নির দিকে দৃষ্টি না করিয়া এবং অগ্নি যে জাগতিক মহাতেজের জ্বলন্ত বিকাশ তাহা বিচার না করিয়া, অগ্নিপ্রবিষ্ট জড় লৌহশলাকাকে স্বাধীনা দাহিকাশক্তি বলিয়া মনে করা যেমন অজ্ঞতা, পরমাত্মার বা সগুণ ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া এবং মূল নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার না করিয়া মনকে অনুভবশক্তি-রূপে অনুভব করা তেমন আত্মজ্ঞানহীনতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়।

এখানে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ভেদটি বুঝিয়া লও, নচেৎ সুষুপ্তির অবস্থাটি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে। আবার সুষুপ্তির অবস্থাটি বুঝিতে না পারিলে মনোনাশের অবস্থা ও তাহার ফল যে মোক্ষ, তাহা উপলব্ধি করা যাইবেক না। এ সময় কোন অজ্ঞপাঠক বলিবে যে, এ সব বুঝিয়া আমাদের কি হইবে? না বুঝিয়াই ত বেশ আছি। আমি বলি যে, তোমার "বেশ আছি" ক্রিড়াপ্রিয় ও ক্রীড়ামত্ত বালকের "বেশ আছি"-এর মত। বালকগণ যখন ক্রীড়ামত্ত থাকে তখন তাহার পিতা তাহাকে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে টানিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে লইয়া যান, তখন বালকও ত বলে, "বাবা, আমি বেশ ছিলাম, আমাকে কেন টানাটানি করিতেছেন।" অজ্ঞ পাঠক আবার বলিবে, "শ্রমজীবিগণের পুত্রগণ ত গুরু মহাশয়ের ধার ধারে না। তাহারা ত ক্রীড়াক্ষেত্রে বেশ থাকে।" আমি বলি, "তোমার ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের পুত্রগণের জীবনের মত দুঃখময় হইবে বলিয়াই ত তোমার পিতা তোমাকে গুরুমহাশয়ের নিকট ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া থাকেন। ক্রীড়ামত্ত থাকিয়া যদি তোমার একবারও মনে উদয় না হয় যে, "হায়, আমার বিদ্যা হইল না" তবে তোমার শ্রমজীবিগণের পুত্রগণের মত জীবন দুঃখময় হইবেক; আমার এ সব কথা বুঝিতে চেষ্টারও তোমার প্রয়োজন নাই। এই যে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মিত হইতেছে ইহাতে শ্রমজীবিগণের পুত্রগণের যেমন কোন বিদ্যা উপার্জ্জনের শক্তি নাই, উহারা নিদারুণ গ্রীষ্মে গুরুতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশ্রমের কর্ম্ম করিয়া থাকে, তুমি কি সেইরূপ অবস্থায় জীবনাতিপাত করিতে চাও? এই যে সংসারারণ্যে তুমি এত উদ্যম করতঃ "বন কাটিয়া বনে" রাখিতেছ, ইহাতে পরিণামে তোমার কি ফল দাঁড়াইবে, এ চিন্তা যদি তোমার ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়-ক্ষেত্রে উদিত না হয়, তোমার যদি বিবেক-গুরু এ জনমের তরে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া থাকেন, তবে আমার এ সব কথা বুঝিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। আর মাঝে মাঝে যদি তোমার বিবেক-গুরু মহাশয় রক্তচক্ষু হইয়া যষ্টি হস্তে তোমায় তাড়না করেন তবে তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিবে?

এক্ষণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের স্বরূপ-ভেদ বলা যাইতেছে। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, নির্ব্বিকারত্ব, নির্লিপ্তত্ব ইত্যাদি অভাবাত্মক বিশেষণরাশি দ্বারা ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে কি জড়ত্বের সংজ্ঞাভুক্ত করিয়াছেন? কখনই নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে অজ্ঞ পাঠক বলিবে, যাঁহার গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, বিকার বা ইচ্ছা নাই, কোন বিষয়ে আসক্তি নাই, অর্থাৎ কোন কার্য্যে ভালমন্দের তারতম্য, যাহা গুণের দ্বারাই সংসাধিত হয়,—সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের দ্বারা প্ররোচিত হয়, তাহা নাই, যাঁহার কোন ক্রিয়া নাই, যাঁহার কোন বিকার বা কোন কার্য্যে ইচ্ছা নাই, যাঁহার জাগতিক কোন ব্যাপারে বা জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে কোন আসক্তি বা সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে জড় বলিলে দোষ কি? আর যদি জড় না-ই বলি, তবু এতাদৃশ চৈতন্যদ্বারা মানব বা জীব বা জগতের কি প্রয়োজন? বা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে শাস্ত্রকারগণের তীব্র প্রয়াস, তাহাও ত ব্যর্থ হইয়া যায়।

অভাবাত্মক বিশেষণ দ্বারা বিশ্লেষিত হইলেও নির্গুণ ব্রহ্ম জড়ত্বজ্ঞাপক নহে।

এক্ষণ এই গুরুতর জটিল সমস্যার সমাধান করা যাইতেছে। দুইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, সব পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইবেক, মহা জটিল সমস্তার সুন্দর সমাধান হইবেক। একটি আম্র-বীজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। আম্রবীজটি যখন স্বীয় স্বরূপে বীজরূপে বিগুমান থাকে এবং ভবিষ্যৎ আম্রবৃক্ষের আধাররূপে বর্ত্তমান থাকে, তখন যেমন তাহার মধ্যে গুণের বিকাশ, ক্রিয়ার প্রকাশ, বিকার বা ইচ্ছার প্রভাব এবং বৃক্ষোৎপত্তির লিপ্ততা বা আসক্তি আছে এরূপ দেখা যায় না, বা বুঝা যায় না, এবং ভবিষ্যৎ আম্রবৃক্ষের যে সব গুণ, ক্রিয়া, ফল, পরিণতি রহিয়াছে, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, এরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ বৃক্ষের বর্দ্ধনোপযোগী, জীবনধারণোপযোগী ও ফলপ্রসবোপযোগী যে মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের সঙ্গে সর্ব্বদা ঘোর সংগ্রাম এবং যবক্ষারজান বায়ু শ্বাসদ্বারা সর্ব্বদা গ্রহণ ও উদ্‌জান বায়ু প্রশ্বাসদ্বারা সর্ব্বদা পরিত্যাগ, এসব ব্যাপারে, ক্রিয়ায় বা ইচ্ছায় যেমন তদ্বীজের সম্বন্ধ নাই এরূপ বোধ হয়, কিন্তু বীজই ঐ সব বৃক্ষের সংগ্রামের আধার বা অধিষ্ঠান, বীজ না থাকিলে যেমন বৃক্ষের ঐসব গুণ ও ক্রিয়ার শক্তি অন্য কোথাও হইতে আসিতে পারে না, এক কথায় বীজই যেমন ঐ বৃক্ষের গুণ ও ক্রিয়াশক্তির আধার বা অধিষ্ঠানরূপে বিগুমান থাকে এবং ঐ বীজ নির্গুণ হইয়া গুণের আধার, নিষ্ক্রিয় হইয়া ক্রিয়াশক্তির আধার, নির্ব্বিকার বা নিরিচ্ছ হইয়া ইচ্ছাশক্তির আধার, অধিষ্ঠান বা মূল কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং বৃহদাকার বৃক্ষ তদ্বীজ মধ্যে অব্যক্তাবস্থায় থাকে, তদ্রূপ বৃহৎ জগদ্‌বৃক্ষের জাগতিক বা মায়িক মহাসংগ্রামের সহিত উহার গুণ, ক্রিয়া, ইচ্ছা ও আসক্তির সঙ্গে তদ্বীজ, তদাধার বা তদধিষ্ঠান ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

বীজে যেমন বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া ও বিকারাদির লিপ্ততা থাকেনা, তদ্রূপ ব্রহ্মবীজে জগদ্‌বৃক্ষের গুণ, ক্রিয়া, বিকারাদির লিপ্ততা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণ দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া আবার যুক্তির দিকে আইস। সৃষ্ট ও স্রষ্টা সমধর্ম্মী, সমধর্ম্মাক্রান্ত ও সমলক্ষণযুক্ত হইতে পারে না, যেমন কুম্ভকার ও ঘট সমধর্ম্মী হইতে পারে না। স্রষ্টাকে সৃষ্টের ধর্ম্মাক্রান্ত বলিলে উহা অপসিদ্ধান্ত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়। সৃষ্ট জগতের গুণ, ক্রিয়া, ইচ্ছাশক্ত্যাদি সংগ্রাম ব্যাপার দেখিয়া স্রষ্টা ব্রহ্মকে তদ্ব্যাপারবান সাব্যস্ত করা ঘোর অপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। তাই গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা-সমন্বিত বিশ্বদর্শনে তদ্বীজ ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিরিচ্ছ সিদ্ধান্ত করা মহামনস্বী বৈদান্তিক দার্শনিক মহর্ষিগণের পক্ষে মহাসমীচীন হইয়াছে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম নির্গুণ বা গুণহীন, কিন্তু গুণের কর্ত্তা অর্থাৎ গুণ অনুমোদন করিয়া থাকেন। তিনি নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াহীন, কিন্তু ক্রিয়াশক্তির আধার বা অনুমোদনকর্ত্তা। তিনি নিরুপাধিক, উপাধিবর্জ্জিত, কিন্তু উপাধির অনুমোদক। তিনি নিজে অব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ও অনুমোদক। তিনি ক্রিয়াশীল নহেন, নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক ও আধার। সাধারণ ভাষায় তিনি কর্ম্মচারী নন, কর্ম্মচারী নিয়োগ-কর্ত্তা বা অনুমোদক যেমন ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী নিজে কর্ম্মচারীশ্রেণীভুক্ত নন, কিন্তু উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের নিয়োগকর্ত্তা; নিজে কোন রাজ-উপাধি গ্রহণ করেন না, কিন্তু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, অধিরাজ ও মিত্র রাজগণের প্রতি রাজ-উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম অব্যক্ত সত্তা, কিন্তু নিজে ব্যক্তি নন। ব্যক্তিই গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছার অধীন; অব্যক্ত সত্তা ঐসব ব্যাপারের অধীন হইতে পারেন না। তাঁহার সম্যক্ স্বাধীন হওয়া চাই, নচেৎ তাহার স্রষ্টত্ব সিদ্ধ হয় না, তাঁহাকে সৃষ্টের

কারণ, গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা সমন্বিত সৃষ্ট বিশ্ব হইতে তদ্বীজ ব্রহ্ম বিপরীত বিধর্ম্মী।

অব্যক্ত সত্তা নিজে ব্যক্তি নহেন, ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মাক্রান্ত বা লক্ষণাক্রান্ত সাব্যস্ত করিতে হয় এবং তাহা হইলে উহা অপসিদ্ধান্তরূপে বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়।

জাগতিক মহাতেজ আলোক-প্রকাশিনী, উত্তাপ-প্রদায়িনী ও রূপপ্রদর্শিনী অগ্নির আধার স্বরূপ হইলেও অব্যক্ত থাকে ও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

অপর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। এই যে জাগতিক মহাতেজ দেখিতেছ, যাহা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও অক্রিয় থাকিয়া জগতের প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমান আছে, যাহাতে অগ্নির আলোক-প্রকাশিনী, উত্তাপপ্রদায়িনী ও রূপপ্রদর্শিনী শক্তি-ত্রয়ের বিকাশ কিছুমাত্র দেখা যায় না, অথচ ঐসব শক্তিত্রয়ের আধার বা অধিষ্ঠানভূত হইয়া অব্যক্তরূপে বা নিগূঢ়রূপে জগদ্ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ঐ মহাতেজ যখন অগ্নিরূপে বিকশিত হয়, তখনই যেমন তাহার উল্লিখিত আগ্নেয় শক্তিত্রয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে আগ্নেয় শক্তিত্রয়ের গুণ বা ক্রিয়াদিতে যেমন ঐ মহাতেজ লিপ্ত নয় বা যে আধার হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় সেই আধার, বা মহাতেজ যেমন তদ্ধেতু হ্রাসবৃদ্ধি বা বিকার প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম যখন স্ব-সত্তায়, স্বাধিষ্ঠানে, অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত থাকেন, তখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার বা নিরিচ্ছ থাকেন; গুণ, ক্রিয়া, ইচ্ছা হইতে স্বাধীন থাকেন। কিন্তু যখন জগদ্রচনাকল্পে "একোহম্ বহুস্যাম" —আমি এক আছি বহু হইব বলিয়া স্বীয় কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাহাকে "আত্মমায়য়া" অর্থাৎ নিজের মায়াদ্বারা এরূপ শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রহ্ম হইতে গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তিত্রয় জগদ্রচনানুকূল হইয়া প্রকাশিত হয় এবং ঐ নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে শাস্ত্রকারগণকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিজের নির্গুণত্বের, নিষ্ক্রিয়ত্বের, নির্ব্বিকারত্বের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না; যেরূপ অগ্নিরূপে বিকশিত হইয়া উল্লিখিত আগ্নেয় শক্তিত্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইয়াও তদাধারস্থ মহাতেজ হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এই হেতু জগদ্রচনাকল্পে ব্রহ্মের কল্পনাশক্তিতে বা মায়াতে গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা রহিয়াছে। ব্রহ্মের স্বসত্তায়, অব্যক্তসত্তায়, মূলাধিষ্ঠানে, গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা বিদ্যমান নাই। এক কথায়, ব্রহ্ম সগুণের প্রকাশক হইয়াও বা সগুণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াও তাঁহার নির্গুণত্বের হ্রাস, বৃদ্ধি বা বৈলক্ষণ্য করেন না; যেমন জাগতিক মহাতেজ অগ্নিরূপে বিকশিত হইয়াও স্বীয় জগন্নিহিত সত্তার হ্রাসবৃদ্ধি করে না।

যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণত্বের প্রকাশক হইয়াও নির্গুণত্বের হ্রাসবৃদ্ধি করেন না।

(ক) নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনাশক্তির আশ্রয়।

এক্ষণ নির্ব্বিকার, নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। প্রতিপক্ষ বলিবে, কল্পনাশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্ব্বিকার কিরূপে হইবেক। দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—অগ্নি যেমন ইন্ধনযোগে ধূম্র উৎপন্ন করে এবং ঐ ধূম্রের অন্ধকারিণী বা মলিনাশক্তি ও আবরণীশক্তি দ্বারা যেমন স্বয়ং প্রকাশমান অগ্নি নিজেই অন্ধীকৃত, মলিন ও আবৃত হয়, কিন্তু তজ্জন্য তাহার অগ্নিত্ব তিরোহিত হয় না, তাহার স্বয়ং-প্রকাশমানত্ব বিলুপ্ত হয় না, পরন্তু নিমেষে স্বীয় মহাকারণ মহাতেজে লীন হইয়া নিজোৎপন্ন ধূম্র-রাশির আবরণ ও বিক্ষেপ হইতে অব্যাহতি পায় এবং ধূম্ররাশি যেমন বিকাশশীল অগ্নিকেই আবরণ, মলিন ও অন্ধীকৃত করিতে পারে, কিন্তু মহাতেজে লয়োন্মুখ অগ্নির অনুসরণ করিতে বা অনুসঙ্গী হইতে পারে না, বা মহাতেজের সীমা স্পর্শ করিতে পারে না, সীমান্ত হইতে

মহাতেজোরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীয় অব্যক্ত সত্তায় সমাসীন থাকিয়া অগ্নিরূপ সগুণ ব্রহ্মের আধাররূপে রহিয়াও অগ্ন্যুৎপন্ন ধূম্ররাশি-রূপ সগুণ ব্রহ্মোৎপন্ন গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছাদ্বারা লিপ্ত বা ক্রিয়ান্বিত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাবর্ত্তন করে, তদ্রূপ অগ্নিরূপ সগুণ ব্রহ্ম মহাতেজোরূপী নির্গুণ ব্রহ্মের জগদ্‌রচনাকল্পে, ইন্ধনরূপ কল্পনাশক্তি যোগে তাহা হইতে আবির্ভূত হইয়া তদুৎপন্ন ধূম্ররাশিরূপ গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছাদ্বারা সমন্বিত হন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সগুণ ব্রহ্মত্ব বিলুপ্ত হয় না, বা ঐ সগুণ ব্রহ্ম, মহাপ্রলয়ে বা জগদ্বিলয়ে যখন নির্গুণ ব্রহ্মে প্রয়াণ করে তখন তদুৎপন্ন ঐ ধূম্ররূপী গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা তাঁহার অনুসরণ করিতে বা অনুসঙ্গী হইতে পারে না, নির্গুণ ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এক্ষণ দেখ, মহাতেজোরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীয় অব্যক্ত সত্তায় সর্ব্বদা সমাসীন থাকিয়া, তদুৎপন্ন অগ্নিরূপ সগুণ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বা আধাররূপে বিদ্যমান থাকিয়া, অগ্ন্যুৎপন্ন ধূম্ররাশিরূপ সগুণ ব্রহ্মোৎপন্ন গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছাদ্বারা লিপ্ত বা ক্রিয়ান্বিত বা গুণান্বিত হন না।

আবার দেখ, মহাতেজ হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি দেখিতেছ, উহা কোন কারণ ব্যতীত সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। ধাতু, প্রস্তর বা কাষ্ঠাদির স্বীয় স্বীয় জাতি মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ ব্যতীত বা অন্য কোনরূপে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভিন্ন ঐ সব পদার্থনিহিত মহাতেজ হইতে অগ্নির উৎপত্তি অসম্ভব। যদি কোনরূপ কারণ ব্যতীত মহাতেজ হইতে স্বভাবতঃ অগ্নির উৎপত্তি সম্ভব হইত, তবে জগদ্ব্যাপী সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্বলিত দৃষ্ট হইত। তাহা যখন দৃষ্ট হয় না, তখন মহাতেজ হইতে অগ্নির উৎপত্তি কারণ-বিশেষের সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্মের যে উৎপত্তি বা প্রাদুর্ভাব, তাহাও বিনা কারণে সম্ভব নয়। সেই কারণটি কি, তাহার তথ্য নির্ণয় না করিতে পারিলেই বা সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হইবেক কেন? এই কারণটিই বেদোক্ত "একোহম্ বহুস্যাম"—"এক আছি, বহু হইব"

নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণের যে উৎপত্তি, কল্পনাশ্রয়রূপ কারণ তাহার হেতু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের জগদ্‌রচনাকল্পে স্বীয় কল্পনাশক্তি বা মায়ার আশ্রয় গ্রহণ। অন্যথা, নির্গুণ হইতে সগুণের প্রকাশ অসম্ভব।

জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ না থাকিলেও ক্রিয়াশক্তি কার্য্যকরী হয় না।

আবার দেখ, জ্ঞান না থাকিলে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা না থাকিলে ক্রিয়া হয় না। প্রস্তরের জ্ঞান নাই বলিয়া ইচ্ছার উদ্রেক নাই, আবার ইচ্ছা নাই বলিয়া ক্রিয়াশক্তিও নাই। জ্ঞান নাই অথচ ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা নাই অথচ ক্রিয়া আছে, এমন হইতে পারে না। জড়শক্তি ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু উহার পশ্চাতে জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ না থাকিলে হয় না। যেমন মোটর গাড়ী জ্ঞানশক্তিশালী চালকের সাহায্য অপেক্ষা করে। পক্ষান্তরে, জ্ঞানশক্তি আছে কিন্তু ইচ্ছাশক্তি নাই বা তদ্ধেতু ক্রিয়াশক্তি নাই, এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নয়। তবে জ্ঞানশক্তি থাকিলেও তদুৎপন্ন ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির ব্যবহার করা বা না করা ঐ জ্ঞানশক্তির আয়ত্তে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও জ্ঞানশক্তি তদীয় আনুষঙ্গিক ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি দ্বয় বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের উচিত ব্যবহার কেন করিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। যেমন মেধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, পরিশ্রম-শক্তি বিদ্যমান থাকিতে কোন ব্যক্তির মূর্খতা প্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

(খ) ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তা-স্বরূপ, গুণসত্তা-স্বরূপ নহেন।

নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুটি কি? উহা ত জ্ঞানসত্তা বই আর কিছু নয়। জ্ঞানসত্তা-স্বরূপের ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি নাই, ইহা অপসিদ্ধান্ত, তবে তিনি ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি ব্যবহার না করিতে পারেন। অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাহিকাশক্তি, আলো-বিকিরণ শক্তি ও রূপপ্রকাশিনী শক্তি রহিয়াছে বা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু যে জাগতিক মহাতেজ হইতে অগ্নির বিকাশ, তাহাতে কি ঐ শক্তিত্রয় বিদ্যমান নাই? নিশ্চয় আছে, বরং ঐ শক্তিত্রয়ের মূলাধার বা মূলাধিষ্ঠান রূপে ঐ মহাতেজই চির-বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে অব্যক্তাবস্থায় থাকার জন্য উল্লিখিত শক্তিত্রয় অগ্নির শক্তি বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয় মাত্র। আবার দেখ, অগ্নির বিকাশ এবং তাহার শক্তিত্রয়ের আবির্ভাব চিরস্থির নয়, কিছুক্ষণ বিকশিত থাকিয়া পুনঃ অব্যক্ত মহাতেজে লীন হইয়া যায়, আবার আবির্ভূত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং শক্তি প্রদর্শন করে। সেইরূপ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই শক্তিত্রয়ের মূলাধার বা মূলাধিষ্ঠানরূপে নিগুর্ণ ব্রহ্মই চিরবিদ্যমান আছেন; কিন্তু তিনি অব্যক্ত থাকিয়া ঐ শক্তিত্রয়ের ব্যবহার করেন না মাত্র, সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের সুব্যবহার করেন। আবার পক্ষান্তরে মহাতেজ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইলেও যেমন মহা তেজাধার তেজোহীন হয় না, আধারস্থ মহাতেজ সমভাবে বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ নিগুর্ণ ব্রহ্ম ব্যক্ত হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেও এবং শক্তিত্রয়ের সুব্যবহার করিতে থাকিলেও তাহার চিরনিগুর্ণত্ব বা চিরাব্যক্তাবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। "এই নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়, নিরিচ্ছ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি?" ইত্যাদি অজ্ঞজনোচিত উক্তির প্রবোধ ও সন্দেহ ভঞ্জন বোধ হয় এই হইল।

নিগুর্ণব্রহ্ম জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ের মূলাধাররূপে বিদ্যমান থাকিয়াও উহার ব্যবহার করেন না, সগুণ ব্রহ্মে উহাদের প্রকট হয়।

(গ) ব্রহ্ম এক, কি দুই ?

এক্ষণ অজ্ঞ পাঠক জিজ্ঞাসা করিবে যে, ব্রহ্ম এক, কি দুই; সগুণও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ ভেদে দুই বলিবার তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্ম একই, দুই নন, বস্তুটি এক কিন্তু অবস্থা দ্বিবিধ বলিয়া দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, আর কিছু নয়। ব্যক্তাবস্থায় সগুণরূপে এবং অব্যক্তাবস্থায় নির্গুণরূপে একই ব্রহ্ম পরিকীর্ত্তিত হন, যেমন জাগতিক মহাতেজ ও অগ্নি একই; অব্যক্তাবস্থায় তেজ এবং ব্যক্তাবস্থায় অগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হয়। একই বস্তু তেজোরূপে নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রভ, নিরূপ, কিন্তু অগ্নিরূপে ক্রিয়াশীল, প্রভান্বিত ও রূপবিশিষ্ট হয়। অগ্নির দাহিকাশক্তিই উহার ক্রিয়াশক্তি রূপে বিদ্যমান আছে, জানিবে।

এক ব্রহ্মই অব্যক্তাবস্থায় নির্গুণ ও ব্যক্তাবস্থায় সগুণরূপে পরিকীর্ত্তিত হন।

এতাদৃশ উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের আধারকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিরিচ্ছ বলিয়া ব্যাখ্যা করায় অজ্ঞজনের সমক্ষেই মাত্র সম্যক্ অসার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ এরূপ কেন করিলেন? কিন্তু জ্ঞানী জনের পক্ষে ঠিক সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অব্যক্তাবস্থার স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া উহাকে নির্গুণ বলা উচিতই হইয়াছে, অন্ততঃ ভাষাগত ঠিক হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। "ফলবান বৃক্ষ" কথাটি ভাষাগত ঠিক, কিন্তু "ফলবান বীজ" ইহা ভাষাগত ঠিক নয়, কেহ এরূপ বলে না। কেন বলে না? যেহেতু বীজে ফল দৃষ্ট হয় না, বৃক্ষেই মাত্র দৃষ্ট হয়, যদিও বাস্তবিক বৃক্ষের ফলরাশি মহাক্ষুদ্র বীজেই গুপ্তভাবে, সূক্ষ্মভাবে ও অদৃশ্যভাবে নিশ্চয় নিহিত রহিয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মের অব্যক্তাবস্থায় গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছার বিকাশ না থাকায় ঐ সব শক্তির আধারভূত ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার অর্থাৎ নিরিচ্ছরূপে শাস্ত্রকারগণ পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ কর। যে যেই বস্তুর বা গুণের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে কেহই "তদ্বান"

গুণের স্রষ্টাকে গুণবান বলা সমীচীন নয়—তিনি নির্গুণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে না, বা বলা উচিত নয়; যে যেই বস্তু প্রাপ্ত হয় তাহাকে সেই বস্তুতে "তদ্বান" বলে,—যেমন ধনবান, রূপবান, গুণবান, পুত্রবান ইত্যাদি। ধন, রূপ, গুণ ও পুত্রাদি মানবের প্রাপ্ত বস্তু, সৃষ্ট বস্তু নয়। মানবের উহাদিগকে সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। পিতা পুত্র সৃষ্টি করে না, উৎপন্ন করে। মানব স্বীয় রূপগুণ সৃষ্টি করিতে পারে না, উহা প্রাপ্ত ও বিকাশ-কৃত মাত্র; ধন সৃষ্টি করিতে পারে না, উহা নির্ম্মিত ও প্রাপ্ত বস্তু মাত্র। সৃষ্টি, উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকাশ, নির্ম্মাণ, সংগ্রহ এ সকল পর্য্যায় শব্দ নহে, প্রত্যেকটির মধ্যে বিষম পার্থক্য রহিয়াছে। অজ্ঞ পাঠকের জন্য শব্দ কয়টির অর্থ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করা, সহজ ভাষায় "কিছু নয় হইতে" "কিছুতে" আনয়ন করা, অর্থাৎ কোনরূপ মূলোপাদান নাই, এমতাবস্থায় কোন বস্তুকে বিদ্যমানশীল করা বা বস্তুরূপে আনয়ন করা—যেমন বিনা উপাদানে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ একই বলিয়া শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। [সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ] উৎপত্তি শব্দের অর্থ মূলোপাদানযুক্ত কোন কিছুকে কিছুতে আনয়ন করা—যেমন পুত্রোৎপত্তি, শুক্রশোণিতরূপ মূলোপাদানকে পুত্ররূপে, ব্যক্তিরূপে, দেহরূপে বিদ্যমানশীল করা। কিন্তু ইহা কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণ নয়, যেহেতু কুম্ভকার ঘটের গঠন বিধানে সমর্থ। কিন্তু পিতা পুত্রের শারীরিক ঘটনাদির বিষয়ে সম্যক্ অক্ষম। মূলোপাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধিকেই 'বিকাশ' বলে। মূলোপাদানকে স্বেচ্ছামত অবয়ব-বিশেষে গঠিত করাই 'নির্ম্মাণ' শব্দবাচক, যেমন কুম্ভকার তাহার স্বেচ্ছামত ঘট গঠন করে। 'সংগ্রহ' অর্থ মূলোপাদান-যুক্ত প্রস্তুত বস্তু লাভ।

যে যে বস্তু বা গুণ সৃষ্টি করে সে তাহাতে তদ্বান হয় না, উহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগকর্ত্তাকেই 'তদ্বান' বলা যায়। রাজা প্রজার ব্যবহারের জন্য স্বকীয় মুদ্রা-নির্ম্মাণ-ভবনে (টাকশালে) যেসব মুদ্রা বা ধন নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে তাঁহাকে ধনবান বলা যায় না, যেহেতু উহা তাঁহার স্বকীয় ব্যবহারের জন্য নয়, পরকীয় অর্থাৎ প্রজার ব্যবহারের জন্য হইয়াছে। ব্রহ্ম গুণের, ক্রিয়ার ও ইচ্ছার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তত্তৎ শক্তিতে 'তদ্বান' নহেন। যিনি শক্তি প্রাপ্ত হন তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া ভাষাগত শব্দে অভিহিত করা হয়। শক্তির সৃষ্টিকর্ত্তাকে শক্তিমান বলা হয় না। যদি সেরূপ বল, তবে বিচার ও সিদ্ধান্ত দোষ হয়, যেহেতু পরানুগ্রহপ্রদত্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়া এক ব্যক্তি "শক্তিমান" বিশেষণে বিশেষিত হইল, আবার সেই শক্তির প্রদাতাকেও যদি "শক্তিমান" বিশেষণেই বিশেষিত কর তবে উভয়কে সমপদবীভুক্ত করা হয়, ইহা কদাপি সমীচীন সিদ্ধান্ত নয়। সম্রাট্ স্বীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষ অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারিগণ ও স্বীয় অধীন অধিরাজগণকে যেসব উপাধি ও শক্তি প্রদান করেন, স্বয়ং সে সব উপাধি গ্রহণ এবং শক্তি সঞ্চালন করতঃ সেই সব উপাধিতে ভূষিত হন না বা শক্তিতে শক্তিমান হন না। অথচ সম্রাট্ সর্ব্বোপাধির মূলাধার, সর্ব্বশক্তির মূলাধিষ্ঠান। এইরূপ ব্রহ্মকে গুণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিগুর্ণ এবং ক্রিয়াশক্তির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিষ্ক্রিয় বলে। শক্তি ও গুণের ভোক্তাকে শক্তিমান ও গুণবান্ বলে, উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে শক্তিমান বা গুণবান বলে না। তাই বলিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মে কিছুই নাই এতাদৃশ ধারণাবিষ্ট হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিকর্ত্তাকে তদীয় সৃজিত ধনে বা শক্তিতে ধনবান বা শক্তিমান বলা উচিত নয়।

কেনোপনিষদ যে ব্রহ্মের শক্তিমত্তা ও গুণবত্তা বর্ণন করেন নাই, কিন্তু শক্তি ও গুণের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদুল্লিখিত অতিসংক্ষিপ্ত একটি আখ্যায়িকায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। দেববৃন্দ দেবাসুর যুদ্ধে জয় লাভ করতঃ অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিলে ব্রহ্ম আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। বায়ু ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ও কি শক্তিতে শক্তিমান ?" বায়ু বলিলেন, "আমি বায়ু, স্বীয় শক্তিতে জগৎ বিধ্বস্ত করিতে পারি।" ব্রহ্ম বলিলেন, "এই তৃণ গাছটিকে ইহার স্থান হইতে দূরীভূত কর দেখি।" বায়ু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণগাছটিকে তৎ-স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। তখন হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে অগ্নি ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম বলিলেন, "তুমি কি শক্তিতে শক্তিমান।" অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি, আমি জগদ্দগ্ধ করিতে পারি।" ব্রহ্ম বলিলেন, "এই তৃণগাছটিকে দগ্ধ কর।" অগ্নি তাঁহার সমস্ত দাহিকাশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণগাছটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ দেবী উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ? ইঁহাকে ত চিনিতে পারিলাম না। কি জন্যই বা আমরা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইলাম ?" তখন দেবী উমা বলিলেন, "ইনি ব্রহ্ম, তোমাদের কিছুমাত্র স্বীয় শক্তি নাই, ঐসব শক্তি ব্রহ্ম-সৃজিত ও ব্রহ্ম-প্রদত্ত মাত্র। তোমরা যে অসুরবিজয়ে বৃথা গর্ব্বিত হইয়াছিলে, ব্রহ্মসৃজিত ও ব্রহ্মপ্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উহাদিগকে স্বীয় স্বীয় শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তোমাদের সেই বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে এবং মিথ্যা সন্দেহ দূরীভূত করিতেই ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" এই বিশ্ব মধ্যে যত গুণ আছে সকলই যাঁহার সৃষ্টি, যত রূপ আছে

কেনোপনিষদ ব্রহ্মকে শক্তিমান ও গুণবান বর্ণন করেন নাই, শক্তি ও গুণের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলই যাঁহার সৃষ্টি, যত শক্তি আছে সকলই যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহাকে গুণবান, রূপবান ও শক্তিমান কিরূপে বলিবে ? এক কথায়, সৃষ্ট বস্তুর সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার তাদাত্ম্যসম্বন্ধ সংস্থাপন করার সিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই।

(ঘ) ব্রহ্ম সত্য-সঙ্কল্প, কাম-সঙ্কল্প নহেন।

ব্রহ্ম নিজে নির্গুণ হইয়া গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন; নিজে নিরিচ্ছ হইয়া ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন; নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়া ক্রিয়াশক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই যে গুণক্রিয়াইচ্ছাশক্তি, ইহা তাঁহার আদি জ্ঞানসত্তা হইতে সৃজিত। যেহেতু গুণ, ক্রিয়া ও ইচ্ছা জ্ঞান না থাকিলে সৃষ্ট হইতে পারে না। এজন্য পরম জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, কিন্তু কখনও "নির্জ্ঞান" বলেন নাই। জ্ঞানসত্তা হইতেই ঐসব গুণ ও শক্তি সৃষ্ট হয়। জ্ঞানসত্তারূপী নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেই যাবতীয় গুণ ও শক্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং স্বীয় স্বীয় গুণের বা শক্তির অনুরূপ ক্রিয়াতে নিযুক্ত হইতেছে। এক্ষণ এতাদৃশ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার কল্পনাশক্তিযোগে জগৎ সৃষ্টি সম্ভাবিত হইল যদিও কল্পনা শক্তিযোগে সৃষ্ট বলিয়া জগৎ মায়িক সৃষ্টি বা ইন্দ্রজালরূপে শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার দেখ, এই যে কল্পনাশক্তি বা সঙ্কল্প, উহা সাধারণ মানবের ভোগার্থে কৃত হয় বা ভোগবিষয়ে চালিত বা ধাবিত হয়, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের যে কল্পনা বা সঙ্কল্প, উহা ভোগের জন্য কৃত বা চালিত বা ধাবিত হয় না, উহা ভোগ সৃষ্টি ও প্রদানের জন্য হইয়া থাকে; এক কথায় নির্গুণ ব্রহ্ম, ভোগস্রষ্টা, ভোগ-প্রদাতা, আর মানব বা জীব ভোগ-গৃহীতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ-লোলুপ ও ভোগ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। এজন্য ব্রহ্মকে দার্শনিক ঋষিগণ "সত্যসঙ্কল্প" রূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং "কাম-সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত" বলিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ মানব কাম-সঙ্কল্প ও ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্প, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভোগপ্রাপ্তির জন্য যে ভোগের সঙ্কল্প, উহাই কামসঙ্কল্প, আর ভোগ সৃষ্টির জন্য এবং তাহা প্রদানের জন্য যে সঙ্কল্প উহাই সত্যসঙ্কল্প জানিবে। এতাদৃশ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মকে—যিনি ভোগ করেন না, যাঁহার ভোগের স্পৃহা নাই,—তাঁহাকে নির্গুণ ও নিরিচ্ছ বলাই ত উচিত, তাঁহাকে ত গুণবান বা গুণবিশিষ্ট বলা উচিত নয়, যেহেতু গুণের কার্য্যই হইল ভোগ। ভোগের স্পৃহা যাঁহার নাই তিনিই ত নির্গুণ ও নিরিচ্ছ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম ভোগস্রষ্টা—সত্যসঙ্কল্প, মানব ভোগগৃহীতা—কাম-সঙ্কল্প।

এক্ষণ অজ্ঞ পাঠক আবার বলিবে যে, "ব্রহ্মের যে ভোগের স্পৃহা নাই," একথা কে বলিল, কে দেখিয়াছে? ভোগের যে স্রষ্টা ও দাতা, তাহার আবার কি ভোগের ইচ্ছা থাকিতে পারে? সত্যসঙ্কল্প মাত্রই যিনি জগতের ভোগরাশি সৃষ্টি করিতে ও দান করিতে পারেন, তাঁহার কিরূপে ভোগের ইচ্ছা থাকিতে পারে? বিশ্ব-রমণীর পিতার বিশ্বে বা বিশ্বের ভোগে আসক্তি থাকিতে পারে না। যে ভোগ পায় না তাহারই ভোগে আসক্তি হয়, যে সঙ্কল্প মাত্রেই ভোগ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার ভোগে আসক্তি থাকিবে কেন। এজন্য জগৎপিতা ব্রহ্মের জগদাসক্তি থাকিতে পারে না। একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেদিন তোমার ভবনে বহু লোকের ভোজনের আয়োজন কর, সেই দিন কি তোমার নিমন্ত্রিতগণের অগ্রে সার বস্তুনিচয় ভোগ করার ইচ্ছা হয়? কখনই নয়। এক্ষণ দেখ, নির্গুণ ব্রহ্মকে 'সত্যসঙ্কল্প' না বলিলে তাঁহার সগুণ ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধান্ত হয় না, কল্পনা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্পরহিতের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হয়। তবে বলিবে, বেদান্ত যে 'মায়া-রচিত জগৎ' বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মকে সৃষ্টি-কর্তৃত্ব হইতে দূরে রাখিয়াছেন, ইহার কারণ কি? মায়া বস্তুটা কি? উহাও ত কল্পনা বা সঙ্কল্প বই আর কিছু নয়। ব্রহ্মের কল্পনা হইতে জগদ্‌রচিত হইয়াছে, ব্রহ্ম হইতে হয় নাই, ইহার অর্থ কি? যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র, পুষ্প, ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্‌বীজ হইতে হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে বৃক্ষ হইতেই পত্র, পুষ্প, ফলের উৎপত্তি-স্বীকার সমীচীন সিদ্ধান্ত; বীজ হইতে উহাদের উৎপত্তি অসিদ্ধান্ত, যদিও বীজ, পত্র, পুষ্প ও ফল সৃষ্টির মূলীভূত কারণ এবং উহাদের সৃষ্টিকর্তৃত্বসম্বন্ধে বীজকে দূরে রাখা হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মাবস্থাই চিরবিশ্রান্তি।

এই যে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা, ইহাই হইল জীবের চিরবিশ্রামের স্থান। এই অব্যক্ত জ্ঞানসত্তারূপী নির্গুণ আত্মায় যে চিরসমাহিত ও লীন হওয়া, ইহাই হইল মানবের বা জীবের পরম বা চরম প্রাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও চরিতার্থতা। তাই মৌলনা রুম্ সমস্ত ব্রেজকে যখন জনৈক পথিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার ধর্ম্ম কি?" তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "অব্যক্তে লীন হওয়াই আমার ধর্ম্ম।" এই নির্গুণ পরমাত্মায় যে জীবের চিরসমাধি, ইহাই হইল মানবজীবনের পরাগতি ও পরামুক্তি। [তুরস্কের রাজধানী বর্ত্তমান কনষ্টাণ্টিনোপল ও প্রাচীন রাজধানী রুম ছিল। ঐ মহানগরীতে সমস্ত ব্রেজ নামে মহাজ্ঞানী সুফী-ধর্ম্মাবলম্বী এক ফকীর ছিলেন। উঁহারা পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং হিন্দুর উপনিষদের "অহং ব্রহ্মাস্মি",—"আমিই ব্রহ্ম"—ইহার প্রতিধ্বনি "আনলহক্"—আমিই খোদা" এরূপ করিতেন।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠক ! এই যে "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞান বা আত্মবোধ এবং নির্গুর্ণ অব্যক্তে লীন হওয়ার ধর্ম্মের মর্ম্মাবগতি, ইহাই হইল তোমার পরম পুরুষার্থ, পরম বা চরম লাভ। ইহা হইতে অধিকতর লাভের লক্ষ্য মানবজীবনে আর নাই। ভগবদ্গীতায় "যং লব্ধা চাপরং লাভং" ইত্যাদি তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যই হইতেছে জীবের পরম প্রাপ্তি, যাহা লাভ করিলে অধিকতর লাভের জন্য আর মানবের অধীরতা থাকে না, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মানবের ইচ্ছা হয় না। উক্ত গীতায় "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামং পরমং মম"—"যেখানে উপস্থিত হইলে আর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার ধাম"—বলিয়া যে স্থানকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা এই নির্গুর্ণ আত্মা বা ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপাবস্থান বই আর কিছু নয়।

জ্ঞানসত্তারূপী, সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্মে চিরসমাহিত ও লীন হওয়াই মানবের চরম প্রাপ্তি।

এখানে অজ্ঞ পাঠক মনে করিও না যে, একটি চির সুখভোগের চন্দ্রলোকের মত কোথাও স্থান আছে। উহা পৌরাণিকের স্বকপোল-কল্পনামাত্র। এই নির্গুর্ণ, অব্যক্ত সত্তার প্রকৃষ্ট উপলব্ধি এবং তাহাতে বিষয়াদি হইতে উপরত হইয়া যে চিরসমাধান, ইহাই মানবের চরমগতি জানিবে। অগ্নি যেমন তদীয় দাহিকাশক্তি, আলোকবিকিরণী শক্তি ও রূপপ্রকাশিনী শক্তিসহ তদুত্থিত ধূম্ররাশির আবরণী, বিক্ষেপণী, অন্ধকারিণী ও মালিন্য প্রভৃতি শক্তির উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ তদাধার ও তদাধিষ্ঠান মহাতেজে লীন হইয়া বিশ্রান্তিলাভ করে, জীব বা মানবও তেমন এই সগুণ ব্রহ্মের রাজ্য, যাহা মায়া-ধূম্রের আবরণী ও বিক্ষেপনীশক্তিদ্বারা সদা প্রতিহত এবং সত্ত্ব, রজঃ, তম, গুণত্রয়

চন্দ্রলোকাদি পৌরাণিক কল্পনা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সদা ঘাতপ্রতিঘাতিত সেই জগৎ হইতে নিক্রান্ত হইয়া সেই নিগুণ, গুণাতীত ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া যায় এবং চিরবিশ্রান্তি লাভ করতঃ পরাগতি ও পরামুক্তি লাভ করে।

এই যে জীব বা মানব সদা সগুণ রাজ্যে ঘোর বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত পদানত ও উৎপীড়িত হইতেছে, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও রোগাদি দ্বারা সদা নিষ্পেষিত হইতেছে, যদি উহাদের জন্য শান্তিরাজ্য, সত্যরাজ্য, নির্গুণ রাজ্য লক্ষ্যীভূত না থাকিত, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের চিরাধিষ্ঠান অব্যক্তাবস্থা লাভের চেষ্টা ও লক্ষ্য না থাকিত, তবে উহাদের জীবনদুঃখ দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। সকল জীব বা মানবের পক্ষেই কিন্তু একবারেই, এজীবনে, এজন্মে নির্গুণ সত্তায় লীন হওয়া সম্ভব নয়। তবু ঐ শান্তিধামের দিকে সকলেই লক্ষ্য রাখিয়া জীবনপথে চলিতেছে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিদ্যার্থীই একই বৎসরে সমভাবে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না; কেহ পারিবে, কেহ অকৃতকার্য্য হইবে, কেহ ততদূর উত্থানেরই অযোগ্য হইয়া রহিবে। কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীস্থ বিদ্যার্থীও আশায় বক্ষ বান্ধিয়া, একদিন সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া রহিয়াছে।

মানবজীবনে এই অব্যক্তাবস্থার চিরশান্তি লক্ষীভূত বলিয়াই জীবনদুঃখ লঘু হইতেছে।

এই নির্গুণ ব্রহ্মরাজ্যই, শান্তিরাজ্য ও সত্যরাজ্য। সগুণ রাজ্যের মহাশোচনীয় ও দুঃখময় অবস্থা দর্শনে ইহাকে মহামতি বুদ্ধদেব-কথিত 'দাবদাহ' বোধে পরিত্যাগ করতঃ ইহা হইতে দ্রুত গতিতে নিক্রান্ত হওয়া উচিত। এইক্ষণ সুষুপ্তির আদর্শ লইয়া এই নির্গুণ রাজ্য দর্শন, নির্গুণ অবস্থা উপভোগ এবং তাহার অব্যক্ত সত্তায় লীন হওয়ার মহিমা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। প্রত্যহই এই

সুষুপ্তির আদর্শে এই অব্যক্ত সত্তায় লীন হইতে সমাধিযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধন করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুপ্তিরাজ্য বা শান্তিরাজ্য মানবের বা জীবের দর্শন হয়। ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অনেকক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করে না এবং কোন্ দিন কতক্ষণ স্থায়ী হইবে, তাহা মানবের বা জীবের জ্ঞাত হওয়ার বা স্থিরীকৃত করার সাধ্য নাই। তাই সমাধি-যোগের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গুণ আত্মায় চিরসমাহিত হওয়ার জন্য যোগ-দর্শনের মহর্ষিগণ অষ্টাঙ্গ যোগ-ক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই যে সুষুপ্ত্যাবস্থার আদর্শে সমাধিযোগের অভ্যাস করতঃ নির্গুণ আত্মায় চিরসমাহিত হওয়ার আভাস উপরে বলা হইল এবং ঐ নির্গুণ অব্যক্তাবস্থায় চিরতরে লীন হইয়া মানবের চিরবিশ্রান্তি লাভ করতঃ পরাগতি ও পরামুক্তি প্রাপ্তির কথা হইল, ইহা ব্যতীত মানবের জ্ঞানযোগ সাধন পূর্ব্বক এই গতি-মুক্তি-প্রাপ্তিরও সুপ্রশস্ত বা সুগম পথ রহিয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনে যেমন দেহের বল, মনের বল, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বলের প্রয়োজন, তেমন এই জ্ঞান-যোগেও মনের বল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহসামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। অধিকন্তু, উহাতে তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন হওয়া চাই। বিচার শক্তিতে শক্তিমান, স্বাধীন চিন্তাশীল এবং ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নশীল হওয়া চাই। পূর্ব্বে জ্ঞানবিচারবলে মনোনাশের ব্যবস্থা করা গিয়াছে।

মায়াবাদে বিবর্ত্তবাদ।

বীজ যেমন বৃক্ষরূপে বিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মও তেমন জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন, এরূপ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। ইদানীং মায়াবাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবর্ত্তবাদ বিবৃত করা যাইতেছে। মায়াবাদের প্রধান যৌক্তিক দৃষ্টান্ত রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, মরুভূমিতে জলভ্রান্তি, শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, স্থাণুতে ভূতভ্রান্তি, আকাশে নীলিমাভ্রান্তি ইত্যাদি। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রান্তি হয়, মরুভূমিতে যেমন মিথ্যা জলভ্রান্তি হয়, অর্থাৎ মরীচিকা দৃষ্ট হয়, শুক্তিতে যেমন রজতভ্রান্তি হয়, স্থাণুতে অর্থাৎ বৃক্ষের কাণ্ডে যেমন ভূতভ্রান্তি হয়, আকাশে যেমন নীলিমা দৃষ্ট হয়, এসব যেমন মিথ্যা দর্শন মাত্র, উহাতে যেমন মৌলিক অস্তিত্ব নাই, এ জগৎ তেমনই মিথ্যা দৃষ্ট হইতেছে, এ জগতের মৌলিক অস্তিত্ব নাই, ইহা গন্ধর্ব্ব-নগরবৎ দৃষ্ট হইতেছে মাত্র। ইহা মিথ্যা মনোৎপন্ন, ভ্রান্তিময়, ভ্রান্তিরূপ উপাদানেই গঠিত, ভ্রান্ত্যুৎপত্তি-স্বভাববিশিষ্ট, ভ্রান্তিপ্রসূন, এই ভ্রান্তি কৌতুক-প্রবণ মনই এই মিথ্যা ইন্দ্রজালরূপী জগৎকে স্বীয় মিথ্যা প্রতীতি দ্বারা সত্যবৎ দেখিতেছে ও দেখাইতেছে। এই জীবজগৎ স্বপ্ন-রাজ্যবৎ অলীক। ইহাতে মৌলিক অস্তিত্ব কিছুমাত্র নাই। পাঠক! এখানে বিশেষ অনুধাবন ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই কথাগুলি ধারণা করিতে থাকিবেক। এই যে ইন্দ্রজালবৎ জগৎ দেখিতেছ ইহা ভ্রান্তিময়, মনঃকল্পিত, মনই উহার স্বীয় মিথ্যা কল্পনাবলে স্রষ্টা, মনই উহার দ্রষ্টা এবং মনঃকল্পিত জগদ্বাসিগণ উহার মিথ্যা সন্তানসন্ততি মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় যেই মন স্বীয় মিথ্যা কল্পনাবলে অসংখ্য স্বাপ্নিক দৃশ্য ও মূর্ত্তি সৃষ্টি করে, সেই মনই উহাদের দ্রষ্টা, মনই উহাদের লইয়া আনন্দ উপভোগ করে, আবার কখন কখন ভীত, চকিত, ত্রাসিত হইয়া পলায়মান হয়, উহাদের উৎপীড়নে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, ঠিক যেমন পুত্র মহাদুঃশীল ও দুর্ব্বৃত্ত হইলে পিতার অবস্থা ঘটে; আবার সুশীল, সুবোধ হইলে পিতার

এই জীবজগৎ স্বপ্ন-রাজ্যবৎ অলীক। মনই উহার স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, আবার ঐ মনই উহাতে ভীত, চকিত, ত্রাসিত বা আনন্দিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ হয়। স্বপ্নাবস্থায় মনঃকল্পিত দৃশ্যরাজি ও মূর্ত্ত্যাদি যেমন ক্ষণিক স্থিতিশীল, কিছুক্ষণ পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, এই ভ্রান্তদৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতিভাত পরিদৃশ্যমান মিথ্যা নামরূপাত্মক জগৎ ও তদ্বাসিগণও তদ্রূপ ক্ষণিক স্থিতিশীল ও দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মনোনাশের ব্যবস্থা।

জ্ঞানবলে মনের ভ্রান্ত্যাস্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিকত্ব বুঝিতে পারিলেই মনোৎপন্ন সুখদুঃখাদি তিরোহিত হয় এবং মনোনাশেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

এক্ষণ জ্ঞানবলে মনোনাশের ব্যবস্থাটি কি, তাহা শুন। মানবের বা জীবের কোন রজ্জুতে যখন সর্পভ্রান্তি জন্মে, তখন যেমন সে ভীত, চকিত, ত্রাসিত হইয়া প্রহারোদ্যত হয় এবং লগুড়াঘাতে ঐ মিথ্যা ভ্রান্ত সর্পকে নিহত করিতে সচেষ্ট হয় এবং তদ্ধেতু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া বিষম চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত করে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝিতে পারে যে, এই সর্প মিথ্যা, তাহারই স্বীয় মনের ভ্রান্তিবশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাকে নিহত করার চেষ্টা এবং ইহা কর্ত্তৃক দংশিত বা নিহত হইবার আশঙ্কা বৃথা, তখন সে সুস্থতা ও শান্তিলাভ করে এবং ঐ ভ্রান্ত সর্পকে হননের যে প্রয়োজন আছে, তাহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে না; তেমনই যখন জ্ঞানবলে মানব স্বীয় মনের ভ্রান্ত্যস্তিত্ব, ভ্রান্তিপ্রসূনত্ব, ভ্রমকৌতুকত্ব, ভ্রান্তিপ্রবণত্ব, মিথ্যা ঐন্দ্রজালিকত্ব ধরিতে পারে বা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারে, তখন ঐ মিথ্যাস্তিত্বশীল মনকে নাশ করার আর প্রয়োজন স্বীকার করে না, উহার নাশের যে ব্যবস্থা যোগ-দর্শনে আছে, উহা গ্রহণ করিতে চায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে মনের মিথ্যাত্ব অনুভব করা মন-সুতগণের পক্ষে সুকঠিন সন্দেহ নাই। এই জগৎ মনঃকল্পিত দৃশ্যরাজিমাত্র ও জগজ্জীবগণ মনঃসুত মাত্র। মানব বা জীব যদি বুঝিতে পারে যে, সে মিথ্যা মনোৎপন্ন মিথ্যাস্তিত্ব মাত্র, তবেই সে স্বীয় পিতা মিথ্যা মনের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিয়া তন্নাশে নিবৃত্ত হয় এবং উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া সুস্থতা ও শান্তিলাভ করে। মানবের যত চিত্তবিক্ষোভ, অশান্তি, ত্রাস, ভয়, দুর্গতি সবই এই মনকে চিনিতে না পারায় সংঘটিত হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যত ভয়, ত্রাস সবই ঐ ভ্রান্ত সর্প হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভ্রান্তির অপগমে যখন পুনঃ রজ্জু মাত্র দর্শন হয়, তখন সব ভয় ত্রাস, দুর্গতি দূরীভূত হয়, তেমন আত্মায় বা ব্রহ্মে যে মনঃভ্রান্তি হইতেছে, ঐ ভ্রান্তি অপগমে যখন মাত্র আত্মাই দর্শন হয়, তখন মনোৎপন্ন সব দুঃখ, ভয়, যন্ত্রণা তিরোহিত হয়। এক কথায় ভ্রান্তদর্শনই দুঃখোৎপাদক ও সম্যক্ দর্শন বা ঠিক দর্শনই দুঃখনাশের হেতু ; নান্য পন্থা।

মনটা যে ভ্রান্তিময়, ভ্রান্তিসঙ্কুল ইহা অনন্যচিন্ত হইয়া কিছুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিলেই এবং বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় লইলেই মানব সহজে ইহা ধারণা বা উপলব্ধি করিতে পারে। স্বপ্নাবস্থায় মনঃকল্পিত স্বাপ্নিক দৃশ্যরাজি ও স্বাপ্নিক মূর্ত্তিগুলি যেমন বুঝিতে পারে না, যে কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতেছে, মনই যে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা যেমন তাহারা বুঝিতে পারে না, তেমন জাগরণাবস্থায়ও মনঃসুত মানবগণ বুঝিতে পারে না যে, কে তাহাদিগকে এই জাগরণ-রাজ্যে আনিতেছে বা সৃষ্টি করিতেছে। এক কথায়, স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসিগণও তাহাদের স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা নির্ণয়ে যেরূপ অসমর্থ, এই জাগ্রৎ বিশ্বরাজ্যের মানব বা জীবগণ ও তাহাদের স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা যে মন, তাহা নির্ণয়ে তেমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসমর্থ ও মূঢ়। দুই জাতীয় জীবই দুই রাজ্যেই সমান মূঢ় ও অজ্ঞ। স্বপ্নাবস্থায়, স্বপ্নকালীন যদি কেহ তত্তৎকালে বুঝিতে পারে যে, সে যাহা যাহা দেখিতেছে, তাহা স্বপ্ন, বস্তুতঃ ঐ সব মূর্ত্ত্যাদি বা দৃশ্যরাজি কিছুই সত্য নয়, সব অলীক, তখনই যেমন তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায় এবং জাগরণাবস্থা আসে, অথবা যদি স্বপ্ন নাও ভাঙ্গে, তবু যেমন ঐ সব স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা মূর্ত্ত্যাদি বা দৃশ্যরাজি তাহাকে ভীত, চকিত, ত্রাসিত বা আহ্লাদিত করিতে পারে না, তেমন এই জাগরণাবস্থায়ও যে মানব জ্ঞানবলে এ বিশ্বরাজ্যকে মায়ার ইন্দ্রজালরূপে দেখিতেছে, তাহার সুখের নৃত্য, দুঃখের ক্রন্দন, সব অবসান হইল; সে জীবন-স্বপ্ন আর দেখিবে না। তাহার জীবনটা যে স্বপ্নবৎ অলীক, সে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করতঃ উহার বৃথা উদ্যম হইতে বিরত হয়। তখন তাহার সুখের, দুঃখের ও বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং তখন সে স্বীয় জীবনটাকে অলীক উপলব্ধি করতঃ স্বীয় মিথ্যা উদ্যমের জন্য লজ্জিত ও পরিতপ্ত হয় এবং সত্যরাজ্যে, শান্তিরাজ্যে, ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয় এবং জ্ঞানসাধনবলে তথায় প্রবিষ্ট ও স্থিত হইয়া পরম শান্তি ও চরম বিশ্রান্তি লাভ করতঃ পরাগতি ও পরামুক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাই হিন্দুর ব্রহ্মনির্ব্বাণ, বৌদ্ধের পরিনির্ব্বাণ।

সাধন-প্রণালী—জ্ঞানসাধন।

এই নির্গুণ পরমাত্মায় প্রবেশ, সমাধি ও সমাসীন হওয়ার সাধন-প্রণালী এক্ষণ বিবৃত করা যাইতেছে। পাঠক! অগ্রে এই সগুণ ব্রহ্ম-রাজ্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলিয়া অলীক ও স্বাপ্নিক সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা কর, বিচারশীলতা গ্রহণ কর, বিচারবলে সগুণ ব্রহ্মরাজ্যকে একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর; তবেই নির্গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যে তোমার প্রবেশ ও স্থিতি সহজসাধ্য হইবেক। স্বপ্নাবস্থায় তোমার যে দশা ঘটে, এই মায়িক বিশ্বরাজ্যেও তোমার সুদীর্ঘ জীবন-স্বপ্নাবস্থায় সেই দশাই ঘটিয়া রহিয়াছে। তোমার স্বপ্নাবস্থায় যেমন তোমার জাগরণাবস্থার কিছুই মনে থাকে না, এমন কি জাগরণে তুমি যে কিরূপ একটা মানুষ ছিলে, কি করিতে, কোথায় থাকিতে, সুখদুঃখ. কিরূপ ভোগ করিতে, সবই যেমন তোমার বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যায়, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগরণের স্মৃতি আনিতে পার না, এরূপ ব্রহ্মের সগুণ রাজ্য যে মায়ার রাজ্য, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যে সুদীর্ঘ জীবন-স্বপ্ন দেখিতেছ, ইহাতে তোমার স্বীয় জাগরণ-রাজ্য যে ব্রহ্মের নির্গুণ-রাজ্য, উহাই যে তোমার সুখস্থান, শান্তিভূমি, চরম বিশ্রামাগার, পরাগতি ও পরামুক্তি স্থান, তাহা আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারিতেছ না।

বিচারবলে সগুণ ব্রহ্ম-রাজ্যকে ইন্দ্রজালরূপে বুঝিতে পারিলেই জীবন-স্বপ্নভঙ্গে তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম-রাজ্যে প্রবেশ করতঃ পরা-গতি লাভ করিবে।

স্বপ্নাবস্থায় জাগরণ-রাজ্যের স্মৃতি আনিতে পারিলেই যেমন স্বপ্নভঙ্গ হইয়া যায় এবং তদ্ধেতু জাগরণ-রাজ্যে প্রবেশ সহজসাধ্য হয় এবং তজ্জন্য কোনরূপ কায়িক বা মানসিক বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, বা স্বপ্নরাজ্যে কোনরূপ বল প্রয়োগ খাটে না, সেইরূপ এই জগদ্ভ্রান্তি অপগমেরজন্য এবং তদ্ধেতু ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্যে প্রবেশের জন্য কোনরূপ কায়িক বা মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন নাই বা চেষ্টা চলে না, সুধু বিচারবলে তোমার এই সুখের সুদীর্ঘ জীবনটাই যে একটা মহা-স্বপ্ন এবং উহার সুখের জন্য যে এত তীব্র উদ্যম ও অধ্যবসায়, সবই যে অসার ও ব্যর্থ তাহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেই তোমার জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবেক, তুমি তোমার সত্য, শান্তি ও সনাতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্য যে ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্য তাহা দেখিতে পাইবে এবং তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে। ঐ দেখার জন্য বা প্রবেশের জন্য আর তোমার কোন চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় করিতে হইবেক না, যেহেতু স্বপ্নভঙ্গে যে স্বতঃই জাগরণ-রাজ্য দৃষ্ট হয় এবং তথায় পুনরাগমন হয়, তজ্জন্য কে কবে চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে? তাই মহাজ্ঞানী সক্রেটিস জীবনটাকে দীর্ঘ স্বপ্ন এবং মৃত্যুকে জাগরণাবস্থা বলিয়া গিয়াছেন। পাঠক! ইহা শুধু মানিয়া লওয়া নয়, ইহা জ্ঞানসাধকের স্বীয় অনুভবসিদ্ধ প্রবোধাত্মক জ্ঞান।

প্রজ্ঞাবলে নির্গুণের স্বরূপোপলব্ধি এবং বৈরাগ্যবলে সগুণাবস্থার স্বাপ্নিকত্বের ও অলীকত্বের প্রকৃষ্টানুভূতিই জ্ঞানসাধন।

নির্গুণাবস্থার স্বরূপোপলব্ধি এবং সগুণাবস্থার স্বাপ্নিকত্বের ও অলীকত্বের যে সুবিচারবলে প্রকৃষ্টানুভূতি, তাহাই হইল নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশের উপায়, তথায় চিরসমাসীন, চিরস্থিতি ও চিরসমাহিত হওয়ার সাধন। ইহাই জ্ঞানসাধন। এখানেই ঔপনিষদিক ঋষিগণ এই জ্ঞানসাধনের প্রণালীটি একবাক্যে দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উঠ, জাগো, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও। এখানে জ্ঞানী কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে? জ্ঞান, বৈরাগ্য, উপরতিসম্পন্ন মানবকে—পঞ্চদশী। যাঁহার জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, জীবনটা যে সুদীর্ঘ স্বপ্ন এবং উহার উদ্যম ও অধ্যবসায় যে সম্যক্ ব্যর্থ, ব্রহ্মের সগুণরাজ্যটি যে একটা মায়ার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র, এই বিশ্বরাজ্য যে মিথ্যা স্বপ্নরাজ্যবৎ অলীক ও অসার, অযথা মায়া-প্রভাবে সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা যে অজ্ঞের চক্ষে সত্য এবং জ্ঞানীর চক্ষে অলীক, ইহা যিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা বা ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্য যে তাঁহার চিরবিশ্রামাগার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরসুখস্থান, চিরসত্যরাজ্য ও শান্তিরাজ্য এবং তথায় চিরাবস্থান বা চিরসমাধিই যে তাঁহার পরাগতি ও পরামুক্তি ইহা যাঁহার প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ ও অনুভূত হইয়াছে, তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার উপনিষদের অনুবাদ ভগবদ্গীতা ঐ উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। এই যে নির্গুণের স্বরূপোপলব্ধি এবং সগুণের স্বাপ্নিকত্বের ও অলীকত্বের প্রকৃষ্টানুভূতিরূপ চরম ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা জানিতে হইলে সেই জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শিগণের নিকট যাইতে হইবে এবং সেবা ও প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, তবেই তাঁহারা তোমাকে উপদেশ প্রদান করিবেন।

এখানে বৈরাগ্যবলে বিশ্বের ঐন্দ্রজালিকত্ব, অলীকত্ব ও অসারত্ব যেমন উপলব্ধি করিতে হইবেক, তেমন প্রজ্ঞা বা স্থির জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থার স্বরূপত্ব, সনাতনত্ব, সত্যাধিষ্ঠানত্ব ও শান্ত্যধিষ্ঠানত্ব অনুভব করিতে হইবেক, যেহেতু যেমন ব্রহ্মের সগুণ রাজ্যের অলীকত্ব ও ঐন্দ্রজালিকত্ব বুঝা চাই এবং তদ্ধেতু তাহা হইতে নিষ্ক্রমণের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকা চাই, সেইরূপ ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্য যে সত্যরাজ্য, শান্তি-রাজ্য ও সনাতন রাজ্য, উহা যে চিরসুখস্থান, মানবের বা জীবের চিরবিশ্রান্তি ও চিরাবস্থিতির স্থান, উহাই যে তাহাদের পরাগতি ও পরামুক্তির স্থান, ইহাও সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া চাই এবং তদ্ধেতু তদ্দিকে চিরপ্রয়াণের দৃঢ়সঙ্কল্প ও ইচ্ছা থাকা চাই। এই বৈরাগ্য কাঁচা বৈরাগ্য বা এই জ্ঞান অপক্ব জ্ঞান হইলে চলিবেক না। স্থিরবৈরাগ্য ও চিরস্থির জ্ঞান থাকা চাই, নচেৎ জীবনে দুই এক দিন কোন ঘটনাবশে ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য বা জ্ঞানের সম্ভাব হইলেই কিছু হইবেক না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপবতী যুবতী পত্নীর মৃত্যুতে কিয়ৎক্ষণ শোক প্রকাশ করতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্য লাভ করিয়া পরে তাহার দাহকার্য্য শেষ না হইতেই যে শ্মশান-ঘাটে পুনর্ব্বিবাহের পরামর্শ, ইহাই কাঁচা বৈরাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত। সর্ব্বদা জগতের নশ্বরত্ব এবং মানবজীবনের স্বাপ্নিকত্ব ও অসারত্ব যে হৃদয়ে জাগরূক থাকে, উহাই চিরবৈরাগ্য, উহাই চিরস্থির জ্ঞানসাধন। সদা জ্ঞানদৃষ্টি ও বৈরাগ্যদৃষ্টি স্থির বা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সতত সুবিচার আয়ত্ত করার চেষ্টা উহাই জ্ঞানসাধন।

১। আত্মদর্শন।

এক্ষণ এই বিচার কে করিবে? এই যে জড় মনের চিৎপ্রতিবিম্ব লাভে চৈত্যভাব ধারণের ব্যাপারটি বর্ণিত হইয়াছে, ঐ মনের যে চৈত্যাংশ, উহাই বুদ্ধিরূপে পরিকীর্ত্তিত হয়।

এই মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের অর্থাৎ বুদ্ধিরই সাহায্যে সেই চিৎস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবেক। বুদ্ধির এই উপলব্ধিই আত্মদর্শন জানিবে, অর্থাৎ জড় মন আত্মার আভাস-লাভে মিথ্যা জীবত্ব লাভ করতঃ বা মিথ্যা জীব-রূপে পরিণত হইয়া তৎসাহায্যেই আত্মদর্শন লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থতা লাভ করে এবং স্বীয় জীবত্বের মিথ্যাত্ব ও অসারত্ব বুঝিয়া সত্য আত্মায় লীন হওয়ার জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা করে। মিথ্যা জীবরূপ মন স্বীয় মিথ্যাত্ব, অসারত্ব, সদাপরিবর্ত্তনশীলত্ব ও চঞ্চলত্ব দ্বারা সদা অভিভূত ও বিক্ষোভিত হইয়াই আত্মদর্শন জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা করে বা করিতে বাধ্য হয়। একটি জড় দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—ধরাপৃষ্ঠস্থ মানব বা জীবকুল যে সূর্য্য দর্শন করে বা করিতে পারে, তাহার কারণ যেমন সূর্য্যকিরণ,

মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মার উপ-লব্ধি হইবেক; উহাই আত্মদর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ ধরাপৃষ্ঠে বিকীর্ণ ও প্রতিবিম্বিত হইলেই যেমন ধরাবাসী মানবগণ বা জীবগণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে এবং তজ্জন্য সূর্য্য দর্শন করে, অন্যথা, করিতে পারে না, তেমন আত্ম-প্রতিবিম্বপাতে মন প্রতিফলিত হইয়াই চেতন হয় এবং জড় মনের আত্মদর্শনযোগ্য ক্ষমতা জন্মে এবং স্বীয় চঞ্চল স্বভাবের দ্বারা নিজেই অভিভূত হইয়া উহা পরিহারের জন্য, আত্মদর্শন লাভের নিমিত্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করে। এই জন্যই বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদের আবিষ্কার।

মন গুণময় পদার্থ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ দ্বারা উহা সদা উদ্বেজিত ও বিক্ষোভিত। ঐ ত্রিগুণ বলিয়া পৃথক্ আক্রমণকারী মনের বহির্দ্দেশস্থ কোন শত্রু নাই, উহারা মনের অন্তঃশত্রু এবং মনেরই বৃত্তিত্রয় মাত্র। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরূপ বৃত্তিত্রয়ী সদা মনের অন্তঃরাজ্যে বাস করতঃ মনকে বিষম শত্রুসঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। তাই মন ত্রাহি, ত্রাহি রবে সদা শত্রু-নিপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য গুণাতীত নির্গুণ রাজ্য অনুসন্ধান করিতেছে এবং তদ্দিকে সতৃষ্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং "কোথায় হে তোমার সত্য রাজ্য, মাভৈঃ রাজ্য, আমাকে তথায় প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেও, আমি তথায় চিরাবস্থান লাভ করতঃ চিরবিশ্রান্তি লাভ করি এবং পরাগতি ও পরামুক্তি প্রাপ্ত হই" বলিয়া স্বীয় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ডাকিতেছে। এক কথায় গুণময় মন গুণত্রয় দ্বারাই বিক্ষোভিত, উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত হইয়াই নির্গুণ রাজ্য অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়। পাঠক! নির্গুণ রাজ্য অনুসন্ধানের এবং উহার পথ-প্রদর্শনের আর তোমার অন্য কোন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন নাই। তোমার স্বীয় মনের অন্তরস্থ গুণত্রয় বা শত্রুত্রয় তোমাকে গুণাতীত নির্গুণ আত্মরাজ্য অনুসন্ধান করিতে পথ

গুণময় মন অন্তঃশত্রু গুণত্রয় দ্বারা নিপীড়িত হইয়া নির্গুণ রাজ্য অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শন করিবে। উহাদের সতত উৎপীড়নই তোমার মনকে উত্তেজিত করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতির জন্য চেষ্টায় নিযুক্ত করিবে এবং নিগুর্ণ রাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবে।

এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপী ভীষণ গুণ-চরগণের দ্বারা সদা বিক্ষোভিত ও বিধ্বস্ত হইতেছ, যাবৎ সেই নিগুর্ণ রাজ্যে প্রবেশ লাভ না করিবে, তাবৎ এই সব ভীষণ শত্রুগণের সদা উৎপীড়ন হইতে কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই কামক্রোধাদি ষড়্রিপুগণ এই গুণত্রয়ের অন্তর্গত রজোগুণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যথা—"কাম এষ, ক্রোধ এষ, রজোগুণ সমুদ্ভবঃ, মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্"—গীতা। কামক্রোধাদি রিপুগণ রজোগুণ হইতেই সমুদ্ভুত হয়, ইহাদিগকে মহাপাপ, মহাদুঃখ, মহাশত্রু বলিয়া জ্ঞাত হও। সুষুপ্তির আদর্শ বিচার করিয়াই নিগুর্ণ রাজ্য বা ব্রহ্মের নিগুর্ণাবস্থা নির্ণীত ও অনুভূত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিক ঋষিগণ এই সুষুপ্তির আদর্শ লইয়াই নিগুর্ণ রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার নিগুর্ণ রাজ্যের বা উহার আদর্শ সুষুপ্তি রাজ্যের সংবাদ পান নাই, কিন্তু সত্য আছে, এ কথা বলিয়াছেন, সত্য নাই, এ কথা বলেন নাই। তবে "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়াছেন। উহা ঔপনিষদিক মহর্ষিগণের ধ্বনির প্রতিধ্বনি, যদিও স্পেন্সারের স্বীয় স্বাধীন জ্ঞান-গহ্বর হইতেই ঐ ধ্বনি উঠিয়াছে। মহাত্মা স্পেন্সারের দার্শনিক গ্রন্থাদি অধ্যয়নে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি গভীর স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন। যাহা নিজের স্বাধীন চিন্তা হইতে সমুদ্ভুত হয় নাই, তাহা তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

কামক্রোধাদি রিপু-গণ গুণচর মাত্র, যাহা দ্বারা মানব সদা বিধ্বস্ত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। মোক্ষ।

এইক্ষণ এই ব্রহ্মের নির্গুণ রাজ্যে প্রবেশের ও স্থিতির উপায় বলা যাইতেছে। যেহেতু নির্গুণে স্থিতিই মোক্ষ। যেহেতু "চিত্ত-নিবৃত্তিরেব মোক্ষ"; "ব্রহ্মভাবহি মোক্ষ"; "ব্রহ্মৈব মোক্ষ"; "স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ";—"চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ"; "ব্রহ্মভাবই মোক্ষ"; "ব্রহ্মই মোক্ষ"; "স্বীয় আত্মায় অবস্থিতিই মোক্ষ" মোক্ষ লাভ কাহার হইবেক? মোক্ষ মনেরই হইবেক, মনের যে স্বীয় বৃত্তিগুলির উচ্ছেদ, মনের যে ব্রহ্মভাব, অর্থাৎ বিষয়ভাব-বর্জ্জিতাবস্থা, মনের যে স্বীয় আত্মায় অবস্থিতি, উহাই মনের মুক্তাবস্থা। চিদাভাসিত চিত্তই জীব, অর্থাৎ মনের উপর যে চৈতন্যের আভাস পতিত হয়, ঐ আভাসযুক্ত মনই জীব। এদিকে অনাদিকালপ্রসিদ্ধ সংস্কার বা স্মৃতিসমষ্টিই মন। এক্ষণ মনের নাশ করিতে পারিলেই তদুপরি পতিত চিৎপ্রতিবিম্ব স্বীয় আধার বা অধিষ্ঠান সত্তায় অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে; তবেই দেখ, চিৎপ্রতিবিম্ব ও স্মৃতিসমষ্টি মন এই দুইয়ের সংযুক্ত পদার্থ যে জীব তাহার উদ্ধার হইল।

মন বিষয়ভাব-বর্জ্জিত হইলেই নাশ প্রাপ্ত হয় এবং চিৎ-প্রতিবিম্ব নিগুর্ণ ব্রহ্মে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। উহাই মনের মোক্ষ।

জীব দুইটি উপাদানে গঠিত, যাহার একটি উৎপন্ন পদার্থ। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই নাশশীল, কিন্তু এই জীবের নাশ সহজসাধ্য নয়, যেহেতু উহার একটি উপাদান চিদাভাস নাশশীল নয়, কারণ উহা অবিনাশী ব্রহ্মের বা আত্মার আভাস। উহা নাশ্য নয়। অন্য দিকে অন্যতম উপাদান মন, অর্থাৎ সংস্কার বা স্মৃতিসমষ্টি নাশশীল, যেহেতু সংস্কার জড়, উহা নাশ্য সন্দেহ

মন নাশশীল হইলেও উহার নাশ সহজসাধ্য নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, কিন্তু উহা অনাদিকালপ্রসিদ্ধ, অল্প দিনের সঞ্চিত নয়, তাই উহা নাশ্য হইলেও উহার নাশ সহজসাধ্য নয়।

(ক) মন ও পরমাণু।

এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের জড়পরমাণুর অবিনাশিত্ব প্রতিপাদনের মত এই স্মৃতি বা সংস্কার সমষ্টি মনের নাশ অসিদ্ধান্ত বলিয়া যেন কেহ বা কোন অজ্ঞ পাঠক মনে না করেন, যেহেতু মন স্মৃতিসমষ্টি জড় বটে, কিন্তু পরমাণুর মত জড় নহে। মন ভাবসমষ্টি বা সংস্কারসমষ্টি। উহার সুভাব দ্বারা কুভাবের নাশ হয়, সুসংস্কার দ্বারা কুসংস্কারের নাশ হয়, যেহেতু সংস্কারসমষ্টি মন বহুবিধ ও বহুজাতীয় সংস্কার দ্বারা গঠিত। একজাতীয় বলবান বা উত্তম সংস্কার, অন্য জাতীয় দুর্ব্বল বা অধম সংস্কারকে নাশ করিতে পারে, কিন্তু সব পরমাণু একজাতীয় বলিয়া এক পরমাণু অন্য পরমাণু দ্বারা নষ্ট হয় না। যদিও মনকে জড় বলা হইয়াছে, তবু উহা ভাবসমষ্টি মাত্র, পরমাণুসমষ্টি নহে। তবে যে জড় উহাকে বলিয়াছে ইহার কারণ এই যে, মনের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থায় সদা পরিবর্ত্তন হয়; আর যাহার বা যে আত্মার তাহা হয় না, অর্থাৎ দেশ, কাল, অবস্থার দ্বারা বিপর্য্যস্ত হয় না, তাহাকে অজড় বা চৈতন্য বলা হইয়াছে। যেহেতু "মূল তত্ত্বের বহু বিভাগ করিতে নাই" বলিয়া বৈলাতিক দার্শনিক কেণ্টও অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাই হিন্দু দার্শনিক মহর্ষিগণও জড় ও চিৎ এই দুইটি বিভাগ মাত্র রাখিয়াছেন, তিনটি রাখেন নাই, যেহেতু মূল তত্ত্বের বহু বিভাগ করিতে হইলে সিদ্ধান্তোপলব্ধির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে, বুঝিতে ধান্ধা লাগিয়া যায়, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে থাকে।

মন জড় হইলেও পরমাণুর মত জড় নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে জড় মন ও জড় পরমাণুর পার্থক্য নির্ণয় করিতেছি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের যাহারা কোন সংবাদ অবগত নয়, তাহাদের পক্ষে এ বিষয়ের ধারণা করা সহজ হইবেক না। সকলেই অবগত আছেন যে, বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্তিকা ও জল এই দুই ভূতের পরমাণু বিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয়ের পরমাণু বিভাগ করিতে পারেন নাই, বা ঐ বিভাগ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইল, আধুনিক পাশ্চাত্য তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ "ইলেক্‌ট্রণের" অর্থাৎ বিদ্যুদণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, অর্থাৎ বিদ্যুতের পরমাণু বিভাগ করতঃ এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিদ্যুদণুগুলি এক একটি মৃত্তিকা বা জল পরমাণুর এক একটির সহস্রভাগের একভাব মাত্র। কিন্তু এতাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধি বৈজ্ঞানিকগণও মনের পরমাণু বিভাগের চেষ্টা করেন নাই বা পারেন নাই। এক কথায়, মৃত্তিকা, জল বা বিদ্যুতের মত মন পরমাণু বা অণুরূপে বিভাজ্য নয়। উহা যদিও জড়, তবু পরমাণুরূপে বিভাজ্য নয়, অর্থাৎ মন পরমাণুপুঞ্জদ্বারা গঠিত নয়, উহা ভাবসমষ্টি, বাসনা-সমষ্টি মাত্র। "মনঃ বাসনাসমষ্টিঃ"—যোগবাশিষ্ঠ। বাসনারূপী মনে পরামাণু নাস্তি। উহা ভাবে বা বাসনায় গঠিত, বাসনা "বাস্‌নার" মত জ্ঞানাগ্নিতে সহজ-দাহ্য। আবার পক্ষান্তরে পরমাণু অগ্নিদাহ্য নহে, অর্থাৎ কোন বস্তু অগ্নিদগ্ধ হইলেও উহার পরমাণুপুঞ্জ দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, বস্তুটি রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র। কিন্তু এই যে অবস্তুও নয়, বস্তুও নয়, মায়া-রূপে বৈদান্তিক মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিকীর্ত্তিত মন, উহা জ্ঞানাগ্নি বা বিচারাগ্নি দ্বারা সমূলে বা নির্বীজরূপে নাশশীল এবং ভর্জিত বা দগ্ধ বীজের মত পুনরাঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ। অর্থাৎ দগ্ধ বা ভর্জিত বীজ যেমন

উহা ভাবসমষ্টি বা বাসনাসমষ্টি মাত্র, এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমূলে দাহ্য বা নাশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না, মনোরূপবাসনাসমষ্টি একবার জ্ঞান-বিচারাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে আর বাসনাঙ্কুর উদ্গত করিতে পারে না ৷৷

এই বাসনাসমষ্টি-রূপিণী মায়া কোন দেবী বা অপদেবী নহে, উহা বাসনারূপিণী।

এই যে জীবহৃদয়ে বাসনা, ইহার সমষ্টিই মন এবং বিশ্বের যাবতীয় জীব মধ্যে যে বাসনাজাল বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাই মায়া। এই বাসনা জড়ের মত বা বস্তুর মতও নয়, অর্থাৎ পরমাণুরূপে বিভাজ্য নয়। আবার সদা মহা উৎপীড়ক ও উত্তেজকরূপে জীবের হৃদয়ে বাস করে, জীবাস্তিত্বকে সদা বিধ্বস্ত ও বিক্ষোভিত করিতেছে বলিয়া পরিষ্কার উহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, একারণে উহাকে বৈদান্তিক দার্শনিক মহর্ষিগণ বস্তুও বলিয়াছেন, অবস্তুও বলিয়াছেন। তাঁহারা মায়াকে বস্তু ও অবস্তু দুই-ই বলিয়াছেন। মায়ার অস্তিত্ব মানবের পক্ষে অনুভব করা অতি সহজ, অর্থাৎ জীবের স্বীয় স্বীয় হৃদয়স্থিত যে অদম্য ও অসীম বাসনাজাল, উহার যে জাগতিক বা সার্ব্বভৌমিক বিস্তারাবস্থা, তাহাই মায়া নামে অভিহিতা হয়। তাই মায়া বলিয়া কোন অপদেবী এই বিশ্বমধ্যে নাই। মানবের স্বীয় স্বীয় হৃদয়স্থিত যে বাসনাজাল, উহাই মায়া, অর্থাৎ মায়া কোন দেবী বা অপদেবীরূপিণী নহে, উহা বাসনারূপিণী।

(খ) মনোনাশ সাধ্যায়ত্ত কি না ?

এক্ষণ এই বাসনারূপী মন বা বাসনারূপিণী মায়াকে বিনাশ করা জীবরূপী মানবের সাধ্যায়ত্ত কি না, বিচার করা যাউক। এখানে আলো ও অন্ধকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা সত্য বা আত্মা ও মায়ার সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে। আলো স্বয়ম্প্রকাশশীল ও অস্তিত্বশীল বস্তু, কিন্তু অন্ধকার প্রকাশহীন ও অস্তিত্বহীন অবস্তু। এক কথায়, অন্ধকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবাত্মক অস্তিত্বশীল, আলোর মত উহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আলো দেখিতে আলোকান্তরের প্রয়োজন নাই, আলো স্বয়ম্প্রকাশশীল, কিন্তু অন্ধকার দেখিতে হইলে চক্ষু আলোর অপেক্ষা করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অন্ধকার দর্শনও ইথারের আলো-তরঙ্গ দ্বারা চক্ষু কর্তৃক সম্পন্ন হয়, নচেৎ অন্ধকার যে আছে তাহা দৃষ্ট হইত না। আবার এই অন্ধকার আবরণী ও বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত, অর্থাৎ অন্ধকার দূরস্থিত থাকিয়া আলোককে আবরণ করে, কিন্তু আলোকের নিকটস্থ হইতে পারে না, বা আলো নাশ করিতে পারে না—যেমন বিরাট্ বিশ্বব্যাপী অন্ধকার একটি ক্ষুদ্র আলোকের সম্মুখীন হইতে পারে না, বা উহাকে নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ঐ বিশ্বব্যাপী অন্ধকার দূরস্থিত হইয়া যাবতীয় জ্যোতিষ্মান সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আবরণ করতঃ অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার নিজে অস্তিত্বহীন, কিন্তু অস্তিত্ববৎ প্রতীয়মান হইতেছে; এজন্য উহার অনস্তিত্বে অস্তিত্ব প্রদর্শনরূপ মিথ্যা ব্যাপার সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে, অর্থাৎ মায়ার মত অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি আছে; অঘটন ঘটাইতে পারে, যেমন অন্ধকারে বৃক্ষের কাণ্ড দেখিয়া মানবের ভূতভ্রান্তি জন্মিয়া মিথ্যা ভূতদর্শন হয় এবং ভূতাতঙ্কে মৃত্যু ও সংঘটিত হয়, কিন্তু সামান্য ক্ষুদ্র একটি আলো যার সঙ্গে থাকে তাহার ভূত দর্শন, ভূতাতঙ্ক এবং তদ্ধেতু মৃত্যু কিছুই হয় না। আবার দেখ, আলো হস্তে থাকিলে পথিকের সম্মুখস্থ অন্ধকার কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া বিরাট্ ও অনন্ত বিশ্বাকাশব্যাপী জগদন্ধকার তিরোহিত হওয়ার নয়। উহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, অর্থাৎ উহা যেমন অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ বা স্থিতিশীল আছে, তেমনই অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবে, তবুও উহা আলোর সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ মন বা মায়া আত্মা বা ব্রহ্মের মত অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু জ্ঞানবিচার দ্বারা সান্ত, অর্থাৎ অন্তযুক্ত হয়।

জাগতিক মহাবাসনা-রূপিণী মায়ার নাশ করায় শক্তি কাহারও নাই, কিন্তু মানবজ্ঞান-বিচার দ্বারা স্বীয় হৃদয়স্থ মায়ারূপী বাসনা জাল নাশ করিতে সমর্থ হয়।

মায়া অনাদিনী ও অনন্তা হইয়াও জ্ঞানবিচারসমক্ষে সান্তা হইয়া যায়, যেমন আলোর সম্মুখে অন্ধকার তিরোহিত হয়। জাগতিক অন্ধকার তিরোধানেরও কোন উপায় নাই, কিন্তু একটি আলোর সাহায্যে এক ব্যক্তির স্বীয় গৃহস্থিত অন্ধকার দূরীকরণের অধিকার আছে। সেইরূপ জাগতিক মহাবাসনাজাল,—যাহা মায়া নামে অভিহিতা হয়, দূর করার বা নাশ করার অধিকার কাহারও নাই, কিন্তু মানব স্বীয় হৃদয়স্থ মায়ারূপী বাসনাজালকে স্বীয় জ্ঞানবিচার দ্বারা নাশ করিতে সমর্থ, ইহাতে সন্দেহ বা আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই। এক্ষণ এই মনোরূপী বাসনাজালের নাশ করিতে পারিলেই মানবের মিথ্যা-জীবত্ব জন্য যে সদা মহাদুঃখ ভোগ, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এই মহাদুঃখ হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভই মানবের বা জীবের মুক্তি বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু "আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ইতি মুক্তিঃ"—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি, কোনোরূপ সুখপ্রাপ্তি মুক্তি নহে। এক্ষণ এই বাসনাজাল নাশ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হইল।

(গ) মনোনাশ কে করিবে ?

এক্ষণ এই মনোনাশ কে করিবে ? মনেতর দ্বিতীয় সত্তা কোথায় যে তাহাকে নাশ করিতে পারে ? কাষ্ঠমধ্যস্থ বা নিহিত যে তেজ, তাহা যতক্ষণ অব্যক্ত থাকে ততক্ষণ কাষ্ঠের কিছুই করিতে পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যখন ঐ তেজ অগ্নিরূপে বিকসিত বা ব্যক্ত হয় তখন যেমন ঐ অগ্নি সেই স্বীয় আধার কাষ্ঠকে দগ্ধ করতঃ ভস্মীভূত করে, তেমন চিদাভাস ও বাসনাসমষ্টি মন এই দুইয়ের যুক্তভাব যে জীব, সেই জীবের তেজাংশ, অর্থাৎ চিদাভাসাংশ উদ্দীপিত হইয়া অপরাংশ অর্থাৎ জড়াংশ মনকে নাশ করিতে পারে। আবার দেখ, ঐ যে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতেছ, উহা অজ্ঞানদৃষ্টিতে শুধু কাষ্ঠবৎ দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু জ্ঞান বা বিচারদৃষ্টিতে উহা তেজোময়, অর্থাৎ উহার প্রতি পরমাণুতে তেজের ওতপ্রোতভাবে স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইতেছে। যখন ঐ তেজ উদ্দীপিত হইয়া অগ্নিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত বা ব্যক্ত হয়, তখন ঐ অগ্নি স্বজাতীয় তেজকে নষ্ট করিতে পারে না। কাষ্ঠ দগ্ধ হইলেও তেজ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া যায়, কিন্তু বিজাতীয় মৃত্তিকাধর্ম্মী অর্থাৎ মৃত্তিকার ন্যায় স্থূল জড়ধর্ম্মী কাষ্ঠ গ্রহণ করে অর্থাৎ দগ্ধ করে এবং অতঃপর সর্ব্বত্র বিদ্যমান মহাতেজে স্বীয় অস্তিত্ব লোপ করে। এইরূপ জীবস্থ অর্থাৎ চিদাভাসিত মনস্থ যে চিদাভাস, তাহা উদ্দীপিত হইয়া জড় মনকে নষ্ট করতঃ স্বীয় মহাচৈতন্যে বিলীন হয়।

জীবের চিদাভাসাংশ উদ্দীপিত হইয়া জড়াংশ মনকে বা বাসনাজালকে নষ্ট করিবে।

(ঘ) বিবেক।

মনঃস্থিত বা মনোপহিত চৈতন্যের যে প্রভা বা আভাস, উহাই জীবের বিবেকরূপে পরিকীর্ত্তিত হয়। [পূর্ব্বে বুদ্ধিরূপে পরিকীর্ত্তিত হয় এরূপ বলা হইয়াছে।] বুদ্ধি ও বিবেক এক সংজ্ঞাভুক্ত, সামান্য ভেদ মাত্র আছে। বুদ্ধি বহির্ম্মুখী বৃত্তি এবং বিবেক অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি, অর্থাৎ বুদ্ধি জগতের বহির্দ্দেশস্থ জ্ঞান আহরণ করে এবং বিবেক অন্তর্দ্দেশস্থ

বিবেক অন্তর্মুখী বৃত্তি, অন্তর্দ্দেশস্থ, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মানুসন্ধান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মানুসন্ধান করে। সকলেই বোধোদয়ে পড়িয়াছেন, "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।" ইহা কোন্ জ্ঞান? ইহা জাগতিক ব্যবহারিক জ্ঞান, যাহা বহির্ম্মুখ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সাহায্যে সংগ্রহ করে, কিন্তু বিবেক তাহা করে না, বিবেক অন্তর্দ্দেশস্থ ইন্দ্রিয়াতীত আত্মসত্তার অনুসন্ধান করে। ঐ অনুসন্ধানে ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়া গড়িয়াছেন। অন্তর্দ্দেশস্থ আত্মসত্তার সংবাদ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামের নাই, ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্ম্মুখ একেবারেই নয়। চক্ষু বহির্দ্দেশ দর্শনে সমর্থ কিন্তু স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ নানাবিধ পাক, ফুসফুস ও যকৃৎযন্ত্রাদি দর্শনে অক্ষম। নাসিকা বহির্দ্দেশস্থ গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ, কিন্তু স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ পাকাশয়, মূত্রাশয় ও বিষ্ঠাধার হইতে যে প্রতিনিয়ত মহা পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে, তাহার আঘ্রাণ করিতে পারে না।

বিবেকবলে মিথ্যাংশ মন বা বাসনাজাল ধ্বংস করিলে ঐ চিদংশ চিৎসত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, উহাই মোক্ষ।

বিবেকবলে মনকে নাশ করিবে। কে করিবে? বিবেকবলের আশ্রয়ীভূত আধার কে? আধার জীব; জীব কি পদার্থ? জড় সংস্কাররূপী যে মন, তাহাতে যে চেতনের আভাস প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হয় এবং ঐ দুই চেতন ও জড়ের সংমিশ্রণ হইতে যে "অহং" রূপে তৃতীয় মিথ্যাস্তিত্বের সৃষ্টি হয়, উহাই জীব নামে পরিকীর্ত্তিত হয়। এক কথায় অহংই জীব; ঐ অহং বা জীব জড় ও চিতের সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা মিথ্যা পদার্থ জানিবে, যেহেতু উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেই অসৎ ও মিথ্যা। এই মিথ্যা অহংরূপী, মিথ্যা জীব উহার সত্যাংশ চিদাভাসকে আশ্রয় করিয়া উহার মিথ্যাংশ যে জড় মন বা বাসনাজাল তাহা ধ্বংস বা নাশ করিতে সম্যক্ সমর্থ এবং উহার, অর্থাৎ ঐ মনের নাশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় মিথ্যাস্তিত্বও ধ্বংস করিতে পারে। এই জীবরূপী তৃতীয়াস্তিত্ব অহং চিদংশ সাহায্যে উহার জড়াংশ যে মন, তাহার নাশ সাধন করতঃ স্বীয় মিথ্যাস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিলে ঐ চিদংশ বা চিদ্দাভাস আধার অভাবে তদুপরি স্বীয় প্রতিফলনে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব পাতে সামর্থ্যহীন হইয়া তদীয় মূলাধার ব্রহ্ম বা চিৎসত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়, আর সেই মনাধার না পাইয়া ব্রহ্মসত্তা হইতে পুনরাবৃত্ত হয় না। ইহাই গীতোক্ত "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামং পরমং মম"। এই আধারাভাবে চিদাভাসের প্রতিফলনের অভাবাবস্থাটি একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা কর। একটি স্বচ্ছ দর্পণ সূর্য্যকিরণে ধরিলে উহাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া দ্বিতীয় একটি মিথ্যা সূর্য্যের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়া যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে সূর্য্যেরই মতন, কিন্তু সূর্য্যবৎ ঐ প্রতিচ্ছায়ার শক্তি বা তেজ উৎপন্ন হয় না, এবং যতক্ষণ ঐ দর্পণের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ ঐ প্রতিচ্ছায়ারূপী মিথ্যা সূর্য্যের বিলোপ সাধন করা অসম্ভব। কিন্তু ঐ দর্পণখানি যদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয় বা চূর্ণ করিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ প্রতিচ্ছায়ার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং তদ্ধেতু ঐ মিথ্যাসূর্য্যের বিলোপ সাধন ঘটে এবং ঐ সূর্য্যকিরণ যাহা দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহা আধার অভাবে স্বীয় মূলাধার সূর্য্যেই প্রয়াণ করে, ঠিক সেইরূপ মনোদর্পণে চিৎপ্রতিবিম্ব পতিত হইয়া দ্বিতীয় মিথ্যাচৈতন্য বা মিথ্যারূপী জীব সৃষ্টি করে এবং ঐ মিথ্যাচৈতন্য বা মিথ্যারূপী জীব আপাততঃ অজ্ঞের চক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক ঐ মিথ্যা জীবের ব্রহ্মশক্তি জন্মে না। উহা চৈতন্য বা ব্রহ্মবৎ প্রতিভাত হয় মাত্র। কিন্তু যদি মন নাশ করিয়া ফেলিতে পারা যায়, তবে আধার অভাবে চিৎপ্রতিবিম্ব স্বীয় মূলাধার ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া যায়, আর প্রতিবিম্ব পাতে জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি করিতে পারে না এবং ইহাই হইল জীবের মোক্ষ লাভ। অন্যথা, যতক্ষণ মনোস্তিত্ব থাকিবে ততক্ষণ মিথ্যা জীবাস্তিত্ব জন্য, মিথ্যা জীব মিথ্যা জগতে, মিথ্যা স্বপ্নবৎ অলীক জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন হইয়া অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মিথ্যা খেলা খেলিবে এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ এই সংসার-মরুতে আশাতৃষ্ণা-রূপিণী মরীচিকার মিথ্যানুসরণ করিয়া "হা হতোস্মি,"—"হায় আমি হত হইলাম" বলিয়া পুনঃপুনঃ আক্ষেপ করিতে থাকিবে।

৩। ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও অপরোক্ষানুভূতি।

দর্পণ যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ধরিয়া রাখে, মন তেমন চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া থাকে এবং তদ্ধেতু মিথ্যা জীবাস্তিত্ব সৃষ্টি করে। এক কথায়, মন থাকিতে জীবত্ব, জীবাস্তিত্ব ও জীব-ভ্রান্তি নষ্ট হইবেক না, মন নাশেই ঐ সব হইবেক। এই যে মনোরূপ আধারের অভাবে চিৎপ্রতিবিম্বের মূলাধার ব্রহ্মসত্তায় প্রয়াণ এবং তদ্ধেতু জীবাস্তিত্বের অভাব ঘটনা, ইহাই হইল জীবের ব্রহ্মনির্ব্বাণ, বৌদ্ধমতে পরিনির্ব্বাণ। এই ব্রহ্মনির্ব্বাণের উপক্রম সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মবিৎ আত্মজ্ঞানী মানবের অপরোক্ষানুভূতির সঞ্চার হইতে থাকে। এই অপরোক্ষানুভূতি হিন্দু ঔপনিষদিক মহর্ষিগণের আবিষ্কৃত ও অনুভূত বা উপলব্ধ সম্পত্তি। ইহা বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণের একচেটিয়া সম্পত্তি। আমি প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন, চৈনিক দর্শন, গ্রীক দর্শন এবং আধুনিক জার্ম্মেন, ফ্রেঞ্চ ও ইংলণ্ডীয় দর্শনাদি এবং খৃষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র;

মন চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া জীবাস্তিত্ব সৃষ্টি করে। মনোরূপ আধারের অভাবে চিৎপ্রতিবিম্বের মূলাধারে ব্রহ্ম-সত্তায় প্রয়াণহেতু জীবাস্তিত্বের অভাব ঘটনাই জীবের ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারস্যের জরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মপুস্তক জেন্দেবেস্তা, আরবের প্রাচীন সুফীধর্ম্ম ও বাহাই ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বৈদিক মহর্ষিগণ এই অপরোক্ষানুভূতিরূপ একচেটিয়া সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং আধুনিক যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ইহা হইতে সম্যক্ বঞ্চিত আছেন। তবে উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে এক প্রাচীন সুফী ধর্ম্মই "আনল হক্"—"আমি ব্রহ্ম বা খোদা" বলিয়া জগতে মহা সত্যের ঘোষণা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহারা অদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদসিদ্ধ ছিলেন। পরে হজরত মহম্মদ প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ অদ্বৈতবাদের মূলোৎপাটন করেন এবং দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাইবেলে যদিও মহামতি যিশুখৃষ্ট "আমি ও আমার পিতা এক" একথা বহুবার বলিয়া গিয়াছেন, তবু তাহা স্বীয় শিষ্যবৃন্দ মধ্যে প্রচার করেন নাই, অর্থাৎ শিষ্যদিগকে ঐ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে উপদেশ বা উৎসাহ দেন নাই। তবে ঐ কথাটি দ্বারা তিনি নিজে যে "আমিই ঈশ্বর" ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সময় তিনি যে প্রাচীন য়িহুদী জাতির মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং যাহাদিগের মধ্যে তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারা জ্ঞানগিরির অতি নিম্ন সোপানে অবস্থিত ছিল; তাই এতদূর উচ্চতম জ্ঞানসোপানে তাহাদিগকে আরোহণের অযোগ্য সাব্যস্ত করিয়াই তিনি ঐ অপরোক্ষানুভূতির মহামন্ত্র "আমিই ঈশ্বর" বা "আমিই ব্রহ্ম" তাহাদিগকে প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন নাই। মহা অজ্ঞকে জ্ঞানের উচ্চতম সোপানের কথা বলিয়া লাভ কি? উহাতে হিতে বিপরীত হয়। ইহুদি জাতির এই অজ্ঞতার ফলে তাহারা এবং তৎপরবর্ত্তী ইউরোপীয় অন্যান্য খৃষ্টান জাতি আর জ্ঞানগিরির উচ্চতম সোপানে কস্মিন্‌কালেও আরোহণ করিতে পারিল না এবং "আমি ঈশ্বর" এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধান্বিত যিশুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করতঃ জ্ঞানের নিম্নতম সোপানেই থাকিয়া গেল। এই সব বুদ্ধ্যভিমানী খৃষ্টান জাতি কবে তাহাদের বুদ্ধ্যভিমান পরিত্যাগ করতঃ "আমিই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম" এরূপ মহাজ্ঞানে স্থিত হইয়া চিরতরে জাগতিক দুঃখযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেক তাহার স্থিরতা নাই।

মহামতি যিশু তাঁহার অজ্ঞাত জীবনাতিবাহনের সময়ে তিব্বতে লামা সন্ন্যাসীদের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ভারতে হিন্দু বৈদিক ঋষিগণের কাছে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে এবং তজ্জন্যই "অহং ব্রহ্মাস্মি"—"আমি ব্রহ্ম", সরল কথায় "আমি ও আমার পিতা ঈশ্বর এক" এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। [এই দার্শনিক গ্রন্থে ঐতিহাসিক গবেষণার স্থান নাই বলিয়া ঐ প্রবাদের সত্যতা নির্ণয় সম্বন্ধে অধিকতর প্রয়াস প্রয়োগ করা হইল না। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক রুষ-পরিব্রাজক নিকোলাস নটভিসের "যিশুখৃষ্টের অজ্ঞাত জীবন" নামক ইংরেজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।]

বৌদ্ধ দর্শন "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ অপরোক্ষানুভূতির বিষয়ে নীরব।

মহামতি মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব এই "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে কোন কথাই তদীয় বৌদ্ধসূত্রে বা বৌদ্ধ মহায়নসূত্রে উল্লেখ করেন নাই। তিনি ব্রহ্মাস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু জাগতিক মহাচৈতন্য মানিয়াছেন। ব্রহ্মশব্দ ব্যক্তিবাচক বা কোনরূপ ব্যক্তিত্বসূচক বলিয়াই তিনি উহার অস্তিত্ব মানেন নাই, কিন্তু জাগতিক মহাচৈতন্য, অর্থাৎ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠদেবকথিত ও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত "চিতির" অস্তিত্ব মানিয়াছেন; ব্রহ্মরূপে ব্যক্তিত্বসূচক অস্তিত্ব মানেন নাই, একারণে "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপ অপরোক্ষানুভূতির বিষয়ে বৌদ্ধদর্শন সম্যক্ নীরব রহিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণ বৈদিক ঋষিগণের "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমিই ব্রহ্ম" রূপ অপরোক্ষানুভূতির বিশদ অবতারণা করা যাউক। এই অপরোক্ষানুভূতিই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির উপায়, অন্যথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই, জানিবে। এই "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমিই ব্রহ্ম" রূপে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভব, ইহাই হইল অপরোক্ষানুভূতি, ইহাই হইল ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ইহাই হইল বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণের চরম জ্ঞানের আদর্শ, ইহাই হইল মানবের পরাগতি ও পরামুক্তি। এই জ্ঞানের পরে আর জ্ঞানগিরিশিখরের উচ্চতর সোপান নাই। ইহাই উচ্চতম সোপান, এখানে উঠিলেই জ্ঞানী কৃতকৃত্য হন; এখানেই তাঁহার চিরবিশ্রান্তি ও চিরশান্তি স্থান, চিরদিনের তরে তাঁহার আরোহণ অবরোহণ থামিয়া যায়; তাঁহার দুঃখের নির্ব্বাণ, তাঁহার সুখের নির্ব্বাণ, তাঁহার ইচ্ছার নির্ব্বাণ হইয়া তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। মৃত্যুকালে এতাদৃশ সাধকের আর আত্মা উৎক্রমণ করে না, যেখানে দেহপাত হয়, তথায়ই ভগ্ন কলসীর অন্তরস্থ আকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, তদ্রূপ তাঁহার জীবাত্মা মহাশূন্যরূপী পরমাত্মায় চিরতরে মিশিয়া যায় এবং স্বীয় মিথ্যা জীবাভিমান এবং তজ্জন্য মহাদুঃখ চিরদিনের জন্য প্রশমিত হয়। এই অপরোক্ষানুভূতি যে জ্ঞানসাধকের লাভ হইয়াছে, তাঁহারই জ্ঞানসাধন সফল হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানসিদ্ধ বলা যায়, অন্যথা দ্বৈতজ্ঞানমূলক যে পরোক্ষানুভূতি, উহা জ্ঞানসিদ্ধি নয়, জ্ঞানসাধন বটে, সন্দেহ নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে অপরোক্ষানুভূতিই জ্ঞানসিদ্ধি জানিবে।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভবই হইল অপরোক্ষানুভূতি, ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ইহাই জ্ঞানসিদ্ধি।

এক্ষণ পরোক্ষানুভূতি ও অপরোক্ষানুভূতি শব্দদ্বয়ের মর্ম্মার্থ ও ভাবার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাদের অনুভব মাত্র বুঝান যাইতেছে। এই ব্রহ্মানুভূতি বুঝান সুকঠিন ব্যাপার, যেহেতু এই অনুভবটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারিক বুদ্ধির অতীত, প্রবৃত্তিমার্গের অতীত, নিবৃত্তিপথে ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবেক। এজন্যই ঐ অনুভব-লব্ধ কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি মার্গের অতীত যে ব্রহ্ম, যাহাকে বর্ত্তমান যুগের ইংলণ্ডীয় মহাদার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বলিয়াছেন, বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে বা তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে গিয়া নিবৃত্তিমার্গ ও অনুভবাত্মক জ্ঞান-পথ ধরিয়াছেন এবং তারস্বরে বলিয়াছেন উহা বুদ্ধ্যতীত, মনোতীত, ধ্যানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, কিন্তু অনুভবাতীত বলেন নাই। এখানে মহাত্মা স্পেন্সার 'বুদ্ধ্যতীত' ও 'কল্পনাতীত' বলিয়া ব্যবহারিক বুদ্ধির গণ্ডীর সীমান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলেন, অনুভবাত্মক জ্ঞানগম্য ব্রহ্মরাজ্যের সীমান্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ বিচারবলে বুঝিলেন, 'বুদ্ধ্যতীত' ও 'কল্পনাতীত' রাজ্য সম্যক্ অর্থাৎ একেবারেই "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য" বা অগম্য নহে, পরন্তু দুর্গম ও দুজ্ঞেয়, অর্থাৎ ব্যবহারিক বুদ্ধির পক্ষে এবং প্রবৃত্তিপথে চলিলে উহা সম্যক্ "অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য", কিন্তু অনুভবাত্মক জ্ঞানের পক্ষে এবং নিবৃত্তিপথে উহা দুজ্ঞেয় ও দুর্গম বটে, তবে একেবারেই অজ্ঞাত, অজ্ঞাতব্য ও অগম্য নহে। তাই উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ ঐ অনুভবাত্মক জ্ঞানপথকে দুর্গম বলিয়াছেন কিন্তু অগম্য বলেন নাই, অর্থাৎ তথায় দুঃখে গমন করা যায়, কিন্তু একেবারেই যাওয়া যায় না, এরূপ নহে। তাই ঐ ঔপনিষদিক ঋষিগণ তারস্বরে ও দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"—অর্থাৎ "উঠ, জাগো, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও, এই পথ ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট এবং অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, ইহা অতি

এই পথ অগম্য ও অপার নহে, দুর্গম ও দুষ্পার মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গম, কবিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ এরূপ বলিতেছেন।" পাঠক! দেখ কোথাও ইহার মধ্যে ব্রহ্মকে অগম্য ও অপার বলা হয় নাই, দুর্গম ও দুষ্পার মাত্র বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দুঃখে গমন করা যায় এবং পার হওয়া যায়, কিন্তু একেবারেই অগম্য ও অপার বলা হয় নাই।

বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ দুর্গম ও দুষ্পারণীয় পথে চলিতে চলিতে বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশের জন্য উপক্রম করিতেই ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে সুস্পষ্ট পন্থা অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি," আর অগ্রসরের প্রয়োজন নাই, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, আমিই ব্রহ্ম, আমা হইতে অতিরিক্ত ব্রহ্ম বলিয়া দ্বিতীয় সত্তা এই দেহমধ্যে বা জগন্মধ্যে নাই। অহমিতর ব্রহ্ম কোথাও নাই, আমি ব্যতীত ব্রহ্ম নাই। এক্ষণ বুঝিলাম যে, "ব্রহ্মে যে জগৎভ্রান্তি" কথাটা রহিয়াছে, উহা আর কিছুই নয়, আমাতেই জগদ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে। এই জগদ্‌ভ্রান্তিরূপ দিগ্‌ভ্রান্তি অপগত হউক, এই মিথ্যা জীবভ্রান্তি বিদূরিত হউক। আমি স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ, আমাতে যে জগদ্‌ভ্রান্তি, উহা অপনোদিত হইয়া আমি ব্রহ্মরূপে আমার স্বীয় সৎস্বরূপে বসিয়া থাকি, আর দুর্গম পথে অগ্রসরের প্রয়োজন নাই, যেহেতু "ইদং জ্ঞানে," অর্থাৎ "এই আছে" এরূপ জ্ঞানে এই ব্রহ্মসত্তা লব্ধ নয়; ইহা "অহং জ্ঞানে" অর্থাৎ "আমি আছি" এরূপ জ্ঞানে লভ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে বৈদিক ঋষির অন্তর উদ্ভাসিত হইলে তিনি বুঝিলেন, "ইদং জ্ঞানে" ব্রহ্মসত্তা লব্ধ নয়, "অহং জ্ঞানে" লব্ধ।

"আমিই ব্রহ্ম" ইহা অজ্ঞজনোচিত সুধু মানিয়া লওয়া নয়, ইহা আমার আত্মবোধ। আত্মবোধ বৃথা গর্ব্ব নহে, উহা সত্যোপলব্ধি। সত্যোপলব্ধিকে গর্ব্ব বলা মূঢ়ের কর্ম্ম। অহো! আমার জীবভ্রান্তি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্ভ্রান্তি আমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছিল; আমার আমাতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে জগদ্ভ্রান্তি ও জীবভ্রান্তি আমাকে মহাদুঃখ-ঘূর্ণাবর্ত্তে নিপাতিত করিয়াছিল, আমার দিগ্‌ভ্রান্তি ঘুচিল, আমি স্বস্থানে স্ব-স্বরূপে স্থিত হইলাম। অহো! কি যন্ত্রণাভোগই জীবভ্রান্তি আমাকে করাইয়াছে! আমি জীবভ্রান্তি অপগমে ব্রহ্মরূপে স্থিত হইলাম। যাহাকে অনুসন্ধান করিতে দুর্গমপথে ধাবিত হইয়াছিলাম, সেই ব্রহ্ম আমি ব্যতীত কেহ নয়। আমিই আমাকে দিশাহারা হইয়া খুঁজিতেছিলাম। এরূপই আমার জীব-ভ্রান্তি, জগদ্ভ্রান্তি ও দিগ্‌ভ্রান্তি লাগিয়াছিল যে, উহারা আমাকে মিথ্যা জীবরূপে মিথ্যা ভ্রান্ত জগতে আনিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং "হা হতোস্মি"—আমি হত হইলাম বলিয়া যে রোদন করিতে-ছিলাম, সেই রোদন এক্ষণ আমার ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইল। আমার "হা হতোস্মি", অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে পরিণত হইল, আমি কৃতকৃত্য হইলাম। আমার অনাদিকালপ্রসিদ্ধ জীবভ্রান্তি, জগদ্ভ্রান্তি ও দিগ্‌ভ্রান্তি অপগমে আমি আজ প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইলাম।

'আমিই ব্রহ্ম' ইহা সত্যোপলব্ধি, গর্ব্ব নয়। এই জ্ঞানে জগদ্ভ্রান্তি, জীবভ্রান্তি ও হা হতোস্মি ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইল।

এই ভ্রান্তিত্রয়ী দ্বারা আমি আমাকে হারাইয়া, আমাকে বিস্মৃত হইয়া সেই অনাদিকাল হইতে ভীত, চকিত, ত্রাসিত ও তৃষিত হইয়া এই ভ্রান্তিমরুতে কতই মায়া-মরীচিকার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম, কতই মরীচিকার ভ্রান্তি-সলিলে অবগাহন করিব এবং ভ্রান্ত জীবনের ভ্রান্ত তৃষ্ণা মিটাইব বলিয়া ভ্রান্ত উদ্যম করিতেছিলাম। আজ আমার ঐ ভ্রান্তিত্রয়ী অপগমে আমার ভ্রান্তি ও ভ্রান্ততৃষ্ণা দুইই অপগত হইল। আমি আমাতে প্রমাজ্ঞানেতে

আমি প্রমাজ্ঞানেতে স্থিত হওয়ায় জীব-জগদ্রূপ ভ্রান্তদৃশ্য যাদু ভেল্কির মত অদৃশ্য হইয়া গেল, আমার সব জ্বালা জুড়াইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিত হইলাম এবং জগদ্রূপ ভ্রান্তদৃশ্য আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় আমি এক্ষণ আর আমার অন্তরে বাহিরে আমাকে ব্যতীত কাহাকেও দেখিতেছি না। মিথ্যা নামরূপাত্মক জগৎ, এতদিন যাহা আমার সম্মুখে সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছিল, তাহা আজ যাদুকরের যাদুভেল্কীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভ্রান্তিত্রয়ীর অপগম হইয়া আমাকে আমাতে স্বধু একাকী শান্তিতে স্থিত করিল এবং এতদিনের আমার ভয়, ত্রাস, চমক, মিথ্যা উদ্যম, মিথ্যাবস্তুলাভের জন্য মিথ্যা চেষ্টা, মিথ্যা অধ্যবসায়ের মিথ্যা কৃতকার্য্য হওয়ার মিথ্যা গৌরব, মিথ্যা আমিত্বের মিথ্যা অহমিকা, সব ভাঙ্গিয়া গেল, আমার সব জ্বালা জুড়াইল, আমি সুস্থ, শান্ত ও কৃতকৃত্য হইলাম। পাঠক! উল্লিখিত কথাকয়টি আমার অনুভবসিদ্ধ। উহা স্বীয় অনুভব-বলে যদি তুমি বোধে আনিতে পার, তবেই পরম কল্যাণ সাধিত হইবেক। ব্যবহারিক বুদ্ধি ও যুক্তি বলে যতদূর সাধ্য পূর্ব্বে অনেক বুঝান হইয়াছে, এক্ষণ যাহা বলিলাম, উহা অনুভবসিদ্ধ, উহা বোধে আনিতে হইলে স্বীয় অনুভব প্রয়োগ করিতে হইবেক, অন্যথা ব্যবহারিক বুদ্ধি ও যুক্তি বলে স্বধু ঐ মায়িক বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া মিথ্যা নামরূপাত্মক জগদ্ভেল্কী দেখিবে মাত্র এবং মিথ্যা জগন্মরীচিকার মিথ্যা সলিলের জন্য, মিথ্যা তৃষ্ণায় মিথ্যা তৃষিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিবে মাত্র।

আর একটি নিশ্চয় কথা বলিতেছি যে, সত্যবস্তু নির্দ্ধারণ ও তদুপলব্ধি অসত্য জগতের দৃষ্টান্ত বা যুক্তি দ্বারা সাধিত হয় না। এজন্য সত্যকে বুদ্ধ্যতীত, মনোতীত, ধ্যানাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক জার্ম্মান দার্শনিক বার্গসনও ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ" বটে, কিন্তু উহা জাগতিক, ব্যবহারিক ও মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, সত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানোদ্ঘাটনে সমর্থ নহে। অধিকন্তু, সত্যজ্ঞানের দ্বাররুদ্ধকারী। তজ্জন্য সত্যজ্ঞানলাভার্থ ইন্দ্রিয়াদি নিরুদ্ধ করিতে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মর্ষিগণ উপদেশ দিয়াছেন, যেহেতু উহারা সত্যোপলব্ধিতে বাধা দেয়। এজন্য ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহরূপ তপস্যার বিধান শাস্ত্রকারগণ অগ্রে করিয়াছেন। গীতাও বলিতেছেন—"বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"—যাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাম বশে আসিয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা, অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞান স্থির হইয়াছে।

৪। ব্রহ্মদর্শন।

এক্ষণে এই জগদ্ভ্রান্তি অপগমে ব্রহ্মরূপ স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভের উপায় বলা যাইতেছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে, এক্ষণ সংক্ষেপে দুই একটি কথার মীমাংসা করিয়া এই বিষয়টি শেষ করা যাইতেছে। অনুভবাত্মক জ্ঞান সহযোগে সংসার-বৈরাগ্যকে হৃদয়ে আশ্রয় করতঃ সম্যক্ দর্শন দ্বারা এই জগদ্ভ্রান্তি দূরীকরণে মানব সম্যক্ সমর্থ। জগদ্ভ্রান্তি ও জগন্মরীচিকা এই শব্দদ্বয় শুধু কর্ণে শ্রবণ করিলে বা রসনায় উচ্চারণ করিলেই উহা অপনোদিত হইবেক না।

জগৎকে ইন্দ্রজালরূপে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করিতে করিতে দৃশ্যের পরিমার্জ্জনা হেতু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"রূপ আত্মদর্শন হয়, ইহাই ব্রহ্মদর্শন।

এই ভ্রান্তি অপগমের জন্য সম্যক্ দর্শন, অনুভবাত্মক জ্ঞানবিচার ও সংসার-বৈরাগ্য এই তিনেরই প্রয়োজন। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত দ্রষ্টাকে, ভীত, চমকিত, ত্রাসিত ও পলায়মান করে, কিন্তু সে যদি মনের বল সঞ্চয় করিয়া সাহসভরে তথায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারে এবং সর্পটা বাস্তবিক সত্য কিনা এইরূপ বিচার করিতে থাকে এবং সর্পের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি স্থির রাখিতে সমর্থ হয়, তবে কিয়ৎকাল পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাইবে যে, সর্প অন্তর্হিত হইয়াছে, একগাছি রজ্জুমাত্র তথায় পড়িয়া আছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সর্পভয় ও সর্পত্রাস বিদূরিত হইয়া তাহাকে শান্তিতে স্থিত করিয়াছে। এইরূপ প্রতিনিয়ত সমস্তজীবন যখন এক ব্যক্তি জগদিন্দ্রজাল নিরীক্ষণ করিতে থাকিবেক এবং এই জগৎ সত্য কিনা, তাহা বিচার করিতে করিতে তৎপ্রতি সম্যক্ দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিবেক, তখন বহুকালান্তে তাঁহার সত্যোদ্ঘাটিত হইবেক। এই নামরূপাত্মক জগৎ যাহা এতদিন সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছিল, তখন তাহার মিথ্যাত্ব, ঐন্দ্রজালিকত্ব ও ভ্রান্তিময়ত্ব ধরা পড়িবেক। তখন চক্ষের ব্যবহারিক দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা সত্য-দৃষ্টিসম্পন্ন হইবেক; তখন মিথ্যা জীবজগৎ যাদুকরের যাদুখেলার মত তৎসমীপ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবেক, তখন তাঁহার মিথ্যা জগদ্ভ্রান্তি অপগত হইয়া তাহাকে শুধু একব্রহ্মরূপে সংস্থিত করিবেক মাত্র। তখন নামরূপাত্মক মিথ্যা জগতের অন্তর্দ্ধান হইলে "সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম"রূপে তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইবেক, অর্থাৎ তখন তাঁহার শুধু আত্মরূপে বা আমিরূপে ব্রহ্মদর্শন হইবেক, যেহেতু তিনি সবই ব্রহ্ম, একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন এবং "সেই ব্রহ্মই আমি" এবং "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞান সিদ্ধ হইবেক। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি অপগমে একমাত্র রজ্জুই অবশিষ্ট থাকে, সর্প থাকে না. রজ্জুমাত্র দৃষ্ট হয়, সর্প দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ আমাতে বা ব্রহ্মে যে জগদ্ভ্রান্তি হইয়াছিল তাহা অপগত হওয়ায় আর জগদ্দর্শন হইতেছে না, একমাত্র আমিরূপে ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে।

(ক) জগদ্দর্শন ও ব্রহ্মদর্শন

এখানে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা এক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্মেতর বা অহমিতর দ্বিতীয় সত্তা এই দেহ মধ্যে বা জগন্মধ্যে নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মর্ষিগণের জ্ঞান-গহ্বরোত্থিত এই গম্ভীর প্রতিধ্বনির মর্ম্মার্থ অন্ততর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপলব্ধি কর, অনুভব কর। একজন লোক যখন একখানি দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া তাহার মুখমণ্ডল দেখিতে থাকে এবং স্বীয় চক্ষুদ্বারা ঐ দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় চক্ষু দেখিতে থাকে এবং পরে দর্পণখানি সরাইয়া লইলে যেমন প্রতিবিম্বিত চক্ষুর অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি যদি একটু বিচারশীল হয়, তবে বুঝিতে পারে যে, ঐ প্রতিবিম্বিত চক্ষু মিথ্যাস্তিত্বমাত্র এবং ঐ মিথ্যা-চক্ষুর দ্রষ্টা তাহার স্বীয় মুখস্থিত চক্ষু ব্যতীত আর কেহ নয়, এক কথায় দর্পণ সাহায্যে সত্যচক্ষু মিথ্যাচক্ষুর দ্রষ্টা হইয়াছে, এক চক্ষু ব্যতীত দ্বিতীয় মিথ্যাচক্ষু নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা স্বীয় কল্পনাশক্তি-রূপ মায়া বা মন সহযোগে জগদ্রূপ স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন মাত্র করিতেছে, অর্থাৎ সৎ ব্রহ্ম তাহার মিথ্যা জগৎ-প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। এখানেই দ্রষ্টা আর দৃশ্য এক, যদিচ দ্রষ্টা সৎ, দৃশ্য মিথ্যা, যেহেতু সত্যচক্ষু ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু দুইই এক, যদিচ প্রতিবিম্বিত চক্ষু মিথ্যাস্তিত্বমাত্র এবং উহার দর্শন মিথ্যা দর্শন মাত্র। ব্রহ্ম মায়ারূপ দর্পণে স্বীয় জগদ্রূপ প্রতিবিম্ব নিজেই দর্শন করিতেছেন। এই জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় দ্রষ্টা কেহ নাই। এক কথায়, ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় দ্রষ্টা বা দৃশ্য নাই, যেহেতু এই মিথ্যা জগৎও ত ব্রহ্মেরই মিথ্যা প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই জন্য "সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম", অর্থাৎ এই সকল জগৎই ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ বলিবে, মিথ্যা জগৎ সত্য ব্রহ্ম হইবে কিরূপে? জগৎ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কিরূপ মিথ্যা? যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু মিথ্যা। সত্যচক্ষু ও মিথ্যা প্রতিবিম্বিত চক্ষু এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান

ব্রহ্ম মায়ারূপ দর্পণে স্বীয় জগদ্রূপ প্রতিবিম্ব নিজেই দর্শন করেন। জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় দ্রষ্টা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, যে লোকটির চক্ষু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহার পশ্চাদ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া যদি অন্য একজন লোক দর্পণের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে যেমন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সত্য চক্ষু না দেখিয়াই এবং দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু দেখিয়াই প্রথম ব্যক্তির চক্ষুর গঠন-প্রণালী দেখিয়া লইতে পারে,—উহা ভাসমান কি কোটর-প্রবিষ্ট, সুন্দর কি কুৎসিত সব দেখিতে পায়—বা অন্ততঃ বুঝিয়া লইতে পারে, যদিও উহার সত্য চক্ষু দেখিতে পাইল না, সেইরূপ এই নামরূপাত্মক মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব বলিয়া ব্রহ্মের সহিত সম্যক্ সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং মিথ্যা জগদ্দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান অর্থাৎ বিচারশীল ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের ধারণা আয়ত্ত করিতে পারে, যদিও মিথ্যা জগদ্দর্শনে বাস্তবিক সত্য ব্রহ্মদর্শন হয় না।

এই মিথ্যা জগদ্দর্শনরূপ আদর্শ ব্যতীত সত্য ব্রহ্মদর্শনের উপায়ান্তর নাই। এক কথায়, মিথ্যা দর্পণপ্রতিবিম্বিত চক্ষু দর্শনে যেমন সত্যচক্ষুর গঠন-প্রণালীর বিষয়ে ধারণা পরিষ্কাররূপ জন্মে, কিন্তু সত্যচক্ষুর বাস্তবিক পক্ষে দর্শন হয় না, তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়োপহিত বা প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মরূপ জগদিন্দ্রজাল দর্শনে ব্রহ্মদর্শন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মের বিরাটত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, অনন্তত্ব, মহত্ত্ব ও অনাদিত্ব প্রভৃতি মহিমা অনুভূত ও উপলব্ধ হয় এবং ব্রহ্মবিষয়ে ধারণা সুসিদ্ধ হয়। আবার দেখ, রজ্জুতে যে সর্পভ্রান্তি হয়, তাহাতেও রজ্জু ও সর্পের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, সাদৃশ্যযুক্ত আদর্শ আছে, অর্থাৎ রজ্জুর স্থূলত্ব ও দীর্ঘতানুসারে ভ্রান্ত সর্পের আকার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ মিথ্যা ভ্রান্ত সর্পের সঙ্গে সত্য রজ্জুর সামঞ্জস্য বিদ্যমান

জগদ্রূপ প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইলেও, উহার সঙ্গে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সাদৃশ্যযুক্ত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু লিপ্ততা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। তদ্রূপ ব্রহ্মেতে যে জগদ্‌ভ্রান্তি হইতেছে, জগৎ মিথ্যা ইন্দ্রজাল হইলেও উহার সঙ্গে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সাদৃশ্যযুক্ত সম্বন্ধ আছে। আবার ভ্রান্ত সর্পের সঙ্গে যেমন সত্য রজ্জুর লিপ্ততা নাই, বা মিথ্যা দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষুর সহিত যেমন আসল সত্যচক্ষুর লিপ্ততা নাই, সেইরূপ ব্রহ্মেতে জগদ্‌ভ্রান্তি হইয়া যে জগদিন্দ্রজাল রচিত হইয়াছে বা মায়াতে ব্রহ্মপ্রতিবিম্বিত বা উপহিত হইয়া যে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের লিপ্ততা নাই। এজন্য ব্রহ্মকে নির্লিপ্ত বলা হইয়াছে।

(খ) ব্রহ্মদর্শন কখন হয় ?

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে এবং তাহার সমাধানও করা হইয়াছে। পাঠক ! স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ নির্গুণত্বের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব বা নিরিচ্ছত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক ! এখানে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু দেখিয়া উহাকেই যদি সত্যচক্ষুরূপে কেহ ভ্রান্তিবশে গ্রহণ করে, তবে যেমন সে তাহার নিজের আসল চক্ষু বিস্মৃত হইয়া যায় এবং রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যতক্ষণ ঐ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ যেমন সে রজ্জু দেখিতে পায় না, তদ্রূপ মায়োপহিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপ মিথ্যা জগৎকে যতক্ষণ সত্যবৎ বুঝিতে থাকিবে ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব এবং ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রান্তি হইতেছে, সেই জগদিন্দ্রজালকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিবে এবং সত্যবৎ দর্শন করিবে, ততক্ষণও ব্রহ্মদর্শন হইবে না।

মায়োপহিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপ মিথ্যাজগৎকে যতক্ষণ সত্যবৎ বুঝিবে, ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্পণে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চক্ষু দর্শন করিতে করিতে যখন তোমার চৈতন্য হইবে যে কি করিতেছি, আসল চক্ষু না দেখিয়া স্থধু মিথ্যা চক্ষু দেখিতেছি, তখনই যেমন দর্শন ত্যাগ করিবে এবং আসল চক্ষের বিষয় পুনঃপুনঃ স্মৃতিপথে আসিতে থাকিবে, সেইরূপ যখন মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল দেখিতে দেখিতে তোমার হুঁস হইবেক যে, একি দেখিতেছি, স্থধু মিথ্যা দৃশ্য কেন দেখিতেছি, তখন ব্রহ্ম দর্শনের বিষয় পুনঃপুনঃ স্মৃতিপথে আসিতে থাকিবেক। রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হইলে বহুক্ষণ ঐ সর্প দেখিতে দেখিতে যদি এইরূপ বিচারশীলতা আশ্রয় করা যায় যে "এ কি দেখিতেছি, এই সর্প সত্য কি অলীক, উত্তমরূপে দেখিয়া লই" তবে যেমন ভ্রান্ত সর্প অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং রজ্জুর সম্যক্ দর্শন লাভ হয়, তেমন এই ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে সেই ভ্রান্ত জগদ্দর্শন করিতে করিতে বহুদিন পরে যখন বিচারশীলতা আশ্রয়ে তোমার হুঁস হইবে যে, "কি দেখিতেছি, এ জগৎ ত মিথ্যা, ভেল্কী ব্যতীত আর কিছু নয়", তখন ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইবেক।

যতক্ষণ রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি থাকে ততক্ষণ রজ্জুদর্শন হয় না।

এক কথায় সত্য ও মিথ্যা যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে দর্শন করা যায় না। মিথ্যা দর্শন করিতে করিতে যখন তাহাতে তুমি নিবিষ্ট হইয়া যাও, তখন তোমার সত্যের স্মৃতি কোথায় থাকে? সত্য দর্শন হয় কোথায়? তুমি যখন মিথ্যা বায়োস্কোপ, মিথ্যা থিয়েটার, মিথ্যা তামাসা দেখিতে থাক, তখন তোমার স্বগৃহের কথা এবং স্বীয় কার্য্যস্থলের কথা স্মৃতিপথে উদয় হয় কোথায়? তুমি যখন মিথ্যা ব্যাট-বল, ফুট-বল, ক্রীড়ায় আসক্ত ও উন্মত্ত হও, তখন তোমার স্বীয় আবাস-ভূমির মঙ্গলামঙ্গলচিন্তা হৃদয়ে উদিত হয় কোথায়? সেইরূপ এই মিথ্যা নামরূপাত্মক জগদিন্দ্রজাল তুমি এমনই নিবিষ্টচিত্তে সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া দেখিতেছ যে, তোমার ব্রহ্ম দর্শনের স্মৃতি মনে জাগিবে কিরূপে ?

(গ) ব্রহ্মদর্শন কে করে ?

আবার দেখ, এক ব্যক্তি যখন একখানি দর্পণ হস্তে দর্পণে প্রতিবিম্বিত মিথ্যাচক্ষু দর্শনে অতিশয় নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখন সে এরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় যে, ঐ প্রতিবিম্বিত মিথ্যাচক্ষুকে যে তাহারই সত্য চক্ষু দেখিতেছে, তাহা সে জানিতে পারে না, পরে যখন হুঁস হয়, আত্মবিস্মৃতি দূরীভূত হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার সত্যচক্ষু মিথ্যাচক্ষুকে দেখিতেছে, অর্থাৎ চক্ষুই চক্ষুকে দেখিতেছে, চক্ষুর দ্রষ্টা চক্ষু ব্যতীত কেহ নাই। এইরূপ আমি যে জগদ্দর্শন করিতেছি, ইহা কে করিতেছে ? ব্রহ্মই স্বীয় প্রতি-বিম্বরূপ জগদ্দর্শন করিতেছেন ; ব্রহ্মই ব্রহ্মকে দেখিতেছেন। এক কথায়, ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রহ্মদর্শনের দ্বিতীয় দ্রষ্টা বা কর্ত্তা নাই। আমি মনে করিতেছি যে, আমি জগদ্দর্শন করিতেছি, ইহা আমার ভ্রান্তি মাত্র। ইহা আমার বিচারশীলতার অভাব নিবন্ধন ঘটিতেছে মাত্র। ব্রহ্ম ব্যতীত জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় দ্রষ্টা নাই। উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতেছি, পরিষ্কার উপলব্ধি করিতেছি, প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করিতেছি যে, "অহমিতর ব্রহ্ম নাই," "ব্রহ্মেতর আমি নাই" অর্থাৎ আমি ব্যতীত ব্রহ্ম নাই এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আমি নাই ; ব্রহ্মই তৎপ্রতিবিম্বিত জগদ্দর্শন করিতেছেন।

'অহমিতর ব্রহ্ম নাই'. 'ব্রহ্মেতর আমি নাই।' ব্রহ্মই তৎপ্রতিবিম্ব ব্রহ্ম দেখিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ) ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায়।

আমি যে জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় দ্রষ্টা আমাকে সাব্যস্ত করিতেছি ইহা আমার ভ্রান্তিমাত্র। পূর্ব্বোক্ত মগুপায়ী হরির নিজেকে রাম বলিয়া নেশার বশে সাব্যস্ত করার মত, ভ্রান্তিবশে আমি আমাকে ব্রহ্মেতর মনে করিতেছি এবং জগদ্দর্শনের দ্বিতীয় কর্ত্তা নিজেকে মনে করিতেছি এবং তদ্ধেতু "অহমিতর ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্মেতর আমি নাই" এই মহাসত্য বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আমি যখন এই মহাসত্য উপলব্ধি করি, তখন "আমার" বা "আমি" একথা দুইটি আর রসনাগ্রে উচ্চারিত হইতে পারে না। নেশার বশে হরি নিজেকে "রাম, রাম" বলিতেছিল। নেশা ছাড়িয়া গেলে আর তার যেমন 'রাম' 'রাম' শব্দ মুখে শুনা যায় না, সেইরূপ ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মেতর "আমি" "আমার" শব্দ দুইটি যে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণ ভ্রান্তি অপগমে ঐ শব্দ দুইটি মহাকাশে লীন হইয়া গেল। (আকাশ শব্দগুণযুক্ত)। আঃ! আমার সব জ্বালা জুড়াইল। কি আশ্চর্য্য! মগুের নেশায় যে এতক্ষণ হরি হইয়া "রাম রাম" শব্দ করিতেছিলাম, ঐ নেশার অপগমেও যেন "রাম রাম" ধ্বনি এক্ষণও কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেন ঐ ধ্বনি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তবু কর্ণপটহে অজ্ঞাতসারে ঐ ধ্বনি বাজিতেছে। "আমি", "আমার" শব্দ দুইটি স্মৃতিপথে যেন এখনও উদিত হইতেছে, যদিও উহা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছি, যদিও "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আমার আত্মবোধ জন্মিয়াছে। আর "আমি", "আমার" শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিব না। ঐ শব্দ দুইটি ভ্রান্তিনেশা বশেই এতদিন ব্যবহার করিয়া

ভ্রান্তিবশে আমি 'আমি' রূপ মিথ্যা দ্বিতীয় দ্রষ্টা সাব্যস্ত করিতেছি মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছিলাম। এক্ষণ ভ্রান্তি অপগমে মিথ্যা বা ভ্রান্ত "আমি", "আমার" শব্দগুণাধার মহাকাশে লীন হইয়া যাউক। ঐ শব্দ দুইটি মায়া বা ভ্রান্তিরূপী, ভ্রান্ত্যুৎপন্ন ও ভ্রান্তিজনক। একজন লোক পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া যেমন কালবশে পুনঃ জনকরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই "আমি", "আমার" মিথ্যা মায়িক শব্দ দুইটি, ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া, পুনঃ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ। আবার দেখ, যতই মদ্যের নেশা বাড়িবে, ততই যেমন হরি নেশার বশে নিজেকে "রাম" মনে করিয়া "রাম", "রাম" বলিয়া চীৎকার করিবে, তেমন যতই জগদ্‌ভ্রান্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই "আমি", "আমার" শব্দ দুইটির উপর জগজ্জীবের আস্থা বৃদ্ধি হইবেক এবং ঐ আস্থা হইতেই নানাবিধ অমঙ্গল-জনক ঘটনা ঘটিতে থাকে, যত দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি হইতে থাকে। পক্ষান্তরে যতই নেশার মাত্রা হ্রাস হইবেক, ততই যেমন মদ্যপায়ী হরির মুখে "রাম", "রাম" বলিয়া নিজেকে সাব্যস্ত করার বাণী আর শ্রুত হইবেক না, তেমন জগদ্‌ভ্রান্তি যতই হ্রাস হইবেক, ততই "আমি", "আমার" শব্দ দুইটি মুখে তত উচ্চারিত হইতে থাকিবেক না এবং উহাতে আস্থা স্থাপিত হইবেক না; আর যতই ঐ ভ্রান্তি হ্রাস হইবেক, ততই "আমি," "আমার" শব্দ দুইটি শব্দগুণাধার মহাকাশে লীন হইতে থাকিবেক এবং ঐ ভ্রান্তির জন্য "আমি", "আমার" শব্দোচ্চারণ নিবন্ধন আমার যত লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও দুঃখযন্ত্রণা সব যাদুকরের যাদুখেলার মত দূরীভূত হইয়া যাইবেক।

পাঠক! এখানে স্মরণ রাখিও যে, বলপূর্ব্বক কেহ "আমি", "আমার" শব্দোচ্চারণ বন্ধ করিতে পারিবেক না, বা উহাদিগকে মহাকাশে লীন করিতে পারিবেক না; করিতে গেলে বিপরীত ফল লাভ হইবেক। হরি যে মদ্যের নেশায় নিজেকে "রাম" মনে করিয়া "রাম",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাম" করিতেছে, উহা বলপূর্ব্বক বন্ধ করা যাইবেক না, করিতে গেলে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার সম্ভব। কিন্তু তাহার মদ্যের নেশা যখন ছাড়িয়া যাইবেক, তখন সে নিজেই প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনঃ নিজেকে "হরি" মনে করিয়া সুস্থ হইবেক। সেইরূপ সৎশাস্ত্র পাঠ, সৎসঙ্গলাভ, জ্ঞানবিচারাদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা যখন জগদ্ভ্রান্তি অপগত হইবেক, তখন "অহমিতর ব্রহ্ম নাই" এবং "ব্রহ্মেতর আমি নাই" এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞান-সাধক স্বীয় "আমি", "আমার" শব্দ দুইটি নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবেক। আর তাহার মুখে ঐ দুই ভ্রান্তিসূত ও ভ্রান্তিজনক শব্দ দুইটি শুনা যাইবেক না। তাহাকে উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেও সে আর তাহা করিতে পারিবেক না।

জ্ঞান বিচারাদি দ্বারা এই ভ্রান্তি অপগমেই জ্ঞানসাধক 'আমি' ও 'আমার' নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবে।

"আমি" ও "আমার" শব্দোচ্চারণ প্রতিনিয়ত করিতে করিতে জগজ্জীবের অহমিকা বৃদ্ধি হয়, অহমিকা হইতে মিথ্যা গৌরবেচ্ছা, মিথ্যা গৌরবেচ্ছা হইতে মিথ্যা উদ্যম, মিথ্যা উদ্যম হইতে পরিণামে ঘোর অবসাদ উৎপন্ন হইয়া মানবকে জীবদ্দশায়ই নরক দর্শন ও নরক ভোগ করায়। "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ ব্রহ্মজ্ঞানই জগজ্জীবের পক্ষে চরম স্বর্গ এবং ব্রহ্মেতর "আমি" ও "আমার" বলিয়া যে অহমিকা প্রকাশ এবং তদ্ধেতু মিথ্যা গৌরবেচ্ছা জন্য ঘোর দাম্ভিকতা, উহাই 'অন্ধতামিস্র' নরক জানিবে। মহামতি বুদ্ধদেব নিজের মিথ্যা অহমিকা ও মিথ্যা গৌরব এরূপ নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধত্ব লাভের পরে তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ঐ সময় মধ্যে মানবমণ্ডলীতে কত উপদেশ ও কত বক্তৃতা

'অহমিকা' নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতিই জীবের চরম স্বর্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুলেও একদিন বা একবার "আমি" ও "আমার" শব্দ কখনও মুখে উচ্চারণ করেন নাই। তিনি নিজেকে "তথাগত" বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন। "তথাগত" অর্থ আসিতেছে, যাইতেছে, অর্থাৎ এই দেহ একবার জন্মিতেছে এবং একবার মরিতেছে। তিনি অহমিকার নিধন ও মিথ্যা গৌরব নাশ এরূপই নিঃশেষে সাধন করিয়াছিলেন। পাঠক! এমন দিন তোমার কবে হইবেক? ইদানীং যুগের এই উনবিংশ শতাব্দীর লোক হইয়াও পাঞ্জাবের মহাত্মা স্বামী রামতীর্থ, এম, এ, ঐ রূপ "আমি" ও "আমার" শব্দ তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতাকালীন কখনও ব্যবহার করেন নাই। সব কথাগুলি প্রথম পুরুষে বলিতেন, যেমন "রামা বলিতেছে," "রামা বিবেচনা করিতেছে," "রামা বুঝিয়াছে" ইত্যাদি।

(ঙ) ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব।

এক্ষণ ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বটি বলা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যখন হস্তে দর্পণ লইয়া স্বীয় চক্ষু দেখিতে থাকে, তখন সে তাহার আসল চক্ষু দেখে না; দর্পণে প্রতিবিম্বিত মিথ্যাচক্ষু দেখিয়া থাকে মাত্র। তাহার সত্যচক্ষু ঐ প্রতিবিম্বিত মিথ্যাচক্ষু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহার মিথ্যাচক্ষু, অর্থাৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু, সত্য চক্ষুর মত গঠন-প্রণালীযুক্ত এবং আপাততঃ দৃষ্টিতে দর্শনশক্তিযুক্ত মনে হইলেও ঐ মিথ্যাচক্ষু যেমন সত্যচক্ষুকে দর্শন করিবার শক্তি রাখে না, তদ্রূপ ব্রহ্মই তদীয় প্রতিবিম্বরূপ জগদ্দর্শন করিতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়ারূপী যে জগৎ বা জগজ্জীবগণ তাহারা ব্রহ্মদর্শনের শক্তি রাখে না। এজন্য ব্রহ্মদর্শন করা মানবের পক্ষে

ব্রহ্মপ্রতিচ্ছায়ারূপী জগজ্জীব ব্রহ্মদর্শনের শক্তি রাখে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব। যেহেতু মানব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। প্রতিবিম্ব কিরূপে সে যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে দর্শন করার শক্তি রাখিতে পারে ?

এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ববাদের প্রতিধ্বনি মহামতি যিশুখৃষ্ট তদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে করিয়াছেন,—"ঈশ্বর মানবকে তাহার নিজের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া অনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই প্রতিবিম্ববাদ, অর্থাৎ চিৎ প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণে বা মনে প্রতিফলিত হইয়া মিথ্যা জীবের সৃষ্টি করিয়াছে, মহামনস্বী বৈদান্তিক ঋষিগণের গভীরতম জ্ঞানগহ্বরের মহা প্রতিধ্বনিমাত্র এবং এই মহা প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান সময়ে ভূমণ্ডলস্থ দার্শনিকগণের শ্রবণ-পটহে পৌঁছিয়া তাহাদিগকে প্রাচীন বৈদান্তিক ব্রহ্মর্ষিগণের জ্ঞানগরিমায় বিস্মিত করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণ দেখ, প্রতিবিম্বিত চক্ষু কিরূপে আসল চক্ষুকে দর্শন করিতে পারে ? এক কথায়, যে দেখিতেছে, তাহাকে কিরূপে দেখিবে ? তাই ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—"অরে মৈত্রেয়ী, যিনি বিজ্ঞাতা তাহাকে আর কে জানিবে ?" এই ব্রহ্মদর্শনের বা ব্রহ্মজ্ঞানের "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—"আমিই ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

"যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কে জানিবে ?"

পাঠক ! এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করিবে। এই যে দর্পণে জড়চক্ষুর জড়প্রতিবিম্ব পতনের কথা বলা হইল, এই জড়প্রতিবিম্ব হইতে অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বপাতের পার্থক্য আছে। জড় অর্থ, যে নিজেকে নিজে জানে না, অর্থাৎ "আমি আছি" এরূপ জ্ঞান যাহার নাই তাহাকে জড় বলে ; আর চিৎ অর্থ, যে নিজেকে নিজে জানে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান যাহার আছে তাহাকে চিৎ বা চৈতন্য বলে। এখন বিচারপূর্ব্বক দেখ, চক্ষু জড় কি না। চক্ষু যে দেখিতেছে, সে তাহা জানে না; বাস্তবিকই চক্ষু যে দেখিতেছে, সে তাহা জানে না। যদি চক্ষুর পশ্চাতে "আমি" রূপ জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্যশক্তি না থাকিত, তবে চক্ষু দেখিতে পাইত না। শবদেহস্থ চক্ষু ত অনেক সময় উন্মীলিত থাকে, উহা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না কেন? যেহেতু, যে জ্ঞানশক্তিরূপী "আমি" চক্ষুরূপ গবাক্ষের দ্বারা দেহগৃহ হইতে উঁকি মারিয়া বহির্জ্জগদ্দর্শন করিতেছিল, সেই "আমি" প্রস্থান করিয়াছে। চক্ষু কদাপি দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা নহে, উহা করণ মাত্র। চক্ষু "আমি"-যন্ত্রীর যন্ত্ররূপে দর্শন বিষয়ে নিয়োজিত হয় মাত্র। জড়চক্ষু দেখিতেছে এই যে ভ্রান্ত ধারণা এবং ঐ দর্শনের মূলীভূত কারণরূপে যে "আমি" রূপ জ্ঞানশক্তি আছে তাহার যে সদা বিস্মৃতি, ইহাই হইল মায়ার বা মনের বা অবিদ্যার কার্য্য। এই ভ্রান্তিময়ী মায়ার দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইয়াই মানব নিজে যে প্রতিবিম্বিত মিথ্যাপদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না এবং ঐ মিথ্যা প্রতিবিম্বিত পদার্থ লইয়া সে মহা-গর্ব্বিত হয়। ঐ মিথ্যা গর্ব্বের মিথ্যা গৌরবে মত্ত হইয়া সে একটা স্বীয় মিথ্যাকল্পিত অহমিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং ঐ মিথ্যা অহং বা অহমিকা লইয়া পুনঃপুনঃ এই ভ্রান্তিব্যূহরূপ সংসারে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অনুগামী হয়। আবার ভ্রান্তি বা আত্মবিস্মৃতির ক্রিয়া দেখ। যখন এক ব্যক্তি কোন একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকে, তখন যেন "আমি দেখিতেছি" এই জ্ঞান তাহার থাকে না, চক্ষু দেখিতেছে এই জ্ঞানটি মাত্র থাকে। অর্থাৎ কর্ত্তারূপে আসল দ্রষ্টা যে 'আমি' তাহা বিস্মৃত হইয়া, করণরূপে,

দৃশ্যে মুগ্ধ হইলে চক্ষু যে 'আমি'রূপ জ্ঞান-শক্তির যন্ত্র স্বরূপ, ইহা ভুলিয়া যায়, জগদ্দৃশ্যে মুগ্ধ জীব তেমন 'অহমিকা' হেতু আত্মবিস্মৃত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা গবাক্ষরূপে যে চক্ষু তাহাকে কর্ত্তা ও দ্রষ্টা মনে করে। প্রতি পদে পদে, এই আত্মবিস্মৃতি মানবের মস্তিষ্ক বা মনোরাজ্যে উদিত হইয়া মানবমণ্ডলীকে এই ভ্রমকৌতুক-স্থান ভূমণ্ডলে মহাদিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের দশা প্রাপ্ত করাইতেছে, যেন উহারা ভ্রান্তিচক্রে আরূঢ় হইয়া সদা বিঘূর্ণিত হইতেছে। [ইংরেজ জাতির স্কেটিং খেলা যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারিবে কিরূপে উহারা স্ত্রী-পুরুষে জড়াজড়ি করিয়া চক্রযুক্ত লৌহ-পাদুকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া মসৃণ কাষ্ঠ-মঞ্চোপরি সদা বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে।] এই সংসাররূপ মনোরাজ্যেও মনঃসৃত মানবগণ ভ্রান্তিচক্রে আরূঢ় হইয়া সদা বিঘূর্ণিত হইতেছে।

মানবাস্তিত্ব।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, মানব যদি প্রতিবিম্বিত পদার্থ হইবেক, তবে তাহার এত বুদ্ধিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আসে কোথা হইতে? মিথ্যা পদার্থ কিরূপে ঐ ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেক? দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু কখনও কি কোন ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু আর অন্তঃকরণে বা মনে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্ব দুইই সমান নয়; জড়ের প্রতিবিম্ব জড়ই থাকে এবং চিতির প্রতিবিম্ব চৈতন্য শক্তি প্রকাশ করিবেই। দৃষ্টান্ত দেখ, যখন একটি প্রস্তর-স্তম্ভের প্রতিবিম্ব কোন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন উহা কোনরূপ ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু সূর্য্যকিরণ যখন উহাতে প্রতিফলিত হয় তখন সেই প্রতিফলন তেজের শক্তিত্রয়ী প্রকাশে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়, অর্থাৎ দাহিকাশক্তি, আলোবিকিরণীশক্তি ও উত্তাপপ্রদায়িনীশক্তি

চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণশীল মানব কথঞ্চিৎ আত্ম-শক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণের জন্য কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। এইরূপ অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বও চৈতন্যবৎ কিছুক্ষণের জন্য, কথঞ্চিৎরূপে আত্মশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয় এবং চৈতন্যের যে ধর্ম্মই হইল জ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ নিজেকে নিজে জানা, তাহার অধিকারিত্ব অস্থায়িভাবে ও মৃদু-ভাবে প্রাপ্ত হয়। এজন্য চিৎপ্রতিবিম্বধারণশীল মানব ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর হইয়া থাকে এবং উহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বের কি শক্তি আছে? যখন আত্মসত্তা স্বীয় প্রতিবিম্ব প্রত্যাহার করেন,অমনই মহাতেজস্বী, মহাশক্তিশালী, মহা-গর্ব্বিত ও মহাদাম্ভিক মানব মৃত্তিকাস্তম্ভবৎ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যায়।

মনোনাশ।

এক্ষণ মনের বলে মনোনাশের উপায়ান্তর বলা যাইতেছে। অজ্ঞানাবস্থার প্রথমেই মানব কখনও জ্ঞানের, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের চরমাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রথমে শাস্ত্রোপদেশ ও জ্ঞানিগুরূপদেশ শিরো-ধার্য্য করতঃ জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির বিকাশ করিতে হয়। পরে ক্রমশঃই দেখিতে পাইবে যেন সত্যজ্ঞানোপলব্ধি করা যাইতেছে। প্রথমে জ্ঞানবিচারের যেরূপ শাস্ত্রপ্রদর্শিত প্রণালী রহিয়াছে, তাহা জ্ঞানিগুরুর উপদেশানুসারে মস্তকাবনত করতঃ অবলম্বন করিয়া যাইতে হইবেক; পরে দেখিতে পাইবে, ক্রমশঃ মনোরাজ্যে সত্যজ্ঞানসঞ্চার হইতেছে। কিন্তু

জ্ঞানিগুরুর উপ-দেশানুসারে স্বাধীন জ্ঞানবিচার অবলম্বন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানাবস্থায়ই যদি কেবল যুক্তি চাহিতে থাক, স্বীয় ব্যবহারিক বুদ্ধির উপর অত্যন্ত আস্থা স্থাপন করিতে থাক, তবে সত্যোপলব্ধি সুদূরপরাহত হইবেক। বালক যখন প্রথম ক্ষেত্রতত্ত্ব শিখিতে থাকে, তখনই যদি সে ক্ষেত্রতত্ত্বসম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্ব অগ্রেই জানিতে চাহে, শিক্ষকের কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধগুলি কণ্ঠস্থ করিতে না চায়, তবে যেমন তাহার ক্ষেত্রতত্ত্বাভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু শিক্ষকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া যদি ঐ স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া লয়, তবে যেমন ক্রমশঃ ক্ষেত্রতত্ত্ব-জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভেও তদ্রূপ জানিবে। "ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা" এই মহাসত্য যখন জ্ঞানিগুরুর উপদেশ বলে তুমি গ্রহণ করিবে, তখন ক্রমশঃ দেখিবে, মন নাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু মনের সর্ব্বদার জন্য কোনরূপ স্থির কলেবর নাই, উহা নূতন নূতন সংস্কার বা স্মৃতি দ্বারা যেমন পরিপুষ্ট হইতেছে, তেমন পুরাতন ও বহুদিনের স্মৃতি বা সংস্কাররাশিও অন্তর্হিত হইতেছে। মন যেন এতাদৃশ নূতন স্মৃতি বা সংস্কারের পরিপুষ্টি এবং পুরাতন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ অন্তর্দ্ধান দ্বারা উহার কলেবর ঠিকই রাখিতেছে, যদিও স্মৃতি বা সংস্কাররূপ উপাদানগুলির স্বভাব বা প্রকারের সদা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে—যেমন নদীর জল সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়াও ক্রমশঃ পুরাতন স্রোতোজল বহিষ্কৃত এবং নূতন স্রোতোজল আবির্ভূত হইয়া উহার কলেবর ঠিক রাখিতেছে; যেহেতু ঐ বহিষ্করণ ও নিষ্ক্রমণ যুগপৎ সংসাধিত হইতেছে। এই সদাপরিবর্ত্তনশীল, অথচ আপাততঃ অজ্ঞের নিকট সদাস্থির কলেবর ও সংস্কার-সমষ্টি মনকে নাশ করা অসাধ্য ব্যাপার নহে; যদিও সুসাধ্য নহে, পরন্তু দুঃসাধ্য বটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার এই মনোনাশের উপায় বা প্রণালী যিনি কিছুমাত্র জীবনে অবলম্বন করেন নাই, বা অবগত নহেন, তাঁহার পক্ষে ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে; অধিকন্তু যদি কেহ উহা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং অবগত হইয়া থাকে, তাহাতেও তাহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, যেহেতু যে সারাজীবন আত্যন্তিক মনের দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহার মন সদা সংশয়াত্মক থাকিয়া যায়। এমন প্রিয়তম মনিব মনকে নাশ করিতে হইবে, ইহা শুনিলে তাহার প্রাণ চমকিত হইয়া উঠে, যেহেতু সে সারাজীবন মনের দাসত্ব করিয়া, মনোময় হইয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে মনোনাশ আত্মহত্যার মতই দুঃখজনক ও পাপজনক। অথচ অজ্ঞের বিচারে এই মনোনাশ-রূপ আত্মহত্যার বিধান বা ব্যবস্থা-প্রণালী অবলম্বন করিতে যোগবাশিষ্ঠ, বৌদ্ধদর্শন ও পৃথিবীর যাবতীয় দর্শন শাস্ত্র দৃঢ়স্বরে উপদেশ দিয়াছেন। এক্জন ধনী ও ব্যবহারিক বিদ্বান লোক স্বীয় পুত্রকে অতিশয় আদর দান করতঃ, কিছুমাত্র শাসন না করিয়া, তাহাকে ঘোর মূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ঐ পুত্র যে বেশ কাজের লোক হইয়াছে—অশ্বারোহনে ও শকট পরিচালনে সুপটু—এ প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরে না। পুত্রকে কি করিয়া প্রহার করা যায় বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা যায়, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত; একথা শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, যেহেতু পুত্রময় পিতার এরূপই বুদ্ধি হইয়া থাকে। অজ্ঞ মনোময় মানবেরও সেই দশা জানিবে। তাহার নিকট মনোনাশ অসম্ভব, অসম্ভব মিথ্যাবাদ মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণ আসল কথা বলা যাউক।

মনের দাসত্ব হেতু যে মানব মনোময় হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে মনোনাশ আত্ম-হত্যার মত দুঃখজনক।

যতই "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" এই মহা সত্যের উপলব্ধি হইবেক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই দেখিবেক যে, সংস্কার-প্রবাহরূপী মনোনদ ক্ষীণ হইয়া চলিতেছে.

মনোরাজ্যে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"-রূপ সত্য-জ্ঞান সঞ্চার হইলেই সংস্কার-প্রবাহরূপী মন-নদ ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

যেহেতু মিথ্যা জগতে মিথ্যা সংস্কাররাশিরূপ উপাদানেই না মন-কলেবর গঠিত হইয়াছে। যতই জগন্মিথ্যা বোধ হইবেক, ততই জগতের নানাত্বসূচক নানা সংস্কাররাশি অন্তর্হিত হইতে থাকিবেক—যেহেতু মিথ্যা জগৎকে সত্য সাব্যস্ত করতঃ মহা উদ্যম সহকারে যে জগতের নানা বাহ্যবস্তু বা দৃশ্যরাজির সঙ্গে সদা সজ্যাত, তাহা হইতেই ত সংস্কার বা স্মৃতি সমূহের সংগ্রহ করা হইতেছে এবং উহাদের আধারভূত মনের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। যখন "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" এই মহাসত্য উপলব্ধ হইবেক, তখন মিথ্যা জগতের মিথ্যা দৃশ্য বা বস্তুনিচয় সংগ্রহে আর মন ধাবিত হইবেক না এবং উহার নানাত্ব দর্শনও করিতে পারিবেক না, যেহেতু 'এক ব্রহ্মই সত্য', এতাদৃশ একত্বজ্ঞানের আলোর নিকট নানাত্বমূলক জগদৃশ্যরাজীরূপ অন্ধকাররাশি তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? তাহা হইলেই বিচার করিয়া দেখ, মন-কলেবর ক্ষীণ হইয়া চলিল।

এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, এক্ষণ হইতে জগতে জাগতিক বা ব্যবহারিক দৃশ্য দর্শন ও বস্তু লাভের জন্য তীব্র প্রয়াস, অদম্য উৎসাহ ও ঘোর

নূতন সংস্কারে যোগান অভাবে ক্রমে ঐ প্রবাহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া মন বিচার-প্রাঙ্গণে পরিণত হইবে।

অধ্যবসায় ত ত্যাগ করিয়া জগন্মিথ্যা বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কাররাশির নাশের উপায় কি? নদীর নূতন প্রবাহ-বারির ক্রমিক যোগান যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে পুরাতন বারি-প্রবাহ কতদিন নদী-কলেবর পুষ্ট রাখিতে পারিবে? কালে নদী শুষ্ক হইয়া বারিশূন্য হইবেক এবং বিস্তৃত প্রান্তরে পরিণত হইয়া উত্তম শস্যোৎপাদনোপযোগী উর্ব্বরা ভূমিরূপে দৃষ্ট হইবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" এই জ্ঞানলাভে মন-কলেবর শুদ্ধ হইয়া, উহা বিচার-প্রাঙ্গণে পরিণত হয় এবং উহা সুশোভন জ্ঞান-শস্যোৎপাদিকা উর্ব্বরা ভূমিরূপে দৃষ্ট হয়।

আবার প্রশ্ন হইল, মন নষ্ট হইলে থাকিবে কি? কোথায় তাহার বিচার-প্রাঙ্গণ, কোথায় তাহার জ্ঞান-শস্যোৎপাদিকা উর্ব্বরভূমি?

মন নষ্ট হইলে মনাধার ব্রহ্মই থাকেন।

নদী শুষ্ক হইলে নদীর থাকে কি? নদ্যাধার মাত্র থাকে। এরূপ মন নষ্ট হইলে মনের আধার ব্রহ্মই থাকেন। আবার এই মনের আধার ব্রহ্মই হইল বিচার-প্রাঙ্গণ, জ্ঞানোৎকর্ষের ভূমি; যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তামাত্র, বিচার শক্তির উৎসমাত্র। আবার প্রশ্ন, ব্রহ্ম মনের আধার কিরূপে হইল? কেন হইবে না? যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে ঐ ভ্রান্ত সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বা মায়িক বিবর্ত্ত বলা যায়; সেইরূপ ব্রহ্মেতে জগদ্ভ্রান্তি হইলে জগৎকে ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলা যায়। [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নাম এই জ্ঞান হইতে রাখা হইয়াছে।]

মনস্তত্ত্ব।

আবার দেখ, এই যে জগৎ, ইহা ব্রহ্মের স্থূল বিবর্ত্তমাত্র, কিন্তু মন ঐ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিবর্ত্ত। এক কথায়, সর্প যেমন রজ্জু-বিবর্ত্ত, মন

মন ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিবর্ত্ত বিধায় মনের অধ্যাস ত্যাগ করা সুকঠিন।

তেমন চিদ্বিবর্ত্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই মানব বা জীবদেহ চিদ্বিবর্ত্ত মাত্র, অর্থাৎ আত্মার স্থূল বিবর্ত্ত, কিন্তু মানব-মন চিতির বা আত্মার সূক্ষ্ম বিবর্ত্ত। সূক্ষ্মের প্রভাব স্থূল হইতে অনেক বেশী হয়, এজন্য মানবের পক্ষে দেহাধ্যাস ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু মনের অধ্যাস ত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার দেখ, যে যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবর্ত্ত, সে তাহার আধাররূপে পরিচিত হয়। অর্থাৎ রজ্জুর বিবর্ত্ত যে সর্প, সেই রজ্জু সর্পের আধারভূত হয় বা অধিষ্ঠানরূপে সিদ্ধান্তকৃত হয়। এইরূপ চিদ্বিবর্ত্ত মন বা ব্রহ্মবিবর্ত্ত মনের আধার বা অধিষ্ঠান চিৎ বা ব্রহ্মই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার প্রশ্ন এই যে, স্মৃতিসমষ্টি বা সংস্কারসমষ্টি মন আবার চিৎ-বিবর্ত্ত বা চৈতন্যের বিবর্ত্ত কিরূপে হইল? যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া থাকে, তেমন আত্মাতে মনোভ্রান্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মাকে মন বলিয়া মিথ্যা প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। আবার দেখ,

ভ্রান্তিময় দৃশ্য দর্শনোৎপন্ন স্মৃতি বা সংস্কাররাশিরূপ মন ভ্রান্তিই।

মনের স্থূলাবস্থা জগৎ এবং জগতের সূক্ষ্মাবস্থা মন। কাজেই, ব্রহ্মেতে জগদ্ভ্রান্তি হইলে যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার, স্মৃতি ও সংস্কাররাশিই যে ভ্রান্তিমাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই; আর ঐ ভ্রান্তিময় দৃশ্য বা বস্তুর দর্শনে বা ভোগে যে স্মৃতি বা সংস্কারাবলী সংগৃহীত হয়, তাহা ভ্রান্তি বই কি? দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া মিথ্যা ভীতির সঞ্চার করে, যেহেতু পূর্ব্বদৃষ্ট বা ভুক্ত দৃশ্য বা বস্তুর অবভাসই ত সংস্কার। মানবের সংস্কার বা স্মৃতিসমূহ ভ্রান্তিময় জগদ্দৃশ্য ও জগদ্বস্তুর সহিত সঙ্ঘাত হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া উহারা ভ্রান্তিস্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণ অনুধাবন পূর্ব্বক এই মনস্তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। রজ্জুতে

অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মে স্থূলরূপ জগদ্‌ভ্রান্তি ও সূক্ষ্মরূপ মনোভ্রান্তি চলিতেছে।

যে সর্পভ্রান্তি হয়, সেই ভ্রান্ত সর্পই হইল মন এবং ঐ ভ্রান্ত সর্প দর্শনে যে ভ্রান্ত সংস্কাররাশি, ঐ ভ্রান্ত-সর্পভীতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই আবার মনোরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ সর্পভীতিতে আড়ষ্ট হয়। যেহেতু সর্পভীতি হইতে উৎপন্ন বা গঠিত যে মন, সে সর্পভয়ে কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীত হইবেক না? অনাদিকাল হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি চলিতেছে, অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মে স্থূলরূপ জগদ্ভ্রান্তি ও সূক্ষ্ম মনোভ্রান্তি চলিতেছে; এক ভ্রান্তি হইতে অন্য ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে। সলিলোৎস হইতে যেমন ক্রমাগতঃ সলিল উচ্ছলিত হয়, তেমনই ভ্রান্তি-উৎস মন হইতে সদা ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে। ঐ ভ্রান্তির উৎসস্বরূপ মন হইতে যে সদা ভ্রান্তি উচ্ছলিত হইতেছে, ঐ উৎসের উপাদানরাশি যে সংস্কারাবলী, তাহা যদি নাশ করিয়া ফেলিতে পারা যায়, তবে এই ভ্রমকৌতুক জগতে আর মনোরূপ দিগ্‌ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া 'হা হতোস্মি' করিতে হইবেক না।

সংস্কার নাশ।

একত্ব জ্ঞানমূলক ব্রহ্মজ্ঞানে, আসক্তি হইতে উৎপন্ন নানাত্বমূলক জগৎজ্ঞান ও তন্মূলক সংস্কাররাশি নাশ হয়। এরূপ জ্ঞানসাধক আর জগদ্দর্শন করেন না।

এই সংস্কারগুলি সহজে নষ্ট করা যাইতে পারে, যদি জগদ্ভ্রান্তি অপগত হয়; যেমন দিগ্‌ভ্রান্তির অপগমে পথভ্রান্তি নষ্ট হয় এবং পথ ঠিক হয়। এই জগদ্ভ্রান্তির মূলীভূত কারণ হইল মিথ্যা জগতের মিথ্যা দৃশ্য বা বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সদা সঙ্ঘাত জন্য আসক্তি। এই আসক্তি "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা"রূপ মূল মহাসত্যের উপলব্ধিতে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। অন্যথা, যাবৎ জগৎ সত্য বলিয়া হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে, তাবৎ এই আসক্তি দূরীভূত হইবার নহে। আলোদ্বারা অন্ধকার-দূরীকরণের চেষ্টার সফলতার মত, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জগদাসক্তি তিরোধান-চেষ্টা সফলীকৃত হয়। আলো ব্যতীত অন্ধকার দূরীকরণের যেমন উপায়ান্তর নাই, তেমন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আসক্তির আধার মনোনাশের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান একত্বজ্ঞানমূলক এবং জগদ্জ্ঞান নানাত্বমূলক। ঐ নানাত্ব-জ্ঞানই আসক্তি সৃষ্টি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্বজ্ঞানে আসক্তি কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু আসক্তির বস্তুর ভোক্তার অভাবে উহার ভোগেরও নাশ হয়। ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য তিনের সমাবেশ না হইলে আসক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ একত্বজ্ঞানে আসক্তি আসিতে পারে না। এই সংস্কারাধার বা স্মৃতির আধার মনোনাশের উপায় জ্ঞানবলে দেখ। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন পরস্পরের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়, তখন একে অন্যের রূপস্মৃতি ও গুণস্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে, কিন্তু বহুদিন পরে যখন কোন কারণবশতঃ বন্ধুদ্বয়ের একতরের মধ্যে বন্ধুত্বের কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়, তখন যেমন অন্য বন্ধুও বন্ধুত্ব শিথিল করিয়া দেয়, সুতরাং ক্রমশঃ একে অন্যের রূপস্মৃতি ও গুণস্মৃতি ভুলিতে থাকে এবং বহুদিনে একেবারেই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জগৎস্মৃতি বা সংস্কার ততদিনই মানবহৃদয়ে প্রভাবান্বিত থাকে, যতদিন মানব জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব ধরা পড়িলেই এই জগৎস্মৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পরিণামে একেবারেই ঐ স্মৃতির বিলোপ সাধন হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ঐ রজ্জুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বা সম্যক্ দর্শন মাত্রই দ্রষ্টার সর্পভ্রান্তি এবং তদ্ধেতু সর্পভীতি বিদূরিত হয়, তেমন "ব্রহ্মসত্য" এই জ্ঞান হওয়া মাত্র মিথ্যা জগদভ্রান্তি অপগত হয়, তখন আর সেই জ্ঞানসাধক জগদ্দর্শন করেন না। তাই বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানীর কাছে জগৎ কোথায় ?" রজ্জুদ্রষ্টা আবার সর্প দেখিবে কিরূপে ?

মুক্তি।

এই যে মনের স্মৃতিসমষ্টির নাশ-প্রণালী বলা হইল, জগৎস্মৃতি নাশের ব্যবস্থা করা হইল, এই স্মৃতিনাশই মুক্তি জানিবে। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণনাশে মৃত্যু ঘটে, তেমন মনোরূপ স্মৃত্যাধার নাশে মুক্তি প্রাপ্তি হয়। ইহাই হইল যোগবাশিষ্ঠ-কথিত "দৃশ্যস্য পরিমার্জ্জন ইতি মুক্তিঃ", অর্থাৎ জগদ্দৃশ্যের যে স্মৃতি বা সংস্কার মন হইতে সম্যক্ মুছিয়া ফেলা, উহাই হইল মুক্তি; যেহেতু ঐ স্মৃতিই ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ ভ্রান্তি ও ভয়ের সঞ্চার করিতেছে এবং মানব বা জীবকে সদা এই ভ্রান্তিময় জগতে ভীত, চকিত, ত্রাসিত ও তৃষিত করিতেছে এবং তজ্জন্য সদা দুঃখময় করিয়া তুলিতেছে। এই দুঃখ হইতে সম্যক্ অব্যাহতিই মুক্তি; যেহেতু "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিঃ ইতি মুক্তিঃ"। জ্ঞানবলে এই স্মৃত্যাধার মনের নাশ হইলেই জীবের সর্ব্বদুঃখের অবসান হইল এবং এই সর্ব্বদুঃখের নাশাবস্থাই মোক্ষ; অন্যথা মোক্ষ বলিয়া কোন প্রাপ্তব্য বা লব্ধব্য বস্তু নাই। উহা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, কোনরূপ সুখভোগের মত প্রাপ্তি নহে।

এই মনোরূপ স্মৃত্যাধার নাশ হেতু "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি"।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, তথা ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি।

এক্ষণে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সম্বন্ধে একটি সন্দেহের নিরাকরণ করা যাউক। প্রতিপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিবে যে, যে ব্যক্তির রজ্জুজ্ঞান আছে তাহারই সর্পভ্রান্তি হয়, অন্যথা সর্পভ্রান্তি হয় না। একটি প্রাচীরে ত সর্পভ্রান্তি হয় না। অগ্রে ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে দর্শকের জগদ্ভ্রান্তি হইতে পারে নাই। এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে নৈয়ায়িক পূর্ব্বপক্ষীয়ের এই প্রশ্নসমাধান স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমার স্বীয় অনুভব যেরূপ, সেইরূপ বলিতেছি। যখন কোন মানবের রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয়, তখন সেই

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির সময় পূর্ব্ব রজ্জুজ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। পূর্ব্ব রজ্জুজ্ঞানই সর্পভ্রান্তির কারণ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তির সময়ে তাহার রজ্জুজ্ঞান থাকে না, সর্পভ্রান্তিমাত্র বিদ্যমান থাকে। এমন কি, এই ভ্রান্তির সময়ে তাহার পূর্ব্বরজ্জুজ্ঞান সম্যক্ বিলোপ সাধন করে; পূর্ব্বরজ্জুজ্ঞান এই সময়ে কোন কার্য্যকরীই হয় না। আবার দেখ, রজ্জুতে যে সর্পভ্রান্তি হয়, উহার ফল অর্থাৎ এই ভ্রান্তির ফল ভীতি বিষয়ে মূল রজ্জু দায়ী নহে। সেই ভীতি রজ্জু অংশে বিদ্যমান থাকে না, সর্প অংশে থাকে। এক কথায়, সর্পভ্রান্তি জন্য যে বিষম ভীতি এবং ঐ ভীতি হইতে দর্শকের যে হৃৎপিণ্ড-কম্পনাদি উপস্থিত হয়, তাহার জন্য নির্দ্দোষ রজ্জু দায়ী নহে, মিথ্যা ভ্রান্তসর্প দায়ী এবং এই ভীতি ও হৃৎপিণ্ড-কম্পনাদি পূর্ব্বরজ্জুজ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, দর্শকের উপস্থিত হইবেই। অতএব দেখা যায়, সর্পভ্রান্তি সময়ে ভীতি ও কম্পনাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বরজ্জুজ্ঞান কিছুমাত্র বিদ্যমান থাকে না এবং কার্য্যকরী হয় না; যদিচ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সর্পভ্রান্তি অপগমেই রজ্জুজ্ঞান হইবেক, তৎপূর্ব্বে হইবেক না। ভ্রান্তি সময়ে পূর্ব্ব রজ্জু-জ্ঞানের সার্থকতা যখন দৃষ্ট হয় না, তখন পূর্ব্বে রজ্জুজ্ঞান যে দর্শকের থাকাই চাই এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বের রজ্জুজ্ঞানই যে সর্পভ্রান্তির কারণ এরূপ নহে। আসল কারণটি রহিয়াছে দর্শকের মনের মধ্যে।

আবার দেখ, খণ্ড ও অনন্ত এই দুইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত সম্বন্ধে যে সামঞ্জস্য রক্ষা, তাহা সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইতে পারে না। ব্যবহারিক জগতে কোন খণ্ড ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দ্বারা যখন অনাদি ও অনন্ত সূক্ষ্মজগতের ব্যাপারের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হয়, তখন উহা সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য হয় না। ঐ দৃষ্টান্ত ঐকদেশিক থাকিয়া যায়। ব্যবহারিক জগতের রজ্জুতে ক্ষণিক সর্পভ্রান্তির সঙ্গে অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ জগদ্ভ্রমের সঙ্গে সম্যক্ তুলনা হয় না, যেহেতু দার্ষ্টান্ত স্বরূপ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্‌ভ্রান্তি, উহা অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সর্পভ্রান্তি, উহা সাদি ও ক্ষণিক। তোমাকে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি বুঝাইতে যে ক্ষণিক আদি ও অন্তযুক্ত রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে উহা স্থধু জগদ্‌-ভ্রান্তি উপলব্ধির জন্য মাত্র, কিন্তু দৃষ্টান্ত লইয়া অনেক মস্তিষ্কালোড়ন সমীচীন নহে। সর্পভ্রান্তি যেমন ক্ষণিক, জগদ্‌ভ্রান্তি তেমন অনাদিকালপ্রসিদ্ধ। তুমি অনাদিকাল হইতে জগদ্‌ভ্রান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছ, তোমার পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান যে জগদ্‌ভ্রান্তির কারণ, ইহা বলিতে গেলে জগৎকে অনাদি বলা যায় না, সাদি বলিতে হয়, যেহেতু অনাদির পূর্ব্বকাল আছে এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত মাত্র। [সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।]

দৃষ্টান্তের সর্ব্বতোভাবে সমীচীনতা প্রতিপন্ন করার জন্য যে মস্তিষ্কালোড়ন, উহা কুতর্কী জনেরই শোভা পায়, বাস্তবিক সত্যোপলব্ধির জন্য অনুসন্ধিৎসুজনের তাহা থাকিতে পারে না। উঁহারা দৃষ্টান্তের গূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তিকে একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, উহার মুখখানি যেমন 'চন্দ্রমুখ', অর্থাৎ চন্দ্রের মত সুন্দর মুখই বলা হইল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি চন্দ্রের সঙ্গে কিরূপে সর্ব্বতোভাবে উহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে এই চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে এবং উহা বুঝিবার মতই স্থধু তর্ক জুড়িয়া দেয় তবে যেমন তাহার ঐ সুন্দরীর সুন্দর মুখ দেখার অবসর থাকে না এবং ও ঐ দর্শনের জন্য চক্ষুর তৃপ্তিও লাভ হয় না, তেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির দৃষ্টান্তটি লইয়া স্থধু মস্তিষ্ক আলোড়ন করা ঠিক নয়। দার্ষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি উপলব্ধি কর, কৃতকৃতার্থ হইবে। দার্ষ্টান্ত অর্থ দৃষ্টান্তের উপলক্ষ্য যাহা, অর্থাৎ দৃষ্টান্তদ্বারা যাহার সত্যাসত্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়।

ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তিরূপ দার্ষ্টান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য বৈদান্তিক ঋষিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মধ্যে সকলগুলিই পূর্ব্বজ্ঞানসাধক নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির দৃষ্টান্তে রজ্জুর পূর্ব্বজ্ঞান থাকার প্রয়োজন। শুক্তিতে রজতভ্রান্তির দৃষ্টান্তে শুক্তির পূর্ব্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন; স্থাণুতে বা স্তম্ভে ভূতভ্রান্তি বা মানুষভ্রান্তি দৃষ্টান্তে স্থাণু বা স্তম্ভের পূর্ব্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কিন্তু মরুভূমিতে মরীচিকারূপিণী জলভ্রান্তিতে মরুভূমির পূর্ব্বজ্ঞান ভ্রান্ত দর্শকের থাকার প্রয়োজন নাই, যেহেতু মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শন অনাদিকালপ্রসিদ্ধ জলভ্রান্তি, উহা মরুভূমির পূর্ব্বজ্ঞানের অপেক্ষা করে না। এইরূপ স্বচ্ছ আকাশে নীলিমাদর্শনরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টির দৃষ্টান্তেও আকাশের জ্ঞান থাকার অপেক্ষা করে না, যেহেতু ঐ নীলিমাদর্শনরূপ ভ্রান্তদৃষ্টি অনাদিকালপ্রসিদ্ধ ও অনন্তকাল স্থায়ী। মূল স্বচ্ছ আকাশ ত কখনও কেহ দেখে নাই।

সর্পভ্রান্তিহেতু পূর্ব্বরজ্জু-জ্ঞান প্রয়োজনাভাব।

ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি।

পাঠক! এক্ষণ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর। তুমি যে জন্ম হইতে "আকাশ দেখিয়া আসিতেছি" একথা বলিতেছ, উহা ঠিক কি না তাহা বিচার কর। তুমি যখন জন্ম হইতে কোনদিন একবারও আকাশকে উহার স্বরূপে, অর্থাৎ স্বচ্ছরূপে দর্শন করিতে পার নাই, সুধু নীলিমাময় দেখিয়া আসিয়াছ, তখন কিরূপে বলিতে চাও যে তুমি আকাশ দেখিয়াছ। যে বস্তুর স্বরূপ দর্শন তোমার হয় না, সেই বস্তু তোমার দর্শন হইতেছে ইহা বলাও ত সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে। আকাশের স্বরূপ স্বচ্ছতা, উহাই যদি তুমি দেখিতে না পাইলে এবং তৎপরিবর্ত্তে তুমি স্বচ্ছ আকাশকে নীলিমাময় দেখিলে, তবে কিরূপে বলিতে পার যে, তোমার আকাশ দর্শন হইয়া থাকে? অতএব ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রমাণিত হইল যে, তুমি সমস্ত জীবনে কখনও যথার্থ আকাশ দর্শন কর নাই এবং যথার্থ আকাশ দর্শনের জন্য তোমার যে আকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্বজ্ঞান, তাহা আকাশে নীলিমা দর্শনরূপ ভ্রান্তদৃষ্টিরও প্রযোজক হয় নাই। আকাশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ উহার স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে যে তোমার পূর্ব্বাভিজ্ঞতা, তাহা উহার নীলিমাদর্শনরূপ ভ্রান্তদৃষ্টির কারণ নহে। একথা স্বরূপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। এক কথায়, অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জগজ্জীবগণ আকাশ দেখিতে পায় নাই, উহার নীলিমা মাত্র দর্শন করিয়া আসিতেছে। আবার সুবিচারপূর্ব্বক অনুধাবন কর যে, আকাশে ত নীলিমার লেশমাত্র নাই; আকাশে নীলিমার অস্তিত্ব কিছুমাত্র নাই। যতই ব্যোমযান যোগে উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায়, ততই আকাশ স্বচ্ছই দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে আকাশের নিম্নদিকটা যেমন ঘোর নীলিমাময় দেখা যাইত, যেমন ব্যোমযান যোগে (বর্ত্তমান এরোপ্লেনে) তথায় উঠিলে দেখিবে নীলিমা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাই যে আকাশে নীলিমা নাই, তাহা যে নীলিমাময় দৃষ্ট হয়, ইহা ভ্রান্তি, অবিদ্যা বা মায়া-বিজৃম্ভিত, সন্দেহ নাই। আবার এই যে নীলিমাভ্রান্তি, ইহা কিছু অল্পদিনের নয়, অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী। তাই এই ভ্রান্তি বা অবিদ্যা বা মায়াকে অনাদি, অনন্ত ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়াছে, যেহেতু এই মায়াই অর্থাৎ এখানে দৃষ্টিভ্রান্তি বা ভ্রান্তদৃষ্টিই স্বচ্ছ আকাশকে নীলিমাময় প্রদর্শন করিতেছে।

আকাশের চির স্বচ্ছতার পূর্ব্বজ্ঞানের অভাবেও আকাশ চিরনীলিমাময়ই দৃষ্ট হয়। চিরভ্রান্তিই ইহার কারণ।

পাঠক! এক্ষণ এই স্বচ্ছ আকাশে নীলিমার উৎপত্তির যদি তুমি কারণ ঠিক করিতে পার, তবে তোমার মায়ার উৎপত্তির কারণ ঠিক করিতে পারিবে এবং এইস্থানেই নৈয়ায়িক পূর্ব্বপক্ষীর ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানের নিরপেক্ষতার সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধান্তীকৃত হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি সম্বন্ধে যে পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান থাকার প্রয়োজন, এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। এক্ষণ পাঠক ধারণা কর যে, ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি জন্মিবার পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্বজ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু জগজ্জীবের জগদ্‌ভ্রান্তি আজকালের ব্যাপার নয়, উহা অনাদিকালপ্রসিদ্ধ। আবার বিচার কর, যদি আকাশ এবং তাহাতে নীলিমাদর্শনরূপ ভ্রান্তদৃষ্টি অনাদিকালপ্রসিদ্ধ হইল এবং তথা ব্রহ্ম ও তাহাতে জগদ্‌ভ্রান্তিও অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ খণ্ড জ্ঞানবুদ্ধিতে দুই-ই যদি সমসাময়িক হইল, তবে জগজ্জীবের জগদ্‌ভ্রান্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান থাকার সম্ভাবনা কিছুতেই থাকিতে পারে না এবং তদ্ধেতু জগজ্জীবের অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ জগদ্‌ভ্রান্তির মূলে পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা আছে নৈয়ায়িক পূর্ব্বপক্ষীর এই সিদ্ধান্ত কদাপি সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ব্রহ্ম ও তাহাতে জগদ্‌ভ্রান্তি অনাদিকাল প্রসিদ্ধ হইলে জগজ্জীবের জগদ্‌ভ্রান্তির মূলে পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায় ?

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম চিরগুপ্ত ও অজ্ঞাত থাকিয়াও তাহাতে জগজ্জীবের জগদ্‌ভ্রান্তি জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বচ্ছ আকাশস্থ মিথ্যা নীলিমা জগজ্জীব যেমন চিরদিনই অনাদিকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছে এবং অনন্তকাল দেখিতে থাকিবেক, উহার স্বরূপ স্বচ্ছতা যেমন কোনকালে দর্শন করিতে পারে নাই, তেমন জগজ্জীবের ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তিও অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, চিরদিন চলিবে ও অনন্তকাল থাকিবে, জগজ্জীব কখনও ব্রহ্মদর্শন করিতে পূর্ব্বে পারে নাই, এক্ষণও পারে না, ভবিষ্যতেও পারিবে না, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া ব্রহ্মাস্তিত্ব নাই একথা বলা যাইতেছে না, যেহেতু জ্ঞানবিচার দ্বারা ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, যেমন আকাশ নীলিমাময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরদৃষ্ট হইলে এবং উহার স্বরূপস্বচ্ছতা কদাপি দৃষ্ট না হইলেও ঐ স্বচ্ছতার অস্তিত্ব প্রমাণ জ্ঞানবিচার দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং সুসিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে—যেহেতু ব্যোমযান যোগে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিলেই এবং যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে ততই ঐ স্বচ্ছতা সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইবেক, বিচারবিতণ্ডার প্রয়োজন থাকিবেক না। এইরূপ বিচারব্যোমযানে মহাকাশরূপী ব্রহ্মে আরোহণ কর, ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইবেক। এখানে পাঠক সতর্কতা গ্রহণ কর, 'দর্শন' স্থলে 'উপলব্ধি' বা 'অনুভব' রাখ, নচেৎ কিছুই ধারণা করিতে পারিবেক না, যেহেতু জড় বস্তুই দর্শনযোগ্য হয়, যেমন পঞ্চভূতের অন্যতম আকাশ দর্শন বা তাহার নীলিমাভ্রান্তি হয়; কিন্তু অজড় ব্রহ্ম জড় চক্ষুর গোচরীভূত হন না। ইনি জ্ঞানবিচারদ্বারা ধারণার যোগ্য হন মাত্র। বিচার ব্যোমযানেই "নিরালম্ব গগন সদৃশ" ব্রহ্মের অনুভব করিতে পারে, জড় ব্যোমযানের সাধ্য নাই তাহার থা পায়। বিচার বলে, অনুভব বলে, এই জগদ্‌ভ্রান্তির মূলে যে অব্যক্ত, অজ্ঞাত ও নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা ধারণা করিতে হইবেক। এক কথায়, 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য' তত্ত্বের থা পাইতে হইবেক। চিরনীলিমাময় দৃষ্ট আকাশের স্বচ্ছতা যেমন ব্যোমযান যোগে তথায় আরোহণে সুসিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে, তেমন বিচারব্যোমযানে মহাকাশরূপী ব্রহ্মে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধ হইয়াছে। আবার দেখ, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ দর্শনের সম্ভাবনা নাই, যাহার ব্যোমযান আছে তাহারই আছে, সেইরূপ বিচারশক্তিও প্রত্যেক মানবের নাই, যাহার আছে তাহারই মাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধ হইবেক— অন্যের নহে। যাহার নিজের ব্যোমযান আছে, তাহার অন্যান্য

বিচার ও অনুভববলে জগদ্‌ভ্রান্তির মূলে অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবর্ত্তিগণও যেমন তাহার যানে আরোহণ করতঃ আকাশ দর্শনের আনন্দলাভ করিতে পারে, তেমন বিচারশীলের সঙ্গিগণও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। আবার দেখ, ব্যোমযানে আরোহণ করার সাহস যাহাদের আছে, ব্যোমযানের স্বত্বাধিকারী তাহাদিগকেই মাত্র স্বীয় যানে আরোহণ করিতে দেয়, কোন ভীরু ব্যক্তিকে দেয় না, তেমন বিচারসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী বিচারশক্তিমান ব্যক্তিদিগকেই তাঁহার অনুবর্ত্তিরূপে গ্রহণ করেন, বিচারশক্তিহীনগণকে করেন না।

মায়ার উৎপত্তি।

এক্ষণ মায়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার কর। এই যে মায়া, মায়া, মায়া বারংবার শুনিতেছ, ইহার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে অনুসন্ধিৎসু মানবের সদাই ইচ্ছা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠক! বিচারে সমাসীন হও, তবেই সব জ্ঞাত হইতে পারিবে। বিতণ্ডা ত্যাগ কর, সুস্থতা লাভ করিবে। সত্যের উৎপত্তি নাই, উহা স্বয়ম্ প্রকাশশীল। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে। সত্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, উহার বিনাশ আছে উহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাহা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্তকৃত হইতে পারে না। আবার সেইরূপ মিথ্যা বস্তুরও উৎপত্তি নাই, যেহেতু অনস্তিত্বের আবার উৎপত্তি কি? যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার উৎপত্তি অঙ্গীকার করিয়া লাভ কি? নাই অথচ আছে বলিয়া যে ভ্রান্তিকল্পনা, উহার উৎপত্তি কোথায়? আবার উহার উৎপত্তি কল্পনা করিতে হইলে উহার বিনাশও কল্পনা করিতে হয়, যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশ একই বস্তুকে সমধর্ম্মিরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই যে স্বচ্ছ আকাশের মিথ্যা নীলিমা, ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি বা বিনাশ ত কিছু দৃষ্ট হয় না। এই মিথ্যা নীলিমা ত অনাদি, অনন্তকাল দৃষ্ট হইতেছে ও হইবেক। উহার অস্তিত্ব নাই, তবু অস্তিত্ববৎ প্রতিভাত হইয়া, অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়া, অনন্তকাল থাকিবেক, ইহাতে ত কোন সন্দেহ দেখা যায় না। এইরূপ জগজ্জীবের যে চির জগদ্ভ্রান্তিরূপিণী মায়া, উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। উহা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবেক। এই মায়া মূলে মিথ্যা, কিন্তু সত্যবৎ ভ্রান্তিজনক বিষয়ে ক্রিয়াশীল ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; যেহেতু নানারূপ মিথ্যাদৃষ্টি সৃষ্টি করার পক্ষে বেশ পারদর্শিনী। যেমন অনন্ত আকাশ সম্যক্ স্বচ্ছ হইয়াও মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন নীলিমাদ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং অনাদিকাল হইতে লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া অনন্তকাল নীলিমাময় দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ মহাশূন্যরূপী নির্দ্দোষ ব্রহ্মও অনাদিকাল হইতে মিথ্যা জগন্নীলিমারূপ মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া, অনন্তকাল জগজ্জীবের দৃষ্টিবহির্ভূত রহিয়াছেন।

জগজ্জীবের যে চির জগদ্ভ্রান্তিরূপিণী মায়া উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

আবার পক্ষান্তরে দেখ, নীলিমাময় চিরদৃষ্ট আকাশ যেমন কদাপি নীলিমাবৃত বা নীলিমালিপ্ত হইতে পারে না, যত ব্যোমযান-যোগে উর্দ্ধে উঠিবে, ততই তাহার স্বচ্ছতা প্রকৃষ্টরূপ দৃষ্ট হইবেক; সেইরূপ মহাশূন্যরূপী নির্দ্দোষ ব্রহ্মও সদা মিথ্যা-জগন্নীলিমাবৃত দৃষ্ট হইলেও জগন্নীলিমা দ্বারা আবৃত বা লিপ্ত হইতে পারে না, যতই বিচারব্যোমযানে আরোহণ করতঃ ব্রহ্মজ্ঞানাকাশে উত্থিত হইবেক, দেখিবে, নির্দ্দোষ ব্রহ্মে জগন্নীলিমা নাই, ব্রহ্ম উহা হইতে নির্লিপ্ত ও অনাবৃত। এইরূপে, ভ্রান্তদৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগন্ময় বা মায়াময় দৃষ্ট হইলেও

নির্দ্দোষ ব্রহ্ম মিথ্যা জগন্নীলিমাবৃত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা লিপ্ত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা জগৎ বা মায়া হইতে নির্লিপ্ত। [এখানে ব্রহ্মকে "উহা"রূপে নির্দ্দেশ করা গেল। "তিনি" রূপে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিত্বসূচক বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যরূপে পরিগৃহীত করা হয়। যিনি ব্যক্তিত্বের ও ব্যক্তিগণের স্রষ্টা, তাঁহাকে ব্যক্তির পর্য্যায়ভুক্ত করিলে উহা অপ-সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।]

অনন্ত আকাশ সদা নীলিমাময় দৃষ্ট হইয়া যেমন উহার স্বচ্ছতা চিরতরে লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে, অনাদিকাল হইতে কেহ উহার স্বরূপ স্বচ্ছতা দেখিতে পায় নাই এবং অনন্তকালেও দেখিতে পাইবে না, তেমন মহাশূন্যরূপী নির্দ্দোষ ব্রহ্মও সদা জগন্নীলিমাময় দৃষ্ট হইয়া বা জগদিন্দ্রজালাবৃত থাকিয়া অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জগজ্জীবগণের নয়নান্তরালে রহিয়াছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবেক। ব্রহ্মদর্শন অনাদিকাল হইতে কেহ করিতে পারে নাই এবং অনন্তকালেও কেহ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম নাই এরূপ বলিতে পার না; যেহেতু স্বচ্ছ আকাশ চিরনীলিমাময় দৃষ্ট হইলেও, উহার স্বীয় স্বরূপ স্বচ্ছতা চির লোক-লোচনের বহির্ভূত রহিয়া গেলেও, "আকাশ নাই" বা "উহার স্বচ্ছতা নাই" এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু স্বচ্ছ ও শব্দগুণান্বিত আকাশাস্তিত্ব বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় শাস্ত্রদ্বারা সুপ্রমাণীকৃত ও সুসিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। যেমন আকাশে চিরনীলিমাভ্রান্তি রহিয়াছে, উহা কোনকালে অপনোদিত হয় নাই, হইবেক না, এইরূপ ব্রহ্মে যে জগজ্জীবের চিরজগদ্ভ্রান্তি রহিয়াছে তাহা কোনও কালে দূরীভূত হয় নাই, হওয়ার নয় বা হইবেক না, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত জানিবে। আকাশের চির নীলিমাসত্ত্বেও যেমন উহার স্বচ্ছতা ও অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, তেমন মানবের চির জগদ্ভ্রান্তি সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দ্দোষতা ও অস্তিত্ব স্বীকার না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার সাধ্য নাই। আকাশ সদা স্বচ্ছ হইলেও যেমন চিরনীলিমাময় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই দৃষ্টি যেমন ভ্রান্তি জন্য এবং এই ভ্রান্তি যেমন অনাদিকালপ্রসিদ্ধ ও অনন্তকালস্থায়ী, সেইরূপ জগজ্জীবের যে নির্দ্দোষ ব্রহ্মে চিরজগদ্ভ্রান্তি, ইহা মায়াবিজৃম্ভিত বা কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মায়া অনাদিকালপ্রসিদ্ধা ও অনন্তকালস্থায়িনী।

পাঠক ! এক্ষণ বিচার-চক্ষে দেখ, মায়া বস্তুটি কি ? যে কারণে সদা স্বচ্ছ আকাশ চির নীলিমাময় দৃষ্ট হয়, সেই কারণকে যেমন ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না, তেমন যে কারণে সূক্ষ্ম সদানির্দ্দোষ ব্রহ্মে মিথ্যা জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে সেই কারণকে মায়া বা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলা চলে ? ইহাই বেদান্তপ্রতিপাদ্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অর্থাৎ ভ্রান্তি ; মায়া ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নয় জানিবে।

"ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ সত্য" বলি না কেন ?

এক্ষণ আর একটি ঘোর সন্দেহসূচক বা বিতণ্ডাবাচক প্রশ্নের সমাধান করা যাইতেছে। প্রশ্নটি এই যে, "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" ইহা না বলিয়া "ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ সত্য" এরূপ বলিতে দোষ কি ? বলার ত যুক্তিও আছে, যেহেতু সদা-দৃষ্ট ও চিরপ্রত্যক্ষীভূত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য ব্রহ্মকে কেন সত্য বলিব ? আকাশের যে সদা নীলিমা, তাহাকে সত্য বলিয়া, আকাশের স্বচ্ছতা ও অস্তিত্বকে মিথ্যা বলিতে চাও, ইহা কিরূপ বিচারশীলতার পরিচায়ক ? বিচারদৃষ্টি ও চক্ষুদৃষ্টি এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠতর বলিতে চাও ? উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ মোকদ্দমাগুলির ঘটনাবলী কখনও চক্ষুর্গোচর করেন

চক্ষুদৃষ্টি হইতে বিচার-দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। উক্ত বিচারদৃষ্টি লাভ হইলে "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" উপলব্ধ হইবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, বিচারবলে মোকদ্দমার সুমীমাংসা করিয়া থাকেন। তখন উহাকেই অর্থাৎ ঐ বিচারকেই তুমি সুসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ কর। নিম্ন বিচারালয়ের চক্ষুর্দৃষ্ট বিচারকে গ্রাহ্য কর না, অর্থাৎ চক্ষুর্গোচর বিচারকে অগ্রাহ্য করতঃ, উচ্চবিচারালয়ের বিচারদৃষ্ট বিচারকে সুসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া থাক। এইরূপ, সদা চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত জগৎকে তুমি মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, যখন তোমার উচ্চ বিচারশক্তি লাভ হইবেক।

পূর্ব্বপক্ষীয় আবার বলিবে যে, উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ স্বীয় স্বীয় বিচারাভিমত লিপিবদ্ধ করতঃ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষকেই তাহাদের বিচার-সিদ্ধান্ত যে সমীচীন তাহা বুঝাইয়া দেন; তোমার প্রদর্শিত অদৃষ্ট ব্রহ্মে দৃষ্ট জগদ্ভ্রান্তির যুক্তিজাল কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণও যেমন এক কথায় মোকদ্দমার বিচার সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতে পারেন না, তজ্জন্য সুদীর্ঘ অভিমত প্রকাশ করেন, তদ্রূপ এই ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি বুঝাইবার জন্যও প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠা লিখিত হইল। মোকদ্দমার অভিমতটি বুঝিতে হইলে যেমন দুই এক ছত্র পাঠ ও অনুধাবন করিলে উহা পর্য্যাপ্ত নহে, তেমন দুই এক কথায় "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" উপলব্ধি করা যায় না। এজন্য সমস্ত যুক্তিজাল স্মৃতিপথে ও বিচারপথে আনিলে "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" উপলব্ধ হইবেক, সেজন্য যাবতীয় সিদ্ধান্তশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রকারগণ স্বীয় স্বীয় মহা মনীষাসম্পন্ন মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, এযাবৎ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আর একটি মাত্র কথা যোগ করিলেই "জগদ্ভ্রান্তির" সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে। এ বিষয়ে আমার মত অনেক বলা হইয়াছে, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তোমার নিজের জীবভ্রান্তি বুঝিয়া থাক, তবে জগদ্ভ্রান্তিও বুঝিতে পারিবে; আর জীবভ্রান্তি বুঝিতে না পারিলে জগদ্ভ্রান্তি বুঝাও অসাধ্য হইবেক। যেহেতু তুমি যখন জগদ্রূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া থাক, তখন তুমি যে জীবরূপী মানব, নিজে মিথ্যা পদার্থ, মিথ্যা দ্রষ্টা, তাহা বুঝিতে পার কৈ ? যখন দ্রষ্টারূপে নিজেকে মিথ্যা জীব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবে, তখন তোমার জগদ্দৃশ্যও মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে। জীব যে মিথ্যা পদার্থ, জীব যে অধ্যস্ত বা ভ্রান্তিবিলসিত মিথ্যা অস্তিত্ব, তাহা পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে, এক্ষণ জগদ্ভ্রান্তি বুঝাইতে গেলে, ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে গেলে পুনরুক্তি দোষ হইবে। জীব মিথ্যাস্তিত্ব, মিথ্যাপদার্থ, মন মিথ্যাভ্রান্তি ইত্যাদি বহু কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতেও যদি জীবভ্রান্তি অপগত হইয়া না থাকে, তবে উপায়ান্তর নাই, যেহেতু বিচার ব্যতীত ভ্রান্তি নিরসনের গত্যন্তর নাই, জানিবে। কোন সিদ্ধান্ত বা দর্শন শাস্ত্রই বিনা বিচারে জগদ্ভ্রান্তি বা জীবভ্রান্তি অপগত করিতে পারে নাই। তোমার জীবভ্রান্তি অপগত হইয়া থাকিলে, তুমি নিজে যে একটা মানবরূপী মিথ্যা জীব, তাহা বুঝিয়া থাকিলে, বা তোমার মানবত্ব বা জীবত্ব যে একটা ভ্রান্তি-ধারণা মাত্র ইহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিলে, তোমার জগদ্ভ্রান্তি প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইবেক। তুমি নিজে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছ বলিয়াই তোমার মিথ্যা জগৎ সত্যবৎ তোমার সমীপে প্রতিভাত হইতেছে। তোমার আত্মবিস্মৃতির অপগমে তোমার জগদ্ভ্রান্তিরও অপগম সুসিদ্ধান্ত জানিবে। যে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে নিজে ভুলিয়া আছে, নিজেকে নিজে যে জানে না, সে মিথ্যা জীবত্বের মিথ্যা অহং-কে বা আমিকে সত্য আত্মাহংরূপে সদা ধারণাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহার মিথ্যাদৃশ্য দর্শন সে কিরূপে ভ্রান্ত বলিয়া উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে? কিছুতেই পারে না। এক কথায়, মানবের স্বীয় মিথ্যা জীবভ্রান্তি বিচারবলে অপগত হইলেই তাহার জগদ্‌ভ্রান্তি ধরা পড়িবে, অর্থাৎ জগৎ যে ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা, সে তাহা বুঝিতে পারিবে। যেখানে মানব স্বয়ং দ্রষ্টারূপে মিথ্যা পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সেখানে জগদ্রূপ দৃশ্যও যে মিথ্যা, তাহা কেন গ্রহণ করিবে না? অবশ্যই করিতে হইবেক। দ্রষ্টা মিথ্যা হইলে দৃশ্য কিরূপে সত্য হইতে পারে? জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা প্রতীত পদার্থ হইলে, তদ্দৃষ্ট জগৎ কিরূপে সত্য বলিতে পার? কিছুতেই পার না।

বিচার বলে জীবভ্রান্তি অপগত হইলেই জগদ্‌ভ্রান্তি অপগত হয়।

আবার দেখ, দৃশ্য মিথ্যা হইলেও দ্রষ্টা সত্য হইতে পারে, যেমন মিথ্যা বাজীকরের মিথ্যা দৃশ্য, সত্য মানুষে দেখিয়া থাকে, অবশ্যই সেই সময়ে তাহার দৃষ্টি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত থাকে, কিন্তু জ্ঞান-বিচারে যখন দ্রষ্টারূপে মানব বা জীবই মিথ্যা পদার্থ, তখন দৃশ্য জগৎ কিরূপে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে? কখনই পারে না। পুনঃ বিচার কর, এই যে দ্রষ্টারূপে জীব, ইহা কি জগৎ ছাড়া? ইহাও ত জগদন্তর্গত, জগদংশ, বা এককেটি জীব এককেটি ক্ষুদ্র জগৎ মাত্র। তবে অংশ মিথ্যা হইলে, উহার সমষ্টি মিথ্যা কেন না হইবেক? অবশ্যই হইবেক। জীবসমষ্টি, জীবময়, জীবোপাদানরাশিই ত জগৎ। জগতের প্রতি পরমাণুতে যে জীবত্ব রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাঠক! তাই বলিতেছি, যদি জীবত্ব মিথ্যা বলিয়া সম্যক্‌-উপলব্ধি করিতে পার, তবে জীবসমষ্টি, জীবোপাদানরাশি, জীবময় জগৎ কিরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? জীবাংশ সমষ্টি জগৎ কখনও মিথ্যা না হইয়া সত্য হইতে পারে না। এক্ষণ সার উপদেশ

দ্রষ্টা জীব মিথ্যা হইলে দৃশ্য জগৎও মিথ্যা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, অগ্রে স্বীয় জীবভ্রান্তি অনুভব করিতে চেষ্টা কর, পরে জগদ্‌ভ্রান্তি নিশ্চয়ই উপলব্ধ হইবেক।

যতক্ষণ ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া প্রদর্শন সময়ে দর্শকবৃন্দের চক্ষু বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, ততক্ষণ যেমন ঐ মিথ্যা ক্রীড়া-কৌশল দর্শকগণ সত্য বলিয়া মনে করে, তেমন মিথ্যা মায়ামুগ্ধ হইয়া মিথ্যা জীব মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল দর্শন করিয়া উহাও সত্য বলিয়া মনে করে। ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন সময়ে যেমন তদীয় বিমোহন মন্ত্রে দর্শকবৃন্দ বিমুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে এবং স্বধু ঐ মিথ্যা ক্রীড়া মাত্র দেখিতে থাকে এবং স্বীয় স্বরূপাবস্থা, স্বীয় আবাসভূমি ও স্বীয় উদ্দেশ্য সব ভুলিয়া যায়, তেমনই এই মায়ারচিত মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল মানব যখন দেখিতে থাকে তখন তাহার আত্মবিস্মৃতি, আত্মাবস্থিতি ও আত্মোদ্দেশ্য সব বিস্মরণ হইয়া যায় ; কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় আসিয়াছে ও কেন আসিয়াছে, সব বিস্মৃতির অতল তলে মগ্ন হইয়া যায়, তখন মানবের আর নিজত্ব কিছুই থাকে না। তখন মিথ্যা মানব, মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, মিথ্যা দৃশ্যের পানে একাগ্র মিথ্যা দৃষ্টিপাত করতঃ নিজের তত্তৎকালের মিথ্যাবস্থিতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মায়ার বিমোহন মন্ত্রে স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকে মাত্র। মদ্যপায়ী মদ্যের নেশায় বিভোর হইয়া যেমন কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কি বলিতেছে, কোথায় রহিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার মদ্যের নেশায় তাহাকে যাহা দেখাইতেছে ও যাহা করাইতেছে, সে তাহা দেখিতেছে ও করিতেছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের নিজত্ব ত্যাগ করিয়াছে ; সেইরূপ জগজ্জীবগণও মায়া-নেশায় বিমুগ্ধ হইয়া স্বধু মিথ্যা জগদিন্দ্রজাল দেখিতেছে। কি দেখিতেছে, কি করিতেছে, কোথায় আসিয়াছে, কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে, কেন দেখিতেছে, কে দেখাইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতেছে না।

আবার দেখ, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দর্শন সময়ে যেমন ঐন্দ্রজালিকের বিমোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া দর্শকবৃন্দ "ইহা কি দেখিতেছি," "ইহা সত্য, কি মিথ্যা" এরূপ চিন্তাও করিতে পারে না, সেইরূপ জগদিন্দ্রজাল দর্শন সময়েও জগজ্জীবের এতদূর মায়া-মন্ত্রবিমোহন শক্তিতে বিমোহিত হইতে হয় যে, সম্যক্ আত্মবিস্মৃত হইয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য কি মিথ্যা, এরূপ বিচার রাখিতে পারে না। ভাঙের নেশায় বিভোর হইয়া যে মানুষ অসংখ্য সর্ষপ পুষ্পরাজি দর্শন করে, তাহা ঐ নেশা যে করিয়াছে সেই যেমন জানিতে পারে, এইরূপ মায়া-নেশায় জগজ্জীবগণ যে উল্লিখিত মিথ্যা সর্ষপপুষ্পরাজিবৎ জগদ্রূপে কথিত মিথ্যা দৃশ্যরাজি দেখিতেছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? সামান্য একটু ভাঙের নেশার প্রভাব দেখিয়া মায়ার মহীয়সী শক্তির প্রভাব উপলব্ধি কর, দেখিবে, জগদিন্দ্রজাল মিথ্যা কি সত্য। স্বীয় জীবত্বের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হইলেই জগদিন্দ্রজাল মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হইবেক। অগ্রে তোমার দ্রষ্টৃত্বের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি কর, তবেই দৃশ্যরাজির মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হইবেক। এক কথায়, যেমন ব্যক্তিগত অহংরূপে অর্থাৎ আমাতে যে জীবভ্রান্তি রহিয়াছে, বিচারবলে ঐ জীবভ্রান্তি অপগত করা যায়, তেমন সর্ব্বাহংময় ভাবে অর্থাৎ আমি যে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মাহংরূপে সর্ব্ব জগদ্ভ্রান্তি বিচারবলে অপগত হইয়া থাকে।

তোমার স্বীয় দ্রষ্টৃত্বের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি কর, তবেই দৃশ্যরাজীর মিথ্যাত্ব উপলব্ধ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্‌ভ্রান্তি অপগমের উপায়।

এক্ষণ জগদ্‌ভ্রান্তির অপগমের উপায় দেখ। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি কথাটা কিছু বিরাট্‌ মনে হয়, কিন্তু আমাতে জীবভ্রান্তি যদি উপলব্ধ হয় এবং আমিই যদি "অহংব্রহ্মাস্মি"রূপে ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হই, তবে জগদ্‌ভ্রান্তি বুঝিতে পারা কিছু কঠিন নয়। জীবভ্রান্তির অপগম এবং "অহংব্রহ্মাস্মির" সম্যক্‌ প্রত্যয় যুগপৎ হইয়া থাকে। যেহেতু আমি যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত একজন কর্ত্তা, এই যে আমার অজ্ঞানতা, ইহাই না জীবভ্রান্তি। এই জীবভ্রান্তি দূরীভূত হইলে, আমার যে স্বরূপস্থিতি, তাহাই ত "অহং-ব্রহ্মাস্মি"রূপ স্থিরপ্রত্যয়, ইহাতে ত সন্দেহ নাই। এই স্থির প্রত্যয়রূপ যে জ্ঞান, উহাই জগদিন্দ্রজালভেদকারী; ব্রহ্মে অহংপ্রত্যয় জন্য যে জ্ঞান— উহাই ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি নিরসনকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠক! "অহংব্রহ্মাস্মি"রূপ অপরোক্ষানুভূতি লাভ কর, আমি ব্রহ্ম এরূপ জ্ঞানে স্থিত হও, জগদিন্দ্রজাল যাদুকরের ক্রীড়াজালের মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবেক।

আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত এই ভ্রান্তি অপগমে যে স্বরূপ স্থিতির প্রত্যয় উহাই জগদ্‌ভ্রান্তি নিরসন-কারী।

জীবভ্রান্তির অপনোদন।

আর একটি অনুভূতির কথা বলা যাইতেছে। এই যে জগদিন্দ্রজাল অসত্য, একথা অগ্রেই বুঝিতে চেষ্টা করিও না; স্বীয় জীবত্ব যে মিথ্যা, তাহা অগ্রে ধারণা কর। পরে জগৎ যে মিথ্যা, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইবেক। দ্রষ্টার মিথ্যাত্ব ধরিয়া ফেল, দৃশ্য মিথ্যা বলিয়া সহজেই ধরা পড়িবেক। মিথ্যা জীবত্ব দূরীকরণের উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রত্যয়, অন্যথা উপায়ান্তর নাই। জীবের যাবৎ স্বীয় মিথ্যাত্ব উপলব্ধ না হইবেক, ততদিন অহং ব্রহ্মাস্মি অনুভূত হইতে পারে না। আবার অহংব্রহ্মাস্মিরূপে স্বীয় স্বরূপে স্থিতি সাব্যস্ত না হইলেই বা সে স্বীয় জীবত্ব লোপ করতঃ কোথায় যাইয়া স্থিত হইবেক? মিথ্যার অপগমে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে কোথায় যাইবে? তাহার মিথ্যাশ্রয় ও সত্যাশ্রয় উভয়ই ভ্রষ্ট হইয়া সে গতিহীন হইবেক। ইহা হইতে পারে না। জগন্মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, মিথ্যা জীবত্ব তাহার; এরূপ অবস্থায় তাহার আশ্রয় কোথায়? মিথ্যার আশ্রয়, আধার বা অধিষ্ঠান সত্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মিথ্যা জীবত্বের আশ্রয়, আধার, বা অধিষ্ঠান ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নয়, যেমন মিথ্যা মরীচিকার আশ্রয় মরুভূমি, মিথ্যা নীলিমার আধার আকাশ, মিথ্যা ভ্রান্ত সর্পের আধার রজ্জু, মিথ্যা ভূতের আধার বা অধিষ্ঠান স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষের কাণ্ড, তেমন মিথ্যা জীবত্বের আধার আত্মা ও মিথ্যা জগদিন্দ্রজালের আধার সত্য ব্রহ্ম, যাহা শুদ্ধচৈতন্য নামে বৈদান্তিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অসংখ্যকোটি জীবমানব যে জগতে আসামাত্র ভ্রান্তিচক্রে পতিত হইয়া, ভ্রান্তিবিঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেই জগৎ যে ভ্রান্তিব্যূহ ও ভ্রমকৌতুকস্থান, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ভ্রান্ত্যাক্রান্ত জীব ভ্রান্তিব্যূহচক্রে প্রবিষ্ট হইয়া এই জগদ্রূপ ভ্রমকৌতুকের স্থান যে মিথ্যা ইন্দ্রজাল, তাহা কিরূপে বুঝিবে? ভাঙের নেশায় বিভোর হইয়া যে নেশাগ্রস্ত লোক অসংখ্য কোটী সর্ষপপুষ্প দর্শন করে, তখন কি সে বুঝিতে পারে যে, সর্ষপপুষ্পরাজি মিথ্যা দৃশ্য মাত্র? কখনই নয়। মানব যে জগদ্দর্শন করিতেছে উহারা ভ্রান্তদৃষ্টি, ভ্রান্ত্যাক্রান্ত

মিথ্যাশ্রয় জীবভ্রান্তি অপগমের সহ সত্যাশ্রয় 'অহং ব্রহ্মাস্মিরূপ' আত্ম প্রত্যয়ে স্থিত হইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভ্রান্ত্যুৎপন্ন হইয়াই করিতেছে। উহাদের সত্য চক্ষু, সত্য জ্ঞান ও সত্য বিচার কোথায় ?

ভ্রান্তির কার্য্যই হইল সত্যকে মিথ্যা দেখা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা। জগতে দেখা যায়, মানবমণ্ডলী ভালকে মন্দ দেখে, মন্দকে ভাল দেখে ; সুন্দরকে কুৎসিত দেখে, কুৎসিতকে সুন্দর দেখে ; সৎকে অসৎ দেখে, অসৎকে সৎ দেখে ; নিজে মন্দ কাজ করিয়া ভাল মনে করে, পরের ভাল কাজও মন্দ দেখে। এ সব ব্যাপার দেখিয়া জগৎকে ইন্দ্রজাল, ভ্রান্তিব্যূহ না বলিয়া কি বলিবে ? সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন হও, আত্মজ্ঞানস্থিত হও, জগৎ ইন্দ্রজাল বলিয়া সাব্যস্ত হইবেক। এই "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে যে আত্মজ্ঞান, ইহাই হইল জগন্মিথ্যা বোধের হেতু। এই আত্মজ্ঞান যাঁহার আসিয়াছে তিনিই জগদিন্দ্রজালরূপসিদ্ধান্ত ঠিক করিতে পারিয়াছেন। সর্পভ্রান্তি অপগমে যখন রজ্জু দর্শন হয়, তখন সেই সম্যক্ দর্শন জন্য যেমন সর্প তিরোহিত হয়, তেমন জীবভ্রান্তি অপগমে যখন সম্যক্ দর্শন লাভ হয়, অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মদর্শন হয়, তখন জীবভ্রান্তি অপগত হয়। এই জীবভ্রান্তির সহিত জগদ্ভ্রান্তির সামঞ্জস্য আছে, তাই জীবভ্রান্তির অপগমে জগদ্ভ্রান্তিও অপগত হয়।

এইরূপে আত্মপ্রত্যয়েস্থিত ব্যক্তির আত্মজ্ঞানাগ্নিতে জগৎস্মৃতি পরিমার্জ্জিত হইয়া যায়।

এই যে জীবভ্রান্তি ও তথা জগদ্ভ্রান্তি অপগমে "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞান লাভের কথা বলা হইল, ইহা ব্যক্তিগত লাভ জানিবে, সার্ব্বভৌমিক নহে। অর্থাৎ ইহা আত্মতত্ত্বে নিবিষ্ট বিচারশীল ব্যক্তিবিশেষের জন্য জানিবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানচক্ষে জগদিন্দ্রজালরূপে সাব্যস্ত হইলেই যে জগদিন্দ্রজাল সকলের চক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এমন নহে। যাহার বা যে ব্যক্তিবিশেষের সর্পভ্রান্তি গিয়াছে, সে-ই যেমন রজ্জুদর্শন

22

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে, অন্যের পক্ষে নহে; যাহারই ভাঙ্গের নেশা ছাড়িয়াছে, সে-ই যেমন আর সর্ষপপুষ্পরাজি দেখিবে না, সেইরূপ যাঁহারই "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহারই জীবভ্রান্তি ও জগদ্ভ্রান্তি অপগত হইয়া জগদিন্দ্রজাল তৎসকাশ হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সেই আত্মজ্ঞানীর মিথ্যা জগদ্দর্শন কস্মিন্‌কালেও হইবে না, আত্মজ্ঞানাগ্নিতে তাঁহার মিথ্যা জগৎস্মৃতি অনন্তকালের জন্য পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মুছিয়া গিয়াছে। তাই বশিষ্ঠদেব "দৃশ্যের পরিমার্জ্জনই মুক্তি" বলিয়াছেন। যতদিন জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা রহিয়াছে, যতদিন যাবতীয় জগৎস্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, যতদিন জীবত্বের মিথ্যা গৌরব এবং তজ্জন্য মিথ্যা অহমিকা বিদ্যমান আছে, যাবৎ জগদিন্দ্রজাল চক্ষুসকাশ হইতে অন্তর্হিত না হইবেক, যাবৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞান সুদৃঢ় না হইবেক, ততদিন মানবের মুক্তি বা মোক্ষ সম্যক্ সুদূর পরাহত, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যতদিন এই পৃথিবীতে ভাঙ্গের অস্তিত্ব আছে, ততদিন ভাঙ্গ উৎপাদনের কার্য্য চলিতে থাকিবে। যতদিন ভাঙ্গের নেশার আসক্তি মানবের থাকিবেক, যতদিন ভাঙ্গ খাওয়ার অভ্যাস মানবমণ্ডলীতে বিদ্যমান থাকিবেক, ততদিনই যেমন মিথ্যা সর্ষপপুষ্পরাজির দর্শন ভাঙ্গ-খোরের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তেমন যতদিন বাসনারূপ ভাঙ্গের ক্ষেত্র অগ্নিদগ্ধ না হইবে, বাসনাভোগের তীব্র নেশা মানব ত্যাগ না করিবেক, বাসনারূপ ভাঙ্গের উৎপাদনক্রিয়া চলিতে থাকিবেক এবং বাসনা-ভাঙ্গের ভোগ চলিতে থাকিবেক, ততদিন আতসবাজীর তুবড়ী হইতে অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি নির্গমের মত অসংখ্য সর্ষপপুষ্পরাজিবৎ এই অসংখ্য জগদিন্দ্রজাল

বাসনাক্ষেত্র জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন হইবেই এবং তদ্ধেতু জগদ্‌ভ্রান্তিও অবশ্যম্ভাবীরূপে রহিয়া যাইবেক।

জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি।

জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি এবং অজ্ঞানবিচার ও অজ্ঞানদৃষ্টি বিষয়ক সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। ব্যবহারিক বা জাগতিক জ্ঞান ও দৃষ্টি স্বাপ্নিক জ্ঞান ও দর্শনের মত মিথ্যা। বিচার ও দৃষ্টি বিবিধ—আসক্তির সহিত বিচার ও দৃষ্টি এবং বৈরাগ্যের সহিত বিচার ও দৃষ্টি। এই বক্ষ্যমাণ বা দৃশ্যমান সংসার আসক্তির বিচারে ও দৃষ্টিতে যেমন সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, বৈরাগ্য দৃষ্টিতে ও বিচারে তেমন মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতি দ্বারা এই সংসার মরীচিকাবৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। জাগতিক সংস্কাররাশি, যাহা জন্মজন্মান্তর হইতে আত্মসূর্য্যকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, উহাদের আত্যন্তিক লয়ে একমাত্র আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে; এই জগৎ ও স্বীয় দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সবই অস্তিত্বহীন হইয়া যায়, যেমন জ্ঞান বিচারে ও দৃষ্টিতে মরীচিকা অনস্তিত্বে পরিণত হয় এবং একমাত্র অধিষ্ঠানসত্তারূপে মরুভূমি মাত্র বিদ্যমান থাকে ও দৃষ্ট হয়। "আত্মেতর বস্তুমাত্রই মিথ্যা" এই জ্ঞানটি আত্মজ্ঞান হইলেই স্থিরীকৃত হয়। জীব যতদিন জগৎ ও স্বীয় দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রতি আস্থা-সম্পন্ন থাকে ততদিন তাহার শান্তি নাই; উহাদের প্রতি সম্যক্ আস্থা-শূন্য হওয়াই জ্ঞানসাধন জানিবে; উহাদের নাশশীলতা ও সদা পরিবর্ত্তন-শীলতার বিচার ও দৃষ্টিই জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি জানিবে এবং

জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশশীলতার ও পরিবর্ত্তনশীলতার সদা বিচার ও দৃষ্টিই জ্ঞানবিচার ও জ্ঞান-দৃষ্টি জানিবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচার পূর্ব্বক উহাদিগকে সত্যবৎ গ্রহণ করাই অজ্ঞান বিচার ও দৃষ্টি।

এক্ষণ ঠিক আত্মজ্ঞান ও আত্মবোধটি কি, তাহা বলিতেছি। জীবের যখন জগৎ ও স্বীয় দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সব তুচ্ছ হইয়া যায় এবং উহাদের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না, উহাদের বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না, শুধু 'আমি' বা 'অহং' বোধটি থাকে, যাহা আত্মার সঙ্গে মাত্র একত্ব লাভ হেতু বিদ্যমান থাকে, তাহাই আত্মজ্ঞান জানিবে।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সহিত 'অহং প্রত্যয়' যোগে একত্ব লাভই আত্মজ্ঞান।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সহিত 'অহং' প্রত্যয় যোগে যে একত্ব-লাভ, তাহাই আত্মজ্ঞান। ঠিক আত্মজ্ঞানের বোধক বা জ্ঞাতা আত্মেতর কেহ নাই; যেহেতু আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই—যে আত্মাকে জানিতে বা বোধ করিতে পারিবে। মানব যতক্ষণ আত্মাকে জানিতে চায় এবং যতক্ষণ তাহার আত্মেতর পৃথক সত্তার অধ্যাস বা মিথ্যা জ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহার আত্মজ্ঞান হয় না। "আমিই আত্মা, আমিই আবার তাঁহাকে জানিব কেমনে, আমি ত জানিয়াই রাখিয়াছি যে সে আমি। আর তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কেন করিব, জানা হইয়া গিয়াছে"। এ সবই হইল আত্মজ্ঞানের কথা। অজ্ঞানী ব্যক্তির যেরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি দৃঢ়রূপে লাগিয়া রহিয়াছে, উহাতে যেমন তার আর সংশয় মাত্র নাই, সেইরূপ আত্মাতে যে জ্ঞানীর আমিত্ববোধ দৃঢ় হয়, উহাই তাহার আত্মজ্ঞান জানিবে। জীবাস্তিত্বের যে চৈতন্যাংশ, উহাই আত্মা এবং জড়াংশ—যেমন দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—উহা অনাত্ম বা মিথ্যা। এই চৈতন্যাংশের বিচার ও দৃষ্টিই জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি, আর উহার জড়াংশের প্রতি যে বিচার ও দৃষ্টি তাহাই অজ্ঞানবিচার ও অজ্ঞানদৃষ্টি জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত 'তাদাত্ম্য' ভাবই বন্ধন এবং উহাদের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিত করাই মোক্ষ জানিবে। এক কথায়, তোমা হইতে তোমার দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয় বাদ দিলে, তোমার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা জানিবে। তুমি অমনীভূত অর্থাৎ মনশূন্য হইলে বা মনের সহিত সম্বন্ধরহিত হইলে তোমার যে অবস্থা ঘটে তাহাই তোমার আত্মস্থিতি জানিবে। বেদান্তের "নেতি নেতি" বিচারই হইল এইপ্রকার—তুমি দেহ নও, ইন্দ্রিয় নও, মন নও, বুদ্ধি নও, তার পরে তুমি যাহা, তাহাই আত্মা জানিবে। আত্মবোধ যোগে হয় না বিয়োগে হয়, অর্থাৎ স্বীয় জীবত্ব হইতে জড়াংশ বিয়োগ করিলে যাহা থাকে, তাহাই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-রূপ মিথ্যাপ্রত্যয় বাদ দিলে জীবের যাহা থাকে, তাহাই আত্মা।

'অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে' আত্মজ্ঞান।

এক্ষণ এই 'অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে' জীবের বা মানবের যে আত্মজ্ঞান, ইহার প্রতিকূলে অজ্ঞজনের যে সন্দেহ রহিয়াছে তাহার নিরাকরণ করা যাইতেছে। সাধারণ অজ্ঞ মানবের পক্ষে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি ব্রহ্ম এরূপ জ্ঞান সম্যক্ ভীতিজনক, সন্দেহ নাই। বৈদিক মহর্ষিগণ এই "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান লাভ করতঃই জীবভ্রান্তি ও তথা জগদ্ভ্রান্তি অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জগদিন্দ্রজাল অপগত হওয়ার উপায় হইল বাসনা-ভাঙ্গ না খাওয়া। প্রবৃত্তিমার্গে জগদ্দর্শন

প্রবৃত্তিমার্গে জগদ্দর্শন হয়, নিবৃত্তিপথে জগৎ অন্তর্হিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে, নিবৃত্তিপথে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। অজ্ঞজন প্রশ্ন করিবে যে, "আমি রাজা", এ কথা মনে করিলে আমি রাজা হইতে পারি কৈ? এ কথা সম্যক্ সত্য, কেহই 'আমি রাজা" এরূপ মনে করিলেই রাজা হইতে পারে না। একজন সাধারণ মানবের পক্ষে রাজা হওয়া মনে করিলেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহা হইল প্রবৃত্তিমার্গের বিষয়। রাজা হওয়ার উদ্দেশ্য হইল সুখভোগ প্রাপ্তি, উহা মনে করিলেই ঘটে না, কিন্তু "আমি সন্ন্যাসী হইব" ইহা মনে করিলেই ত একজন সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসী হইতে পারে। তাহাতে ত কোন বাধা বা সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রবৃত্তিমার্গেই না যত বাধাবিঘ্ন, নিবৃত্তিমার্গে ত কোন বাধাবিঘ্ন নাই। তুমি তোমার ভোগের ধারণায় আবিষ্ট হইয়া শুধু রাজার দৃষ্টান্তটিই ধরিয়া রাখিয়াছ এবং ব্রহ্মকে রাজার মত একজন ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপশালী মনে করিতেছ। ভোগবাসনার অতীত অবস্থাটি সন্ন্যাসের মত, তাহা ধারণা করিতে পার না। ব্রহ্মকে যদি তুমি রাজার মত একজন সাব্যস্ত না করিয়া একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত সাব্যস্ত করিতে পার, তবে কেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিতে তুমি ভীত হইবে? নির্গুণ ব্রহ্ম সম্যক্ সন্ন্যাসি-রূপে বিদ্যমান আছেন। যাবতীয় ভোগসুখের অতীত হইয়া তিনি চিরসন্ন্যাসী হইয়া আছেন।

পূর্ব্বে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃতি হইয়াছে, তাহা স্মরণ কর। দেখিবে, চিরসন্ন্যাসী নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ বিষয়টি ভীতি-জনক একেবারেই নহে। "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপে যে আত্মোপলব্ধি, উহা সন্ন্যাসের পরিপক্বাবস্থায় লব্ধ হইয়া থাকে, উহা রাজত্বভোগের পরে হয় না। সন্ন্যাসের পরিপক্বাবস্থায় যখন জাগতিক সুখভোগের সকল তৃষ্ণা সম্যক্ অপগত হয় এবং জ্ঞানবিচার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপক্ক সন্ন্যাসীর মত অনুভূত হয়, তখন সেই জ্ঞানসাধক সন্ন্যাসীর পক্ষে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলা এবং তদ্রূপ হওয়া কিছুই ভীতিজনক নহে। তিনি অনায়াসেই স্বীয় জীবভ্রান্তি অপগমে ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইয়া যান, তাহার ভীতি কোথা হইতে আসিবে? ভীতি ত বাসনা বা ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার সুখভোগের বাসনা চিরতরে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহার জীবভ্রান্তি অপগত হইয়াছে, তাঁহার আবার ভীতি কোথায়? তাই ঔপনিষদিক ঋষিগণ "আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি" বলিয়াছেন। জগদ্‌ভ্রান্তি অপগমে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে যখন ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হইবেক, তখন কিছু হইতেই ভয় থাকিতে পারে না। তুমি যে রাজা ও গরীবের পার্থক্য দেখিতেছ, উহা ত জাগতিক সুখভোগের তারতম্য দর্শন করিয়া, কিন্তু রাজাও সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হউক, গরীবও সন্ন্যাসী হউক, দুই-ই সমপদবীভুক্ত ও তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক। কোন পার্থক্য থাকিবেক না। উহাদের দুইজনের যে পার্থক্য, তাহা প্রবৃত্তি-মার্গে সুখভোগের বেলায়, নিবৃত্তিমার্গে সুখত্যাগের বেলায় নহে। সন্ন্যাসের মধ্যে পার্থক্য নাই, রাজত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। চির-সন্ন্যাসী, সর্ব্বগুণাতীত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যত্যাগী নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বত্যাগী ও আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর একত্ব সংস্থাপন কিছুই কঠিন নয়, ভীতিজনক নয়, আশ্চর্যজনক নয়, অসম্ভব নয়।

চির-সন্ন্যাসী নির্গুণ ব্রহ্মের সহ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর একত্ব সংস্থাপন কিছুই কঠিন নয়।

বাসনানির্ম্মুক্তি।

বাসনা হইতে ভীতি ও ভ্রান্তির উৎপত্তি। বাসনা ত্যাগ করতঃ এক মুহূর্ত্ত চিত্ত শান্ত কর, দেখিবে, ভীতি ও ভ্রান্তি যুগপৎ অন্তর্হিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবেক এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মসন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করিতেছ, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমার যখন পত্নীবিয়োগ বা পুত্রশোক বশতঃ সংসারবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তখন যেমন একটি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তোমার প্রীতিজনক হয় এবং তাহার মত হইতেই ইচ্ছা হয় আর ক্রমে ঐ বৈরাগ্য দৃঢ় হইলে তুমি সন্ন্যাসী হইয়াও যাও, তেমন সংসারবৈরাগ্যের উদয়ে নিগুর্ণব্রহ্ম চিরসন্ন্যাসীর সান্নিধ্য এবং পরে তৎসঙ্গে একত্বলাভ তোমার পক্ষে পরম প্রীতিজনক ও পরম লাভজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পাঠ কর, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উদয়ে যখন একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হইল, তখনই বলিয়া উঠিলেন, "এইরূপ হওয়াই ঠিক, এইরূপই হইব।"]

ভীতি ও ভ্রান্তি বাসনোৎপন্ন। বাসনা-নির্ম্মুক্তি হইলেই ব্রহ্ম-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য ও ক্রমে একত্ব লাভ হইবে।

এক্ষণ এ বিষয়ে জ্ঞানাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন, তাহা শোন। তিনি দৃঢ়স্বরে শিষ্যমণ্ডলীকে বলিলেন,—"অনিচ্ছৈব পরমং পদম্,"—অনিচ্ছাই পরম পদ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদ স্বরূপ। একথাটির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—জীবের পক্ষে কিছুই না চাওয়ার যে অবস্থা, উহাই ব্রহ্মাবস্থা, উহাই নিগুর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা। যখন কোন জীব বা মানবের "কিছুই চাই না, কিছুই চাই না," এইরূপ ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্বীয় চিত্তগহ্বর হইতে স্বতঃই ক্রমাগত উত্থিত হইবে, তখন দেখিবে, সেই মানবের জীবভ্রান্তি অপগত তথা জগদ্ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া নির্ভয়ে সে "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্ম-সংস্থিতি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার সুখভোগের ইচ্ছাই ত

শঙ্কর বলেন, "অনিচ্ছৈব পরমং পদম্"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকীভূত করিয়া জীবরূপে পরিণত করিয়াছে, জীবস্বভাবসুলভ ভীতি ও ভ্রান্তির অধীন করিয়াছে। এই ইচ্ছার অপগমে তিনি কেন ঐ জীবভ্রান্তি ও জীবভীতি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ না করিবে ? অবশ্যই করিবেন। তখন তাঁহার "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মস্থিতির আর বাধা জন্মাইবারও কিছু রহিল না। ইচ্ছার অপগমে জীবভ্রান্তি ও জীবভীতি নষ্ট হইয়া, "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ আত্মপ্রত্যয় কেন না হইবে ? অবশ্যই হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ ব্রহ্ম সুখভোগ করেন না। যিনি সুখভোগের বস্তর স্রষ্টা, যিনি ইচ্ছা করিলেই সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহার ঐ সৃষ্ট বস্তু ভোগের ইচ্ছা কিরূপে হইতে পারে ? প্রাপ্ত, কষ্টার্জ্জিত বা ক্লেশোৎপন্ন বস্তু ভোগেরই ইচ্ছা হয়, যেমন কৃষকের স্বীয় উৎপন্ন শস্যভোগ, ইত্যাদি। নির্গুণ ব্রহ্ম আপ্তকাম,—"আছি" মাত্র জ্ঞানবিশিষ্ট ; "আছি, আর কিছুই চাই না" এরূপ জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তা মাত্র, সুখভোগের ব্যাপার হইতে অতীত অবস্থায় স্থিত। যে মুহূর্ত্তে তোমার চিত্ত নিরিচ্ছ হইবেক দেখিবে যে তুমি তন্মুহূর্ত্তে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবেক। এখানে ব্রহ্মকে যদি ব্যক্তিত্ববাচক একজন মহাপ্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যবান পুরুষরূপে মনে ধারণা করিয়া বসিয়া থাক, তবে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভবই বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধ, নির্গুণ জ্ঞানসত্তা বোধে যদি তুমি ধারণা করিতে পার, তবে তাঁহার স্বরূপত্ব লাভের চেষ্টা তোমার পক্ষে ভীতিজনক ও অসম্ভব হইবেক কেন ?

ভীতি ও ভ্রান্তির কারণ যে ইচ্ছা-বায়ু তাহার সুবিচাররূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুচিকিৎসা দ্বারা উপশম হইলে তোমার পুনঃ ভীতি ও ভ্রান্তির দ্বারা বিক্ষোভনের ও বিঘূর্ণনের কি কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে ? কখনও পারে না। স্বচ্ছ আকাশ চিরনীলিমাময় দৃষ্ট হওয়া যেমন একটি জীবের পক্ষে একটা চিরভ্রান্তি, তেমন নির্ম্মল আত্মা দৃষ্ট না হইয়া যে সদা চিত্ত-নীলিমা দৃষ্ট হয় উহাও একটি চিরভ্রান্তি, সন্দেহ নাই। এই চিরভ্রান্তিই অনাত্মা মায়া নামে অভিহিতা হয়। নীলিমার অপগমে যেমন স্বরূপ স্বচ্ছ আকাশের দর্শন লাভ হইতে পারে, তেমন চিত্ত-নীলিমা প্রশমিত হইলে, অর্থাৎ ভ্রান্তি, ভীতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি উপাদানবিশিষ্ট চিত্তের প্রশমন হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

ভ্রান্তি, ভীতি ও ইচ্ছা উপাদানবিশিষ্ট চিত্তের প্রশমন হইলে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

ইচ্ছাবায়ুর সমাহার যে চিত্ত, তাহা অনিচ্ছ হইলেই যখন অস্তিত্বহীন হইয়া যায়, তখন আত্মস্থিতি কেন হইবেক না ? অবশ্যই হইবেক। বাসনা হইতে উৎপন্ন ভয় ও ভ্রান্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া মানব যে জীবশৃগালরূপে পরিণত হইয়াছে, এক্ষণ উহাদের আত্মসিংহের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিলে যে প্লীহাচমকপ্রদ ভীতি সঞ্চার হইবেক এবং ভ্রান্তপথ হইয়া এদিগ, ওদিগ দিগ্‌ভ্রান্তের মত বিঘূর্ণিত হইবেক, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

কর্ম্মতত্ত্ব।

আবার শঙ্কর বলিলেন,—"অক্রিয়ৈব পরা পূজা"—কোনরূপ কর্ম্ম না করাই পরা পূজা বা ব্রহ্ম পূজা। জগজ্জীব বা মানব মন-সৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা মায়ার সন্তান। কর্ম্ম মায়ার প্রেরণাবশে কৃত হয়, মায়ার ক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রে সাধিত হয়; কাজেই, উহার আয়োজনও মিথ্যা, ফলও মিথ্যা। মিথ্যা মায়িক জীব বা মানব, মিথ্যা মায়ার ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে যে মিথ্যা কর্ম্মের জন্য, মিথ্যা মায়াপ্ররোচিত হইয়া, মিথ্যা উত্তম করে, উহার ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ফল দুইই মিথ্যা। ঐ উত্তমের কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা দুইই মিথ্যা ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিথ্যা মায়াতেই মিথ্যা কর্ম্ম করাইতেছে এবং মিথ্যা পুরস্কার ও মিথ্যা শাস্তি দিতেছে; যেন ঠিক বায়োস্কোপের (ছায়াচিত্রের) ক্রীড়াপ্রদর্শনী। সবই সত্যবৎ প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু মূলে সব মিথ্যা ব্যাপার বই কিছু নয়। তুমি যদি অক্রিয় হও, কর্ম্মহীন হও, তবেই ত মায়ার প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পাইলে, তখন আত্মস্থিতি অবশ্যই হইবেক। মায়া বা মন ত তোমাকে মিথ্যা কর্ম্মে লিপ্ত করাইয়া মিথ্যা শাস্তি ও মিথ্যা পুরস্কার প্রদান করিতেছে এবং মিথ্যা পুরস্কার প্রাপ্তিতে তুমি মিথ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইতেছ বা মিথ্যা শাস্তি ভোগ করতঃ অযথা মিথ্যা ভয়ে অভিভূত হইতেছ। এই ভয় ও গৌরবের মিথ্যা অভিনয় করিয়া অবোধ মানব যে বৃথা জীবনাতিপাত করিতেছে, আত্মস্মৃতি আনিতে পারিতেছে না, ইহাই মায়ার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

"অক্রিয়ৈব পরা পূজা।" মিথ্যা কর্ম্মে মিথ্যা প্ররোচনা মায়ার প্রেরণা মাত্র।

১। কর্ম্মত্যাগ।

এক্ষণ অজ্ঞ পাঠক প্রশ্ন করিবে যে, মায়ার খেলা জানিয়া সব মানব যদি এই পৃথিবীতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে জগৎ চলিবে কিরূপে? সকল মানবের যুগপৎ কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ইচ্ছা তাহা করিতে দিবে কেন? বিশেষ, কর্ম্ম ইচ্ছানুসারে কৃত হয়। সব মানব যদি নিরিচ্ছ হইতে পারে, তবে সব মানবই কর্ম্মত্যাগ করতঃ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। সকল মানবের যুগপৎ অনিচ্ছ হওয়া কি সম্ভব? কখনই নহে। যাহার ভোগ-বাসনার অবসান হইয়াছে, সেই ত আত্মস্থিতি লাভ করতঃ মায়িক কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে পারে। সকলে সমবেত হইয়া যুগপৎ অনিচ্ছ হওয়া যেমন অসম্ভব, তাহাদের কর্ম্মত্যাগও তেমন অসম্ভব। বাসনা-চালিত হইয়া মানব কর্ম্ম করে। বাসনার আগুন হৃদয়-বয়লার মধ্যে দাউ-দাউ জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহা হইতে কর্ম্মবাষ্প উত্থিত হইয়া দেহতরণী চালিত হইবেক না, ইহা কি সম্ভব? আবার, বয়লার-স্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যেমন বাষ্প উত্থিত হয় না, আর বাষ্পীয় তরণী অচল ও স্থির হইয়া যায়, আর ভীমবেগে চলে না, তেমন অগ্রে বাসনার আগুন নির্ব্বাপিত কর, কর্ম্মপ্রবাহ স্থগিত হইয়া তোমাকে আত্মস্থিত করিবেক। সকল জগজ্জীবের হৃদয়-বয়লার হইতে যুগপৎ কামনার আগুন নির্ব্বাপিত করার ক্ষমতা যেমন কাহারও থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সকল জগজ্জীবের পক্ষে অক্রিয় হইয়া যুগপৎ আত্মস্থিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য শঙ্করাচার্য্য অগ্রে "অনিচ্ছৈব পরমং পদং" বলিয়া পরে "অক্রিয়ৈব পরা পূজা" বলিয়াছেন। যেহেতু অনিচ্ছ হইলেই অক্রিয় হওয়া যায়, ইচ্ছা থাকিতে ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার নয়। মায়িক জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব; আত্মস্থ মানবের পক্ষে কর্ম্ম করা অসম্ভব।

বাসনানল কর্ম্মবাষ্প উৎপন্ন করে; বাসনাপগমে মানব নিষ্ক্রিয় হয়। কিন্তু যুগপৎ সব মানবের অনিচ্ছ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া জগদ্ব্যাপার চলিতে থাকিবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। গীতার নির্লিপ্ত কর্ম্ম।

গীতায় যে নির্লিপ্ত কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, উহা অসম্ভব। মায়িক জীব ইচ্ছা ত্যাগ করিবে, অথচ কর্ম্ম করিবে, এরূপ আদেশ পালনীয় হইতে পারে না। এ বিষয়ে চৈনিক দর্শন "তাও" ধর্ম্ম ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা গীতার সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্বের। "তাও"-ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিবক্তা মহাত্মা লেওজি এবং তাহার পরবর্ত্তী প্রচারক মহাত্মা কোয়াংজি দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, "কর্ম্ম বাসনার সৃষ্টি করে, আবার বাসনা কর্ম্মের সৃষ্টি করে, অতএব বাসনা ত্যাগ করিতে হইলে অগ্রে বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবেক, অন্যথা মুক্তি হইবেক না। ক্রমশঃ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানের সাধনায় অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে, তবেই মুক্তিলাভ হইবেক।" ভারতের আধুনিক যুগের জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যও "অক্রিয়ৈব পরা পূজা," অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করাই ব্রহ্মপূজা বলিয়া মুক্তির সাধনরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

বাসনা কর্ম্মের ও কর্ম্ম বাসনার সৃষ্টি করে বলিয়া মুক্তিকামীর পক্ষে বাসনা ও কর্ম্ম উভয়ই ত্যাজ্য।

অবশ্যই এই সব বাক্য মুমুক্ষু ব্যক্তির জন্য, অর্থাৎ যিনি মুক্তি চাহেন তাঁহার জন্য। যে সংসারবন্ধন চায়, সংসারকারাগারের উন্নতি করিতে চায়, তাহার জন্য নহে। যেহেতু যতকিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ, সবই মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, সংসারকারাগৃহের উন্নতি করার জন্য হয় নাই। উহার জন্য উপদেশের প্রয়োজনও কিছু নাই, কারণ মায়িক জীব যে মনের বা মায়ার কারাগৃহরূপ এই সংসারে উন্নতি করার জন্য প্রাণপণ উদ্যম করিবে, তাহা উহাদের স্বাভাবিক। ঐ স্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপদেশের কি প্রয়োজন আছে? উহা পরিহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার জন্য মুক্তিকামীর আধ্যাত্মিক উপদেশের প্রয়োজন আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

(ক) সংসার-কারাগার।

ঔপনিষদিক ঋষিগণ সংসারকে কারাগাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার উন্নতির জন্য যে তীব্র অধ্যবসায় ও উদ্যম উহা দাগী কয়েদীর পক্ষেই শোভা পায়, বিচারশীল ভদ্রলোক কয়েদীর পক্ষে শোভা পায় না। অর্থাৎ দাগী কয়েদী যেমন জেল হইতে বাহির হইতে চাহে না, চিরদিন জেলে থাকিতে চাহে, তাহার খালাসের দিন আসিলে সে ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে এবং অন্যান্য কয়েদীগণের সঙ্গে আর দেখা হইবেক না মনে করিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাহাদের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে থাকে, কিন্তু ভদ্রলোক কয়েদী জেলে যাইয়া কতদিনে খালাস হইবেক তাহাই চিন্তা করিতে থাকে, জেলের উন্নতি বা তাহার কোন কার্য্যের দিকে তাহার মন থাকে না, যতদিনের জন্য তাহার জেলে থাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ততদিন সে জেলে কোনরূপে কায়ক্লেশে অতিবাহিত করতঃ খালাসের দিনে মহানন্দে কারাগার হইতে বহির্গত হয়, এইরূপ সংসারকারাগারের দাগী কয়েদী ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণই সংসারের উন্নতির জন্য তীব্র অধ্যবসায় ও অদম্য উদ্যম করিতে থাকে, কিন্তু, পরিণামে জেলের কয়েদীর মতই দশা ঘটে। জেলের কয়েদী খালাসের দিনে যেমন তাহার সুদীর্ঘকাল জেলে বাস করিয়া তাহার কঠোর পরিশ্রমলব্ধ যাবতীয় উপার্জ্জন জেলেই রাখিয়া চলিয়া যায়, কিছুমাত্র সঙ্গে লইতে পারে না, বৃথা কর্ম্মবিপাকে পতিত

সংসার-কারার দাগী কয়েদী বিষয়াসক্ত ব্যক্তি উহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, মুক্তিকামী ভদ্র কয়েদীর মত মুক্তি চাহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যেখানকার উপার্জ্জন সেইখানেই রাখিয়া জেল হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ এ সংসারেও মানব মায়ার কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়া, সারাজীবনের মহাকষ্টার্জ্জিত অর্থ সমস্তই এই সংসারেই রাখিয়া চলিয়া যায়। এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লইতে পারে না। ইহাকেই বলে, "বন কাটিয়া বনে রাখা।"

গীতোক্ত নির্লিপ্ত কর্ম্ম করার উপদেশটি সুধু স্তোভবাক্য মাত্র। উহা কস্মিন্‌কালেও কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই বা পারিবে না। এই নির্লিপ্ত কর্ম্ম করার উপদেশটি পাইয়া আজকাল সকলেই নির্লিপ্ত কর্ম্মের জয় দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডামির আবির্ভাব হইতেছে। হৃদয়-বয়লারে বাসনার আগুন দাউ-দাউ জ্বলিতেছে, আর ঐ অগ্নির তেজে সদা উদ্দীপ্ত হইয়া ঘোর বিষয়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণ অধ্যবসায় ও তীব্র উদ্যম করিতেছে, আর বলিতেছে, "নির্লিপ্ত কর্ম্ম করিতেছি।" সার্থবাহগণ ও ব্যবহারাজীবগণ সকলেই যেন এইক্ষণ নির্লিপ্ত কর্ম্ম করিতেছে। কেহই নিজের জন্য কিছু করিতেছে না, সব পরোপকারের জন্য করিতেছে। এতদতিরিক্ত ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে?

গীতোক্ত নির্লিপ্ত কর্ম্মের উপদেশটি সুধু স্তোভবাক্য মাত্র।

এক্ষণ গীতোক্ত স্তোভবাক্যের, অর্থাৎ নির্লিপ্ত কর্ম্মের উপদেশের কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বলা যাইতেছে। যে অর্জ্জুনকে ঐ স্তোভ বাক্যাবলীরূপ উপদেশ দেওয়া হইল, সেই অর্জ্জুন ঐ উপদেশ শ্রবণান্তে নির্লিপ্ত কর্ম্মের উপদেশ কতদূর কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা মহাভারত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিচার করিবেন। অভিমন্যু বধে আর্ত্তনাদ, জয়দ্রথ বধের জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা, পরে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের স্বাধীনতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরণ এবং পরিণামে গীতাবিস্মৃতি প্রভৃতি তাঁহার নির্লিপ্ত কর্ম্মের ঘোষণা মহাভারতই আজ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। [রাজসূয় যজ্ঞের পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে, যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পাদচারণ করিতেছিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "সখে! কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে যে গীতোপদেশ আমায় করিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি, উহা এক্ষণ আবার বল।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "উহা যোগস্থ হইয়া বলিয়াছিলাম, আমারও কিছুই মনে নাই।" তখন অর্জ্জুনের অনুরোধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন, উহাই ক্ষুদ্র "অনুগীতা।"] যাহা হউক, উক্তবিধ নির্লিপ্ত কর্ম্মের স্তোভবাক্যের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না, রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য মাত্র ছিল। যেহেতু উক্তবিধ স্তোভবাক্য প্রয়োগ করতঃ যদি মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান করাইতে না পারিতেন, তবে ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় পাণ্ডবকুল সম্যক্ নিহত হইয়া যাইত এবং তদ্ধেতু ঐ কুলের যাবতীয় সুরথী বীরগণ নিহত হইলে ঐ কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করিত, সুতরাং ক্ষত্রিয়সমাজ কলুষিত হইয়া যাইত। গীতাতে এই উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অতএব দেখ, এতাদৃশ উপদেশ আধ্যাত্মিক মোক্ষ বিষয়ে প্রযুজ্য হইতে পারে না।

বৌদ্ধ দর্শন, চৈনিক দর্শন, গ্রীক দর্শন, হিন্দুষড়্‌দর্শন, উপনিষদাদি মোক্ষ শাস্ত্র ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণরূপ চরম দর্শনে কোথাও নির্লিপ্ত কর্ম্মের উপদেশ নাই। উল্লিখিত যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি সুধু মানব-হৃদয়-বয়লারস্থ বাসনানল নির্ব্বাপিত করিতে বলিয়াছেন। হৃদয়-বয়লারে বাসনার আগুন দাউ-দাউ জ্বলিতে দাও, সঙ্গে সঙ্গে নির্লিপ্ত কর্ম্ম করিয়া যাও, ইহা স্তোভবাক্য ব্যতীত আর কি হইতে

অন্য কোনও দর্শন-শাস্ত্রে উহার উপদেশ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে? এতাদৃশ স্তোভবাক্যের আরও প্রয়োজন ছিল। হৃদয়-বয়লারস্থ প্রজ্বলিত বাসনা-হুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে হইলে তীব্র বৈরাগ্যের প্রয়োজন। বিনা বৈরাগ্যোদয়ে ঐ বাসনানল কদাপি নির্ব্বাপিত হওয়ার নয়, কিন্তু গৃহী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার কোন স্থানে ভ্রমেও বৈরাগ্যোপদেশ দেন নাই। কোন্ মুখে দিবেন? বৈরাগ্যোপদেশ ঘোর বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীর পক্ষেই শোভা পায়, ষোড়শ সহস্র পত্নীবেষ্টিত পুরুষের পক্ষে কিছুতেই শোভা পায় না। তাই গীতাকার গৃহী ভগবান বৈরাগ্যের উপদেশদানে সম্যক্ পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী না হইলে তীব্র বৈরাগ্যোপদেশ প্রদান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। হিন্দু-পুরাণোক্ত অবতারবাদ-বিশ্বাসিগণ দেখিতে পাইবেন যে, পরে বুদ্ধাবতারে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া তীব্র বৈরাগ্যের নিদর্শন প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং বাসনানল নির্ব্বাপিত করার জন্যই মহোপদেশরাশি স্বীয় অনুবর্ত্তিগণমধ্যে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। [ললিতবিস্তার, বৌদ্ধসূত্র, বৌদ্ধমহায়ন সূত্রাদি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করুন।] ইদানীং যুগের উপ-অবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ভক্তগণ আসক্তিমিশ্রিত ভক্তি প্রচার করিতেছেন, না করিয়া কি করিবেন? বৈরাগ্য কোথায়, সন্ন্যাস কোথায়?

(খ) গীতা ও গীতামাহাত্ম্য।

এক্ষণ গীতাপ্রসঙ্গে আরো কতিপয় বাক্যের অবতারণা করা যাইতেছে। যাঁহারা প্রত্যহ গীতাপাঠ করেন, তাঁহারা যেন কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতামাহাত্ম্য পাঠ না করেন, যেহেতু গীতা নিষ্কাম কর্ম্মোপদেশের খনি, আর গীতামাহাত্ম্যকার যত আশা-তৃষ্ণা আসক্তির বাণী ঐ মাহাত্ম্যে প্রচার করিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশবাণীর পরেই ঘোর ফলস্পৃহা ঐ মাহাত্ম্যে জাগ্রত করিয়া দিতেছে। উহা কদাপি পাঠ করা উচিত নহে। ইহা ব্যতীত ঐ গীতামাহাত্ম্যকারের তেমন শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল না। যেহেতু গীতামাহাত্ম্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম ছত্রেই আছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ" অর্থাৎ সর্ব্ব উপনিষদরূপ গাভী গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন করিয়াছেন। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব উপনিষদরূপ গাভী দোহন করতঃ ঐ দুগ্ধের সার যে মাখম, তাহা রাখিয়া বাকি ঘোল অর্জ্জুনপ্রমুখ ভক্তগণকে বিতরণ করিয়াছেন। হয় তদীয় ভক্তগণকে মাখম খাওয়ার অযোগ্য মনে করিয়াছেন, অথবা দুগ্ধ হইতে মাখম তোলার সঙ্কেতটি নিজেই জানিতেন না। প্রথমোক্ত কারণটি সমীচীন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণ, বর্ত্তমান সময়ে মাখমের পরিবর্ত্তে ঘোল পানেই নিত্য গীতাপাঠকারিগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন।

গীতা নিষ্কাম কর্ম্মোপদেশপূর্ণ, গীতামাহাত্ম্য ফলস্পৃহাবর্দ্ধক।

এক্ষণ গীতা ঘোলে পূর্ণ, উহাতে মাখম নাই, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ব্ব উপনিষদের সার মহাবাক্য চারিটি। এই চারি মহাবাক্য চতুর্ব্বেদের সার বস্তু। উপনিষদ চতুর্ব্বেদের জ্ঞানকাণ্ড ভাগ ব্যতীত আর কিছু নয়। এই চারি মহাবাক্য উপনিষদরূপ গাভীর দুগ্ধের মাখম মাত্র। এই মাখম আমার বিবেচনায়, হিন্দুবৈদিক বা ঔপনিষদিক ব্রহ্মর্ষিগণ ব্যতীত, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মের ঋষিগণ উত্তোলন করিতে জানিতেন না,

গীতাও ঘোলে পূর্ণ, কারণ উপনিষদের মাখমস্বরূপ চারিটি মহাবাক্যের উপদেশ গীতায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা উহাঁর সঙ্কেত অবগত ছিলেন না; হিন্দুবৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ স্বীয় মহামনস্বিতা প্রভাবে ঐ সঙ্কেত অবগত হইয়া চিরকৃতার্থতালাভ করিয়া গিয়াছেন। এই মহাবাক্য চারিটিই সর্ব্ব উপনিষদ গাভীর দুগ্ধের মাখম-স্বরূপ। মহাবাক্য চারিটি এই—"অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং", "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মাব্রহ্ম" বা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—"আমিই ব্রহ্ম", "সেই অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি", "তুমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম হও," "এই আত্মাই ব্রহ্ম" বা "প্রজ্ঞা, অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞানই ব্রহ্ম।" ইহার মধ্যে "তত্ত্বমসি"—"তুমিই সেই হও" ইহা শিষ্যের প্রতি গুরূপদেশরূপে প্রযোজ্য এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" —"আমিই ব্রহ্ম হই" ইহা গুরুর নিজের উপলব্ধিমাত্র। কিন্তু সমগ্র গীতাতে এই মহাবাক্য চতুষ্টয়ের উপদেশ নাই। অথচ গীতা উপনিষদের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছু নয়; স্থলে স্থলে একবারে আসল শ্লোক-গুলি উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া অবিকল রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, সর্ব্ব উপনিষদরূপ গাভী দোহন করিয়া গীতাকার উহার সারাংশ উক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়রূপ মাখম বাদ দিয়া স্বধু ঘোল তদীয় অনুবর্ত্তিগণকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং চাটুকার গীতা-মাহাত্ম্যকার "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ" বলিয়া গীতাকারের চাটুবাদ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে স্বীয় অজ্ঞানতা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানের সার যে অপরোক্ষানুভূতি, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণকথিত হইতে পারে না; উহা ব্যাসকৃত। শ্রীকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বভবনে উপবিষ্ট থাকিয়া ব্যাসদেব ঐ গ্রন্থ একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়রূপে তদীয় বিরাট কাব্যগ্রন্থ মহাভারতের অন্তর্গত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র রণপ্রান্তরে উহা মৌখিক বলিবার সময় ছিল না, যেহেতু অন্য ব্যক্তিদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানান্তরে কথিত অধ্যায়টি কদাপি মহাভারতের বিরাট্ কলেবর মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ, ভাব ও ভাষা ঠিক রাখিয়া সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। দুই ব্যক্তির পৃথক্ স্থানে কথিত বাক্যাবলীর ভাব ও ভাষা একরূপ হওয়া অস্বাভাবিক, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মহাভারত যাঁহারা ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিবেন যে সমগ্র বিরাট মহাভারতের ভাষা ও ভাব এবং মহাক্ষুদ্র গীতার ভাষা ও ভাব ঠিক একই রকম। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের চাটুকার ভক্ত, কিন্তু স্বরূপ ভক্ত নহে, তাহারাই গীতাকে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবৎকথিত মনে করে। চাটুকার ভক্ত, অর্থাৎ যাহারা মনে করে যে, একজন হস্তপদযুক্ত দেহধারী, ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপশালী পুরুষরূপে ঈশ্বর আছেন, যিনি মানবের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহাকে খোসামোদ করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দেন এবং তাহা না করিলেই তিনি শাস্তি প্রদান করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ ভক্ত তাঁহাদিগকে বলা হয়—যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মারূপী জনার্দ্দন জানিয়া আত্মস্বরূপরূপে সদা আত্মানুরাগ হৃদয়ে পোষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে গীতাকার সিদ্ধান্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বা ভগবত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলিতে উপনিষদের অনুবাদ করিবেন কেন? নিজে ঈশ্বর হইয়া যে সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ"—ঈশ্বর যে আছেন তাহা প্রমাণের অভাবে সিদ্ধ হইল না বলিয়া দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সাংখ্যজ্ঞানকে, "সাংখ্যজ্ঞানং বিশিষ্যতে"—সাংখ্যজ্ঞানই সকল শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—এরূপ বলিবেন কেন? তাহার কি নাস্তিক দর্শন সাংখ্যের জয় না দিয়া এবং উপনিষদের অনুবাদ না করিয়া স্বাধীন ভাবে মানবের মুক্তিপথ প্রদর্শনের কোন উপায়ান্তর ব্যাখ্যা করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি ছিল না? এরূপ অবস্থায় গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতে ঈশ্বর অবতার বলা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে গীতাকার বলিলে উল্লিখিত শক্তিহীনতা জন্য তাঁহার অবতারত্ব, ঈশ্বরত্ব, ভগবত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না, অর্থাৎ তিনি বিচারবানের চক্ষে অবতার নন।

৩। কর্ম্মবিধান।

এক্ষণ কর্ম্মবিধান সম্বন্ধে অবতারণা করা যাইতেছে। আচ্ছা, লোকে যে পুরুষকার ও অদৃষ্ট লইয়া এত বিতণ্ডা করিতেছে, ইহা কি? ইহার মৌলিক ভিত্তিহীনতা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরাস্তিত্ব অধ্যায়ে ইহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম অনুরাগ ও বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া কৃত হয়। অনুরাগ ও বিদ্বেষ অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানতা আত্ম-বিচার বা তত্ত্ববিচারহীনতা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। যখন মানব আত্মবিচারশীল বা তত্ত্ববিচারযুক্ত হয় এবং তদ্ধেতু তাহার অজ্ঞানতা নিরাকৃত হয়, তখন সে ঐ অজ্ঞানোৎপন্ন অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার কর্ম্মবিধান, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুরুষকার ও অদৃষ্ট লইয়া সব বিতণ্ডা উপশান্ত হইয়া যায়। এক কথায়, সত্যের অনুপলব্ধিতেই মিথ্যাজ্ঞান জন্য মানবের বা জীবের যে মিথ্যা অহঙ্কার বা অহমিকা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারাই মানব কর্ম্মবিধানে বাধ্য হয় এবং কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুরুষকার ও অদৃষ্ট লইয়া সদা মুহ্যমান হয়। সত্যোপলব্ধি হইলে ঐ কর্ম্মবিধানাদি হইতে মানব মুক্তিলাভ করতঃ পরাশান্তি লাভ করে। এই সত্যানুপলব্ধিই

আত্মবিচারহীন মানব অহমিকাবশে কর্ম্মে লিপ্ত হয়। আত্মবিচারশীল উদাসীন দ্রষ্টারূপে স্থিত থাকেন মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবকে কর্ম্মের জন্য দায়ী করিতেছে। মানবের বা জীবের কর্ম্মের জন্য দায়ী কে? এই সমস্যাটিও এতৎসঙ্গে নিরাকৃত হইয়েছে। জীব বা মানব যখন স্বীয় জীবত্ব মিথ্যা অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত সাব্যস্ত করিতে পারিবে, তখন তাহার অহঙ্কার বা অহমিকা উৎপন্ন হইতে পারে না এবং মিথ্যা অহঙ্কারের অভাবে তাহা দ্বারা আর মিথ্যা কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। তখন সেই জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মা, যাঁহার জগদ্‌ভ্রান্তি অপগত হইয়া, "ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা" এই মহাসত্যের উপলব্ধি হইয়াছে এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মস্থিতিলাভ করতঃ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিরিচ্ছ ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুরুষকার ও অদৃষ্ট লইয়া বিতণ্ডাদি কিছুই থাকে না। তিনি তখন জড়ভরতবৎ উপবিষ্ট থাকিয়া, মিথ্যা জীবত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে অহমিকা এবং তাহা দ্বারা কৃত মিথ্যা কর্ম্ম ও তজ্জন্য কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া বিতণ্ডাদির উদাসীন দ্রষ্টারূপে স্থিত থাকেন মাত্র। [পাঠক জড়-ভরতের উপাখ্যান ভাগবতপুরাণে পাঠ করিবেন। এই দার্শনিক গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করার স্থান নাই ।]

(ক) কর্ম্মবিপাক।

মানবের আত্মবিস্মৃতির জন্যই কর্ম্মবিপাক আরব্ধ হয়। আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি ঐ কর্ম্মবন্ধন বিমোক্ষণের একমাত্র কারণ। (এক্ষণ অজ্ঞ পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেক যে, এই পৃথিবীর সর্ব্ব মানব যদি জড়ভরতবৎ উদাসীন হইয়া উপবিষ্ট থাকে, তবে এই পৃথিবীর কার্য্য কিরূপে চলিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।) আসল

আত্মবিস্মৃতির জন্যই কর্ম্মবিপাক আরব্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটি এই যে, এই মিথ্যা মায়ার ভেল্কিবাজীস্বরূপ এই মিথ্যা পৃথিবীতে মিথ্যা জীবত্বাভিমানী, মিথ্যাদৃষ্ট মানব উহাদের মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন মিথ্যা অহমিকা বা অহঙ্কার প্রণোদিত মিথ্যা অনুরাগ ও বিদ্বেষ-বশে মিথ্যা কর্ম্মাকর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য মিথ্যা দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে এবং মিথ্যা পুরুষকার ও মিথ্যা অদৃষ্ট লইয়া মিথ্যা বিতণ্ডা করিতেছে। দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিয়া যতক্ষণ উহা সত্য বলিয়া ধারণা থাকে, ততক্ষণ উহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের স্বীয় স্বীয় অভিনয়-প্রণালীর দোষগুণগুলি লইয়া দর্শকবৃন্দ ঘোর বিতণ্ডা করিতে থাকে, কিন্তু যখন অভিনয়টি আদৌ মিথ্যা বোধ হয় তখন স্বধু নীরবে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। যতক্ষণ মিথ্যা অভিনয় সত্য বোধ করে, ততক্ষণ নিষ্ঠুর অভিনয়ের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতি দর্শকবৃন্দ অতিশয় বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠে এবং করুণরসাত্মক অভিনয়ের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতি অতি করুণাপরায়ণ হইয়া উঠে, আর প্রথমোক্তকে নিন্দাবাদ ও শেষোক্তকে প্রশংসাবাদ দ্বারা কলুষিত ও ভূষিত করিয়া থাকে। অথচ দুইই সমান দোষী বা নির্দ্দোষী, কাহারও গুণও নাই, দোষও নাই, কারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের শিখান কথাগুলি উহারা আসিয়া রঙ্গালয়ে বলিয়া গেল মাত্র। এই মিথ্যা অভিনয়কে সত্য মনে করিয়া মহাবিদ্বান লোকও বিভ্রান্ত হইয়া থাকে এবং তত্তৎ কালে আত্মবিস্মৃতি জন্য মিথ্যা উত্তেজনাবশে অঘটন ঘটাইয়া থাকে। বঙ্গের জনৈক খ্যাতনামা মহাপণ্ডিত রঙ্গালয়ে "নীলদর্পণ" অভিনয় দেখিতে দেখিতে এতদূর আত্মবিস্মৃতিবশে উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, নীলকর সাহেবের নিরাশ্রয়া কৃষকপত্নীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিনেতার প্রতি স্বীয় চর্ম্মপাদুকা সজোরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই হইল দর্শকবৃন্দের আত্মবিস্মৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা। আবার অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণেরও মিথ্যা রঙ্গালয়ের মিথ্যা অভিনয় সময়ে সম্যক্ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য অঘটন ঘটিত হইয়া থাকে। অভিনেতা অভিনয় সময়ে এতাদৃশ আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় এবং উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, মহা অনর্থ সংঘটন করিয়া ফেলে। ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে আমার মহীশূরে অবস্থিতির সময়ে এক রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনয় সময়ে এতাদৃশ আত্মবিস্মৃত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ঐ অভিনেতা তথা-কথিত ভীমসেনরূপে তথা-কথিত দুর্য্যোধনের অভিনেতার এরূপভাবে উরুভঙ্গ করিয়াছিল যে, ঐ অভিনেতা তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(খ) কর্ম্মের দায়িত্ব।

জীব বা মানব যতদিন স্বীয় মিথ্যা জীবত্বের অভিমান ত্যাগ না করিবে এবং মিথ্যা অহমিকা ও তদুৎপন্ন মিথ্যা গৌরব বিসর্জ্জন না দিবে, ততদিন তাহার কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য দায়িত্ব-ভার বহন করিতেই হইবেক এবং কর্ম্মবিপাক ভোগ করতঃ অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হইবেক। এই মিথ্যা কর্ম্মের মত্ততা মানবের যত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে। বলিবে, কর্ম্ম মিথ্যা হইলে তদুৎপন্ন দুঃখও মিথ্যা। এ কথা সত্য। কর্ম্ম যে মিথ্যা, এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার পক্ষেই তজ্জন্য দুঃখও মিথ্যা হইয়াছে। কিন্তু যাহার কর্ম্ম সত্য বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহার দুঃখও সত্য বলিয়া বোধ আছে এবং তদ্ধেতু দুঃখ জন্য অভিভবও তাহার হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যাবতীয় কর্ম্মই মায়িক ব্যাপার। ইহা মায়ার বা ভ্রান্তির বা মনের

কর্ম্ম মিথ্যা এই জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্মের দায়িত্ব বা কর্ম্মোৎপন্ন সুখদুঃখ মিথ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাস্থলী। ইহা "মনিরাম কা খেল" [পাঞ্জাবী ভাষা]—মনের খেলা মাত্র। এই মায়িক ব্যাপারে যে আত্যন্তিক মত্ততা, ইহাই হইল মানবের মহা দুর্গতির হেতু। জাগতিক কর্ম্মগুলি যে মিথ্যা মায়ার খেলা মাত্র, এই বোধোদয়েই সর্ব্বদুর্গতির অবসান হইয়া যায়। মিথ্যা মায়ার রাজ্য হইতে, মিথ্যা মায়িক লীলারূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও, প্রাণে পরাশান্তি আসিবে। আত্মরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির কোন দুর্গতি নাই, কর্ম্মমত্ততা ও তজ্জন্য মহা দুঃখাভিভব কিছুই থাকে না। কর্ম্মমত্ততায় মানবকে মায়ার ক্রীড়াপুতুলরূপে নৃত্য করাইতেছে। সামান্য ফুটবল, ব্যাটবল খেলার মত ইহার প্রভাবে মানব ঘোর নরহত্যা, আত্মহত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া মহাপাপের ভাগী হইতেছে। এই যে সেই দিন মোহনবাগান ফুটবল খেলায় পরাজিত হইয়া খেলোয়ার সুরেন্দ্র ঘোষ আত্মহত্যা করিল, ইহা কি খেলার মত্ততা জন্য নয়? অসত্য খেলাকে সে এতাদৃশ প্রকৃষ্টরূপে সত্য বোধ করিয়াছিল যে ফুটবল খেলা যে একটা মিথ্যা ব্যাপার তাহা তাহার বোধেই আসে নাই। তাই, সে ঐ মিথ্যা মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া আত্মহত্যা করিল। আর মিথ্যা কর্ম্মমত্ততায় যে মিথ্যা সংসারবাসী মানবকে মহা মহা পাপে ও দুঃখে নিমগ্ন ও অভিভূত হইতে হইবেক, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মিথ্যা খেলা খেলিতে গিয়া, মিথ্যা পরাজয়ে মিথ্যা ক্ষুব্ধ হইয়া যে খেলোয়ারগণ মারামারি কাটাকাটি ও পরস্পর বিদ্রোহ-মূলক বিতণ্ডা করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মদ্যপায়ী যখন মদ্যের নেশায় অভিভূত থাকে, তখন তাহাকে মদ্যের নেশার দোষ কীর্ত্তন করতঃ ঐ নেশা ত্যাগের উপদেশ দান যেমন বৃথা, পক্ষান্তরে নেশা ছাড়িয়া গেলে তখন ঐ উপদেশ দেওয়া তেমন সার্থক। সেইরূপ রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীবগণকে উহাদের কর্ম্ম-গৌরব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্দ্ধার সময়ে কর্ম্মমত্ততার দোষ কীর্ত্তন করিলে কোন ফলোদয় হয় না। উহারা যখন কর্ম্মবিপাকে বিধ্বস্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছায়, পরেচ্ছায় বা অবস্থাবৈগুণ্যে অবসর গ্রহণ করে, তখন কর্ম্মের মায়িকত্ব, অসারত্ব, মিথ্যাত্ব স্বতঃই উহাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়; অবশ্যই বিচারশীল হইলে, অন্যথা ঘোর সংসারকীটের পক্ষে নহে।

এক্ষণ একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, যদি এই সংসার মায়াময় ও মিথ্যা হইল, তবে সব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মবিধান কোথায় থাকিল? এই সংসার মায়াময় ও মিথ্যা, ইহাও যেমন একটি মহাসত্য, কর্ম্মবিধানও তেমন সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। সত্যরাজ্যের ব্যাপার যেমন সত্য, মিথ্যা রাজ্যের ব্যাপার তেমন মিথ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মবিধান ততক্ষণ সত্য, যতক্ষণ এই সংসারটি সত্য বলিয়া বোধ আছে। কর্ম্মবিধান সম্যক্ মিথ্যা, যখন এই সংসারটা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মবিধানাস্তিত্ব সেই সকল মানবের পক্ষে রহিয়াছে, যতক্ষণ এই সংসারাস্তিত্ব সত্যবৎ তাহাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। কর্ম্মবিধান ও তাহাতে বাধ্যতা ঐ ভ্রান্ত মানবের পক্ষেই বলবৎ রহিয়াছে। যেমন ক্রীড়াপ্রিয়, ক্রীড়াপটু, ক্রীড়ামত্ত ব্যক্তিগণ ক্রীড়া বিধানে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে মধ্যস্থ দ্বারা সে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মহাদুঃখানুভব করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ক্রীড়াকে মিথ্যা ব্যাপার জানিয়া তাহাতে যোগদান করে না বা ক্রীড়াক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে উদাসীনবৎ দণ্ডায়মান থাকে, তাহারা যেমন ঐ ক্রীড়াবিধানে বাধ্য হয় না, বা তাহা লঙ্ঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া মহাদুঃখানুভব করে না, সেইরূপ এই সংসারটাকে সত্য সাব্যস্ত

সাংসারিক কর্ম্মমত্ত ব্যক্তিগণই কর্ম্মবিধানে বাধ্য হয়; সত্যরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তিকে মিথ্যাকর্ম্মবিধান কিছুই করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সংসারপ্রিয়, সাংসারিক কর্ম্মপটু ও সাংসারিক কর্ম্মমত্ত ব্যক্তিগণ মিথ্যা সংসারের কর্ম্মবিধানে বাধ্য হয় এবং নানাবিধ অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম করিয়া ঐ বিধানে বাধ্য ও দণ্ডিত হয়; কিন্তু এই সংসারটাকে একটা মিথ্যা মায়ার লীলাভূমি, মিথ্যা ভ্রান্তি বিলাসরূপ জ্ঞাত হইয়া যে সব মানব মিথ্যা সংসারের মিথ্যা কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, জড়ভরতবৎ উদাসীন থাকিয়া স্থধু আত্মরাজ্য বা জ্ঞানভূমিতে পরাশান্তিতে অবস্থিত থাকে, তাহাদিগকে এই মিথ্যা সংসারের মিথ্যা কর্ম্মবিধান কিছুতেই বাধ্য করিতে বা দণ্ডিত করিতে পারে না। এক কথায়, মায়ার রাজ্যে কর্ম্মবিধান বর্ত্তমান আছে এবং তজ্জন্য কর্ম্মচক্র, কর্ম্মবিপাক, কর্ম্মভোগ তথায় সব আছে, কিন্তু আত্মরাজ্যে বা ব্রহ্মরাজ্যে, অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরিচ্ছাবস্থায় অবস্থিত জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শি-গণের ঐ সব কর্ম্মভোগাদি কিছুই নাই। সত্যোপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, অর্থাৎ "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" এই মহাসত্য যাঁহার বোধে দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার মায়ার রাজ্যের কর্ম্মবিধান এবং তাঁহার বাধ্যতা ও তজ্জন্য কর্ম্মচক্র, কর্ম্মবিপাক ও কর্ম্মভোগ কিছুই থাকিতে পারে না। এক রাজ্যের বিধান বা আইন অন্য রাজ্যের প্রজাকে যেমন বাধ্য করিতে পারে না, তেমন মিথ্যা রাজ্যের, মায়ার রাজ্যের, ভ্রান্তিবিলাস রাজ্যের মিথ্যা বিধান এবং তজ্জন্য বাধ্যতামূলক মিথ্যা প্রভুত্ব, সত্যরাজ্য, ব্রহ্মরাজ্য বা আত্মরাজ্যের অধিবাসী তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শিগণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(গ) অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

এই প্রসঙ্গে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে দুই এক কথার অবতারণা করা যাইতেছে। অদৃষ্ট অর্থ যাহা দেখা যায় না, পুরুষকার বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত কর্ম্ম। অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, উহা পূর্ব্বকৃত বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র; উহা দেখা যায় না বলিয়া উহাকে অদৃষ্ট বলে। পুরুষকার ও অদৃষ্ট লইয়া যে টানাটানি, সবই মায়িক রাজ্যের খেলা, সত্যরাজ্যে, আত্মরাজ্যে উহারা কোনটাই নাই। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের জয়পরাজয়ের মত অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুইই অসার ও মিথ্যা, এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

প্রাক্তন কর্ম্ম সংযুক্ত জীবই সামান্য পুরুষকারে কৃতকার্য্য হয়। উহাই অদৃষ্ট।

এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, কেহ তীব্র পুরুষকার করিয়া কৃতকার্য্য হয় না, আর কেহ সামান্য পুরুষকারে কৃতকার্য্য হয়, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ প্রাক্তন কর্ম্ম; অনাদিকাল হইতে জীবের যে কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, উহাই প্রাক্তন কর্ম্ম। নদীপ্রবাহে যেমন পশ্চাতের জলরাশি আসিয়া বর্ত্তমানে স্থিত জলরাশিকে আঘাত ও অভিভূত করিতে থাকে এবং প্রতিনিয়ত নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া নদীকে প্রবাহিণীরূপে বিদ্যমান রাখিতেছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে জীবের কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ কর্ম্মপ্রবাহ জীবের উপস্থিত কর্ম্মরাশিকে আঘাত ও অভিভূত করতঃ জীবকে সদা কর্ম্মপ্রবাহশালী করিয়া রাখিতেছে। মদ্যপায়ী পূর্ব্ব মদ্যের নেশা প্রযুক্ত যেমন বর্ত্তমানে সেই মদ্যই পান করিতে বাধ্য বা আসক্ত হইতেছে, সেইরূপ অনাদি-কাল হইতে জীবের কর্ম্মাসক্তি ও কর্ম্মমত্ততা উহাকে বর্ত্তমানেও কর্ম্মাসক্ত ও কর্ম্মমত্ত করিতেছে, ইহার আর বিরাম নাই। নদীপ্রবাহ যেমন সদা নূতন বারি দ্বারা পূর্ণ থাকিয়া উহার প্রবাহ ঠিক রাখে, জীবও তেমন নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া উহার কর্ম্মজীবন ঠিক রাখে এই কর্ম্মজীবনের আর অবসান নাই। মৃত্যুতে দেহরূপ পোষাক পরিবর্ত্তনেও এই কর্ম্মজীবনের কর্ম্মপ্রবাহ শেষ হয় না। উহা সমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজে চলিতে থাকে, যেমন এই হিন্দুস্থানের নদীগুলি গ্রীষ্মকালে দুই একমাস শুষ্ক থাকিয়া পুনঃ বর্ষাগমে ভীষণ আবর্ত্তে প্রবাহিতা হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে? যেহেতু ঐ শুষ্ক নদীতে 'খাত' রহিয়াছে; ঐ খাতকে আশ্রয় করিয়া পুনঃ, বর্ষাবারি তথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপ মৃত মানবের পূর্ব্বস্মৃতি বা সংস্কাররূপ খাতই তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে কর্ম্মপ্রবাহ প্রবাহিত করার পক্ষে সুযোগ, স্থান বা আধার প্রদান করে এবং বর্ষাগমে নূতন নদীপ্রবাহ সৃষ্টির মত ঐ মানবকে পুনঃ কর্ম্মজীবন দান করতঃ কর্ম্মশীল, কর্ম্মপটু, কর্ম্মাসক্ত ও কর্ম্মমত্ত করিয়া তোলে এবং ঐ মানব নবগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া মহা আস্ফালনে কর্ম্মের জয় দিতে থাকে এবং মহা কর্ম্মগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ধরাকে সরা দেখিতে থাকে। এই প্রাক্তন কর্ম্মের প্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া জীব কর্ম্মজীবনরূপ মায়ার রঙ্গালয়ে সদা অভিনয় করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মাভিনয়ে সদা মত্ত ও অভিভূত হইয়া মহা দুঃখানুভব করিতেছে। এই অনাদিকালপ্রসিদ্ধ কর্ম্ম-প্রবাহরূপ যে জীবাস্তিত্ব বা প্রাক্তন কর্ম্মসংযুক্ত যে জীব, ইহাই হইল মিথ্যা মায়ার সংসারে মিথ্যা সুখদুঃখের ভোক্তা এবং মিথ্যা জন্মমৃত্যুর অধিকারী। এই কর্ম্মপ্রবাহের চিরনিবৃত্তিই মুক্তিরূপে অভিহিত হয়।

(ঘ) জন্মান্তরবাদ।

এই প্রসঙ্গে পরম গুহ্য জন্মান্তরবাদের অবতারণা করা যাইতেছে। জীবের বা মানবের পুনর্জ্জন্ম কিরূপে হয়, কাহার হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এখানে প্রাক্তন কর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্নের সমাধান করতঃ জন্মান্তরবাদের আলোচনা করা যাইতেছে। কারণ, এই প্রশ্নটির সমাধানের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সম্বন্ধ আছে। প্রশ্নটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, যদি কেহ প্রাক্তন কর্ম্মের উপর নির্ভর করতঃ এ জন্মে নিষ্ক্রিয় ভাবে উপবিষ্ট থাকে, তবে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না? এবং সেই ব্যক্তি শান্তিতে উপবিষ্ট থাকিতে পারে কি না? কখনই তাহা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনাদিকাল হইতে ব্যক্তিগত জীবের যে কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, উহাই তাহার প্রাক্তন কর্ম্ম, ঐ প্রাক্তন কর্ম্মই তাহার কর্ম্মজীবন গঠন করিয়া রাখিয়াছে, যেমন ক্রমাগত নূতন বারিপ্রবাহ আসিয়া একটা নদীকে প্রবাহিণী করিয়া রাখিয়াছে। নদীর বর্ত্তমান বারি যদি বলে যে আমি নড়িব না, তবে কি সে না নড়িয়া পারে? তাহাকে পশ্চাতের বারিপ্রবাহ সজোরে ধাক্কা মারিয়া দূরে সরাইয়া দিবেই এবং গতিশীল করিবেই। তুমি বলিবে যে, আমি প্রাক্তন কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব, আর কিছুই করিব না—নড়িব না, শান্তিতে উপবিষ্ট থাকিব—তাহা হইবেক না। তোমাকে প্রাক্তন কর্ম্ম পিছন হইতে এমন ধাক্কা মারিবে যে, তোমাকে কিছুতেই স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতে দিবে না; প্রাক্তন কর্ম্মের ধাক্কার জোরে তোমাকে অগ্রসর হইতেই হইবেক এবং কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে দিবে না। তুমিও ঐ প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে স্বাধীনতা লাভ করতঃ কর্ম্মহীন হইতে পারিতেছ না। তোমার প্রাক্তন কর্ম্মপ্রবাহ রোধ করারও শক্তি নাই, যেহেতু ঐ প্রাক্তন কর্ম্ম তোমার স্বভাবগত হইয়াছে, উহাই স্বভাব বা ইংরেজী 'নেচার' নামে অভিহিত হয়। তোমার হৃদয়-বয়লারে বাসনাগ্নি দাউ-দাউ জলিতেছে, তোমার দেহরূপ বাষ্পীয় তরণী কিরূপে স্থির থাকিবে?

জ্ঞানসাধন দ্বারা কর্ম্ম-স্বভাব পরিত্যক্ত হইলেই প্রাক্তনকর্ম্ম-প্রবাহ রোধ হইয়া মানব কর্ম্মবিপাক হইতে মুক্ত হয় এবং কর্ম্মহীন হয়।

হৃদয়বয়লারস্থ বাসনানল জ্ঞানবিচার দ্বারা নির্ব্বাপিত হইলে, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ-তরণী স্থির হইতে পারে, জ্ঞানসাধন দ্বারা তোমার কর্ম্মস্বভাব পরিত্যক্ত হইলেই তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়া স্থির হইতে পার। নচেৎ কর্ম্মজীবন লইয়া, কর্ম্মচক্রে ঘাত-প্রতিঘাতিত হইয়া কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়া তোমাকে কর্ম্মভোগ করিতেই হইবেক। তোমার স্বভাব হইল কর্ম্ম। ঐ স্বভাব ত্যাগ করা বহু সাধনার ফলে হইয়া থাকে। তুমি কর্ম্মত্যাগও করিতে পারিতেছ না, আবার কর্ম্মচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাকও ছাড়িতেছ। বিচারচক্ষে দেখ, তুমি কতদূর বিপন্ন, তুমি যেন জেলের কয়েদী, তোমার জেলের বৃথা পরিশ্রমও ভাল লাগিতেছে না, আবার জেল হইতে বহির্নিক্রমণের উপায়ও পাওয়া যাইতেছে না। তোমার স্বভাব যে কর্ম্ম, তাহাও ত্যাগ করিতেছ না, আবার তাহাতে দুঃখানুভবও না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছ না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যে আমার থাকার কালীন একটি ঘটনা হইয়াছিল। তত্রত্য স্বাধীন মহারাজা একদিন স্বীয় জেল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জেলের পাঁচশত কয়েদী সমবেত হইয়া সমস্বরে বলিল, "মহারাজ, আপনার কিরূপ বিচার ? ঐ যে জেলের বহির্দ্দেশস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে একজন সাধু আজ ছয় মাস যাবৎ স্থির হইয়া একাসনে উপবিষ্ট আছে, কোন কর্ম্মই করে না, তাহার ভোজনের জন্য আপনি যে মালপোয়া, কচুরী, লাড্ডু, জিলেপি প্রভৃতি সুখাদ্য রাজপ্রাসাদ হইতে পাঠাইয়া দেন, আর আমরা সারাদিন প্রস্তরকঙ্কর ভাঙ্গিয়া থাকি, আমাদের হাত রক্তাক্ত, দেহ অবসন্ন হইয়া যায়, আমাদের ত আপনি যবের রুটি আর মটরের ডাইল ব্যতীত কিছুই খাইতে দেন না।" মহারাজা বলিলেন, "বেশ কথা, তোমরা ঐরূপ একাসনে উপবিষ্ট সাধুর মত স্থির হইয়া উপবেশন কর, তোমাদিগকে প্রত্যহ আমি ঐ সাধুকে যাহা খাইতে দিই, তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইতে দিব।” কয়েদিগণ স্বাধীন মহারাজের আশ্বাসবাণী শ্রবণে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সমস্বরে সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তাহাই হইবে”, “তাহাই হইবে”। তখন স্বাধীন মহারাজের আদেশ মত পাঁচশত কয়েদীর জন্য পাঁচশত কুশাসন রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত হইল এবং প্রত্যেক কয়েদী একখানা কুশাসন লইয়া তাহাতে স্থির ভাবে উপবিষ্ট হইল। মহারাজা রাজপ্রাসাদে না গিয়া স্বয়ং একখানি চেয়ার লইয়া উহাদের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। মহারাজার রাজবুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ সব গুণ্ডা, বদমাইস, চোর, ডাকাইত কখনও ঐ আসনসিদ্ধ জ্ঞানী সাধুর মত স্থির থাকিতে পারিবে না। ঐ সব কয়েদী কেহ এক ঘণ্টা, কেহ দেড় ঘণ্টা, কেহ তুই ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল, আর আসনে স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, বলিল, “এরূপ ভাবে চুপ করিয়া কিরূপে থাকা যায়, একটা কিছু কর্ম্ম না থাকিলে কি মন ভাল থাকে?” তখন মহারাজা বলিলেন, “তোমরা যাইয়া পূর্ব্ববৎ প্রস্তরকঙ্কর ভাঙ্গিতে থাক ও যবের রুটি, মটরের ডাইল খাইতে থাক। তোমাদের কপালে একাসনে সুস্থির হইয়া উপবিষ্ট রহিয়া মালপোয়া, কচুরি, লাড্ডু, জিলেপি খাওয়া নাই।” তাই বলিতেছি, ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মপ্রবাহরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম রোধ করা যায় না। উহা তোমার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এই স্বভাব ত্যাগ করা বড় কঠিন। কর্ম্ম অভ্যাসমূলক, ঠিক স্বভাব বা নেচার-মূলক নহে। বহুকালের অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই অভ্যাসমূলক স্বভাব ত্যাগ করা মানসিক বলের প্রয়োজন। সামান্য তাম্রকূটসেবী তাহার এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে পারে না, এমনই এই নেশার অভ্যাসটি সে স্বভাবে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মকে যে স্বভাব বলা হইয়াছে ইহাও এই জাতীয় অভ্যাসমূলক স্বভাব। তাম্রকূটের নেশার মত কর্ম্মেরও নেশা আছে এবং এই নেশারও মাত্রার তারতম্য আছে। সকলের পক্ষেই স্বীয় স্বীয় অভ্যাসমূলক স্বভাব সমভাবে অচ্ছেদ্য নহে। স্বভাব অভ্যাসমূলক বলিয়া সকল মানব বা জীব সমভাবে ঐ স্বভাবের দাস হয় না এবং স্বভাবের প্রকার-বহুল আছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন জীবের চিরন্তনী স্বভাব। তাম্রকূটাদি সেবনের যে অভ্যাসমূলক স্বভাব, উহা সঙ্গ জন্য সংঘটিত হয়। উহার ত্যাগ ও গ্রহণ মনের বল ও বলহীনতার উপর নির্ভর করে। এই অভ্যাসমূলক স্বভাব ও চিরন্তনী স্বভাব দুইই জীবের পুনর্জ্জন্ম সংঘটনের হেতু।

জীবের কর্ম্মস্বভাব দুই প্রকার—চিরন্তনী ও অভ্যাসমূলক। উহাই পুনর্জ্জন্মের হেতু।

এই পুনর্জ্জন্ম কাহার হয়? আত্মা নিষ্ক্রিয়, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন; উহার জন্ম হয় না, জীবের জন্ম হয়, এক কথায় মনের জন্ম হয়। মন আর জীব একই কথা, সামান্য পার্থক্য আছে মাত্র। "চিদাভাসিত চিত্তই" জীব। এসব কথা ইতঃপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। সংস্কার-সমষ্টি জড় মনের উপর আত্মার আভাস বা আভা পতিত হইয়া মন ও ঐ আভাস এই দুয়ের সংমিশ্রণে যে একটি যুক্ত পদার্থ হইল তাহাই জীব। এই জীব স্বীয় মুখ্য উপাদান সংস্কাররাশি সহযোগে জন্মগ্রহণ করে এবং দেহান্তে পুনর্জ্জন্মের জন্য প্রস্তুত হয়। এই সংস্কাররাশি-সমষ্টি জড় মন, কি জীবদ্দশায়, কি মৃত হইলে, অর্থাৎ তথা-কথিত দেহবিনাশরূপ মৃত্যুতেও ইহার চিদাভাস হইতে, অর্থাৎ আত্মার আভা হইতে রহিত হয় না। একারণ উহার জীবত্ব অক্ষুন্ন থাকে এবং দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ বিষয়ে ইহার অসামর্থ্য জন্মে না। যেহেতু এই সংস্কার-সমষ্টিরূপ মন ও আত্মা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিশ্বময় হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজীতে যাহাকে আইডিয়া বলে, সেই আইডিয়া, বা ধারণা, বা সংস্কারসমষ্টিই মন। আইডিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিতেছে, আইডিয়া বিশ্ব চালাইতেছে, আইডিয়া দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ রহিয়াছে। এই আইডিয়া, অর্থাৎ সংস্কার বা ধারণা-সমষ্টি মন সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিশ্বময়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক ব্যক্তি কোন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেও যেমন সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পতিত সূর্য্যরশ্মি হইতে বঞ্চিত হয় না, তেমন এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিলেও সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আত্মজ্যোতির আভাস হইতে জীব বঞ্চিত হয় না। তাহার বর্ত্তমান দেহত্যাগ এবং নূতন দেহ গ্রহণ এই ব্যবধান সময়েও ঐ আত্মজ্যোতিরাভা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। [জ্যোতিঃ বলিতে কেহ যেন সূর্য্যরশ্মির মত জড় জ্যোতিঃ মনে না করেন। জ্যোতিঃ অলঙ্কার বা রূপক রূপে এস্থানে পাঠকের বোধগম্য জন্য মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। জড়জ্যোতির মত চৈতন্যের জ্যোতিঃ থাকিতে পারে না। এই যে চিদাভাস, চিদাভাস বলা হইতেছে ইহা চৈতন্যের ঠিক আভা নহে, আভা শব্দটি জড়বোধক। চৈতন্যের আভাকে চৈতন্যের মহিমারূপে পাঠক উপলব্ধি করিবেন, নচেৎ অজ্ঞানতা থাকিয়াই যাইবে। চিদাভাস বেদান্ত বলিয়াছেন, উহা আত্মমহিমা ব্যতীত কিছু নয়। উহাকে জড় কিরণের মত গ্রহণ করতঃ যেন কেহ বিষম সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন না হন।] জীব যখন দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করে, তখন উহার সাধারণ আত্ম-মহিমা, যাহাকে যোগবাশিষ্ঠ সত্তাসামান্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা বিদ্যমান থাকে। উহার, অর্থাৎ আত্মার বিশেষ মহিমা, যাহা

সংস্কারসমষ্টি জৈবী মন জীবের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুতে আত্মার আভা-রহিত হয় না বলিয়া জীবত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাহার দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈহিক বিশেষ গঠন-প্রণালী দ্বারা প্রকটিত হয়, তাহা উদ্ধৃত হইয়া যায় মাত্র। এই বিশেষ মহিমাই প্রাণস্পন্দন। মৃত্যুতে এই প্রাণস্পন্দন-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু সাধারণ আত্মমহিমা ও সংস্কারসমষ্টি মন পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই মহাত্মা কবীরদাস বলিয়াছেন,—

"মন মরে না মায়া মরে, মরে যায় শরীর।
আশা, তৃষ্ণা নাহি মরে, কহে দাস কবীর॥"

মনও মরে না, মায়াও মরে না, আশা তৃষ্ণাও মরে না, শুধু শরীরটা মাত্র মরে, ইহা কবীর দাস বলিতেছেন।"

এই বিশ্বব্যাপী মনের উপর দিয়া, বা মনকে আশ্রয় করিয়া, যাহা মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহারই সাহায্যে, ব্যক্তিগত মায়া বা মন জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করে। সমুদ্রতরঙ্গ যেমন স্থির সমুদ্রের জলরাশির উপর দিয়া গড়াইয়া চলে, স্থির সমুদ্রের জলের অধিষ্ঠান না থাকিলে যেমন জলের তরঙ্গরাশি গড়াইতে পারে না, এইরূপ জৈবী মন-তরঙ্গগুলিও বিশ্বব্যাপী মন বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া, বা উহার সাহায্যে উহাকে অধিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করতঃ জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করে। এক কথায়, ব্যষ্টি মনতরঙ্গরূপ জীব, সমষ্টি মন-সমুদ্রের উপর দিয়া গড়াইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে যাত্রা করে।

জৈবী মন-তরঙ্গরাশি বিশ্বব্যাপী মন বা মায়াকে অধিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করতঃ জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করে।

মানবের যত কিছু সন্দেহ সব অজ্ঞানতাপ্রসূত, জ্ঞান হইলে সব সমস্যাগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। আত্মারূপী মহা চৈতন্যের, তথা জড়রূপী সমষ্টি মনের বা মায়ার বিশ্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি হইলেই সব সন্দেহ ও সমস্যা দূরীভূত ও পূর্ণ হইয়া যায়। এই উপলব্ধিই জ্ঞান, জ্ঞান বলিয়া স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নাই। অন্য একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—এই যে তারহীন বার্ত্তাবহ চলিতেছে, বিনা তারে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা দেশান্তরে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, ইহা কাহার সাহায্যে সংঘটিত হইতেছে? তারহীন বার্ত্তাবহের সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য তারের প্রয়োজন নাই, তাড়িতপ্রবাহ যাহা সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিশ্বময় বিদ্যমান আছে, তাহারই সদা স্পন্দনের উপর নির্ভর করিয়া এই তারহীন বার্ত্তাবহ চলিতেছে। দুই দেশে পরস্পর সামঞ্জস্য পূর্ণ দুইটি যন্ত্র স্থাপিত হইয়া এক দেশ হইতে দেশান্তরে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করা হয়। সামঞ্জস্যহীন যন্ত্রদ্বারা ঐরূপ করিতে পারা যায় না। এইরূপ জৈবী মন বা জীব যখন এক দেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর গ্রহণ করে, তখন মৃত্যুর পরে সে যেখানে যাইবেক, তথায় তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মজীবনোপযোগী সংস্কারের সামঞ্জস্য থাকা চাই, নচেৎ সেখানে সে যাইতে পারিবে কেন? তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? যাহার সহিত তাহার সংস্কারের সামঞ্জস্য আছে সে ব্যতীত অন্যে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে কেন? এজন্য যেরূপ মনোবৃত্তি এক ব্যক্তি বর্ত্তমান জীবনে গঠন করিল, তেমন মনোবৃত্তি যে পিতামাতার আছে, তাহাদেরই ঔরসে ও গর্ভে যাইয়া ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পরে পরকালে জন্মগ্রহণ করিবে, অন্যত্র তাহার যাওয়ার সাধ্য নাই। এই মনোবৃত্তির স্বভাব গঠনের উপর তাহার পরজন্মের স্থিতি নির্ভর করে। সাধারণ কথায়, ইহাকে "যেমন মতি, তেমন গতি" বলে। মনোবৃত্তিগুলি সত্ত্বগুণান্বিত হইলে সত্ত্বগুণীর বংশে, রজোগুণী হইলে রজোগুণী লোকের বংশে এবং তমোগুণী হইলে তমোগুণী লোকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, উপায়ান্তর নাই, নিয়মান্তরও নাই। এই মনোবৃত্তি আর গুণ একই

বর্ত্তমান কর্ম্ম জীবনোপযোগী সংস্কারের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিয়া, বা সম-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পিতা-মাতার গৃহে মানব পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া মনোনাশে পুনর্জ্জন্ম রহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা। মনের বৃত্তিকেই ঐ গুণ বলা যায়। বৃত্তিসমষ্টি মন এবং গুণসমষ্টি মায়া। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"—গীতা। গুণময়ী মায়া আর বৃত্তিময় মন একই কথা। সমাধি সহকারে মন বৃত্তিশূন্য হইলেই মনাস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়, আর জন্মকর্ম্ম সব রহিত হইয়া যায়। মন না থাকিলে আর জন্মকর্ম্ম হইবে কাহার? [মনোনাশের উপায় পূর্ব্বে বিশদরূপে বলা হইয়াছে।] এই মনোনাশের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়া যায়।

কর্ম্মফল।

মৃত্যুতে কর্ম্মের কর্ত্তা অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে বলিয়া দেহরূপ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেও জন্মান্তরে মানব পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল ভোগ করে।

এক্ষণ একটি প্রশ্ন এই যে, 'রাম' যখন মৃত্যুতে তাহার দেহ ত্যাগ করতঃ পরলোকে গিয়া 'শ্যাম'রূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন বর্ত্তমান 'রামের' কৃত কর্ম্মের ফলে 'শ্যাম'কে দায়ী করা এবং তজ্জন্য শাস্তিপুরস্কার দেওয়া কিরূপে সমীচীন হইতে পারে? ব্যবহারিক জগতে যে 'রাম', 'শ্যাম' বলা হইয়া থাকে, উহা সুধু দেহরূপ পরিচ্ছদটিকে নির্দ্দেশ করতঃই হইয়া থাকে। কর্ম্মের কর্ত্তা যে অহঙ্কার—যাহা মনোদেবের মস্তকস্বরূপ, তাহা ত দেহান্তেও বিদ্যমান থাকে; দেহরূপ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনেও তাহার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় না। কর্ম্মের কর্ত্তা ত ঠিকই থাকিল, সুধু দেহরূপ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে তাহার কর্ম্মের ফলভোগের এবং তথা শাস্তিপুরস্কার প্রাপ্তির বৈলক্ষণ্যের কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—এক ব্যক্তি কলিকাতা নগরে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া যদি একটি নরহত্যা করে এবং পরে ঐ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করতঃ বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী আসে এবং কোথাও সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে কি তাহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন জন্য পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে না? অবশ্যই করিবে এবং তাহাকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করিবেক। এইরূপ দেহ-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে জীবের কর্ম্মফল হইতে জন্মান্তরেও নিস্তার নাই, তাহাকে পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবেক। তবে এই কর্ম্মফল রহিত করার এক উপায় আছে। দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ কর—এক ব্যক্তি নরহত্যা করিয়াই যদি তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতে পারে, তবে আর তাহাকে যেমন ঐ নরহত্যার দায়ে দণ্ডিত হইতে হয় না, তেমন বর্ত্তমান জন্মের কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা যে অহঙ্কার, যাহা মনোদেবের মস্তকস্বরূপ, তাহার যদি নাশ হয়, তবে আর তাহার পর-জন্মও হয় না এবং তদ্ধেতু বর্ত্তমান জন্মের কৃত কর্ম্মের দায়ে পড়িতেও হয় না।

জীবত্বভ্রম অপনোদনে অহঙ্কার নষ্ট হয়; সুতরাং কর্ম্ম-প্রবাহ বন্ধ হইয়া মানব মিথ্যা কর্ম্ম-বন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হয়।

এই মিথ্যা জীবের মিথ্যা অহঙ্কার, মিথ্যা মনোনাশের সঙ্গে নষ্ট হইলেই, মিথ্যা কর্ম্মবন্ধ হইতে জীব বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে। কর্ম্ম থাকিলেই জন্ম আছে, যেহেতু কর্ম্ম অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কর্ম্ম অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়া থাকে, আবার পক্ষান্তরে অহঙ্কার কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া থাকে। কর্ম্ম করিবে, অথচ অহঙ্কারের সৃষ্টি হইবেক না, এইরূপ হইতে পারে না। রজোগুণী কর্ম্মপ্রাণ লোকদের জন্য গীতাতে স্তোভবাক্যস্বরূপ নির্লিপ্ত কর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানবিচার ব্যতীত জীবের মিথ্যাত্ব উপপন্ন না হইলে, এই কর্ম্মচক্র, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে কর্ম্ম সৃষ্টির প্রবাহ রহিত হওয়ার উপায় নাই। যখন জীবের স্বীয় জীবত্ব যে মিথ্যা পদার্থ, এরূপ জ্ঞানের সম্যক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধি হইবেক, তখনই তাহার অহঙ্কারের সম্যক্ বিনাশ হইবেক এবং তৎসঙ্গে কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবেক; অন্যথা, যাবৎ জীবত্বভ্রম রহিয়াছে তাবৎ মিথ্যা অহঙ্কারও নষ্ট হইবেক না এবং তৎকৃত মিথ্যা কর্ম্মপ্রবাহও বন্ধ হইবেক না, এবং মিথ্যা জীবের মিথ্যা কর্ম্মচক্রে আরোহণ করতঃ মিথ্যা কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়া মিথ্যা কর্ম্মভোগেরও অবসান হইবেক না। এই যে মানবের অহঙ্কার, ইহার মৌলিক অস্তিত্ব নাই; যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনের মৌলিক অস্তিত্ব নাই। অহঙ্কার মনেরই বৃত্তিবিশেষ মাত্র। মনের অভিমানাত্মিকা বৃত্তিই অহঙ্কাররূপে পরিকীর্ত্তিত হয়।

কর্ম্ম ও অহঙ্কার।

এক্ষণ কর্ম্ম ও অহঙ্কারের পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিচার কর। এই পৃথিবীতে দেখা যায়, যে যত গুরুভারবিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ, তাহার অহঙ্কার তত বেশী। ঐ গুরুভার-বিশিষ্ট কর্ম্ম করিতে যাইয়া যিনি কৃতকার্য্য হন, তিনি অহঙ্কারে ধরাকে শরার ন্যায় দেখিয়া থাকেন। হীনতর বা লঘুতর কর্ম্মের কর্ত্তার অহঙ্কারও ন্যূনতর দৃষ্ট হয়। আবার ব্যবহারিক বুদ্ধির বিচারশক্তির অভাবে হীনতর ও লঘুতর কর্ম্ম করিয়াও অনেক মানব বৃথাগর্ব্বে গুরুভারবিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তার মত গর্ব্বিত হইয়া থাকে। ইহাকেই বৃথাগর্ব্ব বলা যায়। কর্ম্মী লোকের অহঙ্কার অবশ্যম্ভাবী, তাহারা মুখে প্রকাশ না করিলেও আন্তরিক অহমিকা ত্যাগ করিতে পারে না। কিরূপে পারিবে? কর্ম্মের মত্ততা মদ্যের মত্ততা হইতেও বেশী। মদ্যপান করিবে অথচ মদ্যের নেশায় ধরিবে না, ইহা কখনও হইতে

কর্ম্ম অহঙ্কারের উৎপাদক। কর্ম্মত্যাগে অহঙ্কারের নেশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-বিপাক বিমুক্ত হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। মদ্যের যেমন নেশা এবং তাহা হইতে আনন্দের উৎপত্তি—যে মিথ্যানন্দের জন্য লোকে মদ্য পান করে—কর্ম্মের সেইরূপ নেশা হইল অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কার হইতে মিথ্যা বিষয়ানন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যে বিষয়ানন্দ উপভোগ করার জন্য লোক কর্ম্মচক্রে আরোহণ করতঃ কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়া কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে। মদ্যপায়ী যেমন মদ্যের নেশা হইতে উৎপন্ন আনন্দোপভোগের জন্য নর্দ্দামায় পতিত ও উত্থিত হইয়া থাকে, কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিও কর্ম্মোৎপন্ন অহঙ্কারের নেশায় বিভোর হইয়া তদুৎপন্ন বিষয়ানন্দ উপভোগ করার জন্য কর্ম্মচক্রে আরোহণ করতঃ কর্ম্মবিপাকে পতিত ও উত্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবিচারদ্বারা এই কর্ম্ম ও তদুৎপন্ন অহঙ্কারের নেশা ত্যাগ কর এবং তদুৎপন্ন বিষয়ানন্দোপভোগের আশা পরিহার কর; আর কর্ম্মচক্রে আরূঢ় হইয়া কর্ম্মবিপাকে পতিত ও উত্থিত হইতে হইবে না।

কর্ম্ম ও কর্ম্মের নেশা, কর্ম্মের আস্পর্দ্ধা ও আস্ফালন সব ত্যাগ কর, পরাশান্তিলাভ হইবেক। কর্ম্মবন্ধ বিমোচনই মোক্ষ জানিবে।

গীতার নির্লিপ্ত কর্ম্মোপদেশ কর্ম্মপ্রবণ লোকদিগের জন্য স্তোভবাক্য মাত্র।

গীতোক্ত নির্লিপ্ত কর্ম্মোপদেশ স্থধু কর্ম্মপ্রবণ, রজোগুণী, ও কর্ম্ম পরিহারে অসমর্থ লোকদিগের জন্যই স্তোভবাক্যস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। নচেৎ আত্মজ্ঞানী মোক্ষার্থীর জন্য গীতাতেও কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

> নিরাশীর্যতোচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ।
> শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বণাপ্নোতি কিল্মিষং” ॥

অর্থাৎ আশাশূন্য, সংযতচিত্ত, আদানপ্রদান কর্ম্মাদিতে অনাসক্ত ব্যক্তির শরীরযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মমাত্র থাকিবে, আর কোন কর্ম্ম থাকিবে না, এজন্য তাহাকে কোনরূপ পাপে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার স্থানান্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

যখন মানব আত্মানুরাগ দ্বারা আত্মাতে স্থিত হইয়া আত্মতৃপ্ত হয়, তখন তাহার কোন কার্য্যই থাকে না।

এ যাবৎ কর্ম্মত্যাগের যেসব যুক্তি উপদেশ দেওয়া হইল এবং কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করা হইল, তাহা কেবল মোক্ষার্থীর জন্য; অর্থাৎ এই সংসারকারাগার হইতে যাহাদের খালাস হওয়ার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আছে, স্বধু তাহাদের জন্য, কিন্তু দাগী কয়েদিদের জন্য নহে, অর্থাৎ যাহারা এই সংসারকারাগারকেই চিরসুখস্থান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং দম্ভ, দর্প ও আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতেছে যে, "এই সুখের সংসার ছাড়িয়া কেন যাইব, কোথায় যাইব," তাহাদের জন্য নহে। এ যাবৎ এই গ্রন্থে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সবই মোক্ষার্থীর জন্য, কর্ম্মবীরের জন্য নহে। কর্ম্মবীরগণ স্বচ্ছন্দে এই মায়ার সংসারে বাহ্বাস্ফোট করিয়া ভ্রমণ করুক, মহাগর্ব্বে কর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করুক এবং তদ্ধেতু মহারণবিজয়ীর আসনে ও উপাধিতে স্থিত ও বিভূষিত হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। এই সংসারকারাগার ত উল্লিখিত দাগী কয়েদীর চিরবাসস্থানরূপেই মায়াকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। মায়ার সংসারকারাগৃহে, মায়িক জীব মানবগণ বাস না করিলে এবং কারাগৃহ শূন্য থাকিলে মায়িক জীবের পরিতাপের সীমা থাকিবে না।

সমাধি।

এক্ষণ সমাধি সম্বন্ধে অবতারণা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত সুষুপ্তি ও বক্ষ্যমাণ সমাধি যোগ একই অবস্থাপন্ন, যদিও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুপ্তির আদর্শে সমাধি যোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সুষুপ্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য গম্ভীরতম নিদ্রাবস্থায় মন আত্মায় লীন হইয়া থাকে। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জড়মন চিদাভাস প্রাপ্তে চেতনবৎ বা আত্মবৎ এবং আত্মা হইতে পৃথক্ অনুভবকর্ত্তারূপে অজ্ঞজনসমীপে প্রতিভাত হয়, সুষুপ্তিতে ঐ মনের মিথ্যা পৃথক্ অনুভবকর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হয় এবং মন তাহার স্বীয় কারণ আত্মায় লীন হইয়া কিছুক্ষণ পরাশান্তি ভোগ করে। নিজের পৃথক্ অনুভবকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করতঃ স্বীয় কারণে লীন হইলেই মনের পক্ষে পরাশান্তি ভোগ হইল, যেহেতু শান্তির আধার, অনুভবের আধার যে আত্মা তাহাতে লীন হইয়া মন তাহার পৃথক্ মিথ্যাস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। মিথ্যাস্তিত্ব বহন জন্য জাগরণে ও স্বপ্নে তাহার অর্থাৎ মনের যে সদা গ্লানি, ঐ গ্লানি হইতে সে যে সুষুপ্ত্যাবস্থায় অব্যাহতি বা মুক্তিলাভ করে ঐ মুক্তির জন্য পরাশান্তি তাহার কেন না হইবে?

এই যে পরাশান্তি ভোগ বলা হইল, ইহা বাস্তবিক ভোগানন্দ নহে, ইহা বিষয়ভোগের মত একটা ভোগ নহে। ইহা বিষয়ভোগগ্লানি হইতে অব্যাহতি বা মুক্তি জন্য শান্তিপ্রাপ্তি; যেমন গুরুতর পরিশ্রমের পরে মানব যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে উহা কোনরূপ ভোগ নয়, প্রাপ্তি নয়, পরিশ্রম জন্য যে গ্লানি তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া মাত্র। এক্ষণ সমাধিতেও ঠিক এইরূপ অবস্থাই ঘটে। সমাধি আর কিছুই নয়, উহা চিত্তবৃত্তির আত্যন্তিক স্থিরতা মাত্র। এক কথায়, পূর্ব্বোক্ত মনোনাশাবস্থা আর সমাধি একই কথা। জ্ঞানবিচার দ্বারা মনোনাশের যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আর এক্ষণ এ স্থলে পুনরুক্তি করার

চিত্তবৃত্তির আত্যন্তিক স্থিরতা সম্পাদনের জন্য এবং সুষুপ্তি শান্তি ইচ্ছামত স্বীয় আয়ত্তে রক্ষা করার জন্য সমাধির প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন নাই। সুষুপ্ত্যবস্থা ও সমাধির অবস্থা, যদিও দৃষ্টান্তদ্বারা উহাদের উভয়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তবু সুষুপ্তি ও সমাধিতে পার্থক্য আছে। সুষুপ্তি স্বভাববশে সংঘটিত হয়, সমাধি সাধনবলে লাভ করিতে হয়। সুষুপ্তি অল্পসময়স্থায়ী এবং মানবের নিজের আয়ত্ত মধ্যে নহে, কখন্ সুষুপ্তি হয়, কেহ জানিতে পারে না; সমাধি অভ্যাস-বলে স্বীয় ইচ্ছা ও সাধ্যমত বহুক্ষণ বা বহুদিবস রক্ষিত হইতে পারে। যে সুষুপ্তি মানবের বা জীবের আয়ত্ত মধ্যে নাই, তাহাতে মানব কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ঐ সুষুপ্তি কখন সংঘটিত হইবে, তাহা মানব পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারে না; স্বভাববশে আসে ত ভাল, নচেৎ বলপূর্ব্বক ত কেহ কখনও সুষুপ্তি স্বীয় আয়ত্তে আনিতে পারে না। এই জন্য সুষুপ্তির আদর্শে, অর্থাৎ সুনিদ্রাকালে মনের আত্যন্তিক লীনাবস্থার আদর্শে যোগপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সুষুপ্তিশান্তি স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করার জন্য সমাধিযোগ অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

পতঞ্জলি মুনি স্বীয় পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্রে বলিলেন, "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। ঐ নিরোধের পরিপক্কা-বস্থাই সমাধি। জ্ঞানযোগে মহাযোগী শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "অচিন্তৈব পরম ধ্যানম্"—কিছু চিন্তা না করাই পরম ধ্যান বা ব্রহ্মধ্যান। ব্রহ্মধ্যান আর কিছুই নয়, কোন চিন্তা না করাই ব্রহ্মধ্যান। ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু নয়, মনোতীত সত্তা, মন কিরূপে তাঁহার ধ্যান করিবে? জ্ঞানবিচারবলে যে ব্রহ্মাস্তিত্ব নিরূপণ ও উপলব্ধি, উহাই হইল ব্রহ্ম সাধন। মনোনাশ হইলে যে মনের সদা চাঞ্চল্য জন্য গ্লানির আত্যন্তিক তিরোভাব, উহাই হইল ব্রাহ্মীস্থিতি, ঐ ব্রাহ্মীস্থিতিই হইল মুক্তা-বস্থা। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভোগ প্রাপ্তির মত কিছু প্রাপ্তি নাই জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ব্রাহ্মীস্থিতি জন্য যে মুক্তানন্দ উহা কিসের মত? যেমন সুদীর্ঘ কালের রোগযন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ করতঃ মানব আনন্দ লাভ করে। ঐ আনন্দে কিছু প্রাপ্তি নাই, কিন্তু রোগ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিরূপ আনন্দ লাভ হয় মাত্র। সমাধি যোগে লাভ কিছু নাই, অর্থাৎ ভোগপ্রাপ্তিরূপ লাভ কিছু নাই, কিন্তু মনোবিকাররূপ ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া যে মুক্ত্যানন্দ বা আরোগ্যানন্দলাভ, তাহা আছে। মনই মহারোগরূপে জীবের বা মানবের সর্ব্বদেহ সদা জর্জ্জরিত করিতেছে। এই মহারোগ হইতে যে চির আরোগ্যের চিকিৎসাব্যবস্থা, তাহাই হইল সমাধিযোগ। সমাধি মনোরূপ মহাব্যাধির চিরারোগ্য প্রদান করে এবং উহা হইতে চিরারোগ্য জন্য যে আনন্দ তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই লাভ কাহার হইয়া থাকে? যাহার রোগ তাহারই আরোগ্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে। রোগ কাহার? আত্মার। আত্মার রোগ কোথায়? মনোরূপ ভ্রান্তিরোগই আত্মার রোগ। নিষ্কল আত্মার রোগাভিভব কোথায়? স্বচ্ছ আকাশের যেমন নীলিমা-রোগ, মিথ্যা নীলিমায় যেমন আকাশ আচ্ছন্ন আছে; নির্জ্জল মরুভূমির যেমন মরীচিকা-রোগ, বারিলেশশূন্য মরুভূমি যেমন মিথ্যা জলপ্লাবনে মগ্ন আছে, নিষ্কল আত্মাও তেমন মিথ্যা ভ্রান্তিস্বরূপ মন দ্বারা আবৃত আছে, মনোরূপ মহারোগ দ্বারা চিরাক্রান্ত আছে। এই মিথ্যা মনোরূপ মহারোগ হইতে চিরারোগ্য লাভ করার জন্যই সমাধিযোগের আবিষ্কার করা হইয়াছে।

মনোবিকাররূপ ভবরোগ মুক্ত হইয়া মুক্ত্যানন্দ লাভ করিবার জন্য সমাধিযোগের আবিষ্কার করা হইয়াছে।

পতঞ্জলি মুনি ব্যবস্থিত অষ্টাঙ্গ যোগের চরম যোগই সমাধি যোগ। পক্ষান্তরে, জ্ঞানাবতার জ্ঞানযোগী শঙ্করাচার্য্য, "অচিন্তৈব পরমং ধ্যানং"—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তাশূন্যতাই পরম ধ্যান বা ব্রহ্ম ধ্যান, বা ব্রাহ্মীস্থিতি, বা ব্রহ্ম-সমাধান বলিয়াছেন। প্রাণায়ামাদি শ্বাসরোধ ক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা পতঞ্জলি মুনি করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাধনবলে মনোনাশের ব্যবস্থা করতঃ আত্মসমাধি বা ব্রহ্মসমাধানের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। মনোনাশ ও সমাধি একই কথা। মনোবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তির আত্যন্তিক বা সম্যক্ নিরোধই ত সমাধি, পক্ষান্তরে মনোনাশে স্বতঃই সমাধি অধিগত হয়।

মনোনাশে স্বতঃই সমাধি অধিগত হয়।

১। যোগ।

এক্ষণ যোগসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। হিন্দুর বেদ ও উপনিষদই চরম শাস্ত্র। উহা জ্ঞানশাস্ত্র. উহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর পতঞ্জলি মুনি তাঁহার প্রণীত পাতঞ্জল যোগসূত্রে যোগের প্রণালী ও শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহারই প্রদর্শিত প্রাণায়াম বর্ত্তমান যুগে যোগসাধনারূপে গুরু-শিষ্য মধ্যে চলিতেছে। প্রাণ অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে আয়ত্ত করাই হইল প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাস আয়ত্ত হইলে মন আয়ত্ত বা স্থির হইয়া থাকে। অসংযত, মৎস্যমাংসাহারী, স্ত্রী-সহবাসকারী গৃহিগণের প্রাণায়াম-সাধন তাহাদের ফুল্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় নিমুনিয়া, প্লুরেসি, যক্ষা প্রভৃতি উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুসাধন মাত্র। আমি নিজে এ বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একজন বিলাত-ফেরৎ সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার, যিনি উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশস্থ বন্নু ছাউনিতে কাবুল

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরোধে মন নিরোধ হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া পাতঞ্জল যোগসূত্রে প্রাণায়াম প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধের সময় সৈনিক হাঁস্‌পাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরূপে ছিলেন, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাস্‌পাতালে ৭।৮ জন প্রাণায়ামী যোগী আসিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল এবং সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ইহারা সকলেই যুবক। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। ইনি বাঙ্গালী ডাক্তার কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জি, আই, এম, এস্ মহোদয়, সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। ইনি আমার প্রথম সাধুপথ অবলম্বনের সময় আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া অকালে মরিও না। তবে বর্ত্তমান গুরুশিষ্যমধ্যে যে প্রাণায়াম সাধন চলিতেছে, তাহাতে কোন বিঘ্ন নাই, ফলও নাই, মন স্থিরও নাই—১০।১৫ মিনিটের জন্য শ্বাস টানিয়া পরে যথেচ্ছা বৃত্তি, যথেচ্ছা বিচরণ, যথেচ্ছা কর্ম্ম করিতে উঠিয়া পড়িল, আর গুরুকে জানাইল, "আমার নিত্য প্রাণায়ামসাধন চলিতেছে, আমি বেশ আছি"। শিষ্যের কিছু হইল বা না হইল গুরুও সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। গুরুশিষ্যের গণ্ডী ঠিক্ থাকিলেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট। যাহার উত্থানের প্রয়াস নাই, তাহার পতনের আশঙ্কা থাকিবে কেন? এতাদৃশ প্রাণায়াম সাধন হইল শুধু মনের প্রবোধ লাভের জন্য, যে আমার যোগজীবন ধন্য হইল।

এসব যোগসাধকগণ যদি কপটতা ত্যাগ করতঃ সরল ভাষায় কথা বলিত, তবে ইহাদের যে কিছুই আর হয় নাই, হইতেছে না, হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহা প্রতিপন্ন হইত। অবশ্য, প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রোধে যে মন নিরোধ হয়, সে কথা ঠিক্, কিন্তু কতক্ষণ তুমি শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ রাখিবে? ১০।১৫ মিনিট পরেই ত উঠিয়া পড়িবে; তখন বাজে কার্য্য, বাজে কথায় লিপ্ত হইয়া

প্রাণায়াম সাধনে সিদ্ধ হওয়ার শক্তি ও সংযম বর্ত্তমান গৃহীর ও তথাকথিত সাধুপন্থাবলম্বীর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়ামের ফল ভঙ্গ করিবে। ১০।১৫ মিনিটের চেষ্টায় যদি এত বড় যোগপ্রণালী সুসিদ্ধ হইত, তবে আর ভাবনা কি ছিল? জগতের সব কার্য্যই এরূপ ভাবে সুসম্পন্ন হইয়া যাইত, কোন কষ্ট থাকিত না। সুদীর্ঘকাল কোন বিষয়েই সাধন না করিলে সিদ্ধ হওয়া যায় না। প্রাণায়াম সাধনে সিদ্ধ হওয়ার মত শক্তি ও সংযম বর্ত্তমান গৃহিগণের বা তথা-কথিত সাধুপন্থাবলম্বিগণের নাই।

(ক) হঠযোগ ও লয়যোগ।

এক্ষণ এই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বা সমাধির দুইটি প্রক্রিয়া আছে। এই দুইটি প্রক্রিয়া পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আরব্ধ হইয়া থাকে। প্রথম প্রক্রিয়াটি পতঞ্জলি মুনিপ্রদর্শিত প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণবায়ু বা শ্বাসকে জয় বা নিরোধ করা। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সঙ্গে মনের যোগ আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলে মনও নিরুদ্ধ হয়, আবার মন স্থির হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসে। প্রথম প্রক্রিয়াটি হঠযোগ ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি লয়যোগ নামে অভিহিত হয়। এই হঠযোগ শারীরিক শ্রমজীবি-গণের পক্ষে ও লয়যোগ মানসিক শ্রমজীবিগণের পক্ষে অভ্যাস করা সুবিধাজনক। যাহারা শারীরিক শ্রমজীবী, তাহাদের মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করার শক্তি বা মনের বল তেমন থাকে না, তাহারা মনে যাহা খুসী তাহা চিন্তা করে, শরীর চালনা করিয়া যাইতেছে মাত্র। পক্ষান্তরে, যাহারা মানসিক

শ্বাসক্রিয়া নিরুদ্ধ হইলে মন স্থির হয়—শারীরিক শ্রমজীবী ইহা সাধন করিবে। আবার মন স্থির হইলেও শ্বাসক্রিয়া স্বতঃই নিরুদ্ধ হয়—মানসিক শ্রমজীবী ইহা সাধন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রমজীবী, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনা ও অধ্যয়নাদি লইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব অনেকটা আছে। কাজেই, শারীরিক শ্রমজীবিগণ প্রাণায়াম, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস-রোধের চেষ্টা দ্বারা মনকে নিরুদ্ধ করিতে সহজে পারে, কিন্তু মানসিক শ্রমজীবিগণ মনের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করার অভ্যাস বা শক্তিবলে মনকে সহজে নিরুদ্ধ করিতে পারে, অর্থাৎ 'আমি কিছুই চিন্তা করিব না' এরূপ মনের বল প্রয়োগে মনকে সহজে বৃত্তিশূন্য বা নিরুদ্ধ করিতে পারে। যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ রূপ যে প্রাণায়ামপ্রক্রিয়া, তাহা শারীরিক ব্যায়াম মাত্র; 'আর কিছুই চিন্তা করিব না' বলিয়া যে মনের বল প্রয়োগ, তাহা মানসিক ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক শ্রমজীবিগণের পক্ষে শেষোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন সুকঠিন; যেহেতু উহাদের মনের উপর কর্ত্তৃত্ব তেমন নাই। আবার পক্ষান্তরে মনের প্রতি কর্ত্তৃত্ব রক্ষণশীল মানসিক শ্রমজীবিগণ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করার মত শারীরিক বলহীন হওয়ায় প্রাণায়াম অভ্যাসেও অপটু হইয়া থাকে। যদি উগ্র অভ্যাস করিতে যায়, তবে ফুস্‌ফুসের বল কম থাকে বলিয়া উহাদের ফুস্‌ফুস্‌ঘটিত পীড়াক্রান্ত হওয়ার সম্ভব, যেমন যক্ষা, প্লুরেসি, অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ ঝিল্লি প্রদাহ ও নিমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ প্রদাহাদি রোগ। আবার শারীরিক শ্রমজীবিগণের সর্ব্বদা শারীরিক শ্রম জন্য ফুস্‌ফুস্ অতি বলশালী থাকে, তাহাতে প্রাণায়াম করিলে উহাদের কোন ফুস্‌ফুস্‌ঘটিত পীড়াক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পাঠক! নিজের শ্রমবৃত্তি বিচার করতঃ এই প্রক্রিয়াদ্বয়ের যেটি ইচ্ছা অভ্যাস করিতে পার। যদি তুমি শারীরিক শ্রমজীবী হও তবে প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা চিত্ত-নিরোধের চেষ্টা করিতে পার, কোন হানি হইবেক না; আর যদি তাহা না হইয়া মানসিক শ্রমজীবী হও তবে প্রাণায়ামের দিকে যাইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অগ্রেই "কিছুই চিন্তা করিব না" এই বলিয়া মনের বল সংগ্রহ করতঃ পরে ঐ বল দ্বারা চিন্তাশূন্য বা বৃত্তিশূন্য হইবেক। এই চিত্তবৃত্তি-শূন্যতার চরম অবস্থাই হইল সমাধি। সমাধি বলিয়া চিত্তবৃত্তি-শূন্যতা ব্যতীত বা মনোনাশেতর কোন প্রক্রিয়া নাই জানিবে।

(খ) লয়যোগ।

প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে লয়যোগ অভ্যাস করা নিরাপদ জানিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি কথা বলা যাইতেছে যে, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ দ্বারা মনোবৃত্তি নিরোধ হয়, তেমন "কিছুই চিন্তা করিব না" এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতেও শ্বাসপ্রশ্বাস জিত হয়, যেহেতু "আমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করিব" এই সঙ্কল্পও তো মনেরই। শ্বাস-প্রশ্বাস জড় বস্তু, পঞ্চভূতের অন্যতম মাত্র, উহাদের সঙ্কল্প শক্তি থাকিতে পারে না। পতঞ্জলি—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ" বলিয়াছেন, যোগ শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ বলেন নাই। মূল উদ্দেশ্য হইল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা, শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করা নয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধরূপ প্রাণায়ামের চেষ্টার মূলে প্রথমেই রহিয়াছে মনের সঙ্কল্প, অর্থাৎ আমি এক্ষণ প্রাণায়াম করিতে উপবিষ্ট হইব এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করিব, এই সঙ্কল্প। কিন্তু প্রথমেই যদি আমি "কিছুই চিন্তা করিব না" এতাদৃশ মনের দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা যায় এবং তাহাতে স্থিত হওয়া যায়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করা রূপ প্রাণায়াম সাধনের কোন প্রয়োজন থাকে না; যেহেতু তোমার উদ্দেশ্য হইতেছে মনোবৃত্তি নিরোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ নয়। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলে চিত্তবৃত্তি

"কিছুই চিন্তা করিব না" এই সঙ্কল্প হইতে মনের নিরোধই শ্রেষ্ঠ যোগপ্রণালী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরুদ্ধ হয়, তেমন "আমি কিছুই চিন্তা করিব না" চিত্তের এই দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস জিত হয়। কাজেই প্রাণায়ামের কোন প্রয়োজন নাই।

চিত্তেরই স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা চিত্তবৃত্তি যে নিরোধের চেষ্টা, উহাই হইল উত্তম সাধনা এবং ইহাকেই লয়যোগসাধন বলে। প্রাণায়াম হঠযোগসাধন। যাহাদের মনের বল নাই, মনের দৃঢ় সঙ্কল্প নাই, কিন্তু দেহ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ আছে, তাহারা প্রাণায়াম করিতে পারে, কিন্তু যাহাদের মনের বল আছে, দৃঢ় সঙ্কল্প আছে, মনস্বিতা আছে, তাহারা লয়যোগ অভ্যাস করিবে, প্রাণায়ামের দিকে যাইবে না। যেহেতু মনস্বী ব্যক্তি মাত্রই দেখা যায় যে তাহারা শারীরিক বিশেষ বলীয়ান্ হয় না। ইহাদের মনের উপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। ইহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মপথে অনন্যচিত্ত হইয়া থাকে, সেই অনন্যচিত্ত দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা ইচ্ছা করিলে লয়যোগ অভ্যাস করিতে পারে, কিন্তু ইহারা অনন্যচিত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মমার্গে যে যোগসাধন করিতেছে, তাহা শুধু ঐহিক ভোগসাধন জন্য, ইহাদের এতাদৃশ ভোগসাধনরত চিত্ত কিরূপে যোগ-সাধনযোগ্য হইতে পারে? যোগ বৈরাগ্যের পথে সাধিত হয়, ভোগের পথে নয়। বৈরাগ্য পথ শ্রেষ্ঠ। "পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা" অর্থাৎ পুত্রের হিত, বিত্তের বৃদ্ধি ও লোকরঞ্জন বা লোকের নিকট হইতে গৌরব লাভই যাহাদের পরম পুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাদের যোগসাধন চেষ্টা হইতে পারে না। যতদিন ইহাদের কর্ম্ম-মার্গে আস্ফালন রহিয়াছে, ততদিন চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ ইহাদের পরাশান্তিলাভ সুদূরপরাহত জানিবে। যোগই মোক্ষের সাধক, যোগই মোক্ষ, যেহেতু বেদান্তদর্শন বলিতেছেন, "চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ"—চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থাই মোক্ষ। আবার পাতঞ্জল দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ, সুতরাং যোগ ও মোক্ষ একই কথা। যোগসাধক ব্যক্তি যেন এতক্ষণ যোগসাধন করিলাম এই লক্ষ্যই শুধু না রাখেন, কতদূর মন নিরুদ্ধ হইল, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। মনের নিরোধ বা মন বৃত্তিশূন্য না হইলে শুধু প্রাণায়ামের পণ্ডশ্রম করিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই, জানিবে।

এই কাশী নগরীস্থ কুরুক্ষেত্রতীরে অবস্থিত মহাত্মা মগ্নীরাম স্বামী এতাদৃশ শেষোক্ত প্রক্রিয়া অভ্যাস করতঃ সর্ব্বদা বৃত্তিশূন্য থাকিতেন। কিছুদিন হইল তিনি ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়াছেন। পাঠক! সমাধি বলিতেই চমকিত হইয়া উঠিও না। ক্রমিক অভ্যাস-বলে উহা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি অধিকতর সহজ, অবশ্যই যাহাদের মানসিক শ্রম আছে, মনের প্রতি কর্তৃত্ব আছে, মুমুক্ষুতা, অর্থাৎ মুক্তির জন্য ইচ্ছা আছে।

এক্ষণ মনের বলের দ্বারা মনকে বৃত্তিশূন্য করার প্রক্রিয়াটি বুঝান যাইতেছে। প্রাণায়ামাদির জন্য প্রক্রিয়া পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। [কোন শাস্ত্রবিশেষের বঙ্গানুবাদ করা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, গ্রন্থকারের স্বীয় অনুভবমূলক জ্ঞান-বিবৃত্তিই উদ্দেশ্য, এজন্য নানা শাস্ত্রোদ্ধরণ বিষয়ে নিবৃত্ত রহিলাম। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করুন।] মনের বলদ্বারা মনোনাশের ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন বৃত্তিময় বা গুণময়। বৃত্তি আঁর গুণ একার্থবোধক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমষ্টি মন। এই তিন গুণই নানাবিধ শাখাপ্রশাখা গুণ ভেদে বহুগুণযুক্ত বা বৃত্তিযুক্ত হইয়াছে। রাজা যেমন কতিপয় বলবান ও বুদ্ধিমান প্রজাদ্বারা দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ প্রজাপুঞ্জকে সংযত বা অধীন করিয়া রাখেন, তেমন মনোরাজ স্বীয় শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বগুণদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকৃষ্টতর রজঃ ও তমোগুণাবলী বা বৃত্তি সমূহকে সংযত ও আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে। মোটর গাড়ী যেমন স্বীয় অন্তরস্থ মোটর অর্থাৎ তড়িত শক্তি দ্বারা চালিত হয়, ঐ মন-মোটরগাড়ীও স্বীয় উপাদানরাশি গুণত্রয় এবং তাহাদিগ হইতে শাখাপ্রশাখারূপ উৎপন্ন বহুগুণাদি বা বৃত্ত্যাদি দ্বারা চালিত হয় মাত্র। মোটরগাড়ী স্বীয় অন্তরস্থ মোটর শক্তি-বিহীন হইলে উহার চলচ্ছক্তি নষ্ট হইয়া যায়। মন গুণময়, গুণচালিত, গুণোপাদানে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষিত। গুণ বা বৃত্তিরাহিত্যই মনাস্তিত্ব ধ্বংসের উপায়। বাষ্পীয় পোত যোগে যাঁহারা মহাসাগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, মহাসাগরে সদা অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটি বাণিজ্য-বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ বাণিজ্য-বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বৃহৎ অর্ণবযানগুলি স্বধু পাল খাটাইয়া স্বচ্ছন্দে মহাসাগরে বিচরণ করিতে থাকে। মন-মহাসাগরেও দুইটি ইচ্ছা-বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে—একটি বিষয়ের দিকে, অপরটি ব্রহ্মের দিকে। সত্ত্বগুণবহুল মনে ব্রহ্মের দিকে ইচ্ছা-বায়ু সদা প্রবাহিত হইতেছে ; রজঃ ও তমোগুণবহুল মনে বিষয়ের দিকে ইচ্ছা-বায়ু সদা প্রবাহিত হইতেছে। মহাসাগরে সদা প্রবাহিত বাণিজ্য-বায়ুর মত মন-মহাসাগরে সদা বিষয়-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আমি ভারত মহাসাগরে পালের অর্ণবযানে ভ্রমণের সময় দেখিয়াছি, প্রথমতঃ পাল খাটাইয়া অতিশয় কষ্টের সহিত অর্ণবপোতটি অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন অনুকূল বাণিজ্য-বায়ুর সীমামধ্যে আসিয়া উহা পতিত হইল, অমনি অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে তীব্র বেগে চলিতে লাগিল। তখন অর্ণবপোতের অধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী ও আরোহিগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এত ভীষণ ভাবে যে অর্ণবপোতখানি হেলিতে-দুলিতে ছিল, অনুকূল বাণিজ্য-বায়ুর সাহায্য লাভ করিয়া উহা স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে চলিতে লাগিল। মনার্ণবেরও এই দশা। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পাঠ দ্বারা মহার্ণবে পাল খাটাইবার মত কৌশলী অর্ণবযানাধ্যক্ষরূপ জ্ঞানী গুরুর উপদেশে মন যখন স্বীয় সত্ত্বগুণরূপ অনুকূল ইচ্ছা-বায়ু দ্বারা আত্মদিকে বা ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তখন মনোময় জীবের আর আনন্দের সীমা থাকে না। মনার্ণবযান তখন স্থিরভাবে, দ্রুতগতিতে, সহজে ও স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মরাজ্যের বা আত্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তখন জীব ব্রহ্মরাজ্যে উপনীত হইয়া স্বীয় মিথ্যা জীবত্ব পরিহার করতঃ তথায় চিরবিশ্রান্তি লাভ করে। মলিন পরিচ্ছদে যেমন রাজসমীপে উপবিষ্ট হওয়া যায় না, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি কলুষিত বৃত্তি লইয়া এবং মিথ্যা জীবত্ব লইয়া তেমন সত্য ও নির্দ্দোষ ব্রহ্মরাজ্যে স্থিত হওয়া যায় না।

সত্ত্বগুণরূপ অনুকূল ইচ্ছাবায়ুর সাহায্যে ব্রহ্মরাজ্যে উপনীত হইতে হইবে।

মনের দুইটি শক্তি আছে—বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি। বিচারশক্তির সাহায্যে কল্পনাশক্তিকে পরাহত করিয়া মনার্ণবযানকে ব্রহ্মের দিকে উন্মুখী করিতে হইবে, তবেই ব্রহ্মরাজ্যের দিকে সে ধাবিত হইবেক, সহজে ও স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট লাভের দিকে চলিতে থাকিবেক। এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, মন মিথ্যা পদার্থ, তাহার আবার শক্তি কি? মিথ্যার শক্তিতেই ত জগৎ চলিতেছে। জগদ্ভ্রান্তিতে যে এত অঘটন ঘটাইতেছে ইহা ত অসত্য ব্যাপার ব্যতীত আর কিছু নয়। সত্য ব্রহ্মে অঘটন ঘটন ক্রিয়া কোথায়? মরীচিকাই ত পথিকের ভ্রান্তি উৎপন্ন করতঃ অঘটন ঘটাইয়া থাকে। মরুভূমি ত চিরস্থিররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মন মিথ্যা, মায়া মিথ্যা, কিন্তু মরীচিকা সদৃশ অঘটন ঘটানোর শক্তি রাখে।

মনের বিচারশক্তির সাহায্যে কল্পনা-শক্তিকে পরাহত করিয়া স্থৈর্য্য লাভ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। সমাধি—(ক) সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।

মনের সম্যক্ বৃত্তি-শূন্যাবস্থায় স্থিতিই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

সমাধি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে দুই প্রকার। মনের সম্যক্ চিত্তবৃত্তি নিরোধের অভাবে মন সমাহিত হইতে যাইয়া যখন মনে করে যে, "আমি সমাহিত হইতেছি," "সমাধিযুক্ত হইতেছি," তখন তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে। আর যখন মনের সম্যক্ বৃত্তিশূন্যতা আসে, স্বীয় অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং "আমি সমাহিত হইতেছি" এরূপ অনুভব করার অবসর থাকে না, বা অনুভব করার মত আত্মেতর দ্বিতীয় কর্ত্তা মনোরূপে থাকে না, তখনই সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। এই নির্ব্বিকল্প সমাধিই সুষুপ্তির আদর্শে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেহেতু সুষুপ্তিতে সুষুপ্তিশান্তি অনুভব করার মত আত্মেতর দ্বিতীয় কর্ত্তা মনোরূপে বিদ্যমান থাকে না। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুভব-কর্ত্তার অভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কিরূপে সুসিদ্ধান্ত হইতে পারে। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় মনোরূপ মিথ্যা অনুভবকর্ত্তার অভাবে আত্মারূপী সত্য অনুভবকর্ত্তার প্রাদুর্ভাবাবস্থাই পরমলাভ, পরমশান্তি, পরমামুক্তি ও পরাগতি, ইহাতে সন্দেহ নাই। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—তোমার দেহ একটি পদার্থ, উহার আশ্রিত রোগ একটি পদার্থ। এতদিন যেন তুমি দেহ ও তদস্থ রোগ দুইই লইয়া ছিলে, রোগযন্ত্রণায় অস্থির থাকিতে। এক্ষণ যেন রোগারোগ্যে একটি হইয়া গেলে। রোগে ঘোর যন্ত্রণা দিতেছিল। সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। তুমি একাকী হইলে, রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ দেহটি মাত্র লইয়া রহিলে। এক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, তোমার রোগারোগ্যে একাকী থাকা তোমার পক্ষে শান্তিকর, কি পূর্ব্বে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগ লইয়া দুইটি হইয়া রহিয়াছিলে তাহা ভাল ছিল? কখনও নয়। আবার দেখ, যে রোগ এত সুদীর্ঘকাল তোমায় ঘোর যন্ত্রণা দিতেছিল, সে কোথায় গেল, কি হইল, কোথায় রহিল, বলিয়া কি তুমি অনুসন্ধান বা আপশোস্ বা আক্ষেপ করিয়া থাক? কখনই নহে। এই রোগ কোথায় গেল বলিয়া উহার অনুসন্ধান করা তুমি সমীচীনই মনে কর না। এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে যখন মনোরূপ মহারোগের আত্যন্তিক ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার মিথ্যা অনুভব-কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন মনোরোগমুক্ত আত্মা একাকীই স্বস্বরূপে স্থিত থাকিয়া স্বরূপানন্দ লাভ করিয়া থাকে। ইহাই স্বরূপ সিদ্ধি, স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ স্থিতি। তখন ঐ একাকী আত্মা তাহার মহারোগরূপ মন কোথায় গেল, কি হইল, কি করিল বলিয়া আর উহার জন্য আক্ষেপ বা অনুশোচনা কিছু করেন না, বা করা সমীচীন মনে করেন না। মনকে মহারোগরূপে সাব্যস্ত না করিয়া উহারই বহুরূপিতা জন্য জগজ্জীবগণ যে উহাকে মহাসুখের আকর মনে করে এবং ঐরূপ মনে করিয়া উহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য তন্ময়ত্ব স্থাপন করিয়াছে, তজ্জন্যই মনোনাশের চেষ্টা, বা সমাধি যোগের অভ্যাস, বা ঐ অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কিছুতেই করিতে চাহে না।

নির্ব্বিকল্প সমাধি-যোগে মনোরোগ-মুক্ত আত্মা স্বরূপস্থিতি লাভ করে।

(খ) জড় ও চৈতন্যসমাধি।

সমাধি আবার জড় সমাধি ও চৈতন্য সমাধি ভেদে দুই প্রকার। বহুদিনের প্রাণায়াম ও কুম্ভক অভ্যাসবলে মন বৃত্তিশূন্য করিতে পারিল, কিন্তু মনের বৃত্তিনাশ করিয়া লাভ কি, কেন করিতে হইবে, আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি, আমার স্বরূপ কি, আত্মরূপে একাকী অবস্থানের প্রয়োজন বা লাভ কি, এ সব বিষয়ে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেই আত্মজ্ঞানহীন যোগীর জড়সমাধি অভ্যাসরূপ চিত্তনাশ করিয়াও কিছু লাভ নাই। উহা তাহার পক্ষে শিলাত্ব প্রাপ্তি মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আত্মজ্ঞানহীন যোগীর মনকে বৃত্তিশূন্য করিয়া জড়সমাধি লাভ করা শিলাত্ব প্রাপ্তি মাত্র।

এজন্য চৈতন্যসমাধির বা জ্ঞানসমাধির অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ সৎশাস্ত্র পাঠ, সাধু সঙ্গ ও জ্ঞানী গুরূপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করতঃ চৈতন্যসমাধি যোগের আশ্রয় করিবে। ঐ আত্মজ্ঞান ক্রিয়াত্মকভাবে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের ধারণাশূন্য হইয়া যে চিত্তনাশরূপ স্বধু জড়সমাধির অনুষ্ঠান, উহা কোন কাজেরই নয়, উহা শিলাত্ব প্রাপ্তি মাত্র। জীবের শিলাত্বপ্রাপ্তি যোগের লক্ষ্য নহে। আত্মজ্ঞানোপলব্ধি এই সমাধিযোগের লক্ষ্যীভূত হওয়া উচিত। এই আত্মজ্ঞান হারা হইয়া সমাধিযোগাবলম্বনে কিছুই প্রাপ্তব্য বা লব্ধব্য নাই। এই যে "ভব সুখে দোষানুদর্শয়" বলিয়া উপনিষদ্‌কার মহর্ষিগণ তারস্বরে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, উহা আর কিছুই নয়। মনই ভবসংসার, উহার মহাদোষ দর্শন করতঃ আত্মজ্ঞানানন্দ ও আত্ম-স্বরূপ মোক্ষ লাভই পরম লক্ষ্য জানিবে। "যং লব্ধা চাপরং লাভং"—গীতা। 'যে লাভের পরে আর লাভ নাই' উহা হইল আত্মজ্ঞান লাভ। সুদীর্ঘকালের মহারোগাবসানে দেহের সুস্থতা ভোগের মত, এই মন-মহারোগারোগ্যে আত্মার স্বরূপাবস্থায় যে চির-বিশ্রান্তি, ইহাই হইল পরাশান্তি, পরাগতি, পরামুক্তি। মুক্তি বলিয়া আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর দ্বিতীয় অবস্থা কিছু নাই, জানিবে।

মনোরূপ রোগমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানোপলব্ধিরূপ চৈতন্যসমাধিযোগে যে আত্মায় স্থিতি তাহাই পরামুক্তি জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুভূতি।

অহো কি শান্তি! ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া এক্ষণ ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিতেছি এবং ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছি। মনের চাঞ্চল্যে আমার যে জীবভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহার অপগমে আমি "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত হইয়া চরম বিশ্রান্তি লাভ করিতেছি। এক্ষণ আর অহমিতর ব্রহ্মানুভূতি আমার নাই, ব্রহ্মেতর অহং জ্ঞানও আমার নাই, আর "অহং ব্রহ্মাস্মি"ও অনুভূত হইতেছে না, যেহেতু "অহং" আর "ব্রহ্ম" এই দ্বৈতজ্ঞান না থাকায় এই দুইয়ের যুগপৎ জ্ঞান আর আমার নাই; ব্রহ্মরূপে যখন স্থিত হই, তখন অহং জ্ঞান থাকে না, আবার অহংজ্ঞানে যখন স্থিত হই, তখন ব্রহ্মরূপে অহমিতর জ্ঞান থাকে না, তখন শুধু "অহমস্মি"-রূপে স্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকি; আমার তখন জীবভ্রান্তি, জগদ্ভ্রান্তি, জীবত্বজ্ঞান ও জগদ্জ্ঞান কিছুই থাকে না, জীব ও জগৎ অলীক স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

অহমস্মিরূপে স্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় বিশ্রান্তি লাভ করিতেছি।

আমার দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির স্মৃতিও এক্ষণ নাই। উহারা এতদিন আমার উপর যে মিথ্যা মেঘজাল বা স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছিল, আমার আত্মসূর্য্যোদয়ে ও মহাজ্ঞানের মহা জাগরণে ঐ স্মৃতি এক্ষণ আমা হইতে অপসারিত হইয়া সুদূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমি আর উহাদিগের অনুসন্ধানও করিতেছি না, উহাদের স্মৃতিও আমার নাই; যেহেতু আমি স্বস্বরূপে অবস্থিত হওয়ায় আমার স্মৃতিপটও বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ, আমার ব্রহ্মের সহিত একাত্মানুভূতি জন্য আমার জগতের পৃথক্ স্মৃতি কোথায়?

এক্ষণ আমার দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির স্মৃতিপটও বিনষ্ট হইয়াছে, আমার এক্ষণ অমনীভূতাবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত ব্যক্তির অসৎ জগতের স্মৃতি থাকিবে কিরূপে? যতক্ষণ অসৎ জগতের স্মৃতিতে আমার স্মৃতিপট গঠিত ছিল, ততক্ষণ যেমন আমার ব্রহ্মের সহিত একীভূতাবস্থা সংগঠন অসম্ভব ছিল, এক্ষণ আবার ব্রহ্মের সহিত একত্বলাভে আমার জগৎ-স্মৃতিপট রক্ষা করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানীর জগদ্জ্ঞান কোথায়? জগৎ-স্মৃতিপটে ব্রহ্মস্মৃতির স্থান কোথায়, ব্রহ্ম-স্মৃতিপটে জগৎ-স্মৃতির স্থান কোথায়?

আমার এক্ষণ অমনীভূতাবস্থা, জগৎ-স্মৃতিসমষ্টি ও মেঘজালসদৃশ বাসনাসমষ্টি মন নষ্ট হওয়ায় আর আমার জগৎ-স্মৃতি আমায় আনিয়া দেয়, এমন চর কেহ নাই। এতদিন যে মনোরূপ দুষ্ট চর আমায় মিথ্যা জগৎ-স্মৃতি আনিয়া দিত, তাহাকে বিশ্বাসঘাতক জানিয়া আর আমি তাহাকে আমার সহিত সঙ্গসখ্য করিতে দেই না।

আঃ, স্বাপ্নিক জগতের মিথ্যা দৃশ্যরাজি ও মিথ্যা স্মৃতি কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে? আর তাহাদিগের অনুসন্ধান করার মতও আমার প্রবৃত্তি নাই। চিত্তবৃত্তিশূন্য হওয়ায় প্রবৃত্তি কিরূপে থাকিবে? গত কল্য রাত্রিতে স্বপ্নে যে সব দৃশ্য, মূর্ত্তি ও ব্যাপার দেখিয়া কত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও ত্রাস অনুভব করিয়াছি, এক্ষণ দিবাজাগরণে উহারা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গেল, আমি যেমন তাহার আর অনুসন্ধান করিতেছি না, সেইরূপ এত দিন যে আমি জগৎ-স্বপ্ন দেখিতেছিলাম এবং তাহাতে মিথ্যা জীবসমূহের মিথ্যা আস্ফালন ও মিথ্যাভিমান দেখিয়া মিথ্যা হর্ষ, মিথ্যা বিষাদ, মিথ্যা ভয় ও মিথ্যা ত্রাসে অভিভূত ছিলাম, আমার ব্রহ্মজ্ঞানের

ব্রহ্মজ্ঞানের মহা-জাগরণে আমার জগৎ-স্বপ্নের হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ত্রাস তিরোহিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহা জাগরণে এক্ষণ ঐ সব তিরোহিত হওয়ায়, আর আমার হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও ত্রাস কিছুই নাই।

আমি ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইয়া চরম বিশ্রান্তিতে স্থিত আছি; আমার দেহের সহিত দেহাত্মজ্ঞান নাই, তাই দেহধর্ম্ম জন্মমৃত্যুর জন্য আমার ভয় নাই। আমার মনের সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই, তাই মনোনাশে মনের ধর্ম্ম সুখদুঃখে আর অভিভূত হই না। আমার বুদ্ধির সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই, যেহেতু ব্যভিচারিণী বুদ্ধির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে স্থিত আছি সুতরাং বুদ্ধির ধর্ম্ম যশ ও গৌরবের জন্য আর লালায়িত হই না এবং কালসর্পরূপী অহঙ্কারের প্রিয় আবাসস্থান বুদ্ধির সঙ্গ ত্যাগ করতঃ আর ঐ সর্পদংশনের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হই না। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি কি চরিত্রবান্ পুরুষের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়? আহা! ব্যভিচারিণী বুদ্ধির সঙ্গ যে সমগ্র জীবন করিল, ("বুদ্ধি ব্যভিচারিণী"—বেদান্ত দর্শন।) এবং তৎস্থিত অহঙ্কার-কালসর্পের দংশনে যে সমগ্র জীবন জর্জ্জরিত রহিল, তাহার কি আর এ জীবনে আত্মপুরুষের সান্নিধ্যলাভ ঘটিতে পারে? আহা! এই বুদ্ধিস্থ অহঙ্কার-কালসর্পের দংশনে মোহগ্রস্ত মানব কিরূপ স্ফীত হইয়া রহিয়াছে! ইহাদের সর্পদষ্ট শবের ন্যায় স্ফীততা দর্শনে দুঃখ হয়। ইহারা অহঙ্কার-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এবং মহা কালসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে।

আমার দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিত হইল।

(ক) জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ।

জীব অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা বস্তু, জীবময়ই জগৎ, জগৎ আর জীব একই—ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদ মাত্র। যেখানে প্রত্যেকটা ব্যষ্টি জীবই মিথ্যা, সেখানে তৎসমষ্টি জগৎ কিরূপে সত্য হইতে পারে? কখনও নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা ব্যষ্টি জীব সমষ্টি জগতের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জীবগণ, মিথ্যা যাহারা স্বয়ং মিথ্যা তাহাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তৎসমষ্টি জগৎকে সত্য মনে করা বিচারশীলের কর্ম্ম নয়। সুবিচারক কি মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিচার শেষ করেন? মিথ্যা জীব মিথ্যা জগৎ দেখিয়া কেন জগৎ সত্য মনে করিবে না? দুই মিথ্যায় সত্য দর্শন হইতেছে। যদি জীব সত্য হইত, তবে জগতের মিথ্যাত্ব সে দেখিতে পাইত। যেখানে দ্রষ্টারূপে জগতের মিথ্যাস্তিত্বের সাক্ষ্যদাতা জীব স্বয়ং মিথ্যা সেখানে জগতের সত্যতা কেন প্রতিপন্ন হইবেক না? জীব যদি নিজের মিথ্যাস্তিত্ব বুঝিতে পারিত, তবে তৎসমষ্টি জগৎও সে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারিত। জীব স্বয়ং মিথ্যা এবং তৎসমষ্টি জগৎ মিথ্যা, ইহা যখন সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মজ্ঞান স্থির হয়, তখন তাহার জীবত্ব ও জগদ্ভ্রান্তির অপগমে যে অবস্থা ঘটে, তাহাই তাহার ব্রাহ্মীস্থিতি জানিবে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ঘটিলে পরে ঐ ভ্রান্তির অপগমে রজ্জু মাত্র অবশিষ্ট থাকে,তেমন ব্রহ্মেতে যে জীবভ্রান্তি ঘটে ঐ ভ্রান্তি অপগমে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। ধ্বংসশীল প্রত্যেকটা ব্যষ্টি বৃক্ষের সমষ্টি যে বন, সে কিরূপে ধ্বংসহীন ও অবিনাশ্য হইতে পারে? নাশশীল জীবগণ-সমষ্টি জগৎ কিরূপে অবিনাশ্য হইতে পারে? বন যেমন চিরস্থির দৃষ্ট হইলেও উহা ধ্বংসশীল, জগৎ তেমন চিরস্থায়ী দৃষ্ট হইলেও উহা ধ্বংসশীল, সন্দেহ নাই। সুতরাং জগৎ সত্য নয়, উহা মিথ্যা। বৃক্ষ ধ্বংসশীল ও মিথ্যা, তৎসমষ্টি বন কিরূপে সত্য হইতে পারে? উহাও ধ্বংসশীল ও মিথ্যা, সন্দেহ নাই। অগ্রে স্বীয় জীবত্ব যে মিথ্যা, জীব স্বয়ং যে অধ্যস্ত পদার্থ, অর্থাৎ মিথ্যা প্রতীত বস্তু, তাহা উপলব্ধি কর, পরে জগৎ মিথ্যা কি সত্য আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না, জগতের মিথ্যাত্ব তখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরা পড়িবে। বৃক্ষ যখন একে একে ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তখন কি সে মনে করে যে, বন অবিনাশী? জীব যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন কি সে মনে করে যে, জগৎ সত্য? সে তখন তাহার নাশশীলতা দেখিয়া তাহার মত অন্যান্য জীবগণকেও নাশশীল মনে করে এবং তথা-কথিত জীবগণসমষ্টি জগৎকেও সে অসত্য মনে করে, ইহা ধ্রুব সত্য। তাই পাঠক! মৃত্যু সময়ে ত জীবজগৎ সব মিথ্যা বুঝিতে পারিবে, এক্ষণ ত গর্ব্ববশে সত্য সাব্যস্ত করিতেছ। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই জীব-জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি কর এবং ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ কর; আর ব্যভিচারিণী বুদ্ধির সঙ্গ করতঃ, তাহার সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রাখিয়া, তন্মধ্যস্থ অহঙ্কার-কালসর্পের দংশনে সর্পদষ্ট শবের ন্যায় স্ফীত হইও না, ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত থাকিয়া চরম বিশ্রান্তি লাভ কর এবং পরাশান্তির অধিকারী হও। আমি 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে আত্মজ্ঞানে স্থিত থাকিয়া আর জীব-জগৎ কিছুই দেখিতেছি না এবং উহাদের স্মৃতিও আর আমার নাই। এখন উপলব্ধির পরিপক্কাবস্থায় "অহং ব্রহ্মাস্মির" পরিবর্ত্তে "অহমস্মি" অর্থাৎ "আমি আছি" রূপে মাত্র বিরাজ করিতেছি এবং পরাশান্তিতে স্থিত আছি।

পাঠক! মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নাশশীল জীব-জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি কর, আত্মস্থিত হও, অমনীভূত হও!

(খ) বিবর্ত্তবাদ ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ।

রজ্জুতে যে সর্প ভ্রান্তি হয়, ইহাই হইল বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত ও যুক্তি। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলেই মিথ্যা ভয়, ত্রাস, হিংসা ও বিদ্বেষ জগজ্জীবের চিত্ত-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ ভ্রান্ত সর্প দেখা মাত্র দ্রষ্টার চিত্তে যেমন প্রথমতঃ ভয় ও ত্রাসের আবির্ভাব হয়, তেমন পরেই তাহাকে বধ করিবার জন্য হিংসা বৃত্তি জাগ্রত হয় এবং ঘোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সর্প দৃষ্ট হওয়া মাত্র তৎকর্ত্তৃক হিংসিত হওয়ার মহা ভয় এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধের ইচ্ছারূপ হিংসা বৃত্তি জগজ্জীবের চিত্তক্ষেত্রে যুগপৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু রজ্জু দর্শনে এইরূপ ভয়, ত্রাস, হিংসা ও বিদ্বেষ কিছুই উদিত হয় না, বা থাকে না। এইরূপে ব্রহ্মেতে যে জগদ্‌ভ্রান্তি হইতেছে, সেই জগৎ হইতেই জীবের ভয়, ত্রাস, হিংসা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মে এই সব কিছু নাই; ব্রহ্ম নির্দ্দোষাবস্থায় স্বয়ংস্থিত ও চিরস্থিত আছেন। সাধারণ মানব জগৎ সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু মিথ্যার যে সব দোষ রহিয়াছে, তাহা ত সর্ব্বদা দেখিতেছে, অর্থাৎ ভয়, ত্রাস, হিংসা, বিদ্বেষাদি দোষরাশি ত জগতে দেখিতেছে। এই সব দোষরাশি দ্বারা জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে তথাপি জগৎকে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা নিতান্ত বিচারহীনের কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু সত্য বস্তু হইতে এই সব দোষের আবির্ভাব স্বীকার করা অপসিদ্ধান্ত মাত্র। যেহেতু সত্য অভয় ও অহিংস বস্তু, তাহা দ্বারা হিংসিত হওয়ার ভয় এবং তাহাকে হিংসা করার প্রবৃত্তি ও সাধ্য জীবের থাকিতে পারে না।

জগদ্‌ভ্রান্তি হইতে জীবের ভয়, ত্রাস, হিংসা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মাস্মিরূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিতিই উহা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

"আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চনেতি"

অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ যে বিদ্বান পাইয়াছে তাহার আর কাহাদ্বারা বা কোন কিছু হইতে ভয় থাকিতে পারে না। ঔপনিষদিক ব্রহ্মর্ষি-গণের এই মহাবাক্যই প্রমাণ করিতেছে যে, মহাভীতি, মহাত্রাস, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরাদি দোষে দুষ্ট জগৎ কখনও সত্য হইতে পারে না, উহা মিথ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণ প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, যখন অসত্য জগৎ সদা দৃষ্ট হইতেছে, সত্য ত দৃষ্ট হয় না, তখন সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লাভ কি? সত্যের সংজ্ঞা হইল স্বয়ংস্থিত, কিন্তু মিথ্যা স্বয়ংস্থিত হইতে পারে না; রজ্জু না থাকিলে সর্পভ্রান্তি হয় না, ভ্রান্ত সর্প স্বয়ংস্থিতিশীল হয় না, তাহার রজ্জুরূপ আধার বা অধিষ্ঠানের প্রয়োজন। সেইরূপ মিথ্যা জগতের স্বয়ংস্থিতি অসম্ভব; যেহেতু উহার দোষ-নিচয় উহার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতেছে; মিথ্যা জগতের আধার বা অধিষ্ঠানরূপে সত্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। অসংখ্য দোষরাশিদুষ্ট মিথ্যা জগৎ নির্দ্দোষ ও সত্য ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে। সত্যের উপলব্ধি জাগতিক ভয়, ত্রাস, হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষনিচয় হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়, অন্য পন্থা নাই।

গীতার অভয়দান।

গীতায় যে অভয়দান আছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র আমার শরণ লও, আমি সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, তুমি ভয় করিও না, ইহা গীতার স্তোভবাক্য মাত্র। হিন্দুর বেদ,উপনিষদ,ষড়্দর্শন, যোগবাশিষ্ঠ মহাদর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, চৈনিক দর্শন, গ্রীক দর্শন, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ নানাবিধ দর্শনাদি কোথাও এরূপ স্তোভবাক্য নাই। বশিষ্ঠদেব এত বড় দর্শন শাস্ত্রের বক্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে কোথাও বলেন নাই যে, "যখন তুমি আমাকে গুরু বরণ করিয়াছ তখন আর তোমার চিন্তা নাই, আমিই সকল পাপ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব।" বর্ত্তমান সময়ের গুরুগিরির মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ "আমাকে গুরু করিলেই তোমাকে উদ্ধার করিব" এই বুদ্ধি যদি বশিষ্ঠদেবের থাকিত, তবে ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম দর্শনশাস্ত্রের বক্তা তিনি কখনও হইতে পারিতেন না। যেহেতু মহাসঙ্কুচিতবুদ্ধি কখনও সর্ব্বপ্রসারী ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। গীতা মহাভারতরূপী মহাপুরাণ শাস্ত্রের অন্তর্গত। ব্যাসদেব ইহাতে অনেক পৌরাণিক বুদ্ধি সংযোজিত করিয়াছেন, যেহেতু মহাকাব্য গ্রন্থ রচনা করিতে উপবিষ্ট হইয়া দার্শনিক কথা লিখিতে কাব্য বা পুরাণযোগ্য স্তোভ বাক্যের নেশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই স্তোভ বাক্যের পরে অর্জ্জুনের ভয়, ত্রাস, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি জাগতিক দোষনিচয়ের পরিচয় প্রদান মহাভারতেই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ জীবিতাবস্থায়ই অর্জ্জুনের এই সব দোষ ত্যাগ করাইতে পারেন নাই। এক কথায়, ঐ সব দোষ হইতে মুক্ত করে এরূপ পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বরনামধেয় ব্যক্তিবিশেষ জগতে বিদ্যমান নাই। জগজ্জীবের জগদ্জ্ঞান ও জগদ্‌ভ্রান্তি তথা জীবভ্রান্তি জ্ঞানবিচার বলে দূরীভূত করিতে হইবে, অন্যথা কাহারো উপর অযথা নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করা অজ্ঞের কর্ম্ম। গীতায় স্থানান্তরে রহিয়াছে—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥

অর্থাৎ যদি তুমি সকল পাপীর অপেক্ষা অধিকতর পাপী হও, তাহা হইলেও তুমি এই জ্ঞানতরণী দ্বারা সমস্ত পাপার্ণব সন্তরণ করতঃ পার হইতে পারিবে। ইহাই হইল ঠিক যুক্তির কথা। নচেৎ "আমি উদ্ধার করিব" এইরূপ বাক্য স্তোভবাক্য মাত্র, অজ্ঞজনের রুচিকর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পক্ষে জগদ্জ্ঞান ও জগদ্‌ভ্রান্তি তথা জীবভ্রান্তি বিচার দ্বারা তিরোহিত করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত হইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়, ত্রাস, হিংসা, বিদ্বেষাদি দোষ ও দুঃখ হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করা যায়, অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্"—সমস্ত জাগতিক জ্ঞান—ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মে "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্মস্থিতি বা চিরাধিষ্ঠানই ভয়, ত্রাস, দুঃখ, হিংসা ও বিদ্বেষাদি হইতে মুক্তিলাভের উপায়, নান্য পন্থাঃ।

(গ) ব্রহ্মের অখণ্ডরূপে বিদ্যমানতা।

ব্রহ্ম বা মহাচৈতন্য যে সর্ব্বত্র অখণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ বা যুক্তি কি আছে? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একটি মোটর-যান তাড়িতশক্তিবলে ভীমবেগে চালিত হইতেছে; কিন্তু উহাকে যদি তাড়িতশূন্য স্থানে চলিতে দেওয়া যায়, তবে একটুকুও চলিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ চলচ্ছক্তিহীন হইয়া যায়; পৃথ্বী সর্ব্বত্র তাড়িতশক্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়াই মোটরযানের অন্তর্নিহিত তাড়িতশক্তি উহাকে ভীমবেগে চালিত করিতে সমর্থ হয়। যদি এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাড়িতশক্তিহীন করিয়া লওয়া যায় এবং উহাতে তাড়িত শকটখানা চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যায়, উহা আর চলিতে পারে না, বহির্দ্দেশ হইতে ভীমবেগে চালিত হইয়া আসিয়া তাড়িতশূন্য স্থানে একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, তাড়িত শকটের ভীমবেগে চলিবার জন্য উহার অন্তর্ব্বহিঃ তাড়িতশক্তিতে পূর্ণ থাকা চাই, নচেৎ উহার অন্তরস্থ তাড়িত বহিঃস্থ তাড়িতের অভাবে উহাকে চালাইতে পারে না এবং উহা একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্রহ্ম বা মহাচৈতন্য যদি সুধু জীবদেহস্থই থাকিত, জগতের সর্ব্বত্র অখণ্ডরূপে পরিপূর্ণ না থাকিত, তবে জীবদেহগুলি জগতে চলিতে পারিত না। জীবের অন্তর্ব্বহিঃ মহাচৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যথা সুধু অন্তরস্থ চৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা জীবদেহ চালিত হইতে পারে না, বহিঃস্থ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ অখণ্ড মহাচৈতন্যের প্রভাবে উহা চালিত, বোধিত ও ক্রিয়মাণ হয়।

(ঘ) আত্মানুভব।

জীব, মন ও জগৎরূপ এই তিন ভ্রান্তি-সমবায় হইতে তুমি নিজেকে পৃথক করতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিত হও।

পাঠক! একবার আত্মস্থিত হও। দেখিবে, তোমার ভ্রান্ত মন ভ্রান্তিময় জগতের ভ্রান্তিজ্ঞান আনিয়া তোমাকে কত দূর ভ্রান্তিসাগরে নিমজ্জিত করিতেছে এবং ঐ ভ্রান্তিসাগর হইতে আর তোমার শির উত্তোলন করিবার মত বিচারশক্তি নাই। জীবরূপে তুমি ভ্রান্ত, তোমার মন ভ্রান্ত এবং জগৎ ভ্রান্তিময়; এই তিন ভ্রান্তির সমবায়ে তুমি জীবরূপী নিজেকে সত্য, ভ্রান্তিরূপী মনকে সত্য এবং ভ্রান্তিপ্রহেলিকাময় জগৎকে সত্য বোধ করিতেছ। একবার এই তিন ভ্রান্তির সমবায় হইতে নিজেকে পৃথক করতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিত হও। দেখিবে, জীব, মন ও জগৎ সব মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবেক। তুমি যে জীবরূপে মিথ্যাবস্তু এবং তোমার সাধের জগৎটিও যে মিথ্যাবস্তু, এক কথায়, তোমার জগৎ সম্বন্ধে দ্রষ্টৃত্বও যে মিথ্যা এবং জগৎ-দৃশ্যত্বও যে মিথ্যা, তাহা তোমার ভ্রান্ত মনই তোমার বোধে দাঁড়াইতে দেয় না। যেখানে জীবরূপী দ্রষ্টা, মনোরূপী দর্শন এবং জগদ্রূপী দৃশ্য তিনই মিথ্যা, সেখানে জগৎ সত্য প্রমাণ কে করিবে?

পাঠক! একবার অমনীভূত অর্থাৎ মনোহীন হও, একমুহূর্ত্ত চিত্তবৃত্তিশূন্য হও। দেখিবে, জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্বতঃই সিদ্ধান্ত হইবেক। জীবরূপী মিথ্যা জগদ্জ্ঞাতা, মনোরূপী মিথ্যা জগদ্জ্ঞান এবং জগদ্রূপী মিথ্যা জ্ঞেয়পদার্থ, এই তিনের সমবায় শক্তি তোমাকে যে সত্য দর্শন ও সত্যজ্ঞানচ্যুত করিতেছে এই রহস্য যত দিন বুঝিতে না পারিবে, তত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন "ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা" এই মহাজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া আত্মজ্ঞানে স্থিত হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াই রহিয়াছে। একবার দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে উহাদের সহিত তোমার মিথ্যাজ্ঞান এবং বিচারহীনতার জন্য যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা তুলিয়া লও, দেখিবে, তখন সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞানে স্থিত হওয়ায় জগৎ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবেক। আর দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দুষ্ট অনুচরগণকে বিশ্বাস করিও না এবং তাহাদের মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা জ্ঞানোপদেশের প্রতি আস্থা স্থাপন করিও না। এই মিথ্যা জ্ঞানদাতা অনুচর চতুষ্টয়কে অনন্ত কালের জন্য বিদায় দাও এবং তাহাদের সহিত সখ্য ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন কর, দেখিবে, উহাদের বিয়োগে এবং আত্মযোগে তোমার পরাশান্তি লাভ হইবে। যেহেতু উহাদের বিয়োগই আত্মযোগ, আর উহাদের সহিত তাদাত্ম্যভাবে যোগই আত্মবিয়োগ জানিবে। সমগ্র জীবন যে ব্যক্তি পরের দাসত্ব করিল, পরের অনুজ্ঞানুসারে চলিল, তাহার যেমন একজন অনুজ্ঞাকারী প্রভু ব্যতীত দিন চলে না, সে যেমন আমরণ একজন প্রভুর দাসত্ব করিতেই ভালবাসে, তেমন হে পাঠক! তুমি সমগ্র জীবন উল্লিখিত দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ প্রভু চতুষ্টয়ের দাসত্ব করতঃ আর এক্ষণ তাহাদের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, সখ্য ও দাসত্ব ত্যাগ করিতে পারিতেছ না। মিথ্যার সহিত সতত সঙ্গ করিয়া তোমার যে ঐ সত্যজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাও ধারণা করার সামর্থ্য তোমার নাই।

দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধিরূপ প্রভু চতুষ্টয়ের দাসত্ব ও সখ্য ত্যাগ করতঃ জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে অব্যাহতি লাভ কর, তোমার চিরবিশ্রান্তি লাভ হইবে।

এই যে আত্মজ্ঞান বা সত্যজ্ঞান এবং দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জগতের মিথ্যা জ্ঞান, ইহা মানিয়া লওয়া নয়, ইহা স্বরূপ জ্ঞান বা বোধ জানিবে; শুধু মানিয়া লওয়ায় শান্তি ও বিশ্রান্তি লাভ হইবেক না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জ্ঞানটি তোমার বোধে দাঁড়ান চাই, তবেই অনন্তকালের জন্য অনন্তশান্তি লাভ হইবেক, চিরতরে চরমবিশ্রান্তি লাভ হইবেক, আর জন্মমৃত্যুচক্রে নিষ্পেষিত হইতে হইবেক না।

শান্তিলাভের উপায়।

জগদ্বাসী মানবকুলের পিপাসিত প্রাণে সর্ব্বদা যে "কোথা শান্তি", "কোথা শান্তি" বলিয়া আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, উহা কিরূপে প্রশমিত হইতে পারে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন মানব স্বীয় অজ্ঞানবুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার স্বীয় কর্ম্ম-ফলই তাহাকে এতাদৃশ অশান্তি প্রদান করিতেছে; কেহ বা ঈশ্বরপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া "হে ঈশ্বর!" "কোথা ভগবান!" ইত্যাদি আক্ষেপোক্তিতে জীবনাতিপাত করিতেছে। এতাদৃশ দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যরূপ অপসিদ্ধান্ত লইয়াও অনেক লোক রহিয়াছে। ইহারা সুবিধা বা সুখের কালে ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করে এবং অসুবিধায় ও দুঃখে পতিত মানবকে দেখিয়া হীন, তুচ্ছ ও ঈশ্বরানুরাগবিমুখ এবং তদ্ধেতু মহা হতভাগ্য মনে করে। আবার নিজেরাই যখন অসুবিধা ও দুঃখে পতিত হয়, তখন স্বীয় কর্ম্ম-ফলের স্মৃতি আনয়ন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় এবং সুবিধা ও সুখের কালে যে ঈশ্বর বা ভগবানকে এতদূর দয়ালু মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আত্যন্তিক নির্ভর করিয়াছিল, তাঁহাকে আর স্বীয় স্মৃতিপটে স্থান দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করে না এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরতা রাখে না। এই যে তিন প্রকারের তিনটি সিদ্ধান্তের

শান্তি বা অশান্তি লাভের কারণ নির্ণয়ে মানব সাধারণতঃ তিন রকম সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই শান্তিমূলক নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলা হইল, ইহার একটিতেও মানবের প্রাণে শান্তি অসিতেছে না; সে সুখের সময়ে শোকগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, ভগবানকে বিস্মৃত হইতেছে, তাঁহার প্রতি নির্ভরতা রাখিতে পারিতেছে না এবং তাঁহার দয়াতে সন্দিহান হইয়া তাঁহার স্মৃতি ত্যাগ করতঃ "হা হতোস্মি" বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে; কেহ বা ঈশ্বরবিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিতেছে এবং তাঁহার স্বীয় কল্পিত বিশেষ বিশেষ নাম বা রূপের উপর আস্থাহীন হইয়া উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। যে সম্পদের সময় সগর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ সমীপে সানন্দে কত মেষ, মহিষ ও ছাগ বলিদান করতঃ মহাপূজার আয়োজনে কত আনন্দিত হইত, এক্ষণ, সে কালবশে দারিদ্র্যদুঃখে নিপতিত হইয়া, সেই বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না, তাঁহার প্রতি নির্ভর করা ত দূরের কথা। এই ৺কাশীধামে এতাদৃশ দৃষ্টান্ত সতত দৃষ্ট হইতেছে।

আহা! অজ্ঞানী মানবের কি দুঃখ! যে বিগ্রহকে শান্তিদাতা ও সুখদাতা মনে করিয়া সে কত পূজা ও কত অর্চ্চনা করিল, আজ দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইয়া সেই বিগ্রহের গৃহখানিও রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সে হয় তাহাকে বিগ্রহ সমেত বিক্রয় করিল, না হয় তাহা জীর্ণসংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইল। হে অজ্ঞান মানব! তোমার স্বকল্পিত, স্বরচিত ও স্বরক্ষিত তথা-কথিত শান্তিদাতা ও সুখদাতা দেববিগ্রহের, তথা ঈশ্বর বা ভগবানের যখন এতাদৃশ পরিণাম—তোমার সৌভাগ্যের সহিত তাঁহার সৌভাগ্য এবং তোমার দুর্ভাগ্যের সহিত তাঁহার দুর্ভাগ্য যখন এতাদৃশ জড়িত রহিয়াছে, তখন সে তোমার শান্তিদাতা ও সুখদাতা কিরূপে হইতে পারে?

কারণ তাহার স্বকল্পিত শান্তিদাতা কিরূপে শান্তি দিবে?

হে অবোধ মানব! তুমি শান্তি পাইতেছ না বলিয়া শান্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশায় স্বকল্পিত শান্তিদাতা সৃষ্টি করিও না। তোমার অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত করিতে তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, যেহেতু অশান্তির অনল উদ্গীর্ণ হইতেছে তোমার স্বীয় চিত্তগহ্বর হইতে, বহির্জ্জগতের বারিবর্ষণে উহার প্রশমন অসম্ভব। আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণের সময় মেঘবারিবর্ষণ কি কার্য্যকরী হইতে পারে? বহির্জ্জগতের বিগ্রহপূজার ক্ষণিক আনন্দোৎস কি তোমার চিত্তগহ্বর হইতে প্রতি নিয়ত উদ্গীর্ণ অশান্তির অনলপ্রবাহ রোধ করিতে সমর্থ হয়? কখনও নয়। যেখানে ক্ষত সেখানে ঔষধ লেপন চাই—স্থানান্তরে প্রয়োগ সম্যক্ নিষ্ফল জানিবে। বাসনাপ্রপূরিত, বাসনা সমষ্টি ও বাসনাবিদগ্ধ তোমার চিত্তরূপ আগ্নেয়গিরি হইতে প্রতিনিয়ত যে বাসনানল উদ্গীর্ণ হইয়া তোমার চিত্তাকাশ ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, বহির্জ্জগতস্থ বিগ্রহবিশেষের কৃপাবারি বর্ষণে তাহা প্রশমিত হওয়ার নয়। আর, "কোথায় শান্তিদাতা" "কোথায় শান্তিদাতা" বলিয়া ক্রন্দন করিও না, তোমার স্বকল্পিত শান্তিদাতা তোমায় কিরূপে শান্তি দিবে? তুমি "কোথায় শান্তিদাতা" বলিয়া যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ ভ্রমণ করিতেছ, তোমার অবস্থা ত ঠিক ভিক্ষুকের অবস্থার মত। ভিক্ষুকগণ যে দ্বারে একদিন, দুইদিন বা তিন দিন ভিক্ষা পায় না, সে দ্বারে আর যায় না; তুমি যখন "কোথা শান্তিদাতা", "কোথা শান্তিদাতা" বলিয়া সমগ্র জীবন শান্তি পাইলে না, বা শান্তিদাতার অনুসন্ধান পাইলে না, তখন তোমার মত নির্লজ্জ ভিক্ষুক আর কোথায় আছে? হে মানব! তুমি আত্মস্থিত হও, বিচারশীল হও, শান্তিলাভ করিবেক। ভীষণ আগ্নেয়গিরি যেমন জগদ্ধ্বংসকারী মহানলে পরিপূর্ণ, তেমন মহাসলিলেও পূর্ণ রহিয়াছে,

তাহার চিত্তরূপ আগ্নেয় গিরি হইতে যে বাসনানল সদা উদ্গীর্ণ হইতেছে, একমাত্র স্বীয় চিত্তস্থ বিচার-বারিধিই তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু উদ্গিরণের সময় অনলপ্রবাহ ও উষ্ণজলপ্রবাহ দুইই যুগপৎ বহির্গত হয়। পাঠক! তোমার চিত্ত-আগ্নেয়গিরি যেমন কল্পনার ও কামনার অশান্তিঅনলে পরিপূর্ণ, তেমন উহাতে বিচারবারিধিও রহিয়াছে, আগ্নেয়গিরি উদ্গীর্ণ হইতে হইতে পুনঃনির্ব্বাপিত হইয়া যায়; উহারই অভ্যন্তরস্থ মহাসলিলধারা নির্গত হইয়া উহাকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। তোমার চিত্ত-আগ্নেয়গিরি হইতে যে সতত বাসনা-বহ্নি নির্গত হইয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তোমার হৃদয়াভ্যন্তরের বিচারবারিধির বিচারসলিলধারাই উহার প্রশমনের উপায় জানিবে। এই বিচারবারিধিতে স্নাত হইয়াই বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভান্তর চিরতরে পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং মহামতি বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। লেলিহান অনলশিখা যেমন বাত্যাহত হইয়া গত্যন্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, দাবানল সদৃশ বাসনানলও তেমন বিচারশক্তিদ্বারা পরাহত হইয়া বিষয়াভিমুখিনী গতি হইতে নিবৃত্ত হয়। শিশু কালসর্প ধরিতে যায়, যেহেতু সে উহার হিংস্র স্বভাব জ্ঞাত নয়, কিন্তু বয়সাধিক্যে সে উহা হইতে দূরে থাকে, উহার হিংস্র স্বভাব জ্ঞাত হইয়াই সে উহার সান্নিধ্য ত্যাগ করে। অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ের দোষ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়াই বিষয়বাসনানলে দগ্ধ হয় এবং "কোথা শান্তিদাতা", "কোথা শান্তিদাতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। স্বীয় চিত্তস্থ বাসনাগ্নিই যে তাহাকে দগ্ধীভূত করিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে বিচারশীল ব্যক্তি জগতের নশ্বরত্ব চিন্তাকরতঃ স্বীয় চিত্তস্থ বিচারশক্তি প্রভাবে চিত্তস্থ বাসনানল পরাহত করিয়া চিরতরে পরাশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবিচার বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এ স্থলে অধিক

দাবানল সদৃশ বাসনানল বিষয়াভিমুখ হইতে নিবৃত্ত হইলেই পরাশান্তি লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখা বাহুল্য মাত্র হইবেক। [জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি বিষয়ক প্রবন্ধ দেখ]।

বৈদিক ব্রহ্মর্ষিগণের চারিটি মহাবাক্য, বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত চারিটি মহাবাক্য এবং জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য-কথিত চারিটি মহাবাক্য উপলব্ধি কর। দেখিবে, যতক্ষণ ঐ উপলব্ধি স্থায়ী হইবেক ততক্ষণ তোমার চরম শান্তি অনুভূত হইবেক, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। ঐ মহাবাক্য দ্বাদশটি ব্যাকরণ সংযোগে শব্দ যোজনা করতঃ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেই পরাশান্তি লাভ হইবেক না; উহাদের শব্দার্থ লইয়া সভা জয় করিয়া উঠিতে পারিলেই শান্তি প্রাপ্ত হইবেক না; উহাদের ভাবার্থ বা মর্ম্মার্থ অনুভব করা চাই, তবে চরম শান্তিলাভ করিবেক। তবে যাহার এ সব মহাবাক্যাবলীর মর্ম্মার্থ অনুভব করার মত বিচারশক্তি নাই, তাহার পক্ষে পরাশান্তি লাভ যে সুদূরপরাহত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল মহাবাক্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। এই মহাবাক্য দ্বাদশটির মর্ম্মার্থ ও লক্ষ্যার্থ একই। ইহাদের প্রত্যেকটির মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারিলে পরে দেখিবে যে, উহারা একই পরাশান্তির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং সকলেই একার্থবোধক। চরম জ্ঞান ও চরম শান্তি উহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

জ্ঞানবিচারে মহাবাক্যাবলীর মর্ম্মার্থ অনুভব করিবে।

বৈদিক মহাবাক্যের—

"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এতাদৃশ জ্ঞানে স্থিত ব্যক্তির আর অশান্তি থাকিবে কিরূপে? বিষয় চিন্তায় জর্জ্জরিত ব্যক্তিরই ত অশান্তি ভোগ হয়; "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে প্রমাজ্ঞানেস্থিত ব্যক্তির পরাশান্তিই ত লাভ হইবেক, তাহার ত আর বিষয়চিন্তা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ বিষয়চিন্তা ততক্ষণ ব্রাহ্মীস্থিতি কোথায়? অপর তিন মহাবাক্যের আলোচনা পূর্ব্বে বিশদরূপে করা হইয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত—

"চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ", "ব্রহ্মৈব মোক্ষঃ" প্রভৃতি বাক্যও একমাত্র শান্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে। মোক্ষ আর শান্তি একই অবস্থা জানিবে এবং মুহূর্ত্ত চিত্তকে নিবৃত্তি অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিয়া দেখ, তৎক্ষণাৎ শান্তিলাভ হইবেক। "ব্রহ্মৈব মোক্ষঃ" অর্থাৎ "ব্রহ্মই মোক্ষস্বরূপ বা শান্তিস্বরূপ জানিবে।" "ব্রহ্মভাবহি মোক্ষঃ" ব্রহ্মভাব অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এতাদৃশ জ্ঞানই মোক্ষ বা শান্তিদায়ক জানিবে। "স্বাত্মন্যবস্থিতি ইতি মোক্ষঃ" নিজের আত্মায় যে জ্ঞানস্থিত হওয়া, তাহাই মোক্ষ বা শান্তি জানিবে।

শঙ্কর-কথিত প্রথম মহাবাক্য—

"অনিচ্ছৈব পরম পদম্"—ইচ্ছাশূন্যতাই পরমপদ বা ব্রহ্মপদ, এক মুহূর্ত্ত ইচ্ছাশূন্য হইয়া দেখ, তৎক্ষণাৎ শান্তিপ্রাপ্ত হইবেক। যখন চিত্ত আর কিছুই ইচ্ছা করিবেক না, শুধু ব্রহ্মস্বরূপে বা স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে, দেখিবে, তখনই পরাশান্তি লাভ হইবেক।

দ্বিতীয় মহাবাক্য—

"অচিন্তৈব পরম ধ্যানম্"—কিছু চিন্তা না করাই পরম ধ্যান। এক মুহূর্ত্ত চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিয়া দেখ, তখনই পরাশান্তি লাভ হইবেক।

তৃতীয়—

"অক্রিয়ৈব পরাপূজা"—কিছুমাত্র কর্ম্ম না করাই শ্রেষ্ঠ পূজা; এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম বন্ধ কর, পরম শান্তি বোধ হইবেক। ইহা আলস্য নহে—সত্ত্বগুণে স্থিতি জানিবে, যেহেতু অলস ব্যক্তি কর্ম্মহীন হইলেও স্বীয় চিত্তমধ্যে কর্ম্মলব্ধ ভোগ প্রাপ্তির জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকে, তাহাতে সে ঘোর অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে, শান্তি তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে সম্যক্ সুদূরপরাহত জানিবে। পক্ষান্তরে কর্ম্মঠ ব্যক্তিও কর্ম্মহীন হইতে পারে না, যেহেতু তাহার চিত্তেও উৎকট ভোগলালসা রহিয়াছে এবং উহা চরিতার্থ করিতে সে তীব্র অধ্যবসায় অবলম্বন করিবেই। সত্ত্বগুণে স্থিত, ইচ্ছা বা ভোগবাসনাশূন্য ব্যক্তিই অক্রিয়াবস্থায় স্থিত থাকিতে পারে। এ জন্যই প্রথমেই শঙ্কর বলিয়াছেন, "অনিচ্ছৈব পরমপদম্" অগ্রে ইচ্ছাশূন্য বা বাসনাশূন্য, পরে "অচিন্তৈব পরম ধ্যানম্" চিন্তাশূন্য, পরে ক্রিয়াশূন্য স্বতঃই হইবেক।

চতুর্থ—

"মৌনমেব পরম তপঃ"—চুপ হইয়া যাওয়াই পরম তপস্যা জানিবে। মনের সঙ্কল্প বিকল্প রহিতাবস্থাই যথার্থ মৌন জানিবে। একমুহূর্ত্ত দেহের ও মনের ব্যস্ততা ত্যাগ কর, অর্থাৎ দেহের ছুটাছুটি ও মনের সঙ্কল্প-বিকল্প ত্যাগ কর, দেখিবে, তৎক্ষণাৎ শান্তিলাভ হইবেক। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীও বলিয়া গিয়াছেন, "চুপ সবছে ভালা হায়"— চুপ হইতে শান্তি আসে, যাহারা বহির্ম্মুখী হইয়া সর্ব্বদা বাজে লোকের সঙ্গে বাজে কথা বলিয়া জীবনাতিপাত করিল, শান্তি তাহাদের পক্ষে কতদূর সুদূরপরাহত, তাহা ঐ সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণই অনুভব করিতেছেন। এ বিষয়ে যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নাই। শিশুদের এত শান্তি, এত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কেন? তাহাদের জগদ্জ্ঞান নাই বলিয়া। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ জগদ্জ্ঞান ত্যাগ কর, শান্তিলাভ নিশ্চয় হইবেক।

অদ্বৈত জ্ঞানীর উপাসনা।

অদ্বৈত জ্ঞানীর উপাসনা প্রণালীটি কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে। অজ্ঞানী ব্যক্তি মনে করে যে, উপাসনা অর্থ স্তবস্তোত্রাদি পাঠ,— অপভাষায় বলিতে হয়, খোসামোদ মাত্র। কিন্তু উপাসনা শব্দটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাব্দিক অর্থ করিতে হইলে দেখা যায় যে, উহা খোসামোদ নহে, স্তবস্তুতিও নহে। "উপ" সমীপে "আসীন" ইতি উপাসনা—নিকটে উপবিষ্ট হওয়াই হইল উপাসনার শাব্দিক অর্থ। যে যত উপাস্যের সন্নিকটস্থিত সে তত উত্তম উপাসক; যে স্তবস্তুতি করিতেছে, খোসামোদ করিতেছে সেও কিছু দূরে আছে; আর যে উপাস্যের সহিত একত্ব লাভ করিয়া, তাহার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সেই উপাসকেরই উপাস্যের সহিত চরম সান্নিকট্য লাভ হইয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং অদ্বৈত জ্ঞানীর যে "অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে" আত্ম প্রত্যয়ে স্থিতি—"আমিই ব্রহ্ম" এরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি—ইহাই উত্তমতম উপাসনা, ইহাই উপাসনার চরম অবস্থা, ইহাই শাস্ত্রোক্ত "উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাবং"—ব্রহ্মের সহিত যে সদ্ভাব অর্থাৎ একীভূতাবস্থা ইহাই উত্তম উপাসনা—এবং "বাহ্য পূজা ধমাধম"—কল্পিত বিগ্রহ মূর্ত্ত্যাদির যে কল্পিত ধ্যান তাহাই অধম হইতে অধম উপাসনা জানিবে।

অদ্বৈত জ্ঞানীর "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্ম-প্রত্যয়ে স্থিতিই শ্রেষ্ঠতম উপাসনা। কল্পিত বিগ্রহমূর্ত্ত্যাদির কল্পিত ধ্যান অধম উপাসনা জানিবে।

অজ্ঞানী সাকারবাদী বলিবে, "মূর্ত্তি না থাকিলে কি ধ্যান করিবে," "মূর্ত্তিহীন অমূর্ত্তের আবার ধ্যান কিরূপে করা যাইতে পারে"? তোমাকে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার কল্পিত ধ্যান করিতে কে বলিতেছে? "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বাক্য কেন পরিহার করিতেছ? মনটাকে বিষয়শূন্য বা বিষয়চিন্তাশূন্য করাই ত প্রকৃত ধ্যান, মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লাভ কি? যে মনের দ্বারা মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, যে বুদ্ধির সাহায্যে ধ্যান করা সমীচীন মনে করিতেছ, যে বুদ্ধির গৌরবে

মনকে বিষয়চিন্তা-শূন্য করাই ধ্যান। ধ্যাতা মন ও বুদ্ধি নিরাকার বিধায় ধ্যেয়ের আকার কল্পনা বৃথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত আস্ফালন করিতেছ, যে বুদ্ধির অস্তিত্বেই তোমার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ও গৌরব, সেই মন ও বুদ্ধির কি কোনরূপ মূর্ত্তি আছে? তোমার দেহ ত ধ্যান করে না, ধ্যান করে মন আর বুদ্ধি; যেখানে ধ্যাতা মন ও বুদ্ধির আকার নাই, মূর্ত্তি নাই, সেখানে ধ্যেয়ের মূর্ত্তির জন্য এতদূর ব্যস্ত হওয়া কি বিচারসঙ্গত হইল? অনন্তকাল চেষ্টা করিলেও তুমি তোমার স্বীয় মন ও বুদ্ধির আকার দেখিতে পাইবে না; ধ্যাতা মন ও বুদ্ধি অনন্তকাল নিরাকার থাকিয়া যাইবেক। কল্পনাপ্রসূন মনের কল্পিত ধ্যেয় মূর্ত্তির চিন্তা সম্যক্ নিরর্থক জানিবে। তুমি ধ্যাতা রূপে, মন ও বুদ্ধিরূপে নিজে নিরাকার হইয়া, ধ্যেয়ের আকার অনুসন্ধান কেন করিতেছ? ইহাতে লাভ কি? কল্পিত দৃশ্য বা মূর্ত্তি, আর স্বাপ্নিক দৃশ্য বা মূর্ত্তি দর্শন ত একই। তোমার স্বপ্নদর্শন জন্য এত উৎকণ্ঠা কেন? কল্পনা-প্রশ্রয়ে রসাতলে যাইতেছ, তবু কল্পনা পরিহার করিবে না, ইহা হইতে অধিকতর পরিতাপের বিষয় কি আছে?

আহা! অদ্বৈত জ্ঞানী কি পরাশান্তিতে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার উপাসনা-প্রণালীটি কেমন সুন্দর ও শান্তিকর। তাঁহার উপাস্যও কেহ নাই, উপাসকও কেহ নাই, তিনি ব্রহ্ম-সত্তায় স্থিত, "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া সতত শান্তিতে স্থিত আছেন। তাঁহার ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় সত্তাজ্ঞান না থাকায় তিনি ব্রহ্মরূপে স্থিত আছেন, তাঁহার ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভে ব্রহ্মের সহিত চরম সান্নিধ্য লাভ হইয়াছে এবং উপাসনার চরম ফল লাভ হইয়াছে। আর কি উপাসনা করিবে? কাহার উপাসনা করিবে? কে তাঁহার উপাসনা করিবে? উপাসনার প্রয়োজন ত সাধিত হইয়াছে, ব্রহ্মের সহিত চরম সান্নিধ্য লাভ হেতু তাঁহার উপাসনার আর প্রয়োজন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়াই ব্রহ্মোপাসনা। হীনবৃত্তিসম্পন্ন বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মের খোসামোদ করা উপাসনা নহে।

যথার্থ ব্রহ্মোপাসনা হইল ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া, ব্রহ্মের খোসামোদ বা তাঁহার স্তবস্তুতি ব্রহ্মোপাসনা নহে। তুমি কি ব্রহ্মোপাসনাটাকে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের মত মনে কর? তাহা কখনই করা উচিত হয় না। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী যেমন রাজার খোসামোদ করিয়া থাকে, তেমন তাহার নিম্নতর কর্ম্মচারিগণের খোসামোদ পাইতেও ব্যস্ত হয়; ব্রহ্মোপাসনা সেরূপ হইতে পারে না, নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কি রাজার মত খোসামোদপ্রিয় হইতে পারেন? কখনই নয়। ক্ষুদ্রচেতা খোসামুদে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর খোসামোদ-লোলুপতা কি তাহাতে আরোপ করা সমীচীন ব্যবস্থা? কখনই নয়। দাসত্বে চিরজীবন ব্যয়িত ব্যক্তি কখনও খোসামোদ ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু উহা তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যে দাসত্বই চায়, সে রাজত্ব চাহিতে পারে না, পাছে তাহার দাসত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহার খোসামোদের আধারটি নষ্ট হয়। তাহার সমগ্র জীবন দাসত্বে থাকিয়া এবং খোসামোদ করিয়া ও পাইয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তিটি এতদূর হীন হইয়া রহিয়াছে যে, আর তাহার রাজত্ব লাভের উন্নত ভাবটি বুদ্ধিতে স্থান পাইতেছে না। তাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত থাকিয়া ব্রহ্মরূপে বিরাজ করার মত তাহার ভাবটি বুদ্ধিবৃত্তিগত হইতেছে না, ইহা মহা পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

হে পাঠক! এই কথাগুলি অসম্ভব মনে করিও না। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি না আসা পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথাগুলি অসম্ভব মনে হয়। চিকিৎসকগণ শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলেই যেমন স্বীয় স্বীয় দেহস্থ রোগের উপশম করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদিগকে স্বয়ং ঔষধ সেবন করিতে হয়, তদ্রূপ বেদ, উপনিষদ্ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং তাহাদের শব্দার্থ লইয়া সভাজয়ী হইতে পারিলেই ভবরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "অহংব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মস্বরূপত্বের অনুভূতি হইলেই ভবরোগ নিবারিত হইয়া পরাশান্তিলাভ হইয়া থাকে।

দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য 'বিলক্ষণ', অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বিচার করিলেই বুঝা যায়, দ্রষ্টা সত্য, দৃশ্য মিথ্যা; অথবা দৃশ্য সত্য, দ্রষ্টা মিথ্যা ইহা তুমি তর্কের হিসাবে ধরিয়া লইতে পার; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, যেহেতু দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুইই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া দুইই সত্য বা দুইই মিথ্যা হইতে পারে না, উহাদের একটি সত্য, একটি মিথ্যা হইবেক। দ্রষ্টারূপে তুমি নিজে মিথ্যা হইয়া দৃশ্যকে সত্য সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র, যেহেতু যে নিজে মিথ্যা, তাহার প্রমাণিত সত্য কখনও সত্য হইতে পারে না; যাহার নিজের মস্তিষ্ক ঠিক নাই, এতাদৃশ বাতুলের সাক্ষ্য কে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া থাকে? দ্রষ্টারূপে নিজেকে মিথ্যা মানিয়া, দৃশ্যকে সত্য সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র, সন্দেহ নাই। তুমি নিজে মিথ্যা হইলে তোমার দৃশ্যাস্তিত্বের প্রমাণও মিথ্যা এবং সেই হেতু তুমি ও তোমার দৃশ্য দুইই মিথ্যা হইয়া যায়। তাহাও হইতে পারে না। বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত দুই বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না, একটি সত্য, একটি মিথ্যা হইবেক। তুমি এই গৃহের দ্রষ্টা এবং গৃহখানি তোমার দৃশ্য। তুমি আর গৃহ এক বস্তু নও—তুমি চিন্ময়, আর গৃহ জড়; দ্রষ্টৃত্ব জড়ের থাকিতে পারে না, চিতের থাকে। এ জন্য তুমি গৃহ দেখিতেছ, কিন্তু জড় গৃহ তোমায় দেখিতে পাইতেছে না। দৃশ্য মাত্রেই জড়, সুতরাং মিথ্যা। দ্রষ্টা মাত্রেই চৈতন্যময়, কাজেই সত্য। যেমন দ্রষ্টা সত্য, দৃশ্য মিথ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমন জ্ঞাতা সত্য, জ্ঞেয় মিথ্যা, তেমন ধ্যাতা সত্য, ধ্যেয় মিথ্যা। তুমি বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিতেছ, তুমি চৈতন্য ময়, কিন্তু বিগ্রহ মূর্ত্তি তোমায় দেখিতে পায় না, যেহেতু উহা জড়, স্নুতরাং মিথ্যা।

হে অবোধ পাঠক! তুমি নিজে যে চিন্ময়, অর্থাৎ চৈতন্য পদার্থ, তাহা উপলব্ধি না করিয়া, তুমি মিথ্যা জড় বিগ্রহ মুর্ত্তির ধ্যান করিতে চাও। তোমার বিচারহীনতাকে ধন্য! নিশ্চয় জানিও যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য, জ্ঞাতব্য, ও বোধব্য সকলই মিথ্যা; আর যে দ্রষ্টা, মন্তা, ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও বোদ্ধা সেই সত্য জানিবে।

জ্ঞাতা তুমি চিন্ময়রূপে সত্য, জ্ঞেয় তোমার বিগ্রহ মূর্ত্তি জড়রূপে মিথ্যা।

আহা কি পরিতাপের বিষয়! তুমি নিজে সৎপদার্থ ও জ্ঞানস্বরূপ হইয়া কাহাকে সৎ বলিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? কাহাকে জ্ঞাত হইতে চাহিতেছ? নিজে যে সৎ বস্তু, জ্ঞানসত্তা স্বরূপ তাহা বিস্মৃত হইয়া, অসৎ জড়ের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে চাহিতেছ, তোমার এরূপ আত্মবিস্মৃতি ও জ্ঞানবিচারহীনতার কারণ কি? বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি ইহা মায়ারই কার্য্য। মায়ার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তোমার এতাদৃশ বিচার-বিভ্রম ঘটিয়াছে; তুমি স্বয়ং চিন্ময় হইয়া নিজেকে জড় বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছ, আর যাহা জড়, স্নুতরাং মিথ্যা, তাহাতে মায়াবশে বা ভ্রান্তিবশে চৈতন্যের মিথ্যারোপ করিয়া ঐ মিথ্যার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে চাহিতেছ। আহা! তোমার কি ভাগ্য মন্দ! তোমার সম্যক্ দর্শনের অভাবে ভ্রমদর্শন হইতেছে। আহা! তোমার দোষ কি! জগদ্বাসী মানবকুল সকলেই যেন দিগভ্রান্তিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। কে কাহাকে সত্যপথের সন্ধান বলিয়া দিবে! সকলেই ত দিগভ্রান্তিতে মজিয়াছে, সম্যক্ দর্শনের অভাবে বিপরীত দর্শন করিতেছে! এক্ষণ দিন থাকিতে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অবলম্বন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মহাজনগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুভব কর ও কৃতকৃত্য হও। আবার বলিতেছি, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উঠ, জাগো, জ্ঞানীর সন্নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও—উপনিষদ।

আহা! অদ্বৈতজ্ঞানী হইয়া কি আনন্দে, কি শান্তিতে আমি কালাতিপাত করিতেছি! আমার ধ্যাতা কেহ নাই, জ্ঞাতা কেহ নাই, দ্রষ্টা কেহ নাই, বোদ্ধা কেহ নাই; পক্ষান্তরে আমার ধ্যেয় কিছু নাই, জ্ঞেয় কিছু নাই, দৃশ্য কিছু নাই, বোধ্য কিছু নাই; আবার আমার ধ্যাতব্য কিছু নাই, জ্ঞাতব্য কিছু নাই, দ্রষ্টব্য কিছু নাই, বোধব্য কিছু নাই; আমিই ধ্যাতারূপে, জ্ঞাতারূপে, দ্রষ্টারূপে, বোদ্ধারূপে, ব্রহ্মরূপে—এক কথায় 'অহং' রূপে বিরাজ করিতেছি। চরম কথা, আমিই আমি রূপে, উত্তম পুরুষ রূপে বিদ্যমান আছি, আমি আর মধ্যম পুরুষ রূপে তোমাকে বা প্রথম পুরুষ রূপে তাহাকে বা অন্যান্যকে দেখিতেছি না, যেহেতু অহং প্রত্যয়ে আত্মস্থিত হইয়া, অহমিতর তোমাকে, তাহাকে বা জগৎকে দেখিতেছিনা।

অদ্বৈত জ্ঞানীর ধ্যাতা, ধ্যেয় বা ধ্যাতব্য কিছু নাই। তিনি অহং-রূপে আত্মস্থিত হইয়া চিরশান্তিতে বিরাজ করেন।

অহমিতর তোমাকে, তাহাকে ও জগৎকে মিথ্যা জানিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও আমি করিতেছি না। তুমি মনে করিতেছ—আমি তোমার প্রতি, তাহার প্রতি, বা জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, কিন্তু তাহা নয়। আমার জড় চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা শবের উন্মীলিত চক্ষুর মত; তোমার প্রতি, তাহার প্রতি ও জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে বলিয়া তুমি মনে কর এবং তোমার ভ্রান্তচক্ষু আমার চক্ষুকে জগৎ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে, কিন্তু তাহা ঠিক নয়, উহারা সর্ব্বদা আত্মা বা অহং-কে লক্ষ্য করতঃ তোমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে, তাহা হইতে ও জগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। চক্ষু আর চক্ষুর দৃষ্টি এক নয়। জগতের দিকে চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও উহার দৃষ্টি অন্তর্লক্ষ্যের দিকে রহিয়াছে।

আহা! মানবের জগদ্‌জ্ঞানই ত মানবকে ভ্রান্তিব্যূহচক্রে ভ্রমণ করাইতেছে। যাহার জগদ্‌জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহাকে আর ঘুরাইবে কে? আমি ত আত্মস্থিত, ব্রহ্মস্থিত অর্থাৎ অহংস্থিত হইয়া স্বরূপস্থিতিতে পরাশান্তি লাভ করিতেছি। হে জগৎ! তোমার মায়িক মূর্ত্তি সুদীর্ঘকাল দেখিয়াছি, আর দেখিতে চাই না, আর তোমার মায়িক মূর্ত্তির মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইব না। এক্ষণ আত্মরূপে, ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ অহংরূপে স্থিত আছি—এক কথায় আমিই 'আমি'রূপে আছি, বা আমাতেই আমি আছি, যেহেতু আমি যে সৎস্বরূপ, অর্থাৎ স্বয়ংস্থিত বস্তু, আমি অন্যের মুণ্ডে চাপিব কেন? অন্যের উপর নির্ভর করিব কেন? অন্যের উপর স্থিত হইব কেন?

এই যে ক্ষুদ্র জগৎটি অর্থাৎ দেহটি, উহা সৎস্বরূপ, আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ, চরম কথা 'অহং' স্বরূপ, আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আমি উহাকে আশ্রয় করি নাই, অর্থাৎ দেহ আমাতে স্থিত আছে, আমি দেহে স্থিত নই। আমি অখণ্ডরূপে, সদ্রূপে, আত্মরূপে, ব্রহ্মরূপে ও 'অহং'রূপে বিদ্যমান আছি; আমি খণ্ড দেহকে আশ্রয় করিব কেন? এই দেহ কিয়ৎকালের জন্য আমার আশ্রয় লইয়াছে মাত্র। আবার ব্যক্তিগত ভাবে এই ক্ষুদ্র জগদ্রূপী দেহটি যেমন খণ্ড রূপে আমার আশ্রয় লইয়াছে তেমন সার্ব্বভৌমিক রূপে এই বিরাট্ ও অনন্ত জগৎটিও আমার অখণ্ডরূপ, অনন্তরূপ, আত্মরূপ,

দেহজ্ঞান বা জগদ্‌জ্ঞান তাঁহার নাই। দেহ ব্যষ্টিরূপে ও জগৎ-সমষ্টিরূপে তাঁহার অহংরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মরূপ—চরম কথা অহংরূপকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বা আমাতে স্থিত আছে। তুমি বলিবে, অনন্ত বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের ভারে তুমি প্রপীড়িত হইতেছ না? মরীচিকার ভারে কি মরুভূমি ভারাক্রান্ত হয়; না সে সিক্ত হয়? কখনও নয়। মিথ্যা জগৎ সৎস্বরূপ আমাকে ভারাক্রান্ত করিবে কিরূপে? মরুভূমি অধিষ্ঠান-সত্তারূপে চিরবিদ্যমান রহিয়াছে, স্বচ্ছন্দে স্থিত আছে, সে মিথ্যা জলের ভারে প্রপীড়িত হইবেক কেন? যে মিথ্যা জলভ্রান্তিরূপিণী মরীচিকাকে সত্য বোধ করিতেছে, সে মনে করিতেছে—আহা! মরীচিকার ভারে মরুভূমি বেচারা প্রপীড়িত হইল, কিন্তু যে মরীচিকাকে মিথ্যা জানিয়াছে, সে আহা করিবে কেন? যেখানে জলের লেশ নাই, সেখানে ভার চাপিবে কিরূপে? এইরূপে জগন্মরীচিকার অধিষ্ঠান-সত্তারূপে, আত্মরূপে, ব্রহ্মরূপে, সদ্রূপে বা 'অহং'রূপে যে আমি বিদ্যমান আছি, আমাকে উহা কিরূপে ভারাক্রান্ত বা প্রপীড়িত করিবে? যাহার জগদ্‌জ্ঞান রহিয়াছে, যে জগৎকে সত্য বোধ করিতেছে, সে আমার উপরে জগৎটাকে চাপিতে দেখিয়া চমকিয়া যাউক। আমার জগদ্‌জ্ঞান নাই, জগৎ সত্য বলিয়া বোধ নাই, আমার চরম জ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ" এই অদ্বৈত জ্ঞানের উদ্বোধ হইয়াছে। আমার চমকিয়া উঠিবার কি কারণ রহিয়াছে?

যে অজ্ঞানী ব্যক্তির আমার উপর জড়দেহের দিকে মাত্র দৃষ্টি বা লক্ষ্য রহিয়াছে তাহারই মাত্র আমার উপর এতাদৃশ গুরু ব্রহ্মাণ্ডের ভার চাপান দেখিয়া চমকিয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তির আমার চৈতন্যাংশের দিকে বিচারদৃষ্টি ও দিব্য লক্ষ্য রহিয়াছে তাঁহার চমকিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। দেহদৃষ্টি, দেহজ্ঞান ও দেহলক্ষ্যরূপ অজ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিরূপে আমাতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডভারসহনশীলা শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে বা আরোপ করিতে পারে, বা উহা আমাতে থাকিতে পারে, এরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারে? কখনই নয়। চৈতন্যদৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি, ব্রহ্মদৃষ্টি, সদ্দৃষ্টি ও জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিই উহা করিতে পারে, সন্দেহ নাই। জীব চিদাভাস মাত্র, চিৎপ্রতিবিম্বস্বরূপ, জীবময় জগৎ, অর্থাৎ জীবসমষ্টিই জগৎ। আমি চিৎস্বরূপ, আমার আভাস মাত্র জীব, আমার প্রতিবিম্ব বা ছায়াই হইল জীব, আমি অনন্তরূপে, অখণ্ডরূপে, মহাচৈতন্যরূপে, সমষ্টিরূপে চিরবিদ্যমান রহিয়াছি। আমার সমষ্টি আভাসরূপে, সমষ্টি প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ারূপে অনন্ত জগৎ চিরবিদ্যমান আছে এবং ব্যষ্টি আভাস, ব্যষ্টি প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ারূপে জীবগণ বিদ্যমান আছে। ইহাই হইল ব্রহ্মস্বরূপ আমার সহিত জগৎ ও তদ্ব্যষ্টি জীবের সম্বন্ধ। এক্ষণ দেখ, কায়া কি ছায়াদ্বারা ভারাক্রান্ত বা প্রপীড়িত হয়? কখনও নয়। ব্রহ্ম অনন্ত ও অনাদি বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ জগৎও অনন্ত ও অনাদি। যতদিনের কায়া ততদিনের ছায়া। কায়া ছিল, ছায়া ছিল না, এমন ত হইতে পারে না। ব্রহ্ম কায়ারূপে অনাদি, আর জগৎ ছায়ারূপে অনাদি। আবার ব্যষ্টি জগৎরূপে জীবও অনাদি, যেহেতু জীবময় বা জীবসমষ্টিই জগৎ। জীবাস্তিত্ব বিয়োগে জগদস্তিত্ব লুপ্ত হইত। জীব অনাদি বলিয়া এবং ব্যষ্টি জগৎ বলিয়া জগৎ অনাদিকাল স্থিত আছে। জীব মৃত্যুতে দেহরূপ পোষাকটি মাত্র ত্যাগ করে, নিজে নষ্ট হয় না। ব্রহ্মরূপে, সদ্রূপে আমি যেমন অনাদিকাল হইতে চিরবিদ্যমান আছি, আমারই ব্যষ্টি ছায়ারূপে, জীবরূপে, অসদ্রূপে অনাদিকাল জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি সমষ্টিরূপে, ব্রহ্মরূপে আছি; ব্যষ্টি জীবসমূহ আমার ছায়ার মত রহিয়াছে, উহারা আমার

তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহার ব্যষ্টি আভাসরূপে জীব ও সমষ্টি আভাসরূপে জগৎ তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি ভার চাপাইবে কিরূপে? ব্যষ্টি দ্বারা কি সমষ্টি ভারপ্রপীড়িত হয়? বিশেষ উহারা অর্থাৎ জীবগণ আমার ব্যষ্টি নয়, আমার ছায়া-স্বরূপ জগতের ব্যষ্টি মাত্র। সৎ বস্তু কখনও অসৎ বস্তু দ্বারা প্রপীড়িত হইতে পারে না। পাঠক! বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" উপলব্ধি কর; দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন কর, দেখিবে, জগৎ আর তোমার প্রতি ভার চাপাইবে না, পীড়ন করিবে না; স্বয়ং ব্রহ্মরূপে, চিদ্রূপে, চৈতন্যরূপে, সদ্রূপে ও 'অহং'রূপে উপবিষ্ট হও, পরাশান্তি লাভ হইবেক।

"ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ" ইহার শেষাংশের অর্থ কি? "জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ"—জীব ব্রহ্মই, উহা ব্রহ্ম হইতে অপর বা অন্য নহে। জীব অধ্যস্ত পদার্থ, অর্থাৎ মিথ্যা প্রতীত বস্তু মাত্র। মিথ্যা জীব সৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইবেক কিরূপে? ব্রহ্ম অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, সে চিরস্থায়ী; জীব জন্মমৃত্যুর অনুগামী। সৎস্বরূপ ব্রহ্ম একভাবে বিদ্যমান, আর মিথ্যা জীব মিথ্যা জন্মমৃত্যুর সঙ্গী। বেদান্তপ্রতিপাদ্য প্রতিবিম্ববাদটি বুঝিতে চেষ্টা কর। আমি উপবিষ্ট আছি। আমার সম্মুখে যে দর্পণগুলি প্রাচীরে লম্বমান রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে আমার প্রতিবিম্ব বা ছায়া পতিত হইয়া আমাকে বহুত্বে পরিণত করিয়াছে এবং উহারা ঠিক আমারই মতন দেখাইতেছে। আমি যখন উহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, উহারা তখন আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, আমি যখন হস্ত-পদাদির সঙ্কোচ প্রসারণ করি, উহারাও তখন সেরূপ করে, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা সর্ব্বতোভাবে আমার মত নয়, আমার মত দেখায় মাত্র, আমার মত প্রতীত হয় মাত্র। এক বস্তুতে অন্য বস্তু প্রতীত বা দৃষ্ট হওয়াই হইল অধ্যাস। এই যে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক আমার মত দেখাইলেও যেমন উহারা মিথ্যা বস্তু, তেমন ব্রহ্মের আভাস মনোদর্পণে পতিত হইয়া যে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, উহারাও মিথ্যা পদার্থ, সন্দেহ নাই। ইহাই হইল বেদোক্ত "একোহম্ বহুস্যাম", অর্থাৎ আমি এক আছি, আমি বহু হইব। এই যে ব্রহ্মের সঙ্কল্প, মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াই তাহার বহুত্বলাভরূপ সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, উহা তাঁহার মিথ্যারূপ জানিবে।

মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ও জগৎরূপে বহুত্ব প্রাপ্তিতেও অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণামী হন না।

ব্রহ্ম অপরিণামী বস্তু, তাঁহার মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুত্ব প্রাপ্তিতে তিনি পরিণামী হন না, যেমন আমি অর্থাৎ আমার দেহটি সম্মুখে লম্বমান দর্পণরাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হইলেও আমি ঠিকই থাকি। আমার জড়দেহের প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া যে আমাকে মিথ্যা বহুত্বে পরিণত করে, উহারা আমায় দেখিতে পায় না, যদিও দৃষ্ট হয় যে, যেন উহারা আমার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। আমার প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উহা যেমন আমাকে দেখিতে পায় না, তেমন ব্রহ্ম মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে মিথ্যা জীবের সৃষ্টি করিয়াছে উহারাও ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। আমি যেমন আমার প্রতিবিম্ব-রাশির সত্যদ্রষ্টা এবং উহারা আমার মিথ্যা দৃশ্য স্বরূপ, তেমন সত্য ব্রহ্মই মিথ্যা জীবের দ্রষ্টামাত্র এবং মিথ্যা জীবগণ ব্রহ্মের মিথ্যা দৃশ্য মাত্র। এইরূপ ব্রহ্মদর্শন কথাটি অবাস্তব এবং বাস্তব কথা হইল ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে ব্রহ্ম আছেন, বা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ইহা জানিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান জানিবে।

চিদাভাস বা চিৎপ্রতিবিম্ব মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, জীবরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হয়, অর্থাৎ মন ও চিদাভাস এই দুইয়ের সমষ্টিই হইল জীব। এই জীবেরই জন্মমৃত্যু হয়—কিরূপে হয়, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বলা যাইতেছে। আমার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র জলপাত্র রাখ, তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিবিম্ব ঐ জলে প্রতিফলিত হইয়া ঠিক যেন আমি উহাতে আছি এরূপ দৃষ্ট হইবে। পরক্ষণে অন্য আর একটি বৃহৎ পাত্রে ঐ জল ঢালিয়া দাও এবং ক্ষুদ্র পাত্রটি ভগ্ন করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিবিম্বটি ঐ বৃহৎ জলপাত্রে পতিত হইয়া ঠিক যেন আমি উহাতে আছি, এরূপ দৃষ্ট হইবেক। ক্ষুদ্র-জলপাত্রটি ভগ্ন করায় যেমন আমি, বা তন্মধ্যে পতিত আমার প্রতিবিম্বটি ভগ্ন বা নষ্ট হইল না, বা বৃহৎ জলপাত্রে আমি প্রতিবিম্বিত হইয়া আমি বা আমার প্রতিবিম্বটি পরিবর্ত্তিত, ক্ষুণ্ণ অথবা পরিবর্দ্ধিত হইল না এবং অক্ষুণ্ণ ও অব্যাকৃত হইয়া রহিল, সেইরূপ ব্রহ্ম ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেহভাণ্ডস্থ স্বচ্ছ মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে জীবত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ দেহভাণ্ড বিনাশে ব্রহ্ম বা তাহার জীবাখ্য প্রতিবিম্ব, এমন কি মনোদর্পণটি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; তিনি ক্ষুণ্ণ, পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হন না—যেমন তেমনই থাকেন। ক্ষুদ্র পাত্রের জল বৃহৎ পাত্রে স্থানান্তরিত হয় মাত্র, নষ্ট হয় না; প্রতিবিম্বটিও স্থানান্তরিত হয়, নষ্ট হয় না। এইরূপ, মৃত্যুতে দেহ বিনাশে মন এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, যে দুইয়ের সমষ্টিই হইল জীব, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, পরন্ত স্থানান্তরিত বা পাত্রান্তরিত অর্থাৎ দেহান্তরিত হয় মাত্র। ক্ষুদ্র দেহভাণ্ড ভঙ্গে বৃহৎ দেহভাণ্ডে প্রবেশ, কখন বা বৃহৎ দেহভাণ্ড বিনাশে ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডে প্রবেশ সজ্ঘটিত হইয়া থাকে; ইহাই হইল জন্মমৃত্যুচক্রের প্রণালী।

প্রতিবিম্বরূপ জীবই জন্মমৃত্যুর অনুগামী হয়। দেহভাণ্ড বিনাশেও জীবাখ্য প্রতিবিম্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

পক্ষান্তরে পাত্রস্থ জল পরিষ্কৃত বা অপরিষ্কৃত বা বিভিন্ন রঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রঞ্জিত থাকিলে যেমন প্রতিবিম্ব বিকৃত হয় এবং ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, তেমন মনের শুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা, হিংসা, দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত এবং ঐ সকল দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত যে মন তাহার প্রভাবে জীবের অধম বা উত্তম জন্ম লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে কুসঙ্গে পতিত হইয়া যে ব্যক্তি মনটা নীচ, ক্ষুদ্র, হিংসাদি দোষের দ্বারা কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে, সে ব্যক্তি এ জন্মে কুৎসিত দেহ, দারিদ্র্যদুঃখ, মূর্খতা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-বিমুখতা এবং তমোগুণের ক্রিয়া যে কঠিন পীড়াদি, তাহা প্রাপ্ত হয় এবং এ জন্মে অধিকতর দুরাচার ও দুঃখী হইয়া থাকে। যাহার পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গগুণে মনের ধারণা উচ্চ, মন বিশুদ্ধ এবং হিংসাদিদোষবর্জ্জিত ছিল, তাহার এ জন্মে সুন্দর ও নীরোগ দেহ এবং সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মলাভ হয় এবং পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী সে অধিকতর সদাচারী ও সুশীল হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সমাধিযোগের সাধন দ্বারা স্বীয় মনকে নাশ করিতে পারিয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না। (মনোনাশের উপায় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।)

জীবের মনের শুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। মনোনাশেই জন্ম রহিত হয়।

এক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা "অহমস্মি"রূপ আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত থাকিয়া আমার লাভ কি? এ বিষয়টি অনুভব-সাপেক্ষ। অসাধক সাধারণ মানব যখন বিষয় চিন্তা করে তখন সে আত্মহারা হয়, নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে। কে বিষয়চিন্তা করিতেছে তাহা সে বিস্মৃত হয়, এমন কি সে যে আছে তাহাও জানে না, শুধু বিষয়চিন্তায় মত্ত ও অশান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু আত্মবিচারদ্বারা আত্মসংস্থ ও আত্মলক্ষ্য সাধকের বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম বা আত্মা বিষয় হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়চিন্তা থাকিতে ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মস্থিতি বা অহংস্থিতি সম্ভব হয় না; পক্ষান্তরে ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মস্থিতি বা অহংস্থিতি হইলে বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না। এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয়চিন্তা আসে কি না? উকীল মহাশয়দের কি চিন্তা আসে? শুধু মোকদ্দমার চিন্তা। যে যে জাতীয় চিন্তা লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে তাহার সে জাতীয় চিন্তাধারাই মনোরাজ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে।

অহংপ্রত্যয়ে আত্মস্থিত সাধকের বিষয়চিন্তা আসে না। আত্মা কি? মন কি? আমি কি? বন্ধন কি? ব্রহ্ম কি? জগৎ কি? উহাদের সম্বন্ধাদি কি? এ সব বিষয়ে চিন্তা আসে, যখন তিনি অহংস্থিতি বা আত্মস্থিতি হইতে উত্থিত হন। উকীল মহাশয় যেমন বিচারালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিচারালয়ে অভিনীত মোকর্দ্দমার চিন্তা করে, যেহেতু মোকর্দ্দমার সংস্কার তাহার মনোমধ্যে নিহিত থাকে, তেমন "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপে আত্ম-প্রত্যয়ে স্থিতিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি আত্মস্থিতি হইতে উত্থিত হইয়া আত্মস্থিতির অভ্যাসটি মাত্র চিন্তা করে। আত্মস্থিতি সময়ে তাহার মনের সহিত বিয়োগসম্বন্ধ থাকায়, অর্থাৎ মন হইতে বিযুক্ত থাকায় ইদানীং মনোরাজ্যে স্থিত হইলেও তাহার মনটি প্রথমতঃ ম্রিয়মাণ থাকে, পরে মৃদুভাব ধারণ করতঃ শান্তিতে স্থিত হয়, উহার সতেজ গর্ব্ব আর থাকে না। অহংস্থিতির্ মাত্রা যত দৃঢ়তর হয়, মন তত মৃদুতর হয় এবং ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। বিষধর সর্প ম্রিয়মাণ হইলে যেমন তাহার বিষের ভয় থাকে না, সেরূপ মন-সর্প ম্রিয়মাণ হইলে তাহার অহঙ্কাররূপ বিষেরও আর ভয় থাকে না। আত্মস্থিত ব্যক্তির দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত মনের আভাস থাকে, কিন্তু উহাতে বন্ধন

অহংপ্রত্যয়ে আত্মস্থিত সাধকের মন নির্ব্বিষয় হয় বলিয়া মন ম্রিয়মাণ হয় এবং দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত মনের আভাসমাত্র বিদ্যমান থাকিয়া বন্ধন ঘটাইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটাইতে পারে না; যেহেতু মন মৃতবৎ হয়, বা মন তখন বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত "দগ্ধ বস্ত্রাবভাসবৎ" বিদ্যমান থাকে, যেমন বস্ত্রখানা ভূমির উপর বিছাইয়া পাতিয়া পরে আগুন ধরাইয়া দিলে উহা পুড়িয়া যায়, এবং বস্ত্রের মতই পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঐ বস্ত্রে কোন কার্য্যই হয় না, সেইরূপ আত্মস্থিত ব্রহ্মস্থিত বা অহংস্থিত ব্যক্তির মনও নষ্ট হয়, কিন্তু উহার নষ্টাবস্থার অবভাস বা আভাস থাকে, কিন্তু ঐ নষ্ট মন বন্ধন বা অশান্তি ঘটাইতে পারে না। মৃতব্যক্তির শবের সঙ্গে যেমন শত্রুতামিত্রতার ঘাত-প্রতিঘাত চলে না, তেমন অহংস্থিত ব্যক্তির মনের দ্বারাও বন্ধন ও অশান্তি সংঘটিত হয় না।

নির্ব্বাণ।

এক্ষণ নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া গ্রন্থ শেষ করা যাউক। নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ "নিভিয়া যাওয়া, বা নিভাইয়া দেওয়া"। কাহার নির্ব্বাণ হইবেক? নির্ব্বাণের অবস্থাটি কি, বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তিতে লাভ কি? এ সব বিষয়ের গবেষণা করা যাউক।

মহাশূন্যে লীনাবস্থাই নির্ব্বাণ। অনস্তিত্বই নির্ব্বাণ।

মহামতি বুদ্ধদেব দুঃখবাদী ছিলেন। তিনি সংসারটাকে দাবাগ্নি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর দুঃখাগ্নিতে এই সংসার দাবাগ্নিসদৃশ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কে এই দাবাগ্নি জ্বালিয়াছে? কোথা হইতে ইহার আরম্ভ এবং কোথায় যাইয়া ইহার শেষ হইবেক, তাহা মানবের অজ্ঞাত। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "এ সব বিষয় তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি নির্ব্বাণপথের অনুগামী হও", অর্থাৎ বনাগ্নি জ্বলিলে—"কেন জ্বলিয়াছে? কে জ্বালাইয়াছে?" ইহা চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। বনস্থ প্রাণিগণের তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই একমাত্র পন্থা। চীনদেশের তাওস্তিক দর্শনশাস্ত্র "মহাশূন্যে লীনাবস্থাই নির্ব্বাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মহাশূন্যে স্থিতি জন্য যে আনন্দলাভ, উহাই চরম বা পরম লাভ” বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব “অনস্তিত্বই নির্ব্বাণ” বলিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেবও তাহাই বলিয়াছেন।

এক্ষণ নির্ব্বাণ শব্দের মৌলিক অর্থ ও মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা যাউক এবং দৃষ্টান্ত সহকারে উহা বুঝান যাউক। প্রথম, বিচার করা যাউক, কাহার নির্ব্বাণ হইবেক? আত্মা নির্ব্বিকার, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; তাহার নির্ব্বাণ হইতে পারে না। নির্ব্বাণ শব্দটি বিচার করিলেই মনে হয়, অগ্নি বা তজ্জাতীয় বস্তুনিচয়ই নির্ব্বাপিত হওয়ার যোগ্য। নির্ব্বিকার আত্মার নির্ব্বাণ নাই, যেহেতু যাহা পরিণামী তাহাই নির্ব্বাপিত হয়; অপরিণামী আত্মার নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে না। আত্মা চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত এবং নির্ব্বাণাবস্থায় চিরস্থিত। নির্ব্বাণের অবস্থাই হইল আত্মার স্বরূপাবস্থা, তাহার আর নির্ব্বাণ হইবে কিরূপে? দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক—যেমন তেজ আর অগ্নি, ইহাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তেজ নিগুর্ণাবস্থায় সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রতি পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তেজ হইতে উৎপন্ন ও বিকসিত যে অগ্নি, তাহা সর্ব্বস্থানে নাই, যেখানে ইন্ধন সংযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে, তথায় তেজ হইতে অগ্নি আবির্ভূত হয় এবং কিয়ৎকাল স্বীয় দহনক্রিয়াশক্তির পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনঃ স্বীয় সত্তা যে তেজ তাহাতে নির্ব্বাপিত বা লীন হইয়া যায়। যাহা উৎপন্ন, লয়শীল, পরিণামী ও ক্ষণস্থিত, তাহাই নির্ব্বাণ হওয়ার যোগ্য। যাহা অনুৎপন্ন, লয়হীন, অপরিণামী ও চিরন্তনী বা অনাদি ও অনন্ত, তাহার নির্ব্বাণ হইতে পারে না। তেজের নির্ব্বাণ হয় না, সে সদা নির্ব্বাণাবস্থায়ই

অপরিণামী আত্মা চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত। পরিণামী জীবাত্মাই মাত্র নির্ব্বাণলাভের যোগ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে; অগ্নির নির্ব্বাণ হয়, অর্থাৎ সে নিভিয়া যায়, যেহেতু সে উৎপন্ন, লয়শীল ও ক্ষণিকস্থিত বস্তু। সেইরূপে আত্মার নির্ব্বাণের অপেক্ষা নাই, সে স্বয়ং নিগুর্ণাবস্থায় বা নির্ব্বাণাবস্থায় স্থিত রহিয়াছে, আত্মা নির্ব্বাণাবস্থায় চিরস্থিত: জীবাত্মার নির্ব্বাণ হয়, যেহেতু জীবাত্মা উৎপন্ন, অধ্যস্ত ও মিশ্র পদার্থ মাত্র। অগ্নি যেমন ইন্ধন সংযোগে স্থিত থাকে, ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া স্বকারণ তেজে লীন হয়, যেহেতু তেজ ও ইন্ধন এই দুইয়ের সংযোগে বা মিশ্রণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তেমন আত্মার আভাস ও বাসনাসমষ্টি মন এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জীবাত্মা উৎপন্ন বলিয়া, উহা নির্ব্বাণলাভের যোগ্য এবং তাহাই হইয়া থাকে। অগ্নির ইন্ধনাভাবে যেমন নির্ব্বাণ বা নির্ব্বাপণ সংঘটিত হয় এবং মহাতেজে লয় হয়, তেমন জীবাত্মারও বাসনাসমষ্টি মনের অভাবে নির্ব্বাণলাভ হয় এবং মহাশূন্যরূপী পরমাত্মায় লয় হয়। (জীবাত্মা বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং মনোনাশ সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ গ্রন্থমধ্যে বিস্তার পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। এ স্থলে পুনরুক্তি জন্য পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।) চৈনিক দর্শন শাস্ত্রের 'মহাশূন্যে লীন হওয়া' আর হিন্দু দর্শন শাস্ত্রোক্ত 'পরমাত্মায় লীন হওয়া' এবং বুদ্ধের 'অনস্তিত্ব লাভ হওয়া' একই নির্ব্বাণকে লক্ষ্য করিয়াছে। মূল কথা, সকলেই বাসনাগ্নির নির্ব্বাপণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'এই দেহ বাসনা-মূর্ত্তি মাত্র, বাসনার আত্যন্তিক বিলয়ে দেহনাশে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে', তিনি বাসনা ধ্বংসে স্বীয় স্থিতি কোথায় হইবেক, তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস পান নাই, যেহেতু যত দুঃখ, ক্লেশ, অশান্তি সবই হইল বাসনার অনুগামী এবং বাসনাই জীবাস্তিত্ব বা মানবাস্তিত্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অস্তিত্বই দুঃখ, উহা না থাকাই নির্ব্বাণ। তিনি বাসনাস্তিত্ব ধ্বংসে আর

ইন্ধনরূপ বাসনাসমষ্টি-মনের অভাবে জীবাত্মার নির্ব্বাণলাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতন্ত্রাস্তিত্ব রক্ষণের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই, অর্থাৎ তুমি না থাকিলে তোমার কি গতি হইবেক, এই চিন্তা করেন নাই এবং উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু তোমার স্বীয় অস্তিত্বের জন্য যে আসক্তি ও আশঙ্কা, উহাই হইল তোমার মহাদুঃখের কারণ এবং বন্ধনের হেতু। শুধু তাহাই নয়, তোমার স্বীয় অস্তিত্বই হইল মহাদুঃখ-স্বরূপ। তোমার স্বীয় অস্তিত্ব থাকিবেক, আর তোমার দুঃখ বিদূরিত হইবেক, এরূপ অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে না; যেহেতু তোমার অস্তিত্ব আর দুঃখ অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। যদি মহাদুঃখ-রাশি হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, তবে স্বীয় অস্তিত্বের বর্জ্জন কর, উহার আসক্তি ত্যাগ কর। নির্ব্বাণলাভে আমার অস্তিত্ব কোথায় যাইবে এই অনুসন্ধিৎসাই তোমার পক্ষে মহাবন্ধন, মহাদুঃখ ও মহাভয়ের কারণ জানিবে। নির্ব্বাণলাভে আমার কি লাভ হইবেক, এই চিন্তাও মহাবন্ধনের হেতু, সন্দেহ নাই। যেহেতু যে কোনরূপ লাভের চিন্তাই তোমার দুঃখের হেতু। আমি কোনরূপ কিছু হইয়া থাকিব, এই যে আমার লক্ষ্য, ইহাই হইল বন্ধনের হেতু এবং নির্ব্বাণের পরিপন্থী। কিছু বা কোনরূপ অবস্থা প্রাপ্তি জন্য যে আশা, আশঙ্কা ও লক্ষ্য, ইহাই হইল নির্ব্বাণের বাধক এবং ইহাদের আত্যন্তিক নিরসনই হইল নির্ব্বাণ। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, "অনিচ্ছৈব পরমপদম্"—কিছু না চাওয়াই পরম পদ, কিছু না চাহিলেই পরম পদ লাভ হইবেক, তাহা নয়। ভুবনবিখ্যাত মহাপণ্ডিত অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, "এতাদৃশ মহাশূন্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেওয়ার ধারণাটি মনে স্থান দেওয়াও যেন মহাবিভীষিকাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।"

স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার আসক্তি ও অনুসন্ধিৎসাই মহাবন্ধন, উহার আত্যন্তিক নিরসনই হইল নির্ব্বাণ।

হিন্দুদর্শনশাস্ত্র "পরমাত্মায় স্থিতি"কেই নির্ব্বাণের অবস্থা সিদ্ধান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন এবং পরমাত্মাকে বেদান্তশাস্ত্র আনন্দময় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এতাদৃশ আনন্দ ভোগ্য হইতে পারে না। কে ভোগ করিবে? যতক্ষণ জীব পরমাত্মা হইতে নিজেকে পৃথক কল্পনা করে, ততক্ষণ সে পরমাত্মার আনন্দভোগ করিতে পারে না, যেহেতু একে অন্যের আনন্দ পাইবে কিরূপে? যেমন ব্যবহারিক জগতে একজন উচ্চপদে সন্নিবিষ্ট হইলে তাহার আনন্দ অপরে ভোগ করিতে পারে না। আত্মাকে আনন্দময় বলিলে আত্মময় জগৎ এতাদৃশ দুঃখময় হইল কিরূপে? জগৎ ত আনন্দময় হওয়া উচিত ছিল। রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে যোগবাশিষ্ঠে স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও এই সমস্যার পূরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দুই তিন বার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, দুই তিন বারই বশিষ্ঠ মুনি মৌন হইয়া রহিলেন। এই যে বেদান্তে সচ্চিদানন্দরূপে আত্মাতে আনন্দের আরোপ, ইহা হইল কঠোর নির্ব্বাণের দিকে বা মোক্ষের দিকে মানবকে চালিত করার মত উপায়বিশেষ মাত্র। যেমন অতি বিস্বাদ ঔষধস্থলে চিকিৎসক কিছু সুমিষ্ট সিরাপ্ বা সরবৎ মিশ্রিত করিয়া দেন, গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই উপকার। মহাতিক্ত কুইনাইনের বটিকার উপর যেমন চিনির আবরণ থাকে, উহা গলাধঃকরণের জন্য সুবিধা, রোগোপশমের পক্ষে কার্য্যকরী নয়। জার্ম্মেনির বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডয়সন্ তাঁহার লিখিত "বেদান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম" নামক গ্রন্থে এই আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এই আনন্দ দুঃখের আত্যন্তিক অভাব মাত্র, এরূপ বলিয়াছেন। আনন্দ বলিয়া স্বয়ংস্থিত বা স্বভাবাত্মক অস্তিত্ব কিছু নাই, উহা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মাত্র। কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বহুদিন পরে রোগমুক্তি জন্য যে আনন্দ, উহা বাস্তবিক কিছু লাভজনক

হিন্দুদর্শনোক্ত "পরমাত্মায় স্থিতিলাভই" নির্ব্বাণ। পরমাত্মার আনন্দ আত্যন্তিক দুঃখাভাব অবস্থা মাত্র। কোন কিছু লাভজনক আনন্দ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ নহে, উহা রোগের অভাবজনক অবস্থার অনুভূতি মাত্র। সেইরূপ আত্মার আনন্দও আত্যন্তিক দুঃখাভাব মাত্র, উহা ভোগ্য বস্তু নয়।

এজন্য বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে আনন্দময় অবস্থা না বলিয়া দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্র যেমন দুঃখাভাবকে আনন্দ সংজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আত্মার দিকে মূঢ় মানবকুলকে চালিত করার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে নির্ব্বাণের দিকে চালিত করার জন্য সেরূপ কোন আনন্দময় অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই, নির্ব্বাণের অবস্থা কঠোরই রাখিয়াছেন, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আশা দিয়া নিরাশ করেন নাই, স্বরূপতত্ত্ব যাহা, তাহা বলিয়াছেন। রোগ আরোগ্য হইলে যে আনন্দ আসিবে তাহাকে আনন্দ না বলিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি বলিয়াছেন। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রাদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন, আত্যন্তিক সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তিকে মুক্তি বলেন নাই। তবে মুক্তি বা নির্ব্বাণে দুঃখনিবৃত্তি জন্য যে শান্তি, তাহা অবশ্যই হইবে।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তিতে জগৎ-স্মৃতির বিলয় হয়; পুনর্জ্জন্ম রহিত হয় এবং কোনরূপ স্বতন্ত্রাস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না।

এক্ষণ প্রশ্ন এই যে, নির্ব্বাণ লাভ হইলে "আমি পূর্ব্বে জগদ্বন্ধনে ছিলাম এক্ষণ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি" এতাদৃশ স্মৃতি থাকিবে কি না? তাহা হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'আমার জগৎস্মৃতি ও জগদ্-জ্ঞানই কেবল দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও যিনি জগৎস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এতাদৃশ ইচ্ছাই তাঁহাকে নির্ব্বাণাবস্থা হইতে বঞ্চিত এবং পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে।' বুদ্ধদেব স্বীয় শিষ্য মালক্যপুত্তের প্রশ্নের উত্তরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের পুনর্জ্জন্ম লাভের আশঙ্কার নিরসন করেন নাই, কিন্তু স্বয়ং দেহত্যাগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় স্বীয় প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "হে আনন্দ, এই আমার শেষ যাত্রা, এই আমার শেষ অস্তিত্ব, আমাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। কি স্বর্গে, কি মর্ত্তে, কি অন্য কোথাও আর বুদ্ধ বলিয়া কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।" বুদ্ধ স্বীয় প্রধানতম দ্বাদশ শিষ্যকে, —নির্ব্বাণতত্ত্ব যাহাদের বোধে উত্তমরূপে দাঁড়াইয়াছিল—অর্হৎ আখ্যা দিয়াছিলেন। অর্হৎ অর্থ একবারের বেশী যে দুইবার মরিবে না, অর্থাৎ এই জন্মেই যে মরিবে, আর যে মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের আর জন্ম হয় না। তবে অবতারবাদিগণ বিষ্ণুর মত বুদ্ধের অবতার কল্পনা করিয়া তাঁহার জন্ম ঘটাইতে পারেন, যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, সেই বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করা ঘোর অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কিছু নয়।

নির্ব্বাণাবস্থাটি বিভীষিকাপূর্ণ নয়। স্বতন্ত্রাস্তিত্বের অভাব হেতু উহাই পরম শান্তিকর অবস্থা।

পাঠক! নির্ব্বাণের এতাদৃশ কঠোর নিরানন্দ অবস্থা শুনিয়া ত্রাসিত হইও না। বেদান্তের ভাষায় তোমার দেহাত্মবুদ্ধি ও অসৎ সঙ্গ এবং বুদ্ধদেবের ভাষায় তোমার অনাত্মবুদ্ধি ও অপ্রিয় সঙ্গ জন্যই তোমার নির্ব্বাণের ধারণাটি বিভীষিকাপূর্ণ মনে হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহা মহা শান্তিকর অবস্থা। চীনদেশীয় তাওস্তিক ধর্ম্মাবলম্বী মহাজ্ঞানিগণ যেমন মহাশূন্যে স্থিতিকেই পরমানন্দকর মনে করিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধ মহাজ্ঞানী অর্হৎগণ তেমন অনস্তিত্বে স্থিতি, অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্বের আত্যন্তিক অবসানকে পরমানন্দকর মনে করিয়া গিয়াছেন। এই মহাশূন্যই যোগবাশিষ্ঠের চিদাকাশ বা চিৎশূন্য। বৌদ্ধের অনস্তিত্বও মহাশূন্য বই আর কি? যেহেতু যেখানে কিছু নাই সেইখানে মহাশূন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সব বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারসাধন দ্বারা যাহার স্বীয় অনুভবে না আসিয়াছে, তাহাকে শব্দার্থ বা শব্দ যোজনা দ্বারা বুঝান সুকঠিন। স্বতন্ত্র অস্তিত্বহীনতাই জীবের চরমাবস্থা, চরম ও পরম শান্তিকর অবস্থা জানিবে। ইহাই পরমানন্দ-কর অবস্থা।

মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলারের মত যাঁহারা মহা আরামে ও আড়ম্বরে বিদ্যারণ্যে পরিভ্রমণ করতঃ সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং মহামতি বুদ্ধদেবের মত কঠোর সাধন কিছুমাত্র করেন নাই, তাঁহাদের অনস্তিত্বই যে পরমানন্দকর ও পরমশান্তিকর অবস্থা, ইহা উপলব্ধ হয় না। ইহার উপলব্ধি কঠোর সাধনসাপেক্ষ। অভিমান থাকিতে মোক্ষ লাভ হয় না। পাণ্ডিত্যাভিমান যেমন মোক্ষ বা নির্ব্বাণপথের পরিপন্থী এমন আর কিছু নয়।

হে মহামতি বুদ্ধদেব! তোমার চিরমঙ্গলালয় নির্ব্বাণপথে আমাদিগকে চালিত কর এবং আমাদের এই সকল মিথ্যাস্তিত্বগুলি অনস্তিত্বে পরিণত করিয়া দেও, আমরা অনন্তকালের জন্য দুঃখরহিত হই। হে মহামতি বুদ্ধদেব! তোমার মত আমাদের যাবতীয় অভিমান তিরোহিত করিয়া দেও! আমাদের সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ, ইচ্ছার নির্ব্বাণ হউক, আমরা তোমার নির্ব্বাণ-তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করতঃ চিরতরে অনস্তিত্বে বিলীন হইয়া যাই! আর যেন আমাদের এই সংসার-বনাগ্নিতে পুনরাবর্ত্তন করিতে না হয়; আমাদের এই-ই শেষ যাত্রা, শেষ জন্ম ও শেষ অস্তিত্ব হউক।

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ticket — 35.55
Ricksha — 5.25

39.00

4000

Rupees fortyonly.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi